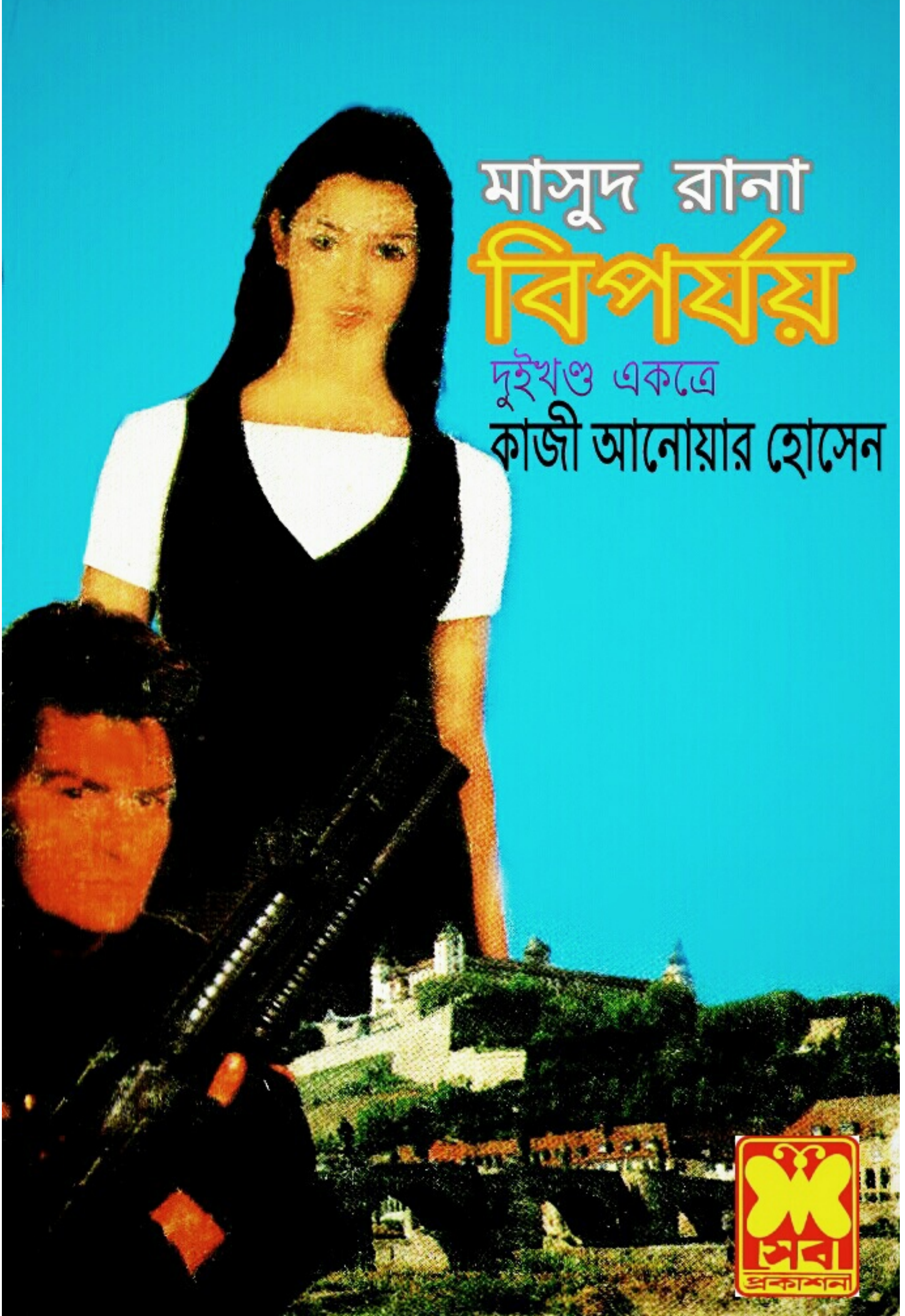

মাসুদ রানা
বিপর্যয়
দুইখণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

বিপর্যয়

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ট্রেনে করে ভিয়েনা সামিট কনফারেন্সে
যোগ দিতে চলেছেন চার দেশের
চারজন রাষ্ট্রপ্রধান।
জানা গেছে, তাঁদের একজনকে খুন করা হবে।
আরও জানা গেছে, খুনটা করবে
চারজন সিকিউরিটি চীফের একজন।
সোহেলও রয়েছে তাদের মধ্যে।
মোটামুটি এই হলো অবস্থা।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই কাহিনীতে
নিজেই মাঠে নামলেন মেজর জেনারেল (অব.)
রাহাত খান। রানাকে তো বটেই,
সোহেল ও সোহানাকেও
ঠেলে দিলেন ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

বিপর্যয়

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7147-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭
রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
BIPORJOY
Part: I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

চুরাশি টাকা

বিপর্যয়-১

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

এক

আত্মরক্ষার কোন সুযোগই দেয়া হলো না। কাপুরুষের মত খুন করল ওরা বাবুল আখতারকে।

তরুণ মেধাবী ছাত্র বাবুল আখতার পশ্চিম জার্মানীর বাভারিয়া প্রদেশের একটা ইউনিভার্সিটিতে কমপিউটর সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছিল। তার আরও একটা পরিচয় ছিল, কিন্তু সেটা পুলিস জানতে পারল হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবার পর।

বাবুল জানত যে-কোন মুহূর্তে তার ওপর হামলা হতে পারে। সেজন্যে সব সময় সতর্ক থাকত সে। কিন্তু ঘটনার দিন আবহাওয়া ছিল রোদ ঝলমলে, বিকেলটা ছিল নিরিবিলি এবং শান্তিময়—প্রবাসী বাংলাদেশীকে উদাস এবং অন্যমনস্ক করে তুলেছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তেও সন্দেহজনক কিছুই তার নজরে পড়েনি।

ভাড়া করা একটা পাওয়ারবোট নিয়ে লিন্ডাউ হারবার থেকে রওনা হলো বাবুল। লেক কনস্ট্যাঞ্জ-এর পানি নীল পারদের মত ঝিলমিল করছে। বোটে বাবুল একা। হারবারের মুখ থেকে বেরুবার সময় একদিকে পড়ল পাথুরে স্ট্যাচু বাভারিয়া সিংহ, আরেক দিকে আকাশ ছোঁয়া লাইটহাউস। নিয়ম লঙ্ঘন না করে বাবুল তার হুইসেল বাজাল।

ছাব্বিশ বছরের তরুণ, সুদর্শন এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। পরনে জার্মান স্যুট। তার পাশের সীটে একটা টাইবোলিয়ান হ্যাট পড়ে রয়েছে। মাথায় রয়েছে চূড়া আকৃতির নটিক্যাল ক্যাপ, ছুটির আমেজ মাখা পরিবেশের সাথে সুন্দর মানিয়ে গেছে সেটা। তরী নিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে পড়েছে বাবুল, গোপনে ভিড়বে গিয়ে সুইটজারল্যান্ডের তীরে।

বিশাল লেকের চারদিকে কোথাও এমন কিছু নেই যা দেখে সন্দেহ হতে পারে। বিকেলের সোনালি রোদে দূর দূরান্তে কয়েকটা ইয়ট দেখা গেল, রঙচঙে পাল তুলে খেলনার মত ভেসে যাচ্ছে। আরও সামনে এবড়োখেবড়ো, বরফ ঢাকা লিখটেনস্টেইন শৃঙ্গ—সুইটজারল্যান্ড। তার ডান দিকে অনেকগুলো সাদা স্টীমারের একটাকে দেখা গেল, লেকের পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে জার্মান শহর কনস্ট্যাঞ্জের দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বাঁ দিকে একদল উইন্ড-সার্ফার। পালে টানা বাতাস নিয়ে, তীব্র স্রোতে ভর করে ছুটোছুটি করছে ওদের বাহনগুলো। পাওয়ার বোটের বো-র দিকে চলে আসছে ওরা। এক এক করে গুনল বাবুল। ওরা ছ'জন।

আসলে সাতজন।

'আরে বাবা, পথ ছাড়ো!' আপনমনেই বলল বাবুল, থ্রটল পিছিয়ে এনে গতি কমাল।

সবাই ওরা যুবক, পেশীবহুল বডি-বিল্ডার। প্রত্যেকে বেদিং ট্রাঙ্ক পরে আছে। অদ্ভুত দর্শন বাহনগুলো পাওয়ারবোটের সামনে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল, ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে সেটা। বাবুল লক্ষ করল, ছ'জনের মধ্যে দু'জনের চুল সোনালি। তীর থেকে সে যখন আর মাত্র আধ মাইল দূরে, উপলব্ধি করল ওরা আসলে খেলছে। বাবুলের যে অসুবিধে হচ্ছে, তাকে যে প্রায় থামিয়ে ফেলতে হয়েছে পাওয়ারবোট, সেদিকে ওদের যেন কোন খেয়ালই নেই।

'যাও অন্য কোথাও খেলো গিয়ে!' বিরক্ত হয়ে ধমক লাগাল বাবুল।

একবার ইচ্ছে হলো থ্রটল খুলে ভয় দেখায়, কিন্তু দলটা এত কাছে যে তাতে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সোনালি চুলের একজন সবার চেয়ে লম্বা, হাত তুলে বাবুলের উদ্দেশে নাড়ল সে, বাহন নিয়ে চলে এল পাওয়ারবোটের পাশে। বাঁ হাতে ধরে পালটাকে সিধে করল, তারপর লাফ দিয়ে উঠে এল পাওয়ারবোটে। কি এক গোপন উল্লাসে লোকটা হাসছে। বাবুলও না হেসে পারল না। দাঁড়াল ও। আগন্তুকের বাড়ানো হাতটা ধরতে গেল হ্যান্ডশেক করার জন্যে।

আগন্তুকের সাথে, একই সময়ে পাওয়ারবোটে উঠে এসেছে সাত নম্বর সার্ফার। বাবুল দাঁড়াল, তার পিছনে থামল দ্বিতীয় আগন্তুক। উরুতে একটা বেল্টের সাথে খাপে ভরা ছুরি রয়েছে, এক টানে বের করল সে, তারপর ঘ্যাচ করে গেঁথে দিল বাবুলের শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে। খালি হাতটা দিয়ে বাবুলের কাঁধ খামচে ধরল সে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে বের করল ছুরি। ইতোমধ্যে প্রথম আগন্তুকের হাতেও বেরিয়ে এসেছে একটা ছুরি। দু'জন মিলে দু'দিক থেকে কোপ মারতে শুরু করল, যে যে-ভাবে পারে। দুজনই বাম হাতে বাবুলকে ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল।

বাকি পাঁচজন উইন্ড-সার্ফার পাওয়ারবোটের চারদিকে পাল দিয়ে পর্দা তৈরি করল, কেউ যদি তীর থেকে এদিকে তাকিয়ে থাকে তবু কিছু দেখতে পাবে না। লিন্ডাউতে জলপুলিসের একটা ইউনিট আছে, লেকে তাদের একটা লঞ্চও থাকার কথা।

কাজ শেষ করে পাওয়ারবোট থেকে যার যার বাহনে নেমে এল খুনী দু'জন। পাল সিধে করল ওরা। সাতজন মিলে একটা ঝাঁক বাঁধল। তারপর রওনা হলো লিন্ডাউ আর অস্ট্রিয়ান সীমান্তের মাঝখানে নির্জন তীর লক্ষ্য করে, লেক যেখানটায় শেষ হয়েছে।

'নিশ্চয়ই কোন ম্যানিয়াকের কাজ, হুঁশ-জ্ঞান থাকলে এত বার কেউ কাউকে ছুরি মারে না--মারার দরকার করে না।' ধীরগতিতে ভেসে যাচ্ছে পাওয়ারবোট, লাশ পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট প্যাটরা। পাওয়ারবোটের পাশেই রয়েছে লঞ্চটা, খোলের গায়ে নীল হরফে লেখা রয়েছে জলপুলিস। যুবক এক কনস্টেবল, লঞ্চের কিনারায় দাঁড়িয়ে লাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ রেইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে অঁক অঁক শব্দে বমি করতে শুরু করল। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল সার্জেন্ট। ঠিক তখুনি পায়ের কাছে কি যেন একটা পড়ে থাকতে দেখে ঝুঁকল সে,

জিনিসটা তুলে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল পকেটে। তেকোনা আকৃতির একটা ব্যাজ, দেখতে অনেকটা গ্রীক অক্ষর ডেল্টা-র মত। আবার লাশের দিকে তাকাল সে। আক্ষরিক অর্থেই দেহটা একেবারে দলা পাকিয়ে গেছে। নিহত ব্যক্তির পরনে জ্যাকেট রয়েছে, পকেটগুলো হাতড়ে আগেই বের করা হয়েছে পাসপোর্ট আর মানিব্যাগ। প্রথমে পাসপোর্ট খুলল সার্জেন্ট প্যাটরা, তারপর মানিব্যাগ।

'বাংলাদেশী পাসপোর্ট,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আশ্চর্য, মানিব্যাগে এত টাকা, অথচ...'

'সম্ভবত তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নিতে পারেনি,' বলল কার্ট ডিঙ্গার, সার্জেন্ট প্যাটরার ডেপুটি। লঞ্চের ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কপালে একটা হাত তুলে রোদ ঠেকাল, তাকাল পুব দিকে। 'কোন উইন্ড-সার্ফারের চিহ্নমাত্র নেই। কাজ সেরেই ব্যাটারা চম্পট দিয়েছে...'

'এতবার ছুরি মারতে সময়ের অভাব হয়নি, মানিব্যাগ নেয়ার সময় হলো না?' মাথা নাড়ল সার্জেন্ট প্যাটরা। 'পকেটে হাত দিলেই পেয়ে যেত, মাত্র দু'সেকেন্ডের ব্যাপার। উহুঁ—এমন অদ্ভুত খুন আমি আর দেখিনি।'

মানিব্যাগের ভেতর থেকে এটা-সেটা অনেক কিছু বেরুল। প্লাস্টিকের ছোট একটা কার্ড পেল সার্জেন্ট প্যাটরা, দেখতে ক্রেডিট কার্ডের মত। কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়েই ঘাবড়ে গেল সে। ক্রেডিট কার্ড নয়। কিনারায় লাল আর সবুজ বর্ডার রয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম বাবুল আখতার, বাংলাদেশী নাগরিক, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন এজেন্ট। এমবস করা কোড নম্বর দেখে সার্জেন্ট বুঝল, নম্বরগুলো লন্ডন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের।

'কি ব্যাপার, স্যার?' লঞ্চের ব্রিজ থেকে জানতে চাইল কার্ট ডিঙ্গার।

কার্ডটা মানিব্যাগে ভরে রাখল সার্জেন্ট প্যাটরা, হাতছানি দিয়ে সহকারীকে ব্রিজ থেকে নেমে আসতে বলল। নেমে এসে লঞ্চের রেইলে ভর দিয়ে দুই জলযানের মাঝখানে ছোট্ট ফাঁকটার দিকে ঝুঁকল ডিঙ্গার। ফিসফিস করে সার্জেন্ট বলল, 'ব্যাপারটা চেপে রাখতে হবে, ডিঙ্গার। প্রথমে আমরা আমাদের সিক্রেট সার্ভিসকে খবর দেব।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন লোকটা...?'

'কিছুই বলতে চাইছি না। শুধু এইটুকু জানি, রাত শেষ হবার আগেই খবরটা পাঠাতে হবে লন্ডনে।'

লিডাউ হারবারে ফিরে আসছে জলপুলিসের লঞ্চ। ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে সার্জেন্ট প্যাটরা, অধস্তনের হাতে লঞ্চের দায়িত্ব দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবে সে। লঞ্চের সাথে মোটা রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে পাওয়ারবোটটাকে, কোপানো লাশটা বোটের ডেকেই পড়ে আছে। তবে খুব সতর্কতার সাথে একটা ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে সেটা।

লাশের পিঠের অবস্থা দেখার পর থেকেই অস্থির আর উত্তেজিত হয়ে আছে সার্জেন্ট প্যাটরা। ক্ষতগুলোর একটা প্যাটার্ন আছে, আছে ভয়াবহ তাৎপর্য। সাবধান হয়ে গেছে সার্জেন্ট, সহকারী কার্ট ডিঙ্গারকেও কিছু বলেনি সে। তার

একমাত্র চিন্তা কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে লঞ্চ থেকে কিভাবে লাশটা নামানো যায়। লিন্ডাউ সৈকত ছোট হলেও, রোদ ঝলমলে শেষ বিকেলে অনেক লোকই হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়েছে।

লিন্ডাউ-এর দিকে ফিরতি পথে লঞ্চ ঘোরাবার সময় রেডিও অপারেটরকে দিয়ে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে সার্জেন্ট—'ছয়জন উইন্ড-সার্ফারের একটা দল সম্পর্কে সতর্ক হোন। এই মুহূর্তে তারা সম্ভবত আপনাদের তীরের দিকে যাচ্ছে। দেখামাত্র ওদেরকে গ্রেফতার করুন। তারপর কড়া পাহারায় বন্ধ সেলে আটকে রাখুন। লোকগুলো সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক।' নিজের হেডকোয়ার্টারে তো বটেই, অস্ট্রিয়ান শহর ব্রেগেঞ্জ-এর পুলিস হেডকোয়ার্টারেও পাঠানো হয়েছে এই টপ প্রায়োরিটি সিগনাল।

হারবারে ঢোকার সময় সাইরেন বাজাল ডেপুটি কার্ট ডিঙ্গার, তারপর বলল, 'আচ্ছা সার্জেন্ট, আমি কি ভুল দেখলাম? মনে হলো লাশের পিঠে ছুরির ডগা দিয়ে কি রকম যেন একটা নকশা মত কাটা হয়েছে। এত রক্ত যে ঠিকমত ঠাহর করতে পারলাম না···'

'তুমি তোমার কাজ করো,' ঝাঁঝের সাথে বলল সার্জেন্ট, চুপ করিয়ে দিল ডেপুটিকে।

হারবারে ঢুকে বাঁ দিকে ঘুরে গেল লঞ্চ, ল্যান্ডিং স্টেজটা ওদিকেই, ওখানেই সব সময় নোঙর ফেলা হয়। দ্রুত চিন্তা করছে সার্জেন্ট কিভাবে লাশটা গোপনে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া যায়। সৈকতে প্রচুর লোক রয়েছে, ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ কাজ হবে না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে।

সার্জেন্ট প্যাটরা যতই গোপন করার চেষ্টা করুক, ব্যাপারটা এরই মধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে। লক্ষ্য করা হচ্ছে ওদের প্রতিটা পদক্ষেপ।

লেক কনস্ট্যাঞ্জ-এর পুব প্রান্ত ঘেঁষে প্রাচীন নগরী লিন্ডাউ একটা দ্বীপ। মধ্যযুগীয় ভবনগুলো আজও নগরের শোভা এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নুড়ি পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তাগুলো সরু সরু, গলিগুলো আরও চিকন এবং আঁকাবাঁকা। দ্বীপ শহর লিন্ডাউ-এ পৌছুবার সম্পূর্ণ আলাদা দুটো পথ আছে।

গাড়ি করে আসতে হলে সিব্রুক অর্থাৎ রোড ব্রিজ পেরোতে হবে। অপরটা রেলপথ। জুরিখ থেকে একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে, আরও পশ্চিম ঘেঁষে রেল এমব্যাঙ্কমেন্ট পেরোয় ট্রেনটা, হপ্টব্যানহফ বা স্টেশনটা তীরের কাছাকাছি। আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে পিছু হটে ট্রেন, রেল এমব্যাঙ্কমেন্ট পেরিয়ে চলে যায় মিউনিক-এর দিকে।

পেভমেন্ট আর্টিস্ট লোকটা ঠাঁই নিয়েছে ব্যায়ারিশার হফ-এর সামনে, দ্বীপের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বিলাসবহুল হোটেল ওটা, স্টেশনের প্রবেশ পথের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে লোকটা বোট এবং ট্রেন, দুটোরই আসা-যাওয়া লক্ষ করতে পারে।

লোকটা রোগা-পাতলা, হাড়-সর্বস্ব মুখ, বয়স হবে পঁচিশ কি ছাব্বিশ। রঙচটা একটা উইন্ডচিটার আর জিনস পরে আছে। পুরানো হলেও, কাপড়চোপড়ে কোন

দাগ নেই। জার্মানীতে ভিখারি খুব কমই আছে, তবে যে ক'জন আছে তারা সবাই মার্জিত চেহারা নিয়ে বাইরে বেরোয়।

তবে শুধু হাত পাতলে জার্মানীতে কিছুই পাওয়া যায় না, ভিক্ষা পেতে হলেও বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। হোটেলের সামনে দাঁড়ানো ভিখারির পুঁজি আর কিছুই নয়, নিজের আঁকা কিছু ছবি। মোনালিসা, ইফেল টাওয়ার, তাজমহল, ইত্যাদি এঁকেছে সে। ছবিগুলোর পাশেই একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স, বাক্সের গায়ে একটা সরু ফাটল, দাতারা ওই ফাটলে পয়সা ফেলে। ছবি আর বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, মাঝে মধ্যে পেভমেন্টে পায়চারি করছে, হাত দুটো পিছনে এক করা।

পায়চারি করতে করতেই জলপুলিসের লঞ্চটাকে হারবারে ঢুকতে দেখল সে। তারপর বাঁক নিল লঞ্চ, ল্যান্ডিং স্টেজের দিকে যাচ্ছে। পিছনে পাওয়ারবোট দেখে দম আটকে এল তার। এত তাড়াতাড়ি! রীতিমত ঘাবড়ে গেল সে। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। হাতঘড়িটা কব্জির অনেক ওপরে বাঁধা রয়েছে, আস্তিন দিয়ে ঢাকা। বাক্স এবং ছবি ফেলে হাঁটা ধরল সে। কাঁচের একটা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল হপ্টব্যানহফে—রেল স্টেশনে।

ফোন বুদে ঢোকার আগে আবার একবার চারদিকে তাকাল পেভমেন্ট আর্টিস্ট। বিশেষ করে লক্ষ্য করল পুলিস ভবন থেকে কোন লোক এদিকে আসছে কিনা। তারপর বুদে ঢুকে ডায়াল করল।

স্টুটগার্ট-এর একটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক থেকে রিসিভার তোলা হলো। সাড়া দিল ব্যস্ত একটা মেয়েলি কণ্ঠ, 'হ্যালো, হ্যালো?' এইভাবেই শুরু হলো সাঙ্কেতিক শব্দের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় দেয়ার পালা। প্রথম দিকের কথাবার্তাগুলো আগেই ঠিক করা আছে।

'এরিক অ্যাম্বলার,' নিচু গলায় বলল পেভমেন্ট আর্টিস্ট। 'আস্তানা থেকে বলছি।'

'লুসি ডিলাইলা। বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো...'

'তাড়াতাড়িই বলব।' খুক করে কেশে পরিচয় দেয়ার কাজটা শেষ করল পেভমেন্ট আর্টিস্ট। কাশি না দিলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত মেয়েটা। 'আমি ভাবলাম তুমি হয়তো জেনে খুশি হবে যে আমাদের কনসাইনমেন্ট পৌঁছে গেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি!' প্রায় আঁতকে উঠল মেয়েটা।

অ্যাম্বলারের কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। লুসি ডিলাইলাকে যতটুকু চেনে সে, মাথায় বাজ পড়লেও বিচলিত হবার পাত্রী নয়। তারমানে পাওয়ারবোটে যার লাশই থাক, জীবিত অবস্থায় নিশ্চয়ই সে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ ছিল। সময়ের অনেক আগে লাশটা পুলিসের হাতে চলে আসায় বড় ধরনের বিপদের সম্ভাবনাও আছে।

'তুমি ঠিক জানো?' অনেকটা হুমকির সুরে জানতে চাইল লুসি ডিলাইলা।

'অবশ্যই জানি,' জোর দিয়ে বলল অ্যাম্বলার। 'তুমি বললে আমি বর্ণনা করতে পারি...'

নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়েছে ডিলাইলা। 'তার কোন দরকার নেই,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'খবরটা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ...'

'আর আমার ফি?' ফস করে জানতে চাইল অ্যাম্বলার।

'পোস্ট অফিস থেকে যেভাবে তোলো, দু'দিন পর। এই কাজেই থাকো আপাতত। মনে রেখো, এখনকার বাজারে কাজ পাওয়া ভারি কঠিন···।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিজের জায়গায়, পেভমেন্টে ফিরে এল অ্যাম্বলার। কিসের ওপর নজর রাখতে হবে জানে সে, কিন্তু কার বা কাদের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করছে সে-সম্পর্কে কিছুই জানে না। লুসি ডিলাইলাকে জীবনে কখনও দেখেনি সে, শুধু জানে ফোন নম্বরটা স্টুটগার্টের।

আরও একটা ব্যাপার জানে এরিক অ্যাম্বলার। জানে বেশি কৌতূহলী হলে অকালে প্রাণ হারাতে হবে তাকে। সে-কথা লুসি ডিলাইলা তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে।

স্টুটগার্টের একটা বিলাসবহুল পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্ট। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখছে লুসি ডিলাইলা। বছর কয়েক আগেও মডেল কন্যা ছিল সে, সাতাশ বছর বয়সে আজও তার শরীরে যৌবন বাঁধ মানে না। পাগল করা রূপ তার, যে দেখে সেই আকৃষ্ট হয়। প্রতি হপ্তায় তার মসৃণ কালো চুলের যত্ন নেয় শহরের সেরা হেয়ারড্রেসার, তার ওয়ার্ডরোবে যা আছে তাকে ছোটখাট ঐশ্বর্য বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

তার চোখের রঙ গভীর এবং ঘন কালো, ঘুম ঢুলুঢুলু একটা ভাব আছে। শরীরে কোথাও অশ্লীল মেদ নেই, আছে কমনীয় কোমলতা। যতক্ষণ জেগে আছে, দু'আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট থাকবে। আয়নায় চোখ রেখেই সাদা ফোনের রিসিভার তুলল সে। অ্যাপার্টমেন্টের মালিকের নম্বরে ডায়াল করল। এটা সাউদার্ন বাভারিয়ার একটা নম্বর।

লিন্ডাউ থেকে অনেক দূর উত্তর-পুবে পরিখা দিয়ে ঘেরা দুর্গের ভেতর বেজে উঠল টেলিফোন। শক্ত, লোমশ একটা হাত রিসিভার তুলল। লোকটার অনামিকায় ঢাউস এক হীরে বসানো সোনার আঙটি। কঠিন চোয়ালের নিচে নিরেট সোনার টাই-স্লাইড পরে আছে সে। বাঁ হাতে প্যাটেক ফিলিপ ঘড়ি।

'ইয়েস!' পরিচয় দেয়ার কোন গরজ নেই, গলায় কড়া ধমকের সুর।

'ডিলাইলা বলছি। কথা বলা যাবে?'

'ইয়েস! ফার যেটা পাঠিয়েছি পেয়েছ? গুড। আর কিছু?' ধমকের সুরে বলা হলেও, প্রতিটি শব্দই আসলে আগে থেকে ঠিক করা সঙ্কেত বিশেষ।

আলোচনা শুরুর অনুমতি পেয়ে কি ঘটেছে বলল ডিলাইলা। আঁতকে না উঠলেও, অন্নদাতা যে ঘাবড়ে গেছে সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল।

'কি বললে? এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে কনসাইনমেন্ট? কি করে!'

'হ্যাঁ, পৌঁছে গেছে। আমি ভাবলাম আপনি শুনে খুশি হবেন···'

ষাট বছরের ভোগী পুরুষ খুশি হওয়া তো দূরের কথা, উদ্বেগে কয়েক সেকেন্ড কথাই বলতে পারল না। এত তাড়াতাড়ি লাশ উদ্ধার করে ফেলল পুলিস! কি করে তা সম্ভব হলো? 'কনসাইনমেন্ট' শব্দটার অর্থ বাবুল আখতারকে খুন করার প্ল্যানটা যথা সময়ে সফল হয়েছে। 'পৌঁছে গেছে' শব্দটার মানে লাশটা পেয়ে গেছে

পুলিস। 'তুমি ঠিক জানো? এত তাড়াতাড়ি কিভাবে…?'

'পৌঁছুবার সময় আমি ওখানে ছিলাম না,' ধীরে ধীরে বলল লুসি ডিলাইলা, কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গের সুর। 'পাঁচ মিনিট আগে আমাদের অবজারভার যা বলেছে তাই আমি আপনাকে রিপোর্ট করছি…'

'ভুলে যেয়ো না কার সাথে কথা বলছ,' ঠাণ্ডা গলায় বলল লোকটা, ঠকাস করে নামিয়ে রাখল রিসিভার। ডেস্কে একটা ছোট বাক্স রয়েছে, ভেতর থেকে হাভানা চুরুট বের করে ধরাল সে।

স্টুটগার্ট অ্যাপার্টমেন্টে লুসি ডিলাইলার চেহারা প্রথমে লাল, তারপর ফ্যাকাসে হয়ে গেল। প্রথমে রাগ হলো তার। চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজীতে চার শব্দের একটা গাল পাড়ল সে। কি মনে করে লোকটা নিজেকে? নাহয় অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া দেয়, নাহয় তার বেডরূমে ঢোকে, নাহয় কাপড়চোপড় আর গহনা-গাটি সবই সে কিনে দেয়, কিন্তু তার মানে কি সে তার মালিক বনে গেছে?

কিন্তু মুশকিল হলো, ম্যাক্স মরলক একজন শিল্পপতি, কয়েকশো মিলিয়ন মার্কের মালিক, তার জমির পরিমাণ মধ্যযুগীয় একজন রাজার চেয়ে বেশি তো কম নয়, এবং ঝানু রাজনীতিক হিসেবে সে দেশ জোড়া খ্যাতির অধিকারী। আরও মুশকিল, লুসি ডিলাইলা জানে, গোটা পশ্চিম জার্মানীতে এই লোকই সবচেয়ে বিপজ্জনক, যাকে সে নিয়মিত দেহদান করে আসছে।

•

দুই

রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার দোতলায় বসে আছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর তাঁর চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে ঠাণ্ডা হিম আলো। কুঁচকে আছে কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া। নিহত বাবুল আখতারের পকেট থেকে উদ্ধার করা এটা-সেটা নানা জিনিস তাঁর সামনে ডেস্কের ওপর স্তূপ করা। সার্জেন্ট প্যাটরার নেতৃত্বে জার্মান পুলিস এগুলো উদ্ধার করেছিল, বাবুল আখতারের ডেথ সার্টিফিকেটসহ এগুলো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায়।

রোববারে মারা গেছে বাবুল আখতার, রোববার রাতেই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ঢাকা হেডকোয়ার্টারে বসে খবরটা পেয়েছেন রাহাত খান। আজ মঙ্গলবার দুপুরে লন্ডনে পৌঁচেছেন তিনি। সোহেল আহমেদ বেশ কিছুদিন থেকেই লন্ডনে রয়েছে, জরুরী বার্তা পাঠিয়ে জিম্বাবুই থেকে লন্ডনে আনানো হয়েছে মাসুদ রানাকে। সোহানাকেও খবর দেয়া হয়েছে, সে-ও আসছে লন্ডনে।

দোতলার অফিস রূমে উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ, যেন কেউ একটু নড়লেই বৈদ্যুতিক শক খাবে। ডেস্কের ওধারে রিভলভিং চেয়ারে রাহাত খান, এধারে হাতলহীন চেয়ারে তাঁর একজন এজেন্ট। কামরায় আর কেউ নেই। রাহাত খানের দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বের সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে এজেন্ট।

অনেকগুলো সমস্যা আর অসুবিধে কুলকুল করে ঘামিয়ে ছাড়ছে বেচারাকে। হাত দুটোকে নিয়ে কি করবে কোথায় রাখবে বুঝতে পারছে না, চোখ তুলে সরাসরি তাকাবার সাহস নেই, ঢোক গিলেও শুকনো গলা ভেজানো যাচ্ছে না, ঢিবঢিব করছে বুকের ভেতরটা। কে বলবে এই লোকই এসপিওনাজ জগতে কিংবদন্তীর নায়ক, ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী, দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী, এবং স্বাধীনচেতা মাসুদ রানা?

লন্ডন শাখার এই অফিস ভবন থেকে রিজেন্ট পার্ক পরিষ্কার দেখা যায়। দালান থেকে বেরুবার পর কেউ অনুসরণ করছে কিনা বোঝার জন্যে পার্কে ঢুকে গেলেই হয়, খোলামেলা পার্কে নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখতে পারবে না কেউ। দালানের গেট থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে রিজেন্ট পার্ক আন্ডারগ্রাউন্ড, প্ল্যাটফর্মে নামার জন্যে লিফট আছে। কেউ অনুসরণ করতে চাইলে তাকেও ওই একই লিফটে চড়ে নামতে হবে। এ-সব সুবিধের কথা ভেবেই এই বাড়িটা ভাড়া করা হয়েছে।

'এগুলো দেখে কি বুঝছ তুমি, রানা?'

বসের দিকে না তাকিয়ে ডেস্কে স্তূপ করে রাখা বাবুল আখতারের জিনিসপত্রের ওপর চোখ বুলাল রানা। কয়েকটা জিনিস হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল। কয়েকটা চিরকুট, স্লিপ, আর টিকেট পড়ল। এটা-সেটা নানা জিনিসে মানিব্যাগ ভরে রেখেছিল বাবুল, অন্য কোন এজেন্ট সম্ভবত ফেলে দিত ওগুলো। রানা ধারণা করল, বাবুলের মত দক্ষ একজন এজেন্ট কারণ ছাড়া বা খামখেয়ালী বশে কাজটা করেনি, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। বাবুল হয়তো বুঝতে পেরেছিল তার ওপর হামলা হতে পারে, হয়তো জানত মারা যেতে পারে সে, তাই সূত্র হিসেবে জিনিসগুলো সাথে রাখত।

ওগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা, 'জার্মানীতে ও কি করছিল, স্যার?'

'জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের টনি শুমাখার ওকে আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছিল,' বদ্ধ ঘরে ভারী কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। 'টনি আমাদের অনেক উপকার করেছে, ওর কাছে আমরা ঋণী ছিলাম, কাজেই সাহায্য চাইলে না করতে পারিনি।'

'কেন?' রানার ছোট্ট প্রশ্ন।

'বাভারিয়ার ডেল্টা আউটফিট সম্পর্কে জানো তো? নিও-নাৎসী। খুব সতর্কতার সাথে আইনের সীমার ভেতরে থাকে ওরা, ফলে সংগঠনটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যাচ্ছে না। সংগঠনের ভেতর জার্মান নয় এমন একজন লোককে ঢোকাতে চেয়েছিল টনি, ভেতরের খবর পাবে এই আশায়।'

খবর যোগাড় করতে গিয়ে বাবুল নিজেই খবরে পরিণত হয়েছে, দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবল রানা। হ্যারল্ড টনি শুমাখার সম্পর্কে জানে রানা, জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের চীফ। কিন্তু ভদ্রলোককে ব্যক্তিগতভাবে চেনে না ও। জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের হেডকোয়ার্টার মিউনিকে।

কোটের পকেট থেকে বের করে কি যেন একটা ঠকাস করে ডেস্কে ফেললেন রাহাত খান। তেকোনা আকৃতির একটা সিলভার ব্যাজ, গ্রীক অক্ষর ডেল্টা-র মত দেখতে। 'এটা ওদের স্বস্তিকার লেটেস্ট সংস্করণ,' বললেন তিনি। 'ছেলেটার

নিচে…লাশের নিচে পাওয়া গেছে। খুনী সম্ভবত অসতর্ক মুহূর্তে ফেলে গেছে ওটা।'

'কিভাবে খুন হয়েছে বাবুল?'

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত হঠাৎ বিস্ফোরিত হলেন রাহাত খান। মুঠো পাকিয়ে ডেস্কের ওপর প্রচণ্ড ঘুসি মারলেন তিনি। ডেস্কের সমস্ত জিনিস লাফিয়ে উঠল, খাঁচার ভেতর রানার হৃৎপিণ্ডটাও। 'ভাবতে পারো, রানা?' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কটমট করে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'ছেলেটাকে পঁচিশবার ছুরি মারা হয়েছে! ফর গডস সেক, আমরা এর প্রতিশোধ নেব!'

'পঁচিশ বার!' বিড়বিড় করে বলল রানা।

মুহূর্তেই আবার প্রকৃতিস্থ হলেন বি.সি.আই. চীফ, ভাবাবেগে উন্মাদ হবার সময় নয় এখন। 'জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ছেলেটার খালি পিঠে ছুরির ডগা দিয়ে একটা নকশা এঁকেছে খুনী—ওদের নিজেদের প্রতীক চিহ্ন, ডেল্টা সিম্বল।'

'সেজন্যেই আমরা ধরে নিচ্ছি এটা একটা ডেল্টা মার্ডার?'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'নিরপেক্ষ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও পাওয়া গেছে,' বললেন তিনি। রানা লক্ষ করল, বসের কপালের পাশের একটা শিরা বারবার লাফাচ্ছে। 'লোকটার পরিচয় টনি আমাকে বলেনি, কাজেই আমিও জানতে চাইনি। সে একজন জার্মান ট্যুরিস্ট, লিভাউ হারবারের অনেক উঁচু একটা টেরেস থেকে…'

বসকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'শুনে মনে হচ্ছে রোমারশ্যাঞ্জ টেরেস…'

'ও, হ্যাঁ, লিভাউ দ্বীপে আগে একবার গেছ তুমি। অদ্ভুত একটা জায়গা, ম্যাপ দেখে তাই আমার মনে হলো। আকাশ থেকে বোধহয় একটা ভেলার মত দেখাবে, দুটো তক্তা দিয়ে মেইনল্যান্ডের সাথে জোড়া লাগানো।'

'হ্যাঁ, দুটো ব্রিজ,' বলল রানা। 'একটা রোড ব্রিজ, আরেকটা রেল এমব্যাঙ্কমেন্ট, সাথে সাইকেল রাস্তা আর পায়ে হাঁটা পথ।'

এ-ধরনের খুঁটিনাটি ব্যাপারও মনে রাখে রানা, মনে মনে বস ওর প্রশংসা করলেন, কিন্তু চেহারা দেখে রানার মনে হলো যেন তথ্যগুলো মনে রেখে রানা মস্ত অন্যায় না করলেও এর মধ্যে কৃতিত্বেরও কিছু নেই। 'যা বলছিলাম,' আবার তিনি শুরু করলেন, 'এই জার্মান ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক বিনকিউলারে দেখেন পাওয়ারবোট নিয়ে হারবার থেকে রওনা হলো বাবুল। খানিক পর সাতজন উইন্ড-সার্ফারকেও দেখতে পান তিনি, একজন বাদে বাকি সবাই পাওয়ারবোটের পথ আগলে ফেলে।'

'একজন বাদে?'

'তাকে বাবুল দেখেইনি,' বললেন রাহাত খান। 'ছ'জনের একজন সামনে থেকে পাওয়াবোটে ওঠে, একই সময়ে ওঠে পিছনের লোকটাও। বাকি উইন্ড-সার্ফাররা পাওয়ারবোটের চারদিকে একটা পর্দা তৈরি করে, ফলে ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক দেখতে পাননি পরবর্তী দু'মিনিট কি করেছে ওরা। এরপর উইন্ড-সার্ফাররা সাতজনই চলে যায়, পাওয়ারবোটে পড়ে থাকে বাবুল। বোটটা স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছিল। ট্যুরিস্ট ভদ্রলোকের ধারণা হয়, বাবুল বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কিংবা কোন অঘটন ঘটেছে, কাজেই দেরি না করে জলপুলিসকে খবর দেন তিনি,

টেরেসের নিচেই ছিল লঞ্চটা।' টনি শুমাখার-এর পাঠানো রিপোর্টের ওপর একবার চোখ বুলালেন তিনি। 'সার্জেন্ট প্যাটরা সাথে সাথে লঞ্চ নিয়ে রওনা হয়ে যায়।'

'কিন্তু ডেল্টা বাবুলকে খুন করল কেন? ও কি কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে ফেলেছিল?'

'আমি জানি না,' রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন রাহাত খান, চোখ বুজলেন। পাঁচ সেকেন্ড পর চোখ খুললেন তিনি, সিধে হয়ে বসে একটা চুরুট ধরালেন। আবার তাঁর কপালের শিরাটাকে লাফাতে দেখল রানা। 'জানি না, কিন্তু জানতে চাই। আর সেজন্যেই ওখানে তোমাকে পাঠাচ্ছি, রানা। তুমি জানবে। এবং সম্ভব হলে ওদেরকে শেষ করে দিয়ে আসবে। আমি চাই ডেল্টার জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলো তুমি। রক্তের বদলে রক্ত নেবে বি.সি.আই.।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলেন। 'তবে খুব সাবধানে, রানা। ডেল্টা ভয়ঙ্কর…ম্যাক্স মরলক ডেঞ্জারাস…।'

নক হলো দরজায়।

'ইয়েস, কাম ইন!'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সোহেল আহমেদ, সাথে পলওয়েল। কাঁধের কাছ থেকে একটা হাত নেই সোহেলের, কিন্তু ইদানীং খুঁটিয়ে লক্ষ্য না করলে সেটা বোঝা যায় না—ফাইবার গ্লাসের কৃত্রিম একটা হাত ব্যবহার করছে সে, গায়ের রঙের সাথে ম্যাচ করা, ডান হাতের মত সেটাও ফুল হাতা শার্টের আস্তিন দিয়ে কব্জি পর্যন্ত ঢাকা।

ডেভিড পলওয়েল রানা এজেন্সির নতুন রিক্রুট। রোগা-পাতলা, চোখ দুটো অস্থির, চেহারায় ক্ষুধার্ত একটা ভাব। সোহেলের পাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল সোহেল, রানাকে দেখাল। 'উনি মাসুদ রানা, এজেন্সির ডিরেক্টর। রানা, এ ডেভিড পলওয়েল, আমাদের নতুন রিক্রুট।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে একটা হাত বাড়াল পলওয়েল। দাঁড়াল রানা, পলওয়েলের চোখে চোখ রেখে করমর্দন করল। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মি. পলওয়েল। আশা করি তুমি ভাল করবে।'

'বসো তোমরা,' আদেশ করলেন রাহাত খান। তিনজনই বসল ওরা। সোহেলের দিকে তাকালেন তিনি, জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন ডেকেছিল ওরা?'

ডাকটা এসেছিল সকালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। প্রথমে বি.সি.আই. চীফ রাহাত খানের সাক্ষাৎ চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি আজ ব্যস্ত থাকবেন জানিয়ে দেয়ার পর রানা এজেন্সির কর্মকর্তাদের একজনকে ডেকে পাঠানো হয়। সোহেলকে পাঠানোর সময় রাহাত খান মন্তব্য করেছিলেন, 'আভাস পেয়েছি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে বড় রকমের বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে। ওদের নাকি টপ বস্ সহ তিনজন কর্তা ঘুষ খেয়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন পাচার করেছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। ব্যাপারটা ফাঁস হবার পর গোটা সিক্রেট সার্ভিসই নাকি অচল হয়ে পড়েছে। ওরা সম্ভবত সে-ব্যাপারেই আমাদের সাহায্য চাইবে।'

'আপনার ধারণাই ঠিক, স্যার,' বলল সোহেল। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস বলতে গেলে এক রকম অচলই হয়ে গেছে। প্রথম সারির দু'জন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ স্বীকার করেছে তারা। কিন্তু টপ বস্ পালিয়ে গেছে, সম্ভবত সীমান্ত পেরিয়ে।'

দুঃখ প্রকাশ করলেন রাহাত খান, তারপর বললেন, 'আসলে প্রাচুর্য যেখানে যত, লোভও সেখানে তত। তা না হলে ইংল্যান্ডের মত দেশে এ-ধরনের ঘটনা ঘটে কিভাবে!' মুখ তুললেন তিনি। 'কি চায় ওরা?'

'জুনের দু'তারিখে ভিয়েনার উদ্দেশে রওনা হবে সামিট এক্সপ্রেস,' বলল সোহেল, 'প্রাইম মিনিস্টার তাতে থাকবেন, কিন্তু এখনও তাঁর প্রোটেকশনের ব্যাপারটা চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। পররাষ্ট্র দফতর জানতে চাইল, প্রাইম মিনিস্টারের নিরাপত্তার ব্যাপারে রানা এজেন্সি দায়িত্ব নিতে পারবে কিনা—আনঅফিশিয়ালি।'

মাথা নাড়লেন রাহাত খান। বললেন, 'ওদের কি মাথা খারাপ হয়েছে! প্রাইম মিনিস্টারের এটা রাষ্ট্রীয় সফর, প্রাইভেট একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্মকে ওরা তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে বলে কোন্ বুদ্ধিতে?'

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল সোহেল, 'সিক্রেট সার্ভিসের কোন রকম সাহায্য নিতে এই মুহূর্তে পররাষ্ট্র দফতর রাজি নয়। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কয়েকজন এজেন্টকে ওরা প্রাইম মিনিস্টারের সাথে সামিট এক্সপ্রেসে তুলে দেয়ার প্ল্যান করছে। ইতিমধ্যে ওরা নাকি আভাস পেয়েছে জার্মান, সুইস, আর মার্কিন ইন্টেলিজেন্স শীর্ষ বৈঠকের সার্বিক নিরাপত্তার দিকটা দেখার জন্যে রানা এজেন্সিকে দায়িত্ব দিতে চাইছে...'.

সোহেলকে থামিয়ে দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'হ্যাঁ, সেরকম একটা প্রস্তাব পাওয়া গেছে বটে।'

'স্যার?' আকস্মিক প্রশ্নটা এল রানার তরফ থেকে।

'এয়ারপোর্ট থেকে এখানে পৌঁছেই দেখি তোমার টেবিলে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পড়ে রয়েছে,' বললেন রাহাত খান। 'সোহেল তখন অফিসে ছিল না, আর তুমি তখনও লন্ডনেই পৌঁছাওনি।' একটু থেমে আবার শুরু করলেন তিনি, 'জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের টনি শুমাখার, সুইস ইন্টেলিজেন্সের জোসেফ হুগি, আর সি.আই.এ.-র উইলিয়াম হেরিক—প্রস্তাবটা তিনজন একসাথে দিয়েছে।' কথা শেষ করে সোহেলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

'এধরনের একটা ব্যবস্থা হতে যাচ্ছে শুনে পররাষ্ট্র সচিব খুশি হয়েছেন,' বলল সোহেল। 'তাঁর কথা হলো, সামিট এক্সপ্রেস, শীর্ষ বৈঠক, এবং চার রাষ্ট্র-প্রধানের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব রানা এজেন্সি যদি নেয়, তাহলে প্রাইম মিনিস্টারের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে অসুবিধে কোথায়? রানা এজেন্সি কাজ যা করার তাই করবে, শুধু একটু বিশেষ নজর রাখবে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের ওপর। তাও আনঅফিশিয়ালি। এর জন্যে আলাদাভাবে পুরো ফি দিতে তাদের আপত্তি নেই।'

'আমাদের কাছে ডেল্টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা,' বললেন রাহাত খান। 'রানাকে আমরা প্রতিশোধ নিতে পাঠাচ্ছি। আমার ইচ্ছে, তিন ইন্টেলিজেন্স চীফের

অনুরোধটাও আমরা রক্ষা করি—ওরা প্রত্যেকেই আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। তারমানে এই কাজটাও রানার ঘাড়ে চাপছে, কারণ নাম উল্লেখ করে রানাকেই চেয়েছে ওরা। এখন আবার ব্রিটিশরা চাইছে···' কথা শেষ না করে মাথা নাড়লেন তিনি।

'আমি তাহলে ওদের বলে দিই···'

একটা হাত তুলে সোহেলকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হলে ওখানে আমাদের আলাদা লোক পাঠাতে হবে। আর ফি নিলে ব্যাপারটা আনঅফিশিয়ালও থাকে না।' কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে নিভে যাওয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'ওদের বলো, ব্যাপারটা নিয়ে আমরা চিন্তা করে দেখব। তবে, অনুরোধ যদি রাখি, আমরা কোন ডকুমেন্টে সই করব না, ফি নেয়ারও প্রশ্ন উঠবে না। যোগাযোগ রাখতে বলো, সিদ্ধান্ত হলে জানিয়ে দেব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল, তার সাথে যন্ত্রচালিতের মত পলওয়েলও। বিদায় নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। যাবার সময় চুপিসারে রানাকে উদ্দেশ্য করে মুখ বাঁকাল সোহেল, যেন বলতে চাইল, তোমার নরকবাস আরও দীর্ঘ হোক, এই প্রার্থনা করি। পাল্টা ভেঙচাতে যাবার আগের মুহূর্তে রানা দেখল, বস্ ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন, কাজেই ভিজে বেড়ালের মত বসে থাকতে হলো ওকে।

কামরায় আবার ওরা একা।

'হি ওয়াজ মেমোরাইজিং ইওর অ্যাপিয়ার‍্যান্স,' হালকা সুরে, সহাস্যে বললেন রাহাত খান।

'জ্বী, আমিও লক্ষ করেছি···' রানার কথা শেষ হলো না, চেহারা আবার গম্ভীর হয়ে গেল রাহাত খানের, এই পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি যেন রানাকে বলতে চাইলেন, দেখতে তুমি সুন্দর এ কথা ভেবে পুলকিত হবার কোন কারণ নেই তোমার।

'সোহেলই বোধহয় ওকে রিক্রুট করেছে?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে এই একটা কাজ দেখিয়েছে। পলওয়েল আসলে বদরুল হাসানের রিপ্লেসমেন্ট। স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে ট্রেনিং পাওয়া ছেলে, সম্ভবত ভাল করবে। সোহেল নিজেই ওর ইন্টারভিউ নিয়েছে। শুনলাম ছেলেটা নাকি অনেকদিন ধরে এজেন্সিতে ঢুকতে চাইছিল।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল রানা, চেহারায় অস্বস্তি।

'হ্যাঁ,' রাহাত খান বললেন, 'যারা অ্যাপ্লাই করে তাদের আমরা নিই না। তবে পলওয়েলের ব্যাপারে নিয়ম ভাঙা হয়েছে। ওর সম্পর্কে যারা সুপারিশ করেছে তাদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে সোহেল।' চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'বদরুল হাসানের চিকিৎসা কেমন চলছে?'

'আমেরিকার ক্লিফোর্ড ক্লিনিকে আছে হাসান,' বলল রানা। দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্লিনিকগুলোর একটা ওটা। 'শেষ যে রিপোর্টটা পেয়েছি, আগের স্মৃতি ফিরে পেয়েছে। তবে হিপনোসিসের সম্পূর্ণ প্রভাব কাটতে আরও কিছু সময়ের

দরকার হবে।'

রানার দিকে একটু ঝুঁকলেন রাহাত খান। 'ব্যাবিলনে সত্যিই কি মারা গেছে শয়তানটা?' কবীর চৌধুরীর কথা জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'নাকি আবার হঠাৎ ধূমকেতুর মত উদয় হবে কিছুদিন পর?'

সত্যি কথাটাই বলল রানা, 'আমি জানি না, স্যার। ওর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'ম্যাক্স মরলকের ব্যাপারে এ-ধরনের উত্তর কিন্তু আমি মানব না।'

ঘামতে শুরু করল রানা। খানিক চুপ করে থাকলেন রাহাত খান। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, 'এবার বলো, কিভাবে তুমি বাবুলের ট্রেল পিক করবে?' এক সেকেন্ড পর বললেন, 'তার আগে এই ফটোগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নাও। শুমাখার-এর নিজের লোকের তোলা। দুটো ফটোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তেকোনা ডেল্টা পার্টির প্রতীক চিহ্ন, বাবুলের পিঠে ছুরির ডগা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।' এনভেলাপটা রানার দিকে ঠেলে দিলেন তিনি।

এনভেলাপ খুলতে খুলতে কয়েকটা তথ্য নতুন করে স্মরণ করল রানা। ডেল্টা পার্টি একটা রাজনৈতিক দল, জার্মানীর বাভারিয়া প্রদেশে অত্যন্ত শক্তিশালী। দলটার প্রধান আদর্শ হচ্ছে নাৎসীবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেজন্যই দলটাকে অনেক সময় নিও-নাৎসী বলে সম্বোধন করা হয়। ডেল্টা পার্টির নেতা একজন শিল্পপতি—মিলিওনেয়ার ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট—ম্যাক্স মরলক। লোকটা বাভারিয়ান স্টেট ইলেকশনে একজন প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছে…। 'বাভারিয়ার নির্বাচন যেন কবে, স্যার?'

'জুনের চার তারিখে—সামিট এক্সপ্রেস বাভারিয়া পেরোবার পরদিন,' বললেন রাহাত খান। 'সবগুলো ব্যাপার কেন যেন আমার কাছে এক সুতোয় গাঁথা বলে মনে হচ্ছে। সামিট এক্সপ্রেসের বাভারিয়া পেরোনো, স্টেট ইলেকশন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করার আগে বাবুলের খুন হয়ে যাওয়া…'

ফটোগুলো রেখে দিয়ে ডেস্ক থেকে ছোট্ট একটা কাগজ তুলে নিল রানা, তাতে আরেকবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'আমি কাজ শুরু করব স্যার, জুরিখ থেকে।'

'কেন, জুরিখ থেকে কেন?' রাহাত খানের গলায় প্রায় ধমকের সুর। ডেস্কে রাখা বাবুল আখতারের জিনিস-পত্রগুলোর দিকে, তারপর রানার হাতে ধরা কাগজটার দিকে একবার করে তাকালেন তিনি। 'ওর কাগজ-পত্রের মধ্যে আমিও অবশ্য টিকেটগুলো দেখেছি—একটা ফার্স্ট ক্লাস ট্রেন টিকেট, মিউনিক টু জুরিখ, আরেকটা লিন্ডাউ টু মিউনিক, কিন্তু…'

'এটা একটু দেখুন, স্যার,' হাতের কাগজটা বসের দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

কাগজটা নিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে রাখলেন রাহাত খান। এক ধরনের টিকেট বলে মনে হলো ওটাকে, ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে—'জুরি…লাইনি।' ব্লু-ব্ল্যাক কালিতে রাবার স্ট্যাম্প মারা হয়েছে টিকেটের গায়ে, লেখাগুলো পরিষ্কার পড়া যায়—'রেনওয়েগ / অগাস্ট,' তার পাশে, 'মূল্য : ০.৮০'।

মুখ তুলে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকালেন রাহাত খান।

'শেষবার জুরিখে গিয়ে দেখেছিলাম এটা,' বলল রানা। 'ট্রামের টিকেট। ব্যান হফস্ট্রাস ধরে যায় এই ট্রাম। রেনওয়েগ একটা সাইড স্ট্রীট, ব্যান হফস্ট্রাস থেকে

আলাদা হয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। তারমানে, স্যার, শহরের ভেতর দিকে ঘুরে বেড়িয়েছে বাবুল।' এরপর রানা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'কেন? কোথায় গিয়েছিল সে? সময় নষ্ট করার ছেলে তো সে ছিল না।'

নিঃশব্দে ওপর-নিচে মাথা দোলালেন রাহাত খান। একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুললেন, ভেতর থেকে বের করলেন ছোট্ট একটা কালো নোটবুক। সেটার পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন তিনি। বললেন, 'এটাও টনি পাঠিয়েছে। শুধু আমি জানতাম, সাথে দুটো নোটবুক রাখত বাবুল। বুক পকেটে থাকত বড়টা, পাওয়া যায়নি। সম্ভবত খুনীরা নিয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছুই তাতে ছিল না। জলপুলিসের সার্জেন্ট প্যাটরার কাছ থেকে খবর পেয়ে লিন্ডাউ বা হয়তো কাছের কোন এয়ারস্ট্রিপে চলে আসে টনি, লাশটা নিজের হাতে ভাল করে সার্চ করার সময় গোপন পকেট থেকে পায় এটা।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। কি কারণে যেন রানার ওপর রেগে আছেন। কারণটা এক সেকেন্ড পর বোঝা গেল। 'ছাইপাঁশ কি লিখে গেছে কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!'

আবার না ধমক খেতে হয়, তাই হাত বাড়াতে ইচ্ছে করলেও গুটিয়ে রাখল রানা।

অগত্যা রাহাত খানই বললেন, 'দেখো তো, তুমি কোন অর্থ বের করতে পারো কিনা।' নোট বুকটা তিনি রানার সামনে ডেস্কের ওপর রাখলেন।

পাতাগুলো উল্টে গেল রানা। প্রতিটি রেফারেন্স বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে, শূন্যস্থানগুলো পূরণ করা হয়নি। রানা পড়ে গেল—

হপ্টব্যানহফ, মিউনিক···হপ্টব্যানহফ, জুরিখ···ডেল্টা···সেন্ট্রাল হফ···ব্রেগেঞ্জ···ওয়াশিংটন, ডি-সি, ফ্রেড ডোনার···পুল্যাক, জার্মান সিক্রেট সার্ভিস···অপারেশন ক্রাউন।

'আখতার···,' বলেই নিজেকে সংশোধন করে নিল রানা, মনে পড়ল আখতার বলে সম্বোধন করল ভয়ানক খেপে যেত বাবুল। '···বাবুল শুধু বড় রেল স্টেশনগুলোর নাম লিখে গেছে, মিউনিক আর জুরিখ। কারণটা কি হতে পারে বুঝতে পারছি না। লেখাগুলো পড়ে মনে হচ্ছে ডেল্টার সাথে জুরিখের কোন লিঙ্ক আছে। অদ্ভুতই বলব আমি।'

'ডেল্টা বা নিও-নাৎসী পার্টি স্টেট ইলেকশনে তাদের প্রার্থী দাঁড় করালেও, আসলে ওটা একরকম আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি—অন্তত ওদের বেশিরভাগ অশুভ তৎপরতা আন্ডারগ্রাউন্ড সেল থেকে পরিচালনা করা হয়। গুজব আছে, সেন্ট গ্যালেন আর অস্ট্রিয়ান সীমান্তের মাঝখানে উত্তর-পুব সুইটজারল্যান্ডেও ডেল্টা সেল অপারেশন চালায়। সুইস কাউন্টার-এসপিওনাজ চীফ জোসেফ হুগি এ-ব্যাপারে ভারি উদ্বিগ্ন···!'

'তারমানে কি ডেল্টার বিরুদ্ধে আমরা তাঁর সাহায্য পাব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডেল্টা সুইটজারল্যান্ডের প্রতিবেশী জার্মানীর মাথাব্যথা,' বললেন রাহাত খান, চেহারায় সন্দেহ। 'আর সুইটজারল্যান্ড সমস্ত ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে চায়। সাহায্য তুমি পাবে, তবে কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হতে পারে।'

'ওয়াশিংটন, ডি-সি, ফ্রেড ডোনার—কে সে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই রেফারেন্সটা আমার বোধগম্য হয়নি,' রাহাত খান বললেন। রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'ফ্রেড আমার পুরানো বন্ধু। সি.আই.এ.-র নতুন বস্ হয়ে এসেই উইলিয়াম হেরিক তাকে কিক্-আউট করে।'

'সামিট এক্সপ্রেসে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে প্রোটেকশন দেয়ার জন্যে তিনিই থাকছেন, তাই না—উইলিয়াম হেরিক?'

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমার কাছে ধাঁধার মত লাগছে। বাবুল ফ্রেডের নাম লিখল কেন নোটবুকে!'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে রানা বলল, 'অনেক কাজই গোপনে করতে ভালবাসত বাবুল। মিউনিক থেকে ওয়াশিংটনে গিয়েছিল সে, অথচ আপনি জানেন না, এমন হতে পারে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন রাহাত খান, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হতে পারে।'

'নোটবুকে আবার একবার চোখ বুলাল রানা। 'সেন্ট্রালহফ। এর মানে কি?'

'এটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব,' গম্ভীর গলায় বললেন রাহাত খান। 'জোসেফ হুগি তার বেস্ট এজেন্টকে বাবুলের হাতে তুলে দিয়েছিল। সে হয়তো তোমাকে অনেক রহস্যের সমাধান দিতে পারবে। খুনীদের বাদ দিলে, ওই মেয়েটাই হয়তো শেষ বার দেখেছে বাবুলকে।'

চোখ তুলে তাকাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। ছোট্ট একটা ঢোক গিলল।

'জুলি ডায়ানা—মা ইংরেজ, বাপ সুইস। জোসেফের খুব বিশ্বস্ত এজেন্ট। পঁয়তাল্লিশ নম্বর সেন্ট্রালহফে থাকে সে।'

'কিন্তু, স্যার, গোপন নোটবুকে তার নাম লিখবে কেন বাবুল? তাহলে কি ফ্রেড ডোনার আর জুলি ডায়ানাকে সন্দেহ করত বাবুল?'

রানার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন রাহাত খান, যেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অপমান করা হয়েছে। 'কি যা তা বলছ! ফ্রেড আমার বন্ধু, সে কেন শত্রুপক্ষের লোক হতে যাবে! আর জোসেফের বন্ধুর মেয়ে জুলি, তাকে সন্দেহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দিনে দিনে তোমার হচ্ছে কি? এমন ভোঁতা একটা প্রশ্ন করে বসলে?'

মনে মনে কৌতুক বোধ করল ও। বুড়োর মেজাজ এতটুকু বদলায়নি, সেই আগের মতই বদ আছে। খুব নরম, মিনমিনে সুরে বলল ও, 'বাবুলের সাথে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, স্যার। ও সুইটজারল্যান্ডে যাচ্ছে, খবরটা কেউ জানত। বিশ্বাস করা যায় এমন কাউকে জানিয়েছিল ও। বিশ্বস্তদের মধ্যে বেঈমান কেউ থাকতেও তো পারে।'

রানার যুক্তি মেনে নিলেন রাহাত খান, কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করলেন না। গুম মেরে থাকলেন তিনি। এক সেকেন্ড পর জানতে চাইলেন, 'আর কিছু জানার আছে তোমার?'

'আছে,' বলল রানা। 'জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের বাইরের সাহায্য দরকার হচ্ছে কেন?'

'কারণ টনি গুমাখার সন্দেহ করছে, সার্ভিসে শত্রুপক্ষের লোক ঢুকেছে। আর কিছু?'

'সামিট এক্সপ্রেস রওনা হবে···?'

'প্যারিস থেকে, দোসরা জুন মঙ্গলবারে,' রানার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন রাহাত খান। 'গন্তব্য ভিয়েনা। ওখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে শীর্ষ বৈঠকে বসবেন চার নেতা। তারমানে রহস্যের সমাধান করার জন্যে মাত্র সাত দিন সময় পাচ্ছ। এবার তুমি উঠে পড়ো। প্লেনের টিকেট, পাসপোর্ট, সবই তোমার ডেস্কে পাবে।'

নরকযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। বাইরে থেকে আস্তে করে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে প্রথমেই একটা সিগারেট ধরাল সে, বুকভরে ধোঁয়া টানল, তারপর লম্বা পা ফেলে এগোল করিডর ধরে।

তিন

'উইল মি. মাসুদ রানা বাউন্ড ফর জেনেভা প্লীজ রিপোর্ট ইমিডিয়েটলি টু দি সুইস এয়ার রিসেপশন ডেস্ক···'

হিথ্রো এয়ারপোর্টে আধ ঘণ্টা আগে পৌঁচেছে রানা, লাউডস্পীকারে নিজের নাম শুনে ডিপারচার লাউঞ্জে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল ও, এক ধারে দাঁড়িয়ে সুইস এয়ার ডেস্কের দিকে তাকাল। এক এক করে আরও দু'জন লোককে ডাকা হলো লাউডস্পীকারে, তারপর রানা ডেস্কের দিকে এগোল।

ডেস্কে একটা মেয়ে বসে আছে। নিজের পরিচয় দিল রানা। মেয়েটা বলল, 'আপনার জরুরী ফোন, মি. রানা।' ইঙ্গিতে ক্রেড্‌ল্‌ থেকে নামানো একটা রিসিভার দেখিয়ে দিল সে।

এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যালো।'

'রানা?' সোহেলের গলা।

খেপে গেল রানা, বিশুদ্ধ বাংলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'শালা, বুদ্ধু নাকি! টার্মিনালের সব লোককে আমার নাম জানাবার কি মানে?'

'কিন্তু আমি তো ডেসটিনেশন বদলে দিয়েছি! জুরিখের বদলে জেনেভা···।'

'মহাভারত উদ্ধার করেছিস! শালা গবেট! হাতে সময় নেই, দশ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে যাবে প্লেন···'

'এজেন্সির অফিসে আড়িপাতা যন্ত্র পাওয়া গেছে, বসের সাথে বসে তুই যেখানে কাল কথা বলেছিলি,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সোহেল। 'তোদের সমস্ত আলাপ···'

'কোত্থেকে বলছিস তুই?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। চট্‌ করে একবার নিজের চারদিকটা দেখে নিল।

'বেকার স্ট্রীট স্টেশনের একটা ফোন বুদ থেকে, অবশ্যই। কি ভাবিস আমাকে যে অফিস থেকে ফোন করব! বলতে পারিস ভাগ্য গুণে যন্ত্রটা পেয়ে গেছি। অফিসে পৌঁছে দেখি ডেস্কে একটা নোট রেখে গেছে ক্লিনিং উওম্যান, একটা বালব নষ্ট হয়ে গেছে। চেক করতে গিয়ে শেডের নিচে পেলাম ওটা…।'

'তারমানে যে-কেউ আমাদের আলাপ শুনে থাকতে পারে। হয়তো টেপ করে নিয়েছে, কোথায় কেন যাচ্ছি আমি সব জানে।'

'ভাবলাম প্লেনে চড়ার আগে তোকে জানানো দরকার…,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল সোহেল।

'জানিয়ে ভাল করেছিস,' বলল রানা। 'চোখ-কান খোলা রাখব…'

'সম্ভবত জুরিখে তোর জন্যে অপেক্ষা করবে ওরা, সাবধানে থাকিস…টেলিফোনের কারণটা ক্লিয়ার হয়েছে, উল্লুক?'

'এক কোটি ধন্যবাদ। এবার আমাকে যেতে হয়…'

সুইসএয়ার ফ্লাইট ঠিক সময়েই, এক হাজার একশো দশ ঘণ্টায় টেক-অফ করল। পঞ্চাশ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রার লণ্ডন ছেড়ে এল রানা। ওর সীটটা জানালার পাশে, অনেক উঁচু আকাশ থেকে সুইস পাহাড়ের দিকে নামল প্লেন, রানার মনে হলো হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে জুরা পাহাড়ের চূড়া। ব্যাসল-এর ওপর নেমে এল প্লেন, তারপর পুব দিকে ঘুরে গিয়ে জুরিখের পথ ধরল।

একটু কাত হলো আকাশ যান, উল্টো দিকের জানালার বাইরে ফুটে উঠল মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী—সাদা বরফ ঢাকা আল্পসের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যের সাত রঙ। ভয়াল দর্শন ম্যাটারহর্ন ট্রায়াঙ্গাল দেখেই চিনতে পারল রানা, ডেল্টা ব্যাজের আকৃতির সাথে খুব একটা পার্থক্য নেই। খানিক পর ক্লোটেন এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল ওরা, জুরিখ থেকে দশ কিলোমিটার দূরে।

দরজা পেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিতেই গরম ছ্যাঁকা লাগল চোখেমুখে। লন্ডনে পঞ্চাশ ডিগ্রী ফারেনহাইট, জুরিখে পঁচাত্তর। হিথ্রোর তুলনায় জুরিখ এয়ারপোর্টের পরিবেশ অস্বাভাবিক শান্ত, আর সুশৃংখল। কাস্টমসের ঝামেলা শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এল রানা, বিপদের জন্যে মনে মনে তৈরি হয়ে আছে।

একবার ইচ্ছে হলো এয়ারপোর্টের আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে হপ্টব্যানহফে চলে যায়, বাবুলের নোটবুকের দ্বিতীয় এন্ট্রিতে এই হপ্টব্যানহফের কথা লেখা আছে। তা না করে ট্যাক্সি নিল ও, ড্রাইভারকে বলল, 'হোটেল ওমেনিগ।'

সুইটজারল্যান্ডের সেরা তিনটে হোটেলের একটাতে উঠছে রানা। এবারকার অ্যাসাইনমেন্টের সমস্ত খরচ বহন করছে জার্মান সিক্রেট সার্ভিস, রানা লন্ডন ত্যাগ করার আগেই রানা এজেন্সির নামে মোটা অঙ্কের একটা চেক পাঠিয়ে দিয়েছেন হ্যারল্ড টনি শুমাখার।

সেরা হোটেল, কিন্তু কাভার হিসেবে বিপজ্জনক। যে কামরায় আড়িপাতা যন্ত্র পাওয়া গেছে সেখানে বসেই টেলিফোনে রিজার্ভ করা হয়েছে ওমেনিগের স্যুইট। ইচ্ছে করলে রানা হোটেল বদল করতে পারত। করেনি এই কারণে যে প্রতিপক্ষ

যদি ওর খোঁজে ওমেনিগে আসে তাহলে ওকে আর কষ্ট করে তাদের খুঁজতে হবে না। আসলে ওর উচিত এমন ভান করা যেন আড়িপাতা যন্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানে না।

তবে প্রথমে কে কাকে দেখে সেটাই হলো কথা, সীটে হেলান দিয়ে ভাবল রানা।

সিগারেট ধরিয়ে বাইরে তাকাল ও। জুরিখ ওর প্রিয় শহরগুলোর একটা। সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে নীল ট্রামগুলো। আন্ডারপাসের তলা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার, ব্রিজ ধরে লিমাট নদী পেরিয়ে এল, পড়ল ব্যানহফপ্লাজ-এ। হপ্টব্যানহফের বিশাল কাঠামোর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, প্রশ্নটা আবার ফিরে এল মনে—নোটবুকে হপ্টব্যানহফের কথা কেন লিখেছিল বাবুল?

বাঁ দিকে মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল লাইন বন্দী দু'সারি গাছের মাঝখানে ব্যানহফস্ট্রাস, প্রিয় শহরের সবচেয়ে দামী রাস্তা। এই একটা রাস্তার দু'ধারে যত টাকা; সোনা, আর পাথর আছে, দশটা শহরেও বোধহয় তা নেই। দুনিয়া খ্যাত সুইস ব্যাংকগুলো বেশিরভাগই এই রাস্তায়। এরপর বাঁক নিয়ে টালস্ট্রাস-এ পৌঁছুল ট্যাক্সি, এই রাস্তারই শেষ মাথায় হোটেল ওমেনিগ, লেকের দিকে মুখ করে আছে।

আকাশ যেন ঘোমটা দিয়ে আছে, কালো মেঘের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে শহর। তাপমাত্রা বাড়লে প্রায়ই এরকম হতে দেখা যায়, কিংবা এরকম হলেই বাড়ে তাপমাত্রা। গুমোট হয়ে আছে আবহাওয়া। বাঁক নিয়ে একটা খিলানের নিচ দিয়ে এগোল ট্যাক্সি, থামল মেইন এন্ট্রান্সের সামনে। হেড পোর্টার দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। পার্কিং লটে পাঁচটা মার্সিডিজ, তিনটে ক্যাডিলাক, একটা রোলস রয়েস দেখল রানা। এন্ট্রান্সের সামনে খুদে একটা পার্ক, লনটা এতই সবুজ, এতই কোমল, ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। লনের কিনারায় লেক।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল পর্যন্ত কেউ ওকে অনুসরণ করেনি। কোন সন্দেহ নেই। তবু মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর করা গেল না। যেন কেউ অনুসরণ করলেই ভাল হত।

পোর্টারের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল রানা। দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক, পরনে সাদা গ্যাবার্ডিনের স্যুট, লাউঞ্জের অনেকেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল। স্যুইটে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল পোর্টার। তিনটে কামরা, সংলগ্ন বাথরুম, সব তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। কোথাও লুকানো কোন মাইক্রোফোন নেই। কেন কে জানে, তবু খুশি হতে পারল না রানা।

স্যুইট চেক করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল ও। এলিভেটরে চড়ল না, কারণ এলিভেটরে ফাঁদ পাতা খুব সহজ। হোটেলের পরিবেশ বিলাসবহুল, শান্তিময়, এবং এতই স্বাভাবিক যে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। বেরিয়ে এসে পার্কিং এরিয়ার সামনে দিয়ে এগোল রানা, ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁর পাশে সবুজ ঘাসের ওপর চাঁদোয়া টাঙিয়ে কফি এবং ড্রিঙ্কস পরিবেশন করা হচ্ছে। হোটেল ভবনের দরজার দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসল রানা। কফির অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরাল। ধনকুবের ব্যক্তিরা আসছে-যাচ্ছে, খুঁটিয়ে দেখছে সবাইকে। আসলে কেউ খুঁজছে রানা। ওর

ধারণা কেউ না কেউ নিশ্চয়ই নজর রাখছে ওর ওপর।

জুলি ডায়ানার সাথে তার অ্যাপার্টমেন্টে রাত আটটায় রানার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। রাত আটটা একটু যেন অসময়, কথাটা আরেকবার মনে হলো রানার। অন্য সময় হলে গোটা অ্যাপার্টমেন্ট এলাকাটা আগেভাগে একবার দেখে আসত ও, কিন্তু লন্ডন অফিসে আড়িপাতা যন্ত্র ছিল জানার পর কৌশল বদল করেছে ও। ঠিক করেছে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে। অধৈর্য যদি হয় তো প্রতিপক্ষ হোক।

সাড়ে সাতটার সময় আবার কফির অর্ডার দিল রানা। আশপাশের রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে শুরু করেছে লোকজন। ওয়েটার বিল দিয়ে গেল। আরও পাঁচ মিনিট পর বিলের ওপর নাম, স্যুইট নম্বর লিখে উঠে পড়ল ও। খিলানের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

টালস্ট্রাস পেরিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল রানা, পৌছুল ব্যানহফস্ট্রাস-এ, লেকের দিকে পিছন ফিরে হাঁটছে। রাস্তায় পায়ে হাঁটা লোকজন নেই বললেই চলে। কেউ ওর পিছু নেয়নি। লক্ষণটা মোটেও ভাল ঠেকল না।

কয়েকজন লোককে পাশ কাটিয়ে একটা মেশিনের সামনে দাঁড়াল রানা। ওমেনিগ ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে সংগ্রহ করা খুচরো পয়সা থেকে চারটে বিশ সন্টিম ঢুকিয়ে দিল মেশিনের চিকন ফাটলে, বেরিয়ে আসা টিকেট নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল 'ধর্মের ষাঁড়' ট্রামের জন্যে। অন্য সমস্ত যানবাহনকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাবার অগ্রাধিকার একমাত্র ঝলমলে এই ট্রামগুলোরই আছে, সেজন্যেই এই ব্যঙ্গাত্মক নামকরণ।

টিকেটটা হাতে নিতেই ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করে উঠল রানার। বাবুলের মানিব্যাগ থেকে পাওয়া অনেক জিনিসই একটা এনভেলাপে ভরে পকেটে করে নিয়ে এসেছে ও, তাতে রেনওয়েগ / অগাস্ট লেখা ট্রাম টিকেটটাও আছে। কে জানে, রানার মত বাবুলও হয়তো জুলি ডায়ানার সাথে দেখা করতে যাবার জন্যেই ট্রামের টিকেট কেটেছিল। স্যাৎ করে সামনে এসে দাঁড়াল একটা ট্রাম, মনে হলো এইমাত্র কারখানা থেকে বের করে রাস্তায় নামানো হয়েছে, কোথাও একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল রানা, হায়রে বি.আর.টি.সি.! ট্রামে উঠে দরজার কাছে বসল ও। আরও তিনজন লোক উঠল।

হোটেল থেকে পঁয়তাল্লিশ নম্বর সেন্ট্রালহফ পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটের পথ। ট্রামে উঠেছে রানা পরবর্তী বিরতিতে নেমে পড়বে বলে, সেই সাথে খসিয়ে দেয়া যাবে কেউ যদি পিছু নিয়ে থাকে তাকে। একটু পরই দাঁড়িয়ে পড়ল ও, হাত বাড়িয়ে কালো বোতামটায় চাপ দিল। ট্রাম থামার সাথে সাথে জোড়া দরজা খুলে যাবে।

ট্রাম থামল, খুলে গেল দরজা। চোখের সামনে টিকেট তুলে চেহারায় দিশেহারা ভাব ফুটিয়ে তুলল রানা, যেন গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না। ওকে পাশ কাটিয়ে কয়েকজন লোক নেমে গেল, উঠল দু'তিনজন। বন্ধ হতে শুরু করল দরজা। এতক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। প্রায় জুড়ে আসা দরজার ফাঁকে একটা পা বের করে ফুটবোর্ডে চাপ দিল ও।

ট্রামের দরজা কিভাবে কাজ করে জানা আছে ওর। দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই সময় অনেকে ট্রামে উঠতে চেষ্টা করে, তাই নিরাপত্তার কথা ভেবে ফুটবোর্ডটা

চওড়া করে তৈরি করা হয়েছে, কেউ যদি ওটায় পা রাখে তাহলে আপনা থেকেই বন্ধ হতে থাকা দরজা আবার খুলে যাবে। ঠিক তাই হলো, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হলো জোড়া দরজা। ফুটবোর্ডে দাঁড়াল রানা, তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়ল চলন্ত ট্রাম থেকে। ফুটপাথে নেমে সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল ও, এই সুযোগে দেখে নিল ট্রাম থেকে ওর পিছু পিছু কেউ নামল কিনা।

নামেনি।

সেন্ট্রালহফ একটা চৌরাস্তা, বহুতল ভবন দিয়ে ঘেরা। এক ধারে দাঁড়ালে ব্যানহফস্ট্রাস দেখা যায়। চৌরাস্তার চার মাথায় চারটে খিলান রয়েছে, চারদিকে যাওয়া যায়। রাস্তা পেরোল রানা, ধীর পায়ে হেঁটে পোস্টস্ট্রাস পেরোল, তারপর ডান দিকে বাঁক নিয়ে কৃত্রিম ঝর্নার পাশে একটা পাথুরে বেঞ্চে বসে পড়ল। আধো অন্ধকারে খুব বেশি দূর দেখা যায় না। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি গাছ, বাতাস লেগে খসখস করছে পাতা। এরচেয়ে শান্তিময় পরিবেশ কল্পনা করা যায় না। মুখ তুলে বাড়ি-ঘরের নেট লাগানো জানালার দিকে তাকাল রানা।

পিছু নিয়ে আসেনি কেউ। এতক্ষণে রানা ভাবতে শুরু করল, প্রতিপক্ষের চোখকে বোধহয় ফাঁকি দিতে পেরেছে ও। বেঞ্চ ছেড়ে উঠল এবার, একটা অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগোল। লন্ডনে বসে স্ট্রীট প্ল্যান দেখে এসেছে, অ্যাপার্টমেন্টের সামনে খিলানটা দেখে চিনতে পারল পরিষ্কার। একটাই নেম প্লেট দেখল রানা, পাশে একটা বোতাম। জে. ডায়ানা। বোতামে চাপ দিল রানা।

প্রায় সাথে সাথে তারের জাল দিয়ে ঘেরা স্পীকফোন থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ভাষাটা জার্মান, সুইস-জার্মান নয়। সুইস-জার্মান হলে কিছুই বুঝত না রানা।

'কে?'

'রানা,' নিচু গলায় বলল রানা, জালের কাছে মুখ তুলে।

'ক্যাচ রিলিজ করে দিলাম। আমি দোতলায়।'

খালি হলরুমে ঢুকল রানা, স্প্রিঙ লাগানো দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল পিছনে। মান্ধাতা আমলের একটা লিফট দেখা গেল সামনে, গ্রিল দিয়ে ঘেরা। লিফট এড়িয়ে দ্রুত পায়ে কিন্তু নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এল রানা, মেয়েটা ওকে আশা করার কয়েক সেকেন্ড আগেই।

হাইট: ফাইভ ফিট সিক্স ইঞ্চেস। ওয়েট: নাইন স্টোন টু পাউন্ডস। এজ: টোয়েনটি ফাইভ। কালার অভ হেয়ার: ব্ল্যাক। কালার অভ আইজ: ডীপ ব্লু।

সুইস কাউন্টার এসপিওনাজ চীফ জোসেফ হুগি তার বিশ্বস্ত এজেন্টের শারীরিক বর্ণনা লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হোটেল থেকে খালি হাতে বেরিয়েছে রানা, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও। আশা আছে জুলি ডায়ানা পিস্তল বা রিভলভার কিছু একটা ম্যানেজ করে দেবে ওকে। নির্জন ল্যান্ডিঙে দরজাটা বন্ধ, কবাটের গায়ে একটা স্পাইহোল দেখল রানা। একটু স্বস্তি অনুভব করল ও। কে এল দেখার জন্যে সামান্য হলেও সতর্কতা অবলম্বন করে মেয়েটা।

আচমকা খুলে গেল দরজা। খপ্ করে রানার একটা হাত ধরল মেয়েটা। 'ওয়েলকাম টু জুরিখ, মি. মাসুদ রানা। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকুন...' রানাকে

ভেতরে টেনে নিয়েই দরজা বন্ধ করল সে, দ্রুত হাতে তালা লাগিয়ে দিল। নিচের হলঘরে সিগারেট ফেলে দিয়ে এসেছে রানা, দু'আঙুলের ফাঁকে এখন শুধু কালো সিগারেট হোল্ডারটা রয়েছে। নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

জুলি ডায়ানার চোখে রঙিন চশমা। ঢাউস আকারের লেন্স আজকাল খুব চলছে ইউরোপে। কুচকুচে কালো চুল তার। লম্বায় পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি হবে। নাইন স্টোন—হ্যাঁ, ভাবল রানা, ওজনও ঠিক আছে। খুবই সুন্দর চেহারা, চোখ ফেরানো যায় না। ফুল আঁকা একটা ব্লাউজ পরেছে সে, ব্রাউন স্কার্টের নিচে পায়ের গড়ন ভারি আকর্ষণীয়।

রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে দেখে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'সন্তুষ্ট?'

মৃদু হাসল রানা। 'কিছু মনে কোরো না, বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নিলাম,' বলে খুদে হল থেকে লিভিং রুমে ঢুকল ও। জানালার সামনে দাঁড়ালে সেন্ট্রালহফের বাগানটা দেখা যায়। বাইরে তাকিয়ে থেকে হোল্ডারে একটা সিগারেট ভরল, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল হাত দুটো।

কাঁধের পিছন থেকে জুলি ডায়ানা বলল, 'আপত্তি নেই, সিগারেট খেতে পারো।'

জানালার দিকে পিছন ফিরে কামরার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। লেদার মোড়া আর্ম-চেয়ার, সোফা সেট, ভারী সাইডবোর্ড রয়েছে। জার্মান-সুইসরা সব কিছুই খুব বড় বড় পছন্দ করে, বড় আর ভোঁতা। প্রতিটি সোফায় অনায়াসে দু'জন করে লোক শুতে পারবে। সাইডবোর্ডে ঢুকে যাবে তিনটে শো-কেসের সমস্ত জিনিসপত্র।

'মাত্র কফি চড়িয়েছি, এই সময় তুমি এলে...,' আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে জোর করে হাসল মেয়েটা।

'কফি হলে মন্দ হয় না,' বলল রানা। উল্টোদিকের জানালার দিকে এগোল ও, কিন্তু সুইঙ ডোর ঠেলে মেয়েটা কিচেনের দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই দিক বদল করল। সুইঙ ডোর বন্ধ হবার আগে মুহূর্তের জন্যে ভেতরটা দেখতে পেল রানা। আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো। জানালার সামনে না থেমে একটা দরজার দিকে এগোল ও। হাতল ঘোরাতেই খুলে গেল কবাট।

বেডরুম। বিশাল ডাবল-বেডের চাদরে কোন ভাঁজ নেই। ড্রেসিং টেবিলটাও বিরাট, সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে কিছু কসমেটিকস। জোড়া দরজা দেখা গেল একদিকে, সম্ভবত দেয়ালের সাথে তৈরি করা ওয়ার্ডরোবে বা ড্রেসিংরুমে যাওয়া যায়। কামরার কোথাও এক বিন্দু ময়লা নেই। ভেতরে ঢুকল না রানা, দরজাটা আধ খোলা রেখে সরে এল।

নিঃশব্দে কিচেনে ঢুকল ও। দরজার দিকে পিছন ফিরে স্টোভের সামনে বসে রয়েছে জুলি ডায়ানা। সেতুর মত ঝুলছে একটা কাউন্টার, তাতে অভুক্ত খাবার সহ বাসন, নোংরা গ্লাস আর চামচ, এবং একটা ছোট কাঁচি দেখল রানা। কাঁচিটার একটা ফলায় স্টিকিং প্লাস্টারের খুদে একটা অংশ লেগে রয়েছে। কাউন্টারে ভন

ভন করছে মাছি। ঝট্ করে ঘুরল ডায়ানা, ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে আছে।

'ঘুরেফিরে দেখছ?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল সে।

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'বাবুল কি প্রায়ই ঘুমাত তোমার এখানে?'

হকচকিয়ে গেল ডায়ানা, আরেকটু হলে স্টোভটা ধরে ফেলে কেটলিটা উল্টে দিচ্ছিল। সিগারেটে টান দেয়ার ফাঁকে মেয়েটাকে লক্ষ করতে লাগল রানা। নব ঘুরিয়ে আগুনের শিখা ছোট করল ডায়ানা, একটা ওয়াল-কাবার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে খুলল সেটা।

আরেকটা কাবার্ড খুলল সে, ভেতর থেকে কাপ-পিরিচ বের করল। দুটো কাবার্ডই, লক্ষ করল রানা, বড় আকারের।

'ক্রীম?' জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'না, ধন্যবাদ।'

দুটো কাপে কালো কফি ঢেলে দাঁড়াল ডায়ানা। 'কি হলো, যেতে দাও।'

'দুঃখিত।' পথ ছেড়ে দিল রানা। তারপর, 'আমাকে দাও,' বলে মেয়েটার হাত থেকে পিরিচ সহ কাপ দুটো নিয়ে লিভিং রুমে ফিরে এল, নিচু একটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ওগুলো। রানার পিছু পিছু একটু পর এল ডায়ানা, কথা বলতে বলতে, হাতে একটা লেদার ব্যাগ।

'সার্কাসে ছিলে নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'দু'হাতে কাপ নিয়ে সুইঙ ডোর ঠেলে বেরিয়ে আসা, আমার দ্বারা হয় না। প্রতিবার একটা করে...'

কথার মাঝখানে থেমে গেল ডায়ানা, দ্রুত তার দিকে ফিরল রানা। গাঢ় রঙের চশমার ভেতর দিয়ে বেডরুমের আধ খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। চোখের ভাব বোঝার কোন উপায় নেই, তবে মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠেছে। 'তুমি আমার বেডরুমে ঢুকেছিলে!'

'সাবধানের মার নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'দেখলাম আমরা একা কিনা।'

'তোমার নার্ভ খুব শক্ত।' বেডরুমের দিকে এগোল ডায়ানা।

তার পথ আটকাল রানা, একটা হাত ধরে অনেকটা জোর করেই সোফায় নিয়ে এসে নিজের পাশে বসাল। হাতের ব্যাগটা সোফার পিছনে, একটা চেয়ারে রাখল ডায়ানা।

খালি হাতটা তুলল রানা, ডায়ানার চোখ থেকে চশমাটা নামাবে। পালিশ করা লম্বা নখ দিয়ে রানার হাত খামচাল মেয়েটা, অপর হাত দিয়ে চড় মারতে গেল। মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করল রানা, খপ্ করে ধরে ফেলল ওর কব্জি।

'রানা, বসের কাছ থেকে তোমার সম্পর্কে শুনে আমার ধারণা হয়েছিল একজন ভদ্রলোকের সাথে কাজ করার সুযোগ পাব,' থমথমে গলায় বলল ডায়ানা। 'একসাথে কাজ করতে হলে কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। তুমি যদি ভেবে থাকো...'

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি। বাবুল কি প্রায়ই এখানে ঘুমাত?' ডায়ানাকে ছেড়ে দিয়ে কফির একটা কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল রানা।

নিজেকে খুব দ্রুত সামলে নিল ডায়ানা। উত্তর দেয়ার আগে কাপ তুলে নিয়ে

সে-ও চুমুক দিল কফিতে। 'উত্তর দিইনি কারণ ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কে আমার বিছানায় শুয়েছে বা শোয়নি, তোমাকে তা বলতে যাব কেন?'

'বাবুল মারা যাওয়ায় ব্যাপারটা আর তোমার ব্যক্তিগত নেই,' বলল রানা। 'বাবুলের সাথে কে কি ব্যবহার করেছে সব আমাকে জানতে হবে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ডায়ানা, মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে। 'বেশ। উত্তরটা হলো—না। আখতার এমন কি আমার ব্যাপারে কোন রকম দুর্বলতাও প্রকাশ করেনি। তার সাথে স্রেফ কাজের সম্পর্ক ছিল আমার, তোমার সাথেও ঠিক তাই হতে যাচ্ছে...'

'সেটা সময়ই বলবে। বাবুল খুন হবার আগে শেষবার কখন তাকে দেখেছ তুমি?'

'লিন্ডাউ গিয়েছিল আখতার, তার তিন দিন আগে আমার সাথে শেষ দেখা। খুব মনমরা লাগল। আমাকে বলল, রহস্যের কোন কিনারাই করতে পারছে না...'

'ডেল্টা রহস্য?'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ডায়ানা, তারপর জানতে চাইল, 'তুমি নিও-নাৎসীর কথা বলছ?'

'অবশ্যই। ডেল্টার আন্ডারগ্রাউন্ড সেল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল বাবুল, তাই না?' বাইরে থেকে দেখে মনে হবে রানা সম্পূর্ণ শান্ত, সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলল ও।

কিচেন থেকে নিজের জন্যে আরেক কাপ কফি নিয়ে এল ডায়ানা, লিভিংরুমের কার্পেটে পায়চারি শুরু করল। 'আখতার একটা নোটবুক রেখে গেছে আমার কাছে। অনেক কিছুই আছে তাতে, কিন্তু ডেল্টার উল্লেখ থাকলে আমার মনে পড়ত...' সোফার পিছনে জানালার সামনে দাঁড়াল সে।

কুণ্ডলী পাকানো স্প্রিঙের মত হয়ে গেল রানা। আধ খোলা বেডরুমের ভেতর বা আরও দূরে কোথাও থেকে ভোঁতা একটা আওয়াজ আসছে। দেয়াল বা নিরেট দরজায় কেউ চাপড় দিলে এ-রকম শব্দ হতে পারে।

জানালার দিকে পিছন ফিরল ডায়ানা। 'নোটবুকটা দেখি তাহলে আরেকবার,' বলে সোফার পিছনে চেয়ারে রাখা লেদার ব্যাগটা খুলতে শুরু করল সে।

'আওয়াজটা কিসের বলো তো?' জিজ্ঞেস করল রানা, ডায়ানা ওর পিছনে রয়েছে।

হেসে উঠল মেয়েটা। 'কি বলব—সতর্ক, না ভীতু?' ব্যাগের ভেতরটা হাতড়াচ্ছে সে।

রানাও মৃদু শব্দ করে হাসল একটু। 'দুটোই, প্লাস কৌতূহলী।'

'আওয়াজটা মিস্ত্রীদের,' বলল ডায়ানা। 'প্রতিবেশী পরিবারটা অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়েছে, রি-ডেকোরেটিঙের আগে মেরামত করা হচ্ছে ঘরগুলো। এ পর্যন্ত দু'বার গিয়ে আপত্তি করে এসেছি, শোনে না—তবে আগের চেয়ে কমেছে।'

রানার সামনে, ফায়ারপ্লেসের পাশে বড় একটা আয়না রয়েছে। আয়নার কার্নিসে একজোড়া ফ্লাওয়ার ভাস থাকলেও ওর পিছনে ডায়ানাকে আবছা মত দেখতে পাচ্ছে ও।

এখানে আসার পথে নিজের পিছন দিকটা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিল রানা. বার বার চেক করেছে পিছু পিছু কেউ আসছে কিনা। কিন্তু বিপদ আসলে পিছনে নয়, ছিল সামনে। ওর জন্যে অ্যাপার্টমেন্টে অপেক্ষা করছিল শত্রু।

মৃদু ক্লিক শব্দটা শুনল রানা, আয়নায় দেখল জোড়া ফ্লাওয়ার ভাসের মাঝখান দিয়ে ওর পিঠের দিকে এগিয়ে আসছে ডায়ানা।

'তুমি যখন এলে, আমি খুব আড়ষ্ট বোধ করছিলাম,' বলল ডায়ানা। 'আখতারকে কিভাবে মারা হয়েছে শুনে…'

সোফার ওপর শরীরটা বিদ্যুৎবেগে ঘোরাল রানা, খপ্ করে ধরে ফেলল ডায়ানার ডান হাতের কব্জি। ফেল্ট-টিপ পেনের মত কি যেন একটা রয়েছে তার হাতে।

কব্জিটা ধরে জোরে মোচড় দিল রানা। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা, হাত থেকে ফেলে দিল হাতিয়ার। সোফার পিঠের ওপর দিয়ে তাকে টেনে এনে মেঝেতে, কার্পেটের ওপর শুইয়ে দিল রানা। পা ছুঁড়ল মেয়েটা, বেরিয়ে পড়ল পুরুষ্ট ফর্সা উরু। খালি হাতটা দিয়ে রানাকে জড়াল সে, ঠোঁটে আমন্ত্রণের হাসি। আকৃষ্ট করার জন্যে পিঠ বাঁকাল সে, যৌবন সাগরে ঢেউ তুলল। হাতটা দিয়ে এখনও টানছে রানাকে, সোফা থেকে নামিয়ে আনতে চাইছে নিজের গায়ে।

বেশি ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে মেয়েটার কানের নিচে জোরে আঘাত করল রানা, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। সাথে সাথে নেতিয়ে পড়ল অজ্ঞান দেহটা। সোফা ছেড়ে দাঁড়াল রানা, কোমরের বেল্ট খুলে মেয়েটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। অচেতন দেহটা উল্টো করতে যাবে, দু'আঙুলের লম্বা নখ দিয়ে রানার চোখে খোঁচা মারল মেয়েটা। ঝট্ করে মাথা পিছিয়ে নিলেও, চোখের নিচে নখের আঁচড় লেগে হু হু করে জ্বলে উঠল। কষে একটা চড় মারল রানা। 'নড়লেচড়লে ঘাড় মটকাব!' চড় খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল মেয়েটা, বাধা দেয়ার শক্তি নেই। তাকে উপুড় করে শোয়াল রানা, একটা হাত দিয়ে গলা পেঁচিয়ে শরীরের ওপরের অংশ যতটা সম্ভব নিজের দিকে টেনে আনল, তারপর দুই কব্জির সাথে দুই গোড়ালি এক করে বেল্ট দিয়ে বাঁধল। এরচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ভঙ্গি আর হতে পারে না। নড়লেই ব্যথা পেতে হবে। বেল্টটাকে গায়ের জোরে যতটা সম্ভব ছোট করেছে রানা। গোড়ালি আর কব্জিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, একটু পরই তীব্র যন্ত্রণা শুরু হবে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মেয়েটার মুখের ভেতর গুঁজে দিল রানা। 'খুব একটা পরিষ্কার নয় ওটা, দুঃখিত,' হাসি মুখে জানাল।

বেডরূমে চলে এল রানা। ভোঁতা আওয়াজটা এখনও হচ্ছে। দেয়ালের সাথে লাগানো ওয়ার্ডরোবের দরজাটা খুলল। কবাট ফাঁক হবার সাথে সাথে ভেতর থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এল কুণ্ডলী পাকানো একটা নারীদেহ। তারও হাত আর পা এক করে বাঁধা। রুমাল নয়, মুখ বন্ধ করা হয়েছে স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে।

'হ্যালো, জুলি ডায়ানা,' সহাস্যে বলল রানা। 'সিগন্যাল দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

চার

ধীর এবং ঠাণ্ডা প্রকৃতির মেয়ে, কাবার্ড থেকে বেরিয়ে দু'মিনিটেই সামলে নিল নিজেকে। তবে রশি দিয়ে জড়ানো 'দ' পাকিয়ে থাকা শরীরটা রানা দেখে ফেলায় নারীসুলভ লজ্জা এখনও সে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রতিপক্ষ তাকে এমনভাবে বেঁধে কাবার্ডের ভেতর ঢুকিয়েছিল, ব্লাউজের জায়গায় ব্লাউজ ছিল না, স্কার্টের জায়গায় স্কার্ট ছিল না। বোধ হয় সেজন্যেই রানার দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না সে। তবে শরীরের রক্ত চলাচল শুরু হতেই কাজে নেমে পড়েছে। রানার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে একাই পরিষ্কার করেছে কিচেন। তারপর কফি চড়িয়েছে স্টোভে। মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্নও করছে রানাকে।

'মেয়েটা যে ভুয়া, তুমি বুঝলে কিভাবে?'

ওদের বন্দিনী লিভিং রুমের মেঝেতে পড়ে আছে। বেল্ট খুলে নিয়েছে রানা, রশি দিয়ে বেঁধেছে নতুন করে। এই রশি দিয়েই জুলি ডায়ানাকে বেঁধেছিল মেয়েটা। ডায়ানা কিচেন থেকে স্টিকিং প্লাস্টার নিয়ে এসে দিয়েছে রানাকে, বন্দিনীর মুখ সীল করা হয়েছে।

নকল ডায়ানা ভুল একটা নয়, অনেকগুলোই করেছিল। এক এক করে ব্যাখ্যা করল রানা। ঘরে পা দেয়ার পরপরই সন্দেহ জাগে ওর মনে। জুলি ডায়ানার চেহারার সাথে মিললেও, ঘরের মৃদু আলোয় গাঢ় রঙের চশমা পরে থাকায় প্রথম ধাক্কা খায় রানা। কারণটা এখন বোঝা গেছে, মেয়েটার চোখ গাঢ় নীল নয়, খয়েরি। বেডরুমে উঁকি দিয়ে রানা দেখে ড্রেসিং টেবিলের ওপর কসমেটিকগুলো সুন্দরভাবে সাজানো, কিন্তু উল্টো দৃশ্য দেখা গেল কিচেনে—অভুক্ত খাবার, নোংরা বাসন-পেয়ালায় ভন ভন করছে মাছি। কাঁচির ফলায় স্টিকিং প্লাস্টার দেখে মন আরও খুঁত খুঁত করতে থাকে রানার, কারণ মেয়েটার শরীরে কোথাও কাটা-ছেঁড়ার দাগ চোখে পড়েনি। কাপ বের করার জন্যে দুটো কাবার্ড খুলতে হয় মেয়েটাকে, কারণ জানত না কোনটায় কাপ রাখা হয়। রানাকে সে বলল, আখতার তার ব্যাপারে কোন রকম দুর্বলতা প্রকাশ করেনি—মিথ্যে হতে বাধ্য, কারণ বাবুল আখতারের স্বভাবই ছিল সুন্দরী মেয়ে দেখলে পাগল হয়ে যাওয়া। তারপর, মেয়েটা আখতার বলে সম্বোধন করল বাবুলকে···

'মানলাম তোমার চোখ আছে। কফি এখানে দেব?'

'না, লিভিংরুমে। তোমার ডুপ্লিকেটকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। কাবার্ডের ভেতর আওয়াজ করে তুমি কিন্তু সাহসের পরিচয় দিয়েছ···'

'থাক, আর লজ্জা দিতে হবে না। ওটার ভেতর যতটা না ভয়ে, তারচেয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম—মেয়েটা আমাকে বোকা বানিয়ে কাবু করে ফেলল! পুরুষের গলা পেয়ে বুঝলাম, তুমি পৌঁচেছ! আচ্ছা, মেয়েটা কি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল?'

'এসো, এখুনি জানা যাবে,' বলে ট্রে হাতে লিভিংরুমে ঢুকল রানা, পিছনে ডায়ানা। ফায়ার প্লেসের সামনে মেঝেতে পড়ে রয়েছে বন্দিনী। মেঝে থেকে তুলে আগেই খুদে অস্ত্রটা টেবিলে রেখেছে রানা। জিনিসটা সাধারণ একটা কলমের মত দেখতে, গায়ে একটা বোতাম আছে। বোতামে একবার চাপ দিলে লম্বা সুঁই বেরিয়ে পড়ে, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ হয়ে যায় কলম। দ্বিতীয় বার চাপ দিলে সুঁই থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে তরল পদার্থ। 'ওর ওষুধ ওকেই দেব,' বলল রানা। 'তাহলেই জানা যাবে মারাত্মক বিষ কিনা।'

মেয়েটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। এক হাত দিয়ে ধরে তাকে চিৎ করল। বিস্ফারিত চোখ জোড়া রানার দিকে তাকিয়ে আছে। দু'আঙুলে স্টিকিং প্লাস্টার ধরে জোরে টান দিল রানা, আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা। আর ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা। 'আর কোন চিৎকার নয়। শুধু জবাব দিতে থাকো। তোমার আসল নাম?'

'হাতে কুষ্ঠ হোক! কানা হও! তোমার মাথায় বাজ পড়ুক!'

অপর হাতটা পিছন থেকে সামনে নিয়ে এল রানা। 'তোমার গায়ে ঠেকিয়ে বোতামে চাপ দিলে কি হবে?' বলে মেয়েটার গলার পাশে সুঁইটা ঠেকাল ও।

'নো, প্লীজ, নো! প্লীজ, প্লীজ, নো! ফর গডস সেক, নো!' একটানা চিৎকার জুড়ে দিল মেয়েটা, আতঙ্কে চোখ বুজে আছে।

'মানা করছে,' ডায়ানাকে বলল রানা। হাসছে ও। 'অথচ এই ওষুধই আমার গায়ে ইঞ্জেক্ট করতে যাচ্ছিল। দিই ঢুকিয়ে, কি বলো?'

'রিয়া···রিয়া বেকার···'

রিয়ার গলার পাশ থেকে সুঁইটা সরিয়ে নিল রানা। 'কোত্থেকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে?'

'এইডস হবে তোমার! ক্যান্সার হবে! ধুঁকে ধুঁকে মরবে···'

'তুমি কি বলো, ডায়ানা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দেব ইঞ্জেকশন?'

'আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে,' সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটার মুখের দিকে এক রাশ ধোঁয়া ছাড়ল ডায়ানা। 'এখন তুমিই ঠিক করো কি করবে···!'

রিয়ার গলার পাশে আবার সুঁইটা ঠেকাল রানা।

চোখ বুজে রিয়া বলল, 'বাভারিয়া—মিউনিক। ফর গডস সেক···'

'কে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

শিউরে উঠল রিয়া। 'বললে ও আমাকে খুন করবে!'

'কিন্তু না বললে তার আগে আমার হাতে খুন হয়ে যাবে তুমি,' বলল রানা, সিরিঞ্জটা রিয়ার চোখের সামনে নাড়ল। 'বলো।' আবার ঠেকাল ওটা কানের পাশে।

নিচের ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলল মেয়েটা, ফিসফিস করে বলল, 'ম্যাক্স মরলক।' তারপরই জ্ঞান হারাল সে। ভয়ে, নাকি ক্লান্তিতে, বলা কঠিন। ডায়ানার গাঢ় নীল চোখের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, রিয়ার কানের পাশ থেকে সরিয়ে নিল সিরিঞ্জ ধরা হাতটা।

'একটা কর্ক পেলে সুঁইটা গেঁথে রাখতাম,' বলল রানা।

'দেখছি,' বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ডায়ানা।

সুঁইটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। রিয়া যে ওকে খুন করতে যাচ্ছিল, এ-ব্যাপারে ওর মনে আর কোন সন্দেহ নেই। জার্মান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর কারও হাতে গছিয়ে দিতে হবে সিরিঞ্জটা, ফরেনসিক এক্সপার্টরা চেক করে দেখবে।

রাত দশটার দিকে অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তা নির্জন হয়ে এল। রানা সিদ্ধান্ত নিল, এবার ওরা বেরুতে পারে। ডায়ানাকে একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিতে বলে পুলিস স্টেশনে ফোন করল ও। নিজের পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করল, হোটেল ওমেনিগের বিল মিটিয়ে ওর সুটকেসটা সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাগ গুছিয়ে নিচের তলায়, হলরুমে সেটা রেখে এল ডায়ানা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' লিভিংরুমে ঢুকে জিজ্ঞেস করল সে।

'সেন্ট গ্যালেন-এ,' বলল রানা। 'ওখান থেকেই বাবুলের ট্রেল পিক করতে হবে...'

'কিন্তু হাতে তেমন কোন সূত্র নেই আমাদের,' রানাকে মনে করিয়ে দিল ডায়ানা। 'আমরা শুধু জানি বাভারিয়া থেকে এখানে আসার পথে সেন্ট গ্যালেনে থেমেছিল বাবুল আখতার...'

'সূত্র নেই, কিন্তু সূত্র পেতে কতক্ষণ?'

সন্ধেটা ভারি ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ওদের। পকেট ডায়রীর পাতা উল্টে নাম্বারটা দেখল ডায়ানা, তারপর রানাকে জানাল। সুইস কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ জোসেফ হুগি অফিসেই ছিলেন, তাঁর সাথে ফোনে কথা বলার সময় ডায়ানাকে ভাল করে লক্ষ করল রানা। রাহাত খান মেয়েটার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার সাথে কোন অমিল নেই কোথাও। ডায়ানা সুন্দরী, মৃদুভাষিণী, ধীর স্থির। এরই মধ্যে মেয়েটাকে ভাল লাগতে শুরু করেছে রানার। কিন্তু আরও যেন চটপটে, সপ্রতিভ, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর কাউকে আশা করেছিল ও।

প্রাইভেট একটা প্লেন নিয়ে জুরিখে চলে এলেন সুইস কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ জোসেফ হুগি। মানুষটা ছোটখাট, ফোলা ফোলা ভাব নিয়ে মুখটা গুরুগম্ভীর, চোখে রিমলেস চশমা—সফল একজন ব্যাংকারের চেহারা। ভদ্রলোক ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে পরিবেশটা বদলে গেল। দ্রুত কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

'ওকে আমরা অ্যাম্বুলেন্সে করে পাচার করব,' রিয়া বেকারের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। হাত বেঁধে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। 'বিশেষ একটা হাসপাতালে থাকবে, কড়া পাহারার মধ্যে। এক্সপার্ট ইন্টারোগেটররা জেরা করবে ওকে...' নিজের বিশ্বস্ত এজেন্ট ডায়ানার দিকে নয়, তাকালেন রানার দিকে। 'একটা নম্বর দিচ্ছি, কাল সকাল দশটায় আমাকে ফোন করবেন, মি. রানা...,' ছোট একটা প্যাডে খস খস করে নম্বরটা লিখলেন, পাতা ছিঁড়ে বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'আপনাকে অবিশ্বাস করছি না—কাগজটা আপনি হারিয়ে ফেলতে পারেন

ভেবে জুরিখ কোড লিখলাম না।'

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, কেউ যদি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ওর কিছু বলার নেই। 'সকাল দশটায় ফোন করব কেন?' জানতে চাইল ও। 'তখন সবেমাত্র আপনারা রিয়াকে জেরা করতে শুরু করবেন...'

সহাস্যে মাথা নাড়লেন জোসেফ হুগি। 'বলুন, ততক্ষণে জেরা শেষ হয়ে যাবে।' পরমুহূর্তে কঠিন দৃষ্টিতে রিয়ার দিকে তাকালেন তিনি। 'দেখে তো মনে হয় না একরাতের বেশি টরচার সহ্য করতে পারবে।'

কেন যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না রানা। পরিবেশটার মধ্যে কেমন যেন একটা কৃত্রিম ভাব রয়েছে বলে মনে হলো ওর। জোসেফ হুগি আর জুলি ডায়ানার সম্পর্কটা বড় বেশি আড়ষ্ট। রানার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল, কেউ যেন ওকে বোকা বানাচ্ছে কৌশলে।

আরেকবার রিয়া বেকারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে জোসেফ হুগি রানাকে বললেন, 'বেডরুমে আসুন, মি. রানা।' রিয়া শান্ত ভাবে বসে আছে চেয়ারে, ওদের কথাবার্তা শুনছে। 'ওর ওপর নজর রাখো,' ডায়ানাকে নির্দেশ দিলেন তিনি। রানাকে নিয়ে বেডরুমে ঢুকলেন, বন্ধ করলেন দরজা। 'রিয়াকে ভয় দেখাবার জন্যে কথাগুলো বললাম,' হাসলেন তিনি। 'সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট—জেরার শুরুতেই গড় গড় করে বলে দেবে সব।'

'মেয়েটা স্বীকার করেছে ম্যাক্স মরলকের হয়ে কাজ করে সে।'

'ও,' জোসেফ হুগি বিশেষ উৎসাহিত হলেন না।

সুইস কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে রাহাত খান কি বলেছেন মনে পড়ল রানার। ওদের সাহায্য-সহযোগিতা আদায় করতে হলে কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। সুইটজারল্যান্ড সমস্ত ব্যাপারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চায়। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সুইস কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স জার্মান নিও-নাৎসীদের সাথে প্রকাশ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে চাইবে না।

রানার চিন্তায় বাধা পড়ল। জোসেফ হুগি বললেন, 'আমরা সবাই খুব উদ্বেগের মধ্যে আছি। এখনও ব্যাপারটা তেমন কিছু না, স্রেফ গুজব—তবু।'

'কি গুজব?'

'একটা আন্ডারগ্রাউন্ড অর্গানাইজেশন নর্দার্ন সুইটজারল্যান্ডেও নাকি শিকড় গাড়ার চেষ্টা করছে...'

'সেন্ট গ্যালেনে?'

'কেন? সেন্ট গ্যালেনের কথা মনে হলো কেন?'

'উত্তর-পুব সুইটজারল্যান্ডের বড় শহরগুলোর একটা, তাই,' বলল রানা। 'পার্টির নাম হিসেবে ডেল্টা শব্দটা বেছে নেয়ার পিছনে কি কারণ আছে আমি জানি না, তবে আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে কেন জানেন? অস্ট্রিয়ার সাথে আপনাদের সীমান্তের ঠিক সামনেই রয়েছে রাইন ডেল্টা। ফোরার্লবার্গ প্রদেশ...' জোসেফ হুগির প্রতিক্রিয়া খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল রানা। বাবুলের খুদে নোটবুকে 'ব্রেগেঞ্জ'-এর উল্লেখ আছে। লেক কনস্ট্যান্সের পুব প্রান্তে ব্রেগেঞ্জই একমাত্র অস্ট্রিয়ান বন্দর।

'অস্ট্রিয়ান কাউন্টার-এসপিওনাজের সাথে যোগাযোগ রাখছি আমরা,' রানাকে বাধা দিয়ে মন্তব্য করলেন জোসেফ হুগি। 'এখন পর্যন্ত তেমন কিছু জানা যায়নি। সম্প্রতি জুরিখে যে ছাত্র-দাঙ্গা হয়ে গেল, আমরা সে-ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন। সন্দেহ করা হচ্ছে দাঙ্গার আয়োজন করেছিল ডেল্টার একটা গোপন সেল।' হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'আমার আর দেরি করা চলে না।'

লিভিংরুমে বেরিয়ে এল ওরা। একেবারে শেষ মুহূর্তে, বিদায় নেয়ার আগে, ডায়ানার সাথে দু'একটা কথা বললেন জোসেফ হুগি। তিনি বেরিয়ে যাবার পর নিজের চারদিকে তাকাল রানা, ভুরু কুঁচকে আছে। ও কিছু জিজ্ঞেস করার আগে ডায়ানাই বলল, 'রিয়াকে ওরা নিয়ে গেছে।'

'ওরা? কারা?'

'হাসপাতালের লোকেরা, আবার কারা! অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদের সাদা ইউনিফর্ম পরে এসেছিল। স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল ওকে।'

'তোমার বসের সময় জ্ঞান খুব টনটনে। আচ্ছা, বেরিয়ে যাবার আগে তোমার সাথে কথা বললেন—কি কথা জানতে পারি? তুমি তাকে বলেছ আমরা সেন্ট গ্যালেনে যাচ্ছি?'

'না,' বিস্মিত হলো ডায়ানা। 'কেন, কিছু হয়েছে নাকি?'

নিচের হলরুমে নেমে এল রানা। ডায়ানার ব্যাগটার পাশেই আরেকটা সুটকেস দেখা গেল, পুলিসের লোক রেখে গেছে। দুটোই হাতে নিল ও। 'কিছু হয়নি, আবার অনেক কিছু হয়েছে,' এতক্ষণে ডায়ানার প্রশ্নের উত্তর দিল ও। 'আগে ভাল করে নিজে বুঝি, তারপর ব্যাখ্যা করব। হপ্টব্যানহফে যাবার জন্যে আমরা কি ট্রামে চড়ব?'

'সেটাই তাড়াতাড়ি হবে—ট্রাম সরাসরি স্টেশনে যায়। আট নম্বর রুটের ট্রাম। ট্রামে চড়লে আরেকটা সুবিধে, সহজে কেউ অনুসরণ করতে পারে না…'

বাবুলও হয়তো ঠিক তাই ভেবেছিল।'

রাত দশটা, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। খিলানের তলা দিয়ে ব্যানহফস্ট্রাস-এ বেরিয়ে এল ওরা। চওড়া ফুটপাথের পাশে সারি সারি গাছ, খানিক পর পর লাইটপোস্ট, এখানে সেখানে গাঢ় ছায়া।

রানা এখন আর নিরস্ত্র নয়। কাবার্ডের ভেতর, গোপন পকেটে, ডায়ানার একটা আগ্নেয়াস্ত্র ছিল—কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভ—সেটা ধার হিসেবে চেয়ে নিয়েছে ও। লাইসেন্স নেই, কাজেই সাথে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা বেআইনী, তবে সেন্ট গ্যালেনে যাবার পথে ওকে সীমান্ত পেরোতে হবে না।

'এসো, টিকেট মেশিন এদিকে,' বলে এগোল ডায়ানা, দু'হাতে ব্যাগ আর সুটকেস নিয়ে অনুসরণ করল রানা। 'ট্রামে উঠে ব্যাগটা নেব আমি।'

মেশিনের ভেতর খুচরো পয়সা ফেলল ডায়ানা। লাইটপোস্টের আলো সরাসরি তার মুখে পড়েছে। সত্যি অপরূপ সুন্দরী সে। তবে সিক্রেট এজেন্ট হবার মত যোগ্যতা তার আছে কিনা কে জানে। অসম্ভব ধীর মেয়েটা, আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না। একটা কৌতূহল জাগল রানার মনে, এই মেয়ে

এসপিওনাজ জগতে এল কেন? সম্পর্কটা আরও ঘন হোক, জিজ্ঞেস করবে ও।

লেকের দিক থেকে একটা ট্রাম আসছে। যদি আট নম্বর হয় তাহলে রাস্তার শেষ মাথায় নিয়ে যাবে ওদেরকে, তার উল্টো দিকেই হপ্টব্যানহফ। ট্রামে উঠতে হবে, তাই সুটকেস আর ব্যাগ হাতে তৈরি হয়ে আছে রানা। কোন রকম বিপদের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত নয়।

ট্রামের শব্দ দ্রুত কাছে চলে আসছে, হিস হিস আওয়াজ উঠছে লাইন থেকে। আচমকা উদয় হলো ছয় আসনের বিরাট মার্সিডিজটা, দিক বদলে ট্যাঙ্কের মত হামলা চালাল। মনে হলো চালক বোধহয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। সোজা ফুটপাথের দিকে ছুটে এল গাড়িটা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে উঠে পড়ল ফুটপাথে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাত সামনে তুলে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল ডায়ানা।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা ঘুসির মত লাগল রানাকে। মার্সিডিজ থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল কয়েকজন লোক। প্রত্যেকের পরনে দামী বিজনেস স্যুট, চোখে গাঢ় রঙের চশমা। দু'জন জড়িয়ে ধরল ডায়ানাকে, অপর একজন মেয়েটার মুখের ওপর একটা কাপড় চেপে ধরল। লাইটপোস্টের আলোয় পরিষ্কার দেখল রানা, প্রত্যেকের কোটের সামনে একটা করে ব্যাজ আটকানো রয়েছে—ডেল্টা ব্যাজ।

মার্সিডিজ ফুটপাথে ওঠার কয়েক সেকেন্ড পরই পৌঁছে গেল ট্রামটা। ড্রাইভার ওয়ার্নিং বেল বাজাচ্ছে। মার্সিডিজটা তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। অর্ধেকটা ফুটপাথের ওপর, বাকি অর্ধেক রাস্তা আর ট্রাম-লাইনের ওপর। চোখের পলকে আরও একটা গাড়ি উদয় হলো, এটা একটা রোলস রয়েস। সরাসরি ট্রাম লাইনের ওপর থামল সেটা। ট্রামের ওয়ার্নিং বেল একনাগাড়ে বেজে চলেছে। ব্রেক কষল ড্রাইভার, রোলস রয়েসের এক গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাম।

ইতোমধ্যে ব্যাগ আর সুটকেস ফেলে দিয়েছে রানা। হাতে বেরিয়ে এসেছে কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভ। রোলস রয়েস সামান্য একটু ঘুরে গেল, জোড়া হেডলাইটের সবটুকু আলো রানার গায়ে পড়ল। চোখের সামনে একটা হাত তুলে পর পর দুটো গুলি করল রানা।

কাঁচ ভাঙার শব্দ। দুটো হেডলাইট নিভে গেল।

মার্সিডিজের একজন আরোহী হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল, তিন সেকেন্ড সময় নিয়ে সোজা রানার দিকে লক্ষ্যস্থির করল সে। রানাও লক্ষ্যস্থির করল, কিন্তু আরও অনেক কম সময়ে। পিস্তলধারী ঝট করে আকাশের দিকে মুখ তুলল, আঁকড়ে ধরল বুকের মাঝখানটা দু'হাতে। মার্সিডিজের ওপর আছাড় খেলো সে, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ল ফুটপাথের ওপর। আঙুলগুলোর ফাঁক গলে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

দু'জন লোকের সাথে তখনও ধস্তাধস্তি করছে ডায়ানা। সেদিকে ছুটল রানা। মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিয়েছে ডায়ানা, ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধ পেল রানা। দু'জনের একজন ঘুরতে শুরু করেছে, এই সময় লাথি ছুঁড়ল ও। অব্যর্থ লক্ষ্য, লোকটার হাঁটুর হাড় ভেঙে গেল। বিকট আর্তনাদ করে দড়াম করে পড়ে গেল সে। মার্সিডিজের দূর প্রান্ত থেকে আরও লোক বেরিয়ে এল। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে ডায়ানা।

গোটা ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মত লাগল রানার। জুরিখের প্রধান একটা সড়কে এরকম একটা দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। মার্সিডিজের ওদিক থেকে হাত তুলল আক্রমণকারীদের একজন, গাড়ির ছাদের ওপর কনুই ঠেকিয়ে লক্ষ্য স্থির করল রানার মাথায়। এইম করার সময় পেল না রানা, ঝট্ করে হাত তুলেই গুলি করল। গাড়ির ছাদে খটাস করে পড়ে গেল পিস্তল, নিজের বুক খামচে ধরল লোকটা। তারপর হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

রোলস রয়েসের ভেতর থেকে আরও লোক বেরুল। চঞ্চল প্রজাপতির মত প্রতি মুহূর্তে জায়গা বদল করছে রানা, কোথাও এক পলকের বেশি থামছে না। নাগালের মধ্যে যাকে পেল তাকেই উল্টো করে ধরা কোল্ট দিয়ে আঘাত করল—একজনের দাঁত ভাঙল তিনটে, আরেকজন তার চোখ হারাল, ঢ্যাঙা এক লোকের খুলি ডেবে গেল ভেতর দিকে। বাধ্য না হলে গুলি করার ইচ্ছে নেই ওর, বুলেটগুলো বাঁচানো দরকার। এক পর্যায়ে পিছু হটে এসে টিকেট মেশিনের সামনে পজিশন নিল ও। কেউ গুলি করতে চাইলে সামনে থেকে করতে হবে। পিছন দিকটা ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি, আঘাতটা এলোও সেদিক থেকে। ভোঁতা কি যেন একটা লাগল মাথায়, চোখে সর্ষে ফুল ফুটে উঠল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই আবার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পেল রানা। কিন্তু চোখ ধাঁধিয়ে গেল উজ্জ্বল আলোয়। মার্সিডিজের আলো পড়েছে চোখে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রানা দেখল, ডায়ানাকে চ্যাংদোলা করে মার্সিডিজে তোলা হচ্ছে। এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ছে ডায়ানা। এক লোক তার গোড়ালি দুটো ধরে মোচড়াতে শুরু করল। মার্সিডিজের পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ডায়ানা।

তারপরই বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। সাথে সাথে কালো, ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। কিডন্যাপাররা স্মোক বম ফাটিয়েছে। একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। রানার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছিল এক লোক, হঠাৎ সে লাফ দিয়ে নেমে দৌড় দিল, ধোঁয়ার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। হাত তুলেই ট্রিগার টানল রানা। ছোটার গতি আরও বেড়ে গেল লোকটার, তারপর সদ্য ফুটো হওয়া পিঠ নিয়ে দড়াম করে আছাড় খেল ফুটপাথের কিনারায়।

পিছু হটে ফুটপাথ থেকে নেমে গেল মার্সিডিজ। ইতোমধ্যে নিহত আর আহতদের তুলে গাড়ি দুটোয় ভরা হয়েছে, শুধু ফুটপাথের কিনারায় পড়ে থাকা লোকটাকে বাদে। রোলস রয়েস ট্রাম লাইন ছেড়ে সরে গেল, দিক বদলে তার পিছু পিছু ছুটল মার্সিডিজ। ব্যানহফস্ট্রাস ধরে খানিক দূর এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল গাড়ি দুটো, চলে গেল চোখের আড়ালে।

হঠাৎ করে নিস্তব্ধতা নেমে এল। বাতাসে আলোড়িত কালো ধোঁয়ার ভেতর এখনও ঢাকা রয়েছে ট্রামটা। ফুটপাথে জমাট রক্ত থিকথিক করছে, সাবধানে পা ফেলে এগোল রানা। কিনারায় পড়ে থাকা লোকটার গায়ে পা পড়ল, হোঁচট খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল আরেকটু হলে। হাঁটু গেড়ে বসল রানা। কোল্টটা ভরে রাখল হোলস্টারে। লোকটার পালস দেখল। মারা গেছে। দু'হাতে ধরে লাশটাকে চিৎ করল ও। হ্যাঁ, এর কোটেও ডেল্টা ব্যাজ রয়েছে। ব্যাজটা খুলে নিজের পকেটে রাখল রানা।

লোকটার পকেট সার্চ করে কিছু পাওয়া গেল না। ব্যাজটা ছাড়া সাথে কোন পরিচয়-পত্র নেই। তৈরি পোশাকে ট্রেডমার্ক চিহ্ন, ডিজাইন নম্বর, ইত্যাদি থাকে—এর বেলায় তাও নেই। সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, চোখে কেমন যেন একটা ঘোর, মনে হতাশা।

ট্রামটা এখনও ধোঁয়ায় ঢাকা বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে তার কাঠামো পরিষ্কার হয়ে আসছে। আশপাশে ড্রাইভারের ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না। বুদ্ধিমানের মত নিশ্চয়ই সে তার ক্যাব-এর ভেতরই বসে আছে। কোন সন্দেহ নেই, আরোহীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সে কোন ঝুঁকি নেয়নি—স্বয়ংক্রিয় দরজা ভেতর থেকে লক করে দিয়েছে। ফুটপাথের একটা জায়গায় সুটকেস আর ব্যাগটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

যে-কোন মুহূর্তে ক্যাব থেকে বেরিয়ে আসবে ট্রামের ড্রাইভার। রক্ত মোছার জন্যে ফুটপাথের কিনারায় জুতোর তলাটা ঘষল রানা। পেট্রল-কার আসছে, দূরে সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল। ব্যাগ আর সুটকেস হাতে নিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা ধরল ও। বীভৎস পরিবেশটাকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে।

হন হন করে হাঁটছে রানা, পিঠে একটা থাবড়া মারল বিস্ফোরণের ধাক্কাটা। ঝট্ করে পিছন দিকে একবার তাকাল বটে, কিন্তু ব্যানহফস্ট্রাসকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ও, কিছুই দেখতে পেল না। সরু একটা গলিতে ঢুকে পুরানো শহরের দিকে এগোল ও। ঘুরপথ ধরে হপ্টব্যানহফে যাবে। ট্রামের ড্রাইভার বা আরোহীরা কেউ ওকে দেখেছে বলে মনে হয় না। ধরে নেয়া চলে পুলিস ওকে খুঁজছে না। কিন্তু এত রাতে বেঢপ সাইজের ব্যাগ আর সুটকেস হাতে নিয়ে মেইন রোড ধরে হেঁটে যাওয়া সন্দেহজনক।

বিস্ফোরণের কারণটা আন্দাজ করতে পারল না ও। তেমন কোন আগ্রহও বোধ করছে না। এই মুহূর্তে তিনটে কাজের কথা ভাবছে রানা। স্টেশনে পৌঁছে লেফট-লাগেজ লকারে ডায়ানার ব্যাগটা জমা রাখতে হবে। তারপর স্টেশনের কাছাকাছি কোন একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করতে হবে। ওমেনিগে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না, প্রতিপক্ষ হয়তো ওত্ পেতে আছে ওখানে। সবশেষে জোসেফ হুগির হেডকোয়ার্টার বার্নে টেলিফোন করবে।

শুধু হতাশ নয়, নিজের ওপর খানিকটা রেগেও উঠেছে রানা। ব্যানহফস্ট্রাসে যা ঘটল, সমস্তটাই ওর একার ব্যর্থতা। ডায়ানাকে রক্ষা করতে পারেনি ও।

একটা ব্যাপার একেবারেই বোধগম্য হলো না। সুইস সিকিউরিটি সম্পর্কে বলা হয়, ওরা নাকি দুনিয়ার সেরা। যেমন নিষ্ঠুর তেমনি দক্ষ। এই কি তার নমুনা?

এসপিওনাজ এজেন্ট রাস্তা থেকে কিডন্যাপ হয়ে যায়, নিজেকে সে রক্ষা করতে পারে না। রাস্তার ওপর হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়, সব মিটে যাবার পর পুলিস আসে! আশ্চর্য তো!

জোসেফ হুগির দেয়া নাম্বারে ডায়াল করল রানা। বার্ন থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, কাকে চান?'

'মি. জোসেফ আছেন?' পুরো নামটা ইচ্ছে করেই বলল না রানা। 'জুরিখ

থেকে আমি রানা বলছি।'

'জোসেফ? তারপর?'

খানিক ইতস্তত করে রানা বলল, 'জোসেফ হুগি।'

'রাত দুপুরে আর কাজ পান না!' তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল মেয়েটা। 'আপনি রঙ নাম্বারে ফোন করেছেন! এই নামে এখানে কেউ নেই।'

এক এক করে নম্বরগুলো উচ্চারণ করল রানা, 'রঙ নম্বর?'

'না, নম্বর ঠিক আছে, কিন্তু এই নামে কোন লোক এখানে থাকে না।' যোগাযোগ কেটে দিল মেয়েটা।

রিসিভারের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে। চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে পায়চারি শুরু করল ও।

হপ্টব্যানহফের উল্টোদিকে হোটেল ফিদারহফের চারতলায় রয়েছে রানা। কামরাটা ভাড়া করার আগে ডায়ানার ব্যাগটা স্টেশনের লকারে রেখে এসেছে ও, চাবিটা ওর পকেটে।

জোসেফ হুগি ওকে ভুয়া একটা টেলিফোন নম্বর দেবেন কেন? সম্ভাব্য একটাই উত্তর হতে পারে—লোকটা জোসেফ হুগি ছিল না।

সেন্ট্রালহফ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অকস্মাৎ ব্যস্ততা দেখিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল লোকটা, কারণ সে জানত রানা আর ডায়ানার জন্যে বাইরে কি অপেক্ষা করছে। গোটা পরিকল্পনাটাই হয়তো তার তৈরি, রানাকে খুন করে ডায়ানাকে কিডন্যাপ করা। ঘটনাটা ঘটার সময় কাছেপিঠে থাকতে চায়নি সে। কিন্তু তাই যদি হবে, ডায়ানা কেন লোকটাকে জোসেফ হুগি বলে মেনে নিল? মাথার ভেতর সব তালগোল পাকিয়ে গেল রানার।

কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল রানা, আবারও এড়িয়ে গেল এলিভেটর। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোল, স্টেশনে ঢুকে সার সার টেলিফোন বুদের সামনে এসে দাঁড়াল। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল একটার ভেতর, জোসেফ হুগির আরেক নাম্বারে ডায়াল করল এবার। এটা ওকে লন্ডনে রাহাত খান দিয়েছিলেন।

এবারও অপরপ্রান্ত থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠ জানতে চাইল, 'ইয়েস, প্লীজ?'

'জুরিখ থেকে, আমি রানা। নম্বরটা আমাকে মি. জোসেফ দিয়েছিলেন।'

'এক সেকেন্ড, প্লীজ।'

দশ সেকেন্ডের মাথায় ভরাট একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে আপনি?'

নিজের পরিচয় দিল রানা। ভদ্রলোকের পরিচয় জেনে মুখ শুকিয়ে গেল।

'কোত্থেকে বলছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন জোসেফ হুগি।

'সেটা এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ নয়,' বলল রানা। 'আমি আপনাকে একটা রিপোর্ট করতে চাই। আপনার এজেন্ট জুলি ডায়ানাকে ডেল্টা কিডন্যাপ করেছে...'

'তারমানে কি জুরিখের ব্যানহফস্ট্রাসে যা ঘটে গেছে আপনি তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী? বোমাটা ফাটার সময় আপনি ওখানে ছিলেন?'

'বোমা?'

'লিমপেট মাইন,' বললেন জোসেফ হুগি। 'বড় একটা ব্যাংকের সামনের দরজায় লাগানো ছিল। ওখানে একটা ট্রাম ছিল, আরোহীরা নামার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। ডায়ানার কথা কি যেন বলছিলেন? তার আগে বলুন কোত্থেকে ফোন করছেন আপনি...?'

'বলতে চাই না। এই কল আপনাদের সুইচবোর্ড হয়ে যাচ্ছে...'

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে!' প্রতিবাদের সুরে বললেন জোসেফ হুগি। 'আমাদের সিকিউরিটি...'

'লিমপেট মাইন ফাটল, তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা। তারপর বলল, 'মাত্র দু'মিনিট লাইনে থাকব, যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন।'

'এই তো বললাম—কুইক-অ্যাকটিং টাইমার সহ একটা বোমা নাম করা এক ব্যাংকের দরজায় ফিট করা ছিল। দরজা চুরমার হয়, কিন্তু ভেতরে কেউ ঢোকেনি। কাছেই একটা ট্রাম দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তার ড্রাইভার ধোঁয়ার জন্যে কিছুই দেখতে পায়নি। হামলাকারীরা স্মোক বমও ফাটিয়েছিল...'

'ট্রামের সামনে একটা রোলস রয়েস দাঁড়িয়ে ছিল,' বলল রানা, 'ড্রাইভার সেটাকেও দেখেনি?'

'দেখলেও সে তার রিপোর্টে বলেনি। আমাদের লোকেরা ফুটপাথে শুধু একটা ডেল্টা ব্যাজ কুড়িয়ে পেয়েছে...'

সুইস এসপিওনাজ চীফকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'জুলি ডায়ানার খোঁজে সব জায়গায় অ্যালার্ম সিগন্যাল পাঠান,' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'মেয়েটার জন্যে...'

'উদ্বিগ্ন হবেন না, প্লীজ, মি. রানা,' জোসেফ হুগির ভরাট গলায় কেমন যেন বিষণ্ন সুর। 'আমরা জানি।'

'জানেন? কি জানেন?'

'আধ ঘন্টাও হয়নি লিমাট নদীতে তার লাশ পাওয়া গেছে। পানিতে ফেলার আগে নিষ্ঠুরভাবে টরচার চালানো হয় তার ওপর। আমি চাই বার্নে আপনি আমার সাথে দেখা করুন, মি. রানা। কোথায় দেখা করবেন...' জোসেফ হুগি থেমে গেলেন, কারণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে রানা।

পাঁচ

জুলি ডায়ানা বেঁচে নেই শুনে ভেতরটা আক্রোশে ফুঁসতে লাগল রানার। যারাই তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী হোক, তাদেরকে মূল্য দিতে হবে।

একটানা দু'মিনিট কথা বললে ফোন-কল ট্রেস করা সম্ভব, সেজন্যে জোসেফ হুগির কথা শেষ হবার আগেই যোগাযোগ কেটে দিয়েছে ও। নকল বা আসল, কোন এসপিওনাজ চীফকেই নিজের হদিস জানাতে চায় না ও।

বুদ থেকে বেরিয়ে বিশাল হপ্টব্যানহফে ঘুরে বেড়াল রানা। ডিপারচার বোর্ডের সামনে থামল একবার, যেন ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে একজন আরোহী। এই বিশাল স্টেশন আকৃষ্ট করেছিল বাবুলকে—কেন?

কয়েকটা তথ্য জানল রানা। মোট ষোলোটা প্ল্যাটফর্ম, সবগুলো লাইন এখানে এসে শেষ হয়েছে। ফোন বুদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না, সারি সারি অনেকগুলো। স্টেশনের ভেতর একটা সিনেমা হলও রয়েছে। রাস্তায় বেরুবার জন্যে রয়েছে একশো একটা পথ। রেস্তোরাঁ আর বারও রয়েছে অনেকগুলো।

প্ল্যাটফর্মগুলোকে পিছনে রেখে চওড়া একটা প্যাসেজ ধরে এগোল রানা। বড়সড় একটা লাগেজ স্টোরেজ কাউন্টারকে পাশ কাটাল, উল্টো দিকের একটা দরজায় লেখা রয়েছে—পুলিস। বেরেট সহ নীল ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, ট্রাউজারের নিচের দিক বুটের ভেতর গোঁজা। অনেকটা প্যারাট্রুপারদের মত দেখতে।

প্রায় প্রতিটি রেস্তোরাঁর দুটো করে দরজা। রেস্তোরাঁর মধ্যে দিয়ে স্টেশনে ঢোকা বা বেরুনো যায়। একটায় ঢুকল রানা, এক কাপ কফি খেল, তারপর বেরিয়ে এল রাস্তায়।

এক এক করে দুটো রাস্তা পেরিয়ে লিমাট নদীর কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা। লাইটপোস্টের আলো পড়ে ঝিলমিল করছে নদীর পানি। ঘণ্টাখানেকও হয়নি, এই পানিতে ভাসতে দেখা গেছে বেচারি জুলি ডায়ানার ক্ষত-বিক্ষত লাশ। নিজের অজান্তেই চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল রানার।

বাঁ দিকে তাকিয়ে পাঁচতলা পাথুরে দালানটা দেখতে পেল ও। পুলিস হেডকোয়ার্টার। বন্ধু এডগার হোফার-এর অফিস। হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। ২২৪৫ ঘণ্টা, অর্থাৎ রাত পৌনে এগারোটা।

হোটেল ফিদারহফে থাকতেই একটা টাইমটেবলে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে রানা, জানে হপ্টব্যানহফ থেকে শেষ ট্রেন ছেড়ে যাবে ২৩৩৯ ঘণ্টায়, সেন্ট গ্যালেনে পৌঁছুবে ০০৪৯ ঘণ্টায়। তারমানে ট্রেনটা ধরতে হলে হাতে এক ঘণ্টাও সময় নেই।

রাস্তার নাম লিনডেন হফস্ট্রাস, সদর দরজা দিয়ে পুলিস হেডকোয়ার্টারের ভেতর ঢুকল রানা। শক্ত সমর্থ চেহারার এক রিসেপশনিস্ট হাফ হাতা শার্ট পরে বসে আছে, রানাকে দেখে মুখ তুলল।

'চীফ ইন্সপেক্টর অভ ইন্টেলিজেন্স এডগার হোফার অফিসে আছেন?'

'আপনি?' ডেস্ক থেকে একটা ছাপা ফর্ম টেনে নিল রিসেপশনিস্ট।

'আছেন কিনা?'

মাথা দোলাল রিসেপশনিস্ট। 'এই ফর্মটা পূরণ করুন, প্লীজ।'

'ওকে আমার কথা বলুন,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'আপনি আমাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছেন। এটা একটা ইমার্জেন্সি...'

'তবু...'

'আপনার অফিসার আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' মিথ্যে কথা বলল রানা। 'শুধু আমার নাম বললেই হবে...'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল রিসেপশনিস্ট। সাথে সাথে রানার ডাক পড়ল তিনতলায়।

হোফারের অফিস থেকে লিমাট নদী দেখা যায়। সবগুলো খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে, পর্দাগুলো কাঁপছে একটু একটু। ঘরের ভেতর নিওনের সাদা আলো। একদিকের দেয়ালে ফাইলিং কেবিনেট।

হ্যান্ডশেক করার সময় হোফার বলল, 'জানতাম তুমি যোগাযোগ করবে। লন্ডন থেকে ফোন করে আগেই আমাকে বলে দিয়েছে সোহেল তুমি আসছ। বলল, তোমার নাকি সাহায্যের দরকার হতে পারে···।'

'প্রথম সাহায্য যেটা তুমি করতে পারো,' বলল রানা, 'আমি চলে গেলে তোমার রিসেপশনিস্টকে নির্দেশ দেবে, সে যেন আমার নামটা ভুলে যায়।'

মোটা অথচ বুদ্ধিমান, এরকম খুব কম লোককেই চেনে রানা, তাদের মধ্যে এডগার হোফার একজন। লম্বা-চওড়ায় বিশাল সে, কিন্তু গোঁফটা একেবারে সরু। সৌখিন পুরুষ বলে বদনাম আছে, সুন্দরী মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় বলে সম মর্যাদার অফিসাররা ঈর্ষায় ভোগে। এক সময় সোহেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, পরে রানার সাথেও সখ্য গড়ে ওঠে। রানা তাকে যেমন পছন্দ করে তেমনি বিশ্বাস করে। পুলিস ইন্টেলিজেন্সে কাজ করলেও হোফার এসপিওনাজ সিস্টেমেও নাক গলাবার অধিকার রাখে।

'কি!' চোখ কপালে তুলল হোফার। 'তারমানে ফর্মটা তুমি পূরণ করোনি?'

'না।' রানা নির্বিকার।

উদ্বিগ্ন দেখাল হোফারকে। 'চশমা···সিগারেট হোল্ডার···'

চোখ থেকে শিঙের তৈরি ফ্রেমটা খুলল রানা, প্লেইন লেন্সে টোকা দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটা পরেছিলাম। না, সিগারেট হোল্ডারটা হাতে ছিল না। তবে নামটা বলতে হয়েছে···'

'ফর্ম পূরণ না করে ভালই করেছ,' গম্ভীর হলো হোফার। 'রিসেপশনিস্টকে বলব তুমি আমার একজন ইনফর্মার, কোড নেম ব্যবহার করেছ।'

'কোন বিতর্ক ছাড়াই সহযোগিতা? মনে হচ্ছে আমাকে তুমি কিছু খবর দিতে পারো?' কৌতূহলী হলো রানা।

'পারি না মানে! জোসেফ হুগির সিকিউরিটি মব তোমার খোঁজে আকাশ-পাতাল তছনছ করে ফেলছে!'

সিগারেট ধরাল রানা। ও জানে, হোফার বিশেষ পছন্দ করে না জোসেফ হুগিকে। সোহেলকে একবার বলেছিল সে, জোসেফ হুগির অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসলে পুরোপুরি পলিটিকাল···।

'এটা তেমন কোন খবর নয়,' বলল রানা।

ভুরু কোঁচকাল হোফার। 'তোমার খবর গোপন থাকুক চাও না? না চাইলে ফর্ম পূরণ করোনি কেন?'

মৃদু হেসে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল রানা। ব্যানহফস্ট্রাসের ঘটনাটা বলতে যাবে, এই সময় আবার মুখ খুলল হোফার।

'তাহলে আরেকটা খবর দিই,' বলল সে। 'আমার কাছে একটা নম্বর রয়েছে,

এখুনি সেখানে তোমার ফোন করা দরকার। মেয়েটা এই তো দশ মিনিট আগে ফোন করেছিল আমাকে। ও জানে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ধরে নিয়েছে, তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করবে···'

'কার কথা বলছ!' আকাশ থেকে পড়ার উপক্রম করল রানা। 'কে ফোন করেছিল?'

'কে আবার, জুলি ডায়ানা! তার বসের সাথে আমার সম্পর্ক যাই হোক, তার সাথে···'

আবার সব তালগোল পাকিয়ে গেল রানার মাথায়।

ছয়

স্তম্ভিত রানা সিগারেট হোল্ডারটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। চেহারা স্বাভাবিক রাখার জন্যে মুখ থেকে হোল্ডার নামিয়ে সিগারেটটা আরও ভাল করে ভরল সেটায়। খুলির ভেতর দিকের দেয়ালে হোফারের কথাগুলো হাতুড়ির মত বাড়ি মারছে এখনও—মেয়েটা এই তো দশ মিনিট আগে ফোন করেছিল আমাকে।

শুধুই কি সময়ের গরমিল? আধ ঘণ্টা আগে জোসেফ হুগি তাকে ফোনে বললেন, 'আধ ঘণ্টাও হয়নি' লিমাট নদীতে জুলি ডায়ানার লাশ পাওয়া গেছে। তারমানে এখন থেকে প্রায় এক ঘণ্টা আগে পাওয়া গেছে লাশটা, অথচ বুদ্ধিমান এবং বিশ্বস্ত হোফার কিনা বলছে 'দশ মিনিট আগে' ডায়ানা ফোন করেছিল তাকে। কার কথা সত্যি?

হোফারের লেখা কাগজটার ওপর চোখ বুলাল রানা। সেন্ট গ্যালেনের একটা ফোন নম্বর।

মেয়েটার গলার আওয়াজ চিনবে হোফার, ডায়ানার নামে অন্য কেউ ফোন করলে ধরে ফেলত সে।

তবে কি তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

'তুমি অসুস্থ, রানা?' মৃদু গলায় জানতে চাইল এডগার হোফার।

'হ্যাঁ, ক্লান্ত।' কাগজটা ভাঁজ করে মানি ব্যাগে ভরল রানা। 'আজ রাতে কি অবস্থা তোমাদের, কাজের খুব চাপ?'

'না। রুটিন।'

বিস্ময়ের আরও একটা ধাক্কা অনুভব করল রানা। চীফ অভ পুলিস ইন্টেলিজেন্স এডগার হোফার জানে না ব্যানহফস্ট্রাসে রীতিমত একটা বন্দুক যুদ্ধ হয়ে গেছে। জানলে ব্যাপারটা চেপে যাবার কোন কারণ নেই তার। রানা উপলব্ধি করল, সতর্কতার সাথে এগোতে হবে তাকে।

'আচ্ছা, জোসেফ হুগিকে তুমি পছন্দ করো না কেন বলো তো?'

'পছন্দ করি না বলা ঠিক নয়, তবে লোকটার প্রতি আমার কোন সমর্থন নেই। কারণ? কারণ ওর অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ছিল প্রফেশনাল নয়···পলিটিকাল।'

'আরেকটা প্রশ্ন। জোসেফ হুগির চাকরি করে ডায়ানা, কিন্তু আমাকে মেসেজ দেয়ার জন্যে তোমাকে কেন ফোন করল?'

'কারণ ডায়ানা জানে তুমি আর আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, জুরিখে এসে আমার সাথে তুমি দেখা করবেই। তাছাড়া, কাউন্টার এসপিওনাজে আমিই তাকে ঢুকিয়েছি, তার আগে আমার এখানে চাকরি করত সে...'

'বললে আজ রাতে জরুরী কোন কাজের চাপ নেই, সত্যিই কি নেই?'

হেসে ফেলল হোফার। 'তোমার হয়েছে কি বলো তো? ফিসফিস করে গোপন তথ্য জানতে চাইবে, তা না, আবোলতাবোল প্রশ্ন করছ। আজ রাতে কোথাও তেমন কিছু ঘটেনি, কাজেই জরুরী কোন ব্যস্ততাও নেই। লেকে শুধু একটা ট্যুরিস্ট লঞ্চে বিস্ফোরণ ঘটেছে। বোকা এক লোক, ইঞ্জিন বা বোট সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না, দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে। বেচারা মারা গেছে। বিস্ফোরণের আওয়াজ এখান থেকেও পেয়েছি আমরা।' খোলা জানালার দিকে একটা হাত তুলল সে। 'নদীর দিক থেকে এল।'

না, তা নয়, আওয়াজটা আসলে এসেছে ব্যানহফস্ট্রাসের দিক থেকে, ভাবল রানা। হোফারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উপলব্ধি করল ও, লোকটা মিথ্যে কথা বলছে না।

হোফার নয়, অন্য কেউ গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

'তোমার সাথে কথা বলে অনেক লাভ হলো,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ডায়ানার সাথে যোগাযোগ করব, কিন্তু তার আগে জরুরী একটা কাজ সারতে হবে—কাজটা কি জানতে চেয়ো না।'

ডেস্কের তিনটে ফোনের একটার দিকে আঙুল তাক করে হোফার বলল, 'ওটা ডাইরেক্ট লাইন, সুইচবোর্ডের ভেতর দিয়ে যায়নি। তুমি বললে পাশের ঘরে চলে যেতে পারি আমি...'

'ব্যাপারটা তা নয়, এডগার। আমার হাতে আসলে সময় নেই...'

কাঁধ ঝাঁকাল হোফার। 'ফর গডস সেক, যে-টুকু আছে উপভোগ করো।'

২৩১০ ঘণ্টায় পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল রানা। ২৩৩৯ ঘণ্টার ট্রেনটা ধরতে হলে হাতে আর সময় আছে মাত্র আধ ঘণ্টা, অথচ আরও কাজ রয়েছে ওর। হেডকোয়ার্টারের বাইরে একটা পেট্রল কার পার্ক করা রয়েছে, ক্রীম রঙের একটা ভলভো, লাল ফিতে আঁকা। ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক বসে আছে ভেতরে, জানালা খোলা। মাত্র খানিকক্ষণ আগে কাছাকাছি ব্যানহফস্ট্রাসে যখন খণ্ডযুদ্ধ চলছিল তখন কোথায় ছিল ওরা?

দ্রুত পায়ে হপ্টব্যানহফের দিকে এগোল রানা। হোফারকে মিথ্যে কথা বলেছে ও। বন্ধুকে বিশ্বাস করলেও, তার সিকিউরিটি সিস্টেমের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি। ফোনের লাইনটা সুইচবোর্ডের মধ্যে দিয়ে না গেলেও, লাইনের অন্য কোথাও আড়িপাতা যন্ত্র থাকা সম্ভব। নিরাপত্তাহীনতার একটা অনুভূতি গ্রাস করে আছে ওকে, কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

স্টেশনে পৌঁছে খালি একটা ফোন বুদে ঢুকল রানা। কাঁচের দেয়ালের ভেতর

থেকে বাইরেটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিল। পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে কেউ ওকে অনুসরণ করেনি। স্টেশনের ফোনগুলো নিরাপদ। আবার মনে পড়ল, খুদে নোটবুকে হপ্টব্যানহফের কথা লিখে রেখে গেছে বাবুল।

হোফারের দেয়া নম্বর ডায়াল করল রানা। কার সাথে কথা বলতে হবে জানে না। সত্যিই কি জুলি ডায়ানা মারা যায়নি?

'হোটেল ব্রিদে এনজিয়ো অ্যাট ইওর সার্ভিস, প্লীজ।'

'জুলি ডায়ানাকে চাইছি আমি,' বলল রানা। 'বলতে পারেন, তিনি আপনাদের হোটেলে উঠেছেন কিনা?'

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা এক মিনিট পর ফিরে এল লাইনে, 'জ্বী, উঠেছেন। তবে তিনি তাঁর কামরায় আছেন কিনা দেখতে হবে। আপনি একটু ধরুন, প্লীজ।'

আরও এক মিনিট পর তীক্ষ্ণ, উদ্বিগ্ন একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আপনার পরিচয়?'

'এডগার হোফারকে চেনো?'

'বন্ধু।'

'আমারও,' বলল রানা। 'তোমার মেসেজ পেয়েছি। কোন প্রশ্ন নয়, শুধু উত্তর দিয়ে যাও। বাইরে থেকে ফোন করতে পারবে আমাকে?'

মেয়েটা চটপটে। সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল, 'কত নম্বরে?'

নম্বরটা বলল রানা। 'এটা জুরিখ কোড। হাতে সময় খুব কম…'

'গুডবাই।'

ঘামতে শুরু করছে রানা। বুদের ভেতর শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। কাঁচ ঘেরা ছোট্ট জায়গার ভেতর নিজেকে বন্দী এবং নিরাবরণ বলে মনে হলো ওর। একটু পরই ফোন বেজে উঠল। ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলল ও।

সেই একই কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তুমি কি… পরস্পরের বন্ধুর নাম বলো, প্লীজ।'

'এডগার হোফার।'

'জুলি ডায়ানা বলছি…'

'কোন প্রশ্ন না করে যা বলব তাই করো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। হোটেল ব্রিদে এনজিয়োর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এসো। বিশ্বাস্য একটা অজুহাত দেখাবে…'

'আমি ইডিয়েট নই, তারপর কি করতে হবে বলো।'

'সেন্ট গ্যালেনের আরেক হোটেলে উঠবে,' বলল রানা। 'আমার জন্যেও বুক করবে একটা কামরা। বলবে, রাত একটার দিকে পৌঁছুব আমি…'

'গাড়ির জন্যে পার্কিং স্পেস লাগবে তোমার?'

'না। আমি ট্রেনে আসছি…'

'কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার ডায়াল করব। কোন্ হোটেলে জায়গা হয় দেখি। গুডবাই।'

স্তব্ধ হয়ে যাওয়া রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মূল্যবান সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে মেয়েটাকে বেশ কাজের বলে মনে হলো। কিন্তু কে সে? জুলি ডায়ানা, না তার প্রেতাত্মা? জোসেফ হুগির কথা মত জুলি ডায়ানাকে লিমাট

নদী থেকে তোলা হয়েছে···।

বুদের ভেতর গরম, তবু উত্তেজনা থেকে রেহাই পাবার জন্যে সিগারেট ধরাল রানা। কয়েকটা টান দিয়েছে, এই সময় আবার বাজল ফোন। সেই একই কণ্ঠস্বর।

'তুমি কি···?'

'এডগার হোফার। রানা বলছি···।'

'ভাগ্যটা আমার ভাল। দোতলায় ডাবল-বেডের দুটো কামরা পাওয়া গেছে। হোটেল ঐমব্যাসী। উল্টো দিকে স্টেশন। ডেস্কে আমি একটা এনভেলাপ রাখব, তাতে শুধু আমার রুম নম্বর থাকবে। ঠিক আছে?'

'ভেরি···'

'গুডবাই।'

পরবর্তী ক'মিনিট চরকির মত ব্যস্ত থাকল রানা। স্টেশন কাউন্টার থেকে সেন্ট গ্যালেনের টিকেট কাটল। হোটেল ফিদারহফে ফিরে এসে বিল মেটাল, রিসেপশনিস্টকে বলল, 'মেডিকেল কনসালট্যান্ট, কাজেই রোগীর ডাক পেলে করার কিছু নেই, ছুটতেই হয়। এই মুহূর্তে বাজল্‌-এ যেতে হচ্ছে···।' হোটেলে ওঠার সময় খাতায় লিখেওছিল তাই—কনসালট্যান্ট। গালভরা শব্দ, কিন্তু অর্থটা একেবারেই অস্পষ্ট।

জিনিস-পত্র গোছাবার ঝামেলা পোহাতে হলো না, কারণ সুটকেসটা খোলেইনি রানা। শুধু শেভিং কিট আর টুথ ব্রাশ ভরে নিয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এল নিচে। ব্যস্ততার কারণ আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, নাইট ক্লার্কের সন্দেহ করার কিছু নেই। স্টেশনের সামনে সার সার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল ড্রাইভার।

রানা তাকে বলল, 'প্যারাদেপ্লাজে যাব আমি, ওখানে ট্রাম স্টপেজের কাছে আমার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তারপর সরাসরি আবার এখানে ফিরে আসব।'

'উঠে পড়ুন, স্যার।'

ট্রেন ছাড়ার আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে, এই ক'মিনিট কাজে লাগাতে চাইছে রানা। জুরিখের রাস্তা-ঘাট ওর চেনা আছে, এত রাতে যানবাহনের ভিড় নেই কোথাও, ব্যানহফস্ট্রাস থেকে চট করে একবার ঘুরে আসা সম্ভব। ওখানে গোলাগুলি হয়েছে, ফুটপাথে স্রোত বয়েছে রক্তের, একটা ব্যাংকের দরজায় বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে—একবার চেক করে দেখা দরকার।

ড্রাইভারের সাথে গল্প জুড়ে দিল রানা। শহরের সমস্ত খবরাখবর ড্রাইভারদের মত আর কেউ রাখে না।

'খানিক আগে বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, শুনেছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মনে হলো বোমা।'

'হ্যাঁ, স্যার, শুনেছি,' বলল বটে ড্রাইভার, কিন্তু কেমন যেন সতর্কতার সাথে। 'লোকমুখে শুনলাম, দুর্ভাগা এক ট্যুরিস্ট মারা গেছে লেকে। বোটটা নাকি

চুরমার···।'

'লেকে? লেক তো বেশ দূরে। আমার তো মনে হলো আরও কাছে কোথাও···।' ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করল না রানা। ভাবল, ড্রাইভার এত সতর্ক কেন? প্যারাদেপ্লাজের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, কথাবার্তার আর সময় পাওয়া যাবে না।

'হ্যাঁ, আমারও মনে হয়েছে আরও কাছে কোথাও,' বলল ড্রাইভার। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আমি তখন প্যাসেঞ্জার নিয়ে টালস্ট্রাসে রয়েছি। ভয়ানক জোরাল আওয়াজ হলো। তবে লেকের দিক থেকেও আসতে পারে···,' লোকটা থামল, তারপর বলল, 'মোটকথা পুলিস তাই বলল আর কি।'

'পুলিস?'

'হপ্টব্যানহফ ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পুলিসের একটা পেট্রল কার থেমেছিল। গল্প করার জন্যে নামল ড্রাইভার। বেচারা ট্যুরিস্টের কথা সেই তো শোনাল আমাদের। বলল, লেকে একটা বোটে বিস্ফোরণ হয়েছে···।'

'তোমার পরিচিত কেউ? পুলিস লোকটা?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আরে, প্রশ্নটা আমারও মনে জেগেছে!' আড়ষ্ট একটু হাসল ড্রাইভার। রিয়ার ভিউ মিররে দু'জোড়া চোখ এক হলো। 'আমার ধারণা ছিল শহরের সমস্ত পেট্রল কার পুলিসকে আমি চিনি। বিশ বছর ধরে ট্যাক্সি চালাচ্ছি। কিন্তু এই লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি।'

'হয়তো ট্রেনিং স্কুল থেকে সদ্য বেরিয়েছে, নতুন রিক্রুট।'

'লোকটা আধবুড়ো—পঞ্চাশের কম নয়···।' রাস্তার কিনারাটা দেখাল ড্রাইভার। 'এখানে অপেক্ষা করলে চলবে?'

একশো গজ সামনে বাঁক নিলেই ব্যানহফস্ট্রাস। 'ঠিক আছে,' বলল রানা। ট্যাক্সি থেকে নেমে কোথায় যাবে ও, ড্রাইভার তা দেখতে পাবে না। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে দ্রুত হাঁটা ধরল রানা। জানে, দু'চার সেকেন্ডের জন্যে ট্রেনটা হারাতে হতে পারে।

ফাঁকা রাস্তা। ফুটপাথ মসৃণ, ওর জুতোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। বাঁক নিয়ে ব্যানহফস্ট্রাসে চলে এল রানা। রাস্তা পেরোল। তারপরই স্তম্ভিত বিস্ময়ে পাথর বনে গেল ও।

মাথার ভেতর আবার তালগোল পাকিয়ে গেল সব।

ঘণ্টা দুই আগে এখানে যা ঘটে গেছে তার কোন চিহ্নই এখন আর অবশিষ্ট নেই কোথাও। জায়গা চিনতে ভুল করেনি রানা, খিলানটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, ওটার তলা দিয়েই ডায়ানাকে নিয়ে ব্যানহফস্ট্রাসে বেরিয়ে এসেছিল ও। ট্রামটা যেখানে থেমেছিল, ঠিক তার উল্টো দিকে নামকরা একটা ব্যাংকও রয়েছে। ব্যাংকের দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা। জোড়া দরজা। কিন্তু অক্ষত!

ব্যাংকের সামনে রাস্তায় বা ফুটপাথে কাঁচের একটা কণা পর্যন্ত পড়ে নেই। দ্রুত আবর্জনা সরাবার ব্যাপারে সুইসদের খ্যাতি আছে জানে রানা, জানে সুইসরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে, কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছে এ যে এক

কথায় অসম্ভব!

ফুটপাথের দিকে ঝুঁকে রক্তের দাগ খুঁজল রানা। রক্তের ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, সে-কথা এত সহজে ভোলা যায় না। অথচ এক ফোঁটা রক্ত নেই এখন···। প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে রানা, এই সময় একটা গাছের দিকে নজর পড়ল ওর। গাছটার ছাল কেটে নেয়া হয়েছে। কাছে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করল ও। কাটা অংশের কিনারায় পোড়া দাগ—অস্পষ্ট, কিন্তু বোঝা যায়। আপনমনে তিক্ত একটু হাসল রানা। এমন কি সুইসরাও দু'ঘন্টার মধ্যে নতুন একটা গাছ আমদানী করতে পারে না।

সাত

বাভারিয়ার আলগাউ ডিস্ট্রিক্ট। দুর্গ আকৃতির প্রাসাদে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ম্যাক্স মরলক তার লাইব্রেরীর একটা খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দুর্গ-পরিখার নিভাঁজ পানিতে আলোর প্রতিফলন দেখছে। তার এক হাতে নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডি ভরা গ্লাস, আরেক হাতে হাভানা সিগার। এই সময় মৃদু শব্দে বেল বেজে উঠল।

মস্ত একটা ডেস্কের সামনে বসে দেরাজের তালা খুলল সে। লুকানো টেলিফোনটা বের করে কোলের ওপর রেখে রিসিভার তুলল। অপরপ্রান্ত থেকে নিজের পরিচয় দিল উয়ে জিলার।

'খবর হলো?' হুঙ্কার ছাড়ল মরলক।

'লোকটা জুরিখ ছেড়ে চলে গেছে, হপ্টব্যানহফ থেকে ২৩৩৯ ঘন্টার ট্রেন ধরে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল উয়ে জিলার। 'শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সে. একটুর জন্যে আমাদের লোক নাগাল পায়নি।'

'জুরিখ ছেড়ে চলে গেছে মানে? কি বলতে চাও? সেন্ট্রালহফ অ্যাপার্টমেন্টেই তো ঝামেলা চুকে যাবার কথা!'

'অপারেশনটা পুরোপুরি সফল হয়নি, স্যার···।'

ম্যাক্স মরলকের চেহারা কঠোর হয়ে উঠল। 'ঠিক কি ঘটেছে বলো আমাকে।'

'মেয়েটা ছুটি নিয়ে চলে গেছে, স্যার। তার কাজ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানার উপায় নেই। নাগালের বাইরে চলে গেছে, তাকে নিয়ে কোন দুশ্চিন্তাও নেই—।'

'গর্দভ, আমার দুশ্চিন্তা মাসুদ রানাকে নিয়ে! কোথায় সে? কোন্ ট্রেনে?'

'সর্বশেষ স্টেশন সেন্ট গ্যালেন।'

শক্ত হাতে রিসিভার ধরে রেখে কর্কশ গলায় নির্দেশ জারি করল মরলক। তারপর খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রেখে নিভে যাওয়া সিগারটা ধরাল। রাগে তার হাত কাঁপছে। টেলিফোন সেটটা দেরাজে ভরে তালা লাগাল সে। দুই চুমুকে খালি করল গ্লাসটা, ডেস্কের একটা বোতাম টিপল।

পিঠে মস্ত কুঁজ নিয়ে ভেতরে ঢুকল এক লোক। তার ছুঁচাল কান দুটো মাথার

সাথে সেঁটে আছে, খুলির সাথে জোড়া লাগানো বলে সন্দেহ হয়। সবুজ একটা ওভারঅল পরে আছে, তাতে অ্যান্টিসেপটিক ওষুধের গন্ধ।

'আরও ব্র্যান্ডি দাও, কার্ল।'

'ইয়েস, স্যার।'

'খবর শুনেছ?' ডেস্কের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ম্যাক্স মরলক। 'জিলার আর তার স্পেশাল সেল কাজটা লেজেগোবরে করে ছেড়েছে। সম্ভবত সেন্ট গ্যালেনে পৌঁছে গেছে মাসুদ রানা। গড···।'

'তা পৌঁছুক,' শান্তভাবে বলল কুঁজো কার্ল। প্রভুকে মনে করিয়ে দিল, 'এর আগেও এক বাঙালকে আমরা সামলেছি, তাই না, হুজুর?'

ম্যাক্স মরলকের বয়স ষাট, মাথায় মেহদি রঙের চুল। মুখে বয়সের ভাঁজগুলো এমন কদর্যভাবে ফুটে আছে, দেখে মনে হয় লম্পট। ঘন, হিটলারি গোঁফ, মাথার চুলের সাথে মেলানো রঙ। ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা, শক্ত-সমর্থ গড়ন, শরীরে এক ছটাক বাড়তি চর্বি নেই। লন্ডনে তৈরি লেদার জ্যাকেট পরে আছে সে। ট্রাউজারের নিচের অংশ রাইডিং বুটের ভেতর গোঁজা। যুদ্ধ পরবর্তী জার্মানীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন সে, অত্যন্ত প্রভাবশালী শিল্পপতি।

ইলেকট্রনিক্স সবে যখন বাজারে আসতে শুরু করেছে তখন থেকে এই ব্যবসার সাথে জড়িত মরলক। দূরদৃষ্টির সাহায্যে সে বুঝতে পেরেছিল, দিনে দিনে এই ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠবে। তার হেডকোয়ার্টার স্টুটগার্টে, তার দ্বিতীয় বৃহত্তম ফ্যাক্টরি কমপ্লেক্স রয়েছে ফীনিক্স, আরিজোনায়। সদ্য ভরা গ্লাসে চুমুক দিল সে, তাকিয়ে থাকল কার্লের পলকহীন চোখের দিকে।

'হ্যাঁ,' বলল মরলক, 'এই লোকটাকেও আমরা উচিত শিক্ষা দেব। লোকজন নিয়ে সেন্ট গ্যালেনে যাচ্ছে জিলার। রাত শেষ হবার আগেই লাশ হয়ে যাবে ব্যাটা। জুলি ডায়ানা—সুইস ডাইনীটাকে আগেই সরিয়ে দেয়া হয়েছে।' তার কণ্ঠস্বর চড়ল, লাল টকটকে হয়ে উঠল চেহারা। 'অপারেশন ক্রাউনের সামনে কোন বাধা থাকা চলবে না! জুনের তিন তারিখটা ভারি গুরুত্বপূর্ণ—সেদিন সামিট এক্সপ্রেস জার্মানী পেরোবে। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ চার তারিখটা। কেন?'

'রাজ্য নির্বাচন।'

'ক্ষমতায় বসবে ডেল্টা···।' আশায়, উত্তেজনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ধনকুবের ম্যাক্স মরলকের চেহারা।

রাতের ট্রেন থেকে সেন্ট গ্যালেনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নামল রানা, কেউ ওকে অনুসরণ করেনি। জুরিখে ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে কমপার্টমেন্টে উঠেছিল ও, উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে নিয়েছিল আর কেউ ওঠেনি। গোটা ট্রেন প্রায় খালিই ছিল, প্যাসেজ ধরে ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টে যাবার সময় দু'পাশের দরজা খুলে একবার করে উঁকি দিয়ে নিয়েছিল। সন্দেহজনক কাউকে নজরে পড়েনি। পরম স্বস্তির সাথে সেন্ট গ্যালেনে পৌঁছুল ও।

সেন্ট গ্যালেনে থামল ট্রেন, কিন্তু সাথে সাথে নামল না রানা। প্রায় ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে সবার শেষে নামল ও। রাত তখন গভীর। সুটকেস হাতে স্টেশনের

বাইরে বেরিয়ে এল ও। জুলি ডায়ানা যেমন বলেছিল, হোটেল এমব্যাসী স্টেশনের দিকে মুখ করে আছে।

নিজের পরিচয় দিতেই রিজার্ভেশন সম্পর্কে ওকে নিশ্চিত করল নাইট পোর্টার। রুমের ভাড়া জেনে নিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা, মোটা বকশিশ দিল। 'দু'রাতের ভাড়া দিলাম, বাকিটা তোমার। আমি এত ক্লান্ত যে দাঁড়াবার শক্তি নেই। ফর্ম পূরণ করব সকালে। আমার জন্যে কোন মেসেজ আছে কিনা জানো?'

'শুধু একটা এনভেলাপ—।'

মোটা বকশিশে কাজ হয়েছে, ফর্ম পূরণের জন্যে জেদ ধরল না নাইট পোর্টার। সুইস সরকারের কড়া নির্দেশ, হোটেলে কেউ উঠতে চাইলে প্রথমেই তার নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে। মোট তিনটে ফর্ম থাকে, কয়েক ঘণ্টা পর পর পুলিসের লোকেরা এসে নিজেদের কপিটা নিয়ে যায়। ফর্ম পূরণ না করে সেন্ট গ্যালেনে নিজের উপস্থিতি অন্তত চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে গোপন রাখল রানা।

নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ও, তারপর এনভেলাপটা খুলল। একটা কাগজে ঝরঝরে মেয়েলি হস্তাক্ষরে লেখা রয়েছে—রুম থারটিন। আনলাকি থারটিন?

পাশের রুমটাই তেরো নম্বর। দরজা খুলে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। কেউ কোথাও নেই। পাশের কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু নক করল। বোধহয় দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল মেয়েটা, সাথে সাথে খুলে গেল কবাট। ভেতরে ঢুকল রানা, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটা। তার ডান হাতে একটা তোয়ালে ঝুলছে।

'আমাদের বন্ধুর নাম?'

'এডগার হোফার, এত কিছুর পরও—।'

'বিরক্ত হচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'চেক করতে দোষ কি? তোমাকে অবশ্য আমি জানালা দিয়ে আসতে দেখেছি—।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'খুব ক্লান্ত কিনা, মেজাজের অবস্থা ভাল না। খিদেও পেয়েছে, প্লেনে থাকতে সেই দুপুরবেলা খেয়েছি…।'

'ক্লান্ত সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলল মেয়েটা। ইঙ্গিতে বিছানাটা দেখাল রানাকে। 'কাপড় খোলার দরকার নেই, শুয়ে পড়ো তুমি।' ডাবল বেডের কিনারায় বসল সে, তোয়ালেটা চেয়ারের পিঠে রাখল। হাতে দেখা গেল একটা নাইন এম এম পিস্তল, এতক্ষণ তোয়ালের আড়ালে লুকানো ছিল। দুটো বালিশের একটার তলায় পিস্তলটা রেখে দিল সে।

অপর বালিশটা নিয়ে জানালা আর মেয়েটার উল্টো দিকে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল রানা।

'তোমাকে কি খেতে দিই বলো তো? ঠাণ্ডা পানি ছাড়া কিছুই নেই ঘরে…।'

'তাই দাও এক বোতল।' সরাসরি বোতল থেকে পানি খাবার সময় মেয়েটাকে ভাল করে দেখল রানা। জুলি ডায়ানা?

চেহারার বর্ণনার সাথে কোথাও কোন অমিল নেই। লম্বায় মেলে, ওজনও সম্ভবত মিলবে। ঘন কালো চুল, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। বেডসাইড ল্যাম্পের মৃদু আভায়

চোখ দুটো নীল বলেই মনে হলো। 'আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নাও…।' বলে পকেট থেকে পাসপোর্টটা বের করে ছুঁড়ে দিল রানা মেয়েটার দিকে। বোতলটা খালি করে হাত বাড়িয়ে রাখল নিচু তেপয়ে। নিজের অজান্তেই বুজে এল চোখ। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।

ঘুমে বাধা দিল মেয়েটা। রানাকে সে তার আইডেনটিটি কার্ড দেখাতে চাইছে। একটা অলস হাত নেড়ে কার্ডটা সরিয়ে দিল রানা। কি এসে যায়! ডেল্টা নকল একজনকে পাঠিয়েছিল জুরিখে—রিয়া বেকারকে। আরেকটা মেয়েকে উদ্ধার করেছে রানা, জুলি ডায়ানার চেহারার বর্ণনার সাথে তার চেহারারও হুবহু মিল ছিল। মাথার ভেতর আবার সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

তবে এই মেয়েটা, মন বলছে, নকল নয়। ঘুমিয়ে পড়ার আগে এটাই ছিল রানার শেষ চিন্তা।

সতর্ক একটা অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠল রানা। চারদিকে গভীর অন্ধকার, দম বন্ধ করা পরিবেশ। ঠিক কোথায় রয়েছে ধারণা করতে পারল না ও। অল্প সময়ের ভেতর অনেক কিছু ঘটে গেছে, হিসেব মেলানো কঠিন। একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছে ও। তারপরই সব মনে পড়ে গেল।

পেশীতে ঢিল পড়ছে, এই সময় আবার সচকিত হয়ে উঠল রানা। কে যেন তার টাই খুলে নিয়েছে। আগের মতই নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, আশপাশে কেউ থাকলে তাকে সতর্ক করতে চায় না। একটা হাত দিয়ে গলা স্পর্শ করল রানা। কে যেন তার শার্টের বোতাম খুলে ফেলেছে, জুতো জোড়াও নেই পায়ে। ঘামতে শুরু করল ও। বাঁ দিকের বগলের তলাটা হালকা হয়ে গেছে, হোলস্টারটা আছে কিন্তু কোল্টটা নেই। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল ও, কোন শব্দ করল না। ডান হাতটা বাড়াল। নরম কার যেন একটা হাত, আঙুলে আঙুল ঠেকল। হাতটা সরিয়ে নেবে, এই সময় ওর কব্জি চেপে ধরল কেউ। বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বলে ওঠার আগে ফিসফিস করে কথা বলল মেয়েটা।

'অস্থির হয়ো না। সেন্ট গ্যালেনের হোটেল এমব্যাসীতে রয়েছ তুমি। আমি জুলি ডায়ানা। ভোর চারটে, মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছ তুমি।'

'ধন্যবাদ।' রানা এখন সম্পূর্ণ সজাগ। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে ওর। উঠে বসল ও, পিঠে একটা বালিশ দিল। ম্লান ধূসর রঙের টু-পীস স্যুটটা এখনও পরে রয়েছে জুলি ডায়ানা। ওর উল্টো দিকে, ওরই মত পিঠে বালিশ দিয়ে বসে রয়েছে বিছানায়। আলোর মৃদু আভায় রানা লক্ষ করল, চুলে চিরুনি বুলিয়েছে মেয়েটা, চোখ-মুখে তাজা একটা ভাব।

'তোমার কোল্টটা তেপয়ে, পাশেই,' রানাকে বলল সে। 'শুতে কষ্ট হচ্ছিল দেখে বের করে রেখেছি ওখানে। দরজায় দুটো তালা দেয়া আছে। সাবধানের মার নেই, হাতলের তলায় একটা চেয়ার ঠেকিয়ে রেখেছি…।'

'বডিগার্ডের চাকরি চাও?'

জুলি ডায়ানা হাসল। 'বড় একঘেয়ে কাজ। প্রাইভেট সেক্রেটারির পদটা খালি আছে কিনা বলো।'

মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। জুরিখের সেন্ট্রালহফ অ্যাপার্টমেন্ট কাবার্ডের ভেতর থেকে যে মেয়েটাকে উদ্ধার করেছিল ও, হুবহু তারই মত দেখতে সে। কিন্তু সে তো কিডন্যাপ হয়ে গেছে…।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'বলো তো, এটা কি জিনিস?' পকেট থেকে ডেল্টা ব্যাজটা বের করে মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

সাপ দেখার মত আঁতকে উঠে ব্যাজটার কাছ থেকে সরে গেল ডায়ানা। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'এটা তুমি কোত্থেকে পেলে?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল সে। বালিশের তলা থেকে বেরিয়ে এল তার একটা হাত, নাইন এম এম পিস্তলটা সরাসরি রানার পেট লক্ষ্য করে ধরল।

'কি হলো! ব্যাজটা দেখে ভয় পেলে নাকি?'

'এখন তোমাকে আমার ভয় করছে। সাবধান, কোন রকম চালাকি কোরো না।'

হাত দুটো সাবধানে ভাঁজ করে কোলের ওপর, মেয়েটার চোখের সামনে রাখল রানা। তেপয়ের ওপর কোল্টটা রয়েছে, সেদিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। মেয়েটার চেহারা দেখেই বুঝে নিয়েছে, গুলি করতে ইতস্তত করবে না।

'কাল রাতে ব্যানহফস্ট্রাসে এক লোককে গুলি করি আমি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তার কোটের সামনে পিন দিয়ে আটকানো ছিল ব্যাজটা। ওরা আমাদের জন্যে ট্রাম স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিল—ডেল্টা। মুখোশ পরা গুণ্ডাপাণ্ডা নয়, বিজনেস স্যুট পরা ভদ্রলোক। রক্তে ভেসে গেল রাস্তা আর ফুটপাথ, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পর সেখানে গিয়ে জায়গাটা আর চিনতে পারলাম না। জুরিখ ট্যুরিস্টদের শহর, তারা যাতে কিছু টের না পায় সেজন্যে তাড়াহুড়ো করে…।'

রানাকে বাধা দিয়ে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'ওরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল মানে? রক্তে ভেসে গেল মানে?'

'আমার সাথে আরেক জুলি ডায়ানা ছিল,' বলল রানা। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'সেন্ট্রালহফে তোমার সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, কিন্তু তুমি ছিলে না—কেন?'

'বাবুল আখতার মারা যাবার পর আমার বস্ জোসেফ হুগি ডেল্টা ইনভেস্টিগেশন থেকে আমাকে সরিয়ে নিতে চাইছিলেন, তাই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাই আমি। কথা ছিল পলিন তোমাকে এখানে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

'পলিন?'

'পলিন ইউরোপা…।'

'পলিন কি জোসেফ হুগিকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে?'

'না, আমার বসের সাথে তার পরিচয় নেই। কেন?'

'জোসেফ হুগির চেহারার বর্ণনা কি এরকম?' ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা দিল রানা।

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল জুলি ডায়ানা। 'মোটেও না।'

'তাহলে আমার সন্দেহই ঠিক,' বলল রানা। 'তার পরিচয় নিয়ে ভুয়া এক

লোক অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল। পলিনকেও আমার সন্দেহ হয়, কারণ তোমার বসের ফোন নম্বর জানতে চাইলে নোটবুক খুলতে হয় তাকে। ভুয়া জোসেফ হুগি নিশ্চয়ই আমি আসার আগে ফোন করেছিল পলিনকে, এবং সম্ভবত কোন অজুহাত দেখিয়ে বলেছিল দরকার হলে বিশেষ একটা নম্বরে ফোন করতে হবে, নম্বরটা পলিন নোটবুকে টুকে রাখে।' একটু থেমে সাবধানে জানতে চাইল ও, 'মেয়েটা কে, এই পলিন ইউরোপা?'

'ওর বিয়ের আগে আমরা দু'জনেই এডগার হোফারের আন্ডারে পুলিস ইন্টেলিজেন্সে কাজ করতাম। একটা ঘটনা বলি তাহলে বুঝবে দু'জনের চেহারার মিল কি রকম। একবার একই পোশাক পরে মি. হোফারের অফিসে যাই আমরা, খানিক পর পর। মি. হোফার ধরতে পারেননি। আমরা বলার পর তিনি রেগে আগুন হয়ে যান। তুমিও যে বোকা বনেছ তাতে আর আশ্চর্য কি!' হাসতে হাসতে পিস্তলটা আবার বালিশের তলায় রেখে দিল ডায়ানা।

চিন্তিতভাবে একটা সিগারেট ধরাল রানা।

সামনের দিকে ঝুঁকে ডায়ানা বলল, 'এবার বলো, কোথায় পলিন? সে এখান থেকে আবার জুরিখে ফিরে গেছে?'

'আগে বলো সে তোমার কে?'

হাসতে লাগল ডায়ানা। 'না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। পলিন আর আমি যমজ নই। ও আমার ছোট।'

'তোমার ছোট··· কি?'

'চেহারার মিল দেখেও বুঝছ না? পলিন আমার ছোট বোন!'

রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার অফিসে বসে একটা ফাইল দেখছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, এই সময় ভীতিকর খবরটা নিয়ে ভেতরে ঢুকল সোহানা চৌধুরী।

লন্ডন শাখায় এর আগে কখনও কাজ নিয়ে বসেননি রাহাত খান, কাজেই ফাইল-পত্র কোথায় কি রাখা হয় তা তিনি জানেন না, সেজন্যেই সোহানাকে জরুরী খবর পাঠিয়ে মিশর থেকে আনিয়ে নিয়েছেন তিনি, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে সে।

দরজা খোলার আওয়াজ হলো, পায়ের শব্দও শুনলেন রাহাত খান, কিন্তু মুখ তুলে তাকালেন না।

'স্যার, ব্যারিউথ থেকে এইমাত্র এল এটা···।'

মুখ তুলে সোহানার হাতে একটা কাগজ দেখলেন রাহাত খান। হাত বাড়িয়ে নিলেন সেটা, চোখ বুলালেন। সোহানা ফিরে যাচ্ছে দেখে ডাকলেন, 'বসো।'

ব্যারিউথ! জায়গাটার নাম পড়েই কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে উঠল রাহাত খানের। মনের ভেতর বেজে উঠল সতর্ক-সঙ্কেত। দেরাজের তালা খুলে কোড-বুকটা বের করলেন তিনি। কাগজের লেখাগুলো দুর্বোধ্য কিছু নয়, যে-কেউ পড়তে পারবে—বিশেষ একটা কার্গো। জাহাজে তোলার ব্যাপারে ব্যবসায়িক নির্দেশ দাওয়া হয়েছে।

ব্যারিউথ জায়গাটা বাভারিয়ায়। লিভাউ, খুন হবার আগে সর্বশেষ যেখানে দেখা গেছে বাবুল আখতারকে, সেটাও বাভারিয়ায়। ডেল্টা, নিও-নাৎসী, তারও শক্তিশালী ঘাঁটি রয়েছে বাভারিয়ায়। দ্রুত কোড ভাঙতে শুরু করলেন তিনি। মোটা একটা কাগজে লিখছেন, কাগজের নিচে ইস্পাতের একটা পাত রয়েছে, ফলে লেখাগুলোর ছাপ পড়ছে না কোথাও।

ফিরে এসে ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে নিঃশব্দে বসল সোহানা। কোন মেকআপ নেয়নি ও। পরনে লাল একটা জামদানী, কালো ব্লাউজ।

কোড ভাঙার পর রাহাত খানের চেহারা বাঘের মত হয়ে উঠল।

রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সোহানা। আজ সকালে লন্ডনে পৌঁচেছে ও, বসের কাছ থেকে রানার বর্তমান অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত শুনেছে। বাবুল আখতার খুন হয়েছে শুনে সারা দিন আজ কিছু মুখে তুলতে পারেনি ও।

'খারাপ খবর, সোহানা।'

সোহানা কোন প্রশ্ন না করে অপেক্ষা করতে লাগল।

'রানার বিপদ বাড়ল,' আবার বললেন রাহাত্ খান।

মুখ শুকিয়ে গেল সোহানার।

'বোথাম।' চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন রাহাত খান। 'পূর্ব জার্মানী থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বাভারিয়ায় ঢুকে পড়েছে সে।'

সারা শরীর শক্ত হয়ে গেল সোহানার। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল বসের দিকে।

•

বোথাম!

ডেস্কে ফিরে এসে মেসেজটা আরেকবার পড়লেন রাহাত খান। মেসেজটা কোত্থেকে, কোন্ পথ ধরে এল, কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন তিনি। পূর্ব জার্মানীর লিপজিগে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট আছে, যেভাবে হোক খবরটা তার গোচরে আসে। প্রথম সুযোগেই সে তার মোবাইল ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে মেসেজটা পাঠায় বি. সি. আই.-এর ব্যারিউথ এজেন্টের কাছে। ব্যারিউথ থেকে একজন বার্তাবাহক ঝড়ের বেগে চলে আসে বনের বাংলাদেশ দূতাবাসে। মেসেজটা ওখানে সিকিউরিটি অফিসারের হাতে পৌঁছে দেয় সে। সিকিউরিটি অফিসার রেডিও যোগে পাঠিয়েছে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায়। কোড ভাঙার পর মেসেজটা দাঁড়াল এরকম:

'বোথাম টুডে ওয়েনসডে মে টোয়েনটি-সেভেন ক্রসড ইস্ট জার্মান বর্ডার নিয়ার হফ ইনটু ওয়েস্ট জার্মান। আলটিমেট ডেসটিনেশন আননোন।'

সোহানার দিকে মেসেজটা বাড়িয়ে দিলেন রাহাত খান, নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন আবার, এগিয়ে গিয়ে থামলেন দেয়াল জুড়ে সাঁটানো সেন্ট্রাল ইউরোপের ওয়াল-ম্যাপের সামনে। রানা কোন্ রুট ব্যবহার করবে, ম্যাপ দেখে তার আন্দাজ পেতে চাইছেন তিনি।

হফ এলাকা থেকে একটা অটোব্যান দক্ষিণ দিকে নুরেমবার্গ হয়ে চলে গেছে

বাভারিয়ার রাজধানী মিউনিকের দিকে। রাহাত খানের মনে পড়ল, মিউনিকে, বিশেষ করে মিউনিকের হপ্টব্যানহফে অজ্ঞাত কারণে বারবার ফিরে গেছে বাবুল। ডেস্কে ফিরে এসে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি, চশমাটা নাকের ডগায় ঠিকমত বসালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বোথাম সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'ভাড়াটে একজন এজেন্ট, বিশেষ করে টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো তাকে ভাড়া করে,' বলল সোহানা। 'বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিও কাজে লাগায় তাকে। ইহুদি, সম্ভবত ইসরায়েলে জন্ম। ঘোর আরব বিরোধী লোক। প্রথম সারির পেশাদার খুনীদের একজন। দক্ষ প্ল্যানার বলে খ্যাতি আছে। আর্মস সাপ্লাইয়ের ব্যবসা আছে তার···।'

পাইপে আগুন ধরিয়ে রাহাত খান বললেন, 'বয়স বাড়ার সাথে সাথে সাইকিক হয়ে উঠছি আমি, বুঝলে।' গম্ভীর একটু ক্ষীণ হাসি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে। 'মেসেজটা তুমি যখন নিয়ে এলে, আমি তার ফাইল দেখছিলাম! ফাইলে কিন্তু ওর নাম রয়েছে আলফস্।'

'কিন্তু স্যার বোথাম আর আলফস্ কি একই লোক?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'আলফস্ সম্পর্কে অনেক দিন কোন খবর নেই···।'

'আমেরিকানরা তাই মনে করে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। ডেল্টা তো নিও-নাৎসী, আর বোথাম ইহুদি এবং টেরোরিস্টদের পক্ষে কাজ করে। তাহলে অপারেশন ক্রাউনের পিছনে কারা রয়েছে? মিলছে না, ধাঁধার মত লাগছে···।'

প্রাইভেট সেক্রেটারির দায়িত্বটা নিষ্ঠার সাথে পালন করতে চাইল সোহানা, জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, আপনাকে কফি দেব?'

'ক্রাউন···অপারেশন ক্রাউন··· কি যেন মনে পড়তে চাইছে···,' আপনমনে বিড়বিড় করছেন রাহাত খান। ফোনের রিসিভারের দিকে তাকালেন তিনি। 'রানা যোগাযোগ করছে না কেন? ওকে আমাদের সাবধান করা উচিত। শুধু নিও-নাৎসী নয়, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীরাও ওর জন্যে বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিংবা ওকে হয়তো অন্য কোন জার্মান রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হতে পারে।' মুখ তুলে সোহানার দিকে তাকালেন তিনি, ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কই, তোমার কফির কি হলো?'

এটস্ট্রাস, মিউনিক পুলিস হেডকোয়ার্টারের কাছে বড় একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। তিনতলার একটা অ্যাপার্টমেন্ট। বেডরূমের ভেতর আলোছায়া। নাইলনের দস্তানা পরা একটা হাত টেলিফোনের রিসিভার তুলল। হাতঘড়ি দেখে নিয়ে ডায়াল করল লোকটা। ভোর চারটে।

'এত রাতে কে তুমি?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল কোটিপতি ম্যাক্স মরলক। 'জানো না এখন মানুষের ঘুমোবার সময়···!' ফোনের শব্দে সদ্য ঘুম ভেঙেছে তার। চোখ দুটো লাল আর আধবোজা হয়ে আছে।

'বোথাম,' কণ্ঠস্বর শান্ত এবং সংযত। 'আমরা শুনলাম আপনি একটা অস্বস্তিকর সমস্যায় পড়েছেন।'

নামটা শুনে সচকিত হয়ে উঠল মরলক, নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করে উঠে বসল

বিছানার ওপর। বুঝল, জুরিখের অঘটন সম্পর্কে খবর পেয়ে গেছে বোথাম। কোথায় উবে গেল সব রাগ, নরম সুরে কথা বলল সে, 'হ্যাঁ, কিন্তু এমন কিছু নয় যে আমরা সামলাতে পারব না।'

'জুরিখে সামলাতে পারেননি, সেন্ট গ্যালেনে পারবেন তার কি নিশ্চয়তা?'

চিরকাল হুকুম করতে অভ্যস্ত মরলক, বোথামের জবাবদিহি চাওয়ার ভঙ্গিটা তার ভাল না লাগারই কথা। তবু উত্তেজিত হলো না সে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। স্টুটগার্ট অফিসে প্রথম যেদিন বোথাম দেখা করল তার সাথে, ভেবেছিল না চাইতেই হাতে চাঁদ পাওয়া গেছে। বোথাম তাকে অবিশ্বাস্য কম দরে অস্ত্র আর ইউনিফর্ম সাপ্লাইয়ের প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছিল মরলক। এখন বোথামের আচরণ তার ভাল লাগছে না, কিন্তু লোকটার সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে সম্পর্ক ছেদ করারও কোন উপায় নেই। 'সেন্ট গ্যালেনের ব্যাপারে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না,' গলায় অহেতুক জোর দিয়ে বলল সে। 'পরিস্থিতি সামলানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে।'

'শুনে খুশি হলাম। আপনি জানেন, আমরা আপনার মঙ্গল চাই। ভাল কথা, সেই আগের অয়্যারহাউসেই আরও এক চালান আর্মস আর ইউনিফর্ম পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করুন। কোথায় এবং কখন ওগুলো স্টোর করবেন?'

মরলকের উত্তর দেয়া শেষ হতেই অপরপ্রান্ত থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো। মনে মনে গাল পাড়ল মরলক, বাস্টার্ড। কথায় কথায় বোথাম 'আমরা' শব্দটা ব্যবহার করে, যেন মহাশক্তিধর কোন কমিটির কাছ থেকে হুকুমগুলো আসছে। তবে সান্ত্বনার কথা হলো, আরও অস্ত্র পাওয়া গেল।

ইতোমধ্যে প্রচুর অস্ত্র আর গোলাবারুদ হারাতে হয়েছে ডেল্টাকে। কিভাবে কে জানে জার্মান সিক্রেট সার্ভিস গুদামগুলোর হদিস জেনে ফেলছে।

হাত বাড়িয়ে শেড পরানো ডেস্ক ল্যাম্পটা অফ করে দিল বোথাম। পশ্চিম ইউরোপে যখনই সে আসে, দস্তানা ছাড়া খালি হাতে থাকে না। অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যাবার পর কোথাও তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে না। ঠোঁটের কোণে তির্যক একটু হাসি দেখা গেল। প্ল্যান অনুসারে ঠিকমতই এগোচ্ছে অপারেশন ক্রাউন।

হোটেল এমব্যাসীর বেডরুমে কান্না থামল জুলি ডায়ানার। বোন পলিন ইউরোপার মৃত্যু সংবাদ শেলের মত বিঁধেছে তার বুকে। রানা তাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল। পলিনকে যে নির্মমভাবে টরচার করা হয়েছে সে-কথা ডায়ানাকে জানায়নি ও। রানার দেয়া রুমালে নীল চোখ দুটো মুছল ডায়ানা, মুখ তুলে তাকাল। 'কিভাবে কি ঘটল সব আমাকে বলো।'

'পলিন কিডন্যাপ হওয়ার জন্যে সম্পূর্ণ আমি দায়ী,' বলল রানা। 'আমার সাথে ছিল সে, কিন্তু তাকে আমি রক্ষা করতে পারিনি। ওরা সবাই সশস্ত্র ছিল, সংখ্যায় বারোজনের মত। দুটো গাড়ি থেকে হুড়মুড় করে নেমে এল। তিনজনকে আমি গুলি করে মারি। কিন্তু ধরাধরি করে মার্সিডিজে তুলে ফেলল ওরা পলিনকে···।'

'বারোজন! তাহলে আর শুধু শুধু নিজেকে দায়ী করছ কেন। বারোজনের

বিরুদ্ধে একা তুমি কি করতে পারতে। তিনজনকে মেরেছ এই তো বেশি। কিন্তু কেন? কেন ওরা পলিনকে নিয়ে গেল?'

'ওরা ভেবেছিল তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে⋯।'

'আমাকে? কিন্তু আমাকেই বা কেন নিয়ে যেতে চাইবে ওরা?'

'বড় ধরনের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, ডায়ানা,' বলল রানা। ডায়ানার একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'ডেল্টা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। পথের কাঁটা বলে যাকেই মনে করছে তাকেই খতম করতে চাইছে। প্রথমে বাবুলকে সরিয়েছে, তারপর তোমাকে সরাবার চেষ্টা করল। এরপর আমি ওদের পরবর্তী টার্গেট। আচ্ছা, বলতে পারো, লিন্ডাউ থেকে সুইটজারল্যান্ড যাবার জন্যে ট্রেন ব্যবহার করেনি কেন বাবুল? বোটে করে যাচ্ছিল কেন সে?'

'বন্ধ জায়গা পছন্দ করত না,' বলল ডায়ানা। 'আমাকে বলল, ট্রেনের কমপার্টমেন্ট ফাঁদ হয়ে উঠতে পারে—পালাবার দরকার হলে সম্ভব নয়। রানা, আমরা কি পাল্টা আঘাত হানতে পারি না। তোমার বন্ধু গেছে, আমার বোন নেই—ওদের আমরা ছেড়ে দেব?'

'পাল্টা আঘাত অবশ্যই করব। সেন্ট গ্যালেনে সেজন্যেই তো এসেছি। এখানে একটা দুর্লভ এমব্রয়ডারি মিউজিয়াম আছে, জানো? হোটেল ওমেনিগের রিসেপশনিস্ট আমাকে বলেছিল⋯।'

'আছে,' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছোট একটা আয়নায় নিজেকে দেখছে ডায়ানা। চুলগুলো ঠিকঠাক করে নিতে নিতে বলল, 'ওখানেই তো ডেল্টা কন্ট্যাক্টের সাথে দেখা করত বাবুল। তুমি জানলে কিভাবে?'

'পরে বলব। ডেল্টার ভেতর ঢোকার ব্যাপারে বাবুল কতদূর এগিয়েছিল তুমি জানো?'

'যে কন্ট্যাক্টের কথা বললাম, ডেল্টার একজন সদস্য হবে বলেই আমার ধারণা। তাকে আমি কখনও দেখিনি, কাজেই চেহারা সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। তার পরিচয় সম্পর্কে কিছুই আমাকে বলেনি বাবুল, এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেও কিছু জানতে পারিনি। তবে তার কোডনেমটা আমি জানি।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা।

'নাথাল। ভাল কথা, ডেল্টা সম্পর্কে শেষ খবরটা দেখেছ তুমি?' হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে একটা খবরের কাগজ তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল ডায়ানা।

কালকের কাগজ। হেডলাইনটা লাফ দিয়ে উঠে এল রানার চোখে।

'আলগাউ-তে নিও-নাৎসীদের নতুন অস্ত্র-গুদাম আবিষ্কার!'

হেডিঙের নিচে খবরে বলা হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভোর রাতের দিকে বাভারিয়া পুলিস একটা পরিত্যক্ত ফার্ম হাউসে হানা দিয়ে এই অস্ত্র-গুদাম আবিষ্কার করে। গুদামে শুধু অস্ত্র আর গোলাবারুদই নয়, প্রচুর ইউনিফর্মও পাওয়া গেছে। লক্ষণ দেখে বোঝা গেছে সম্প্রতি ফার্মহাউসটায় লোকজন ছিল, কিন্তু হানা দেয়ার সময় কাউকে দেখা যায়নি⋯।

'এটা নিয়ে চার হপ্তার ভেতর সাতটা অস্ত্র গুদাম পাওয়া গেল,' বলল ডায়ানা। 'যতটা মনে করা হয় তার সিকি ভাগও দক্ষ নয় ওরা⋯।'

'আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না?'

'মানে?'

কিন্তু ডায়ানার কথা রানা শুনতে পেল না, একদৃষ্টে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে ও। লন্ডনে বসে বস্ রাহাত খানের সাথে ওর যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেগুলো মনে করার চেষ্টা করছে।

ডেল্টা ব্যাজটা বাবুল আখতারের লাশের নিচে পাওয়া গেছে। ডেল্টা পার্টির লোকেরা ভুলে ফেলে গেছে ওটা? মনে হয় না। কারণ ছুরির ডগা দিয়ে ডেল্টার প্রতীক চিহ্ন এঁকেছিল ওরা বাবুলের পিঠে···।

'ব্যাপারটা কেমন যেন মিলছে না,' বলল রানা। 'নিজেদের কুকর্ম এভাবে প্রচার করছে কেন ডেল্টা?' হাতঘড়ি দেখল রানা। ০৪৩০ ঘণ্টা। 'একের পর এক আর্মস ডিপো আবিষ্কার হচ্ছে, রহস্যময় নয়?'

'কি বলছ কিছুই বুঝছি না!'

'তবে ওদের আমরা ফাঁদে ফেলতে পারি,' সরাসরি ডায়ানার দিকে তাকাল রানা। 'এই সেন্ট গ্যালেনেই, এমব্রয়ডারি মিউজিয়ামে।'

'কখন?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ডায়ানার, চোখে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

'আট ঘণ্টা পর।'

আট

'জিনিসটা কি বলতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হোটেলের ডাইনিং রূমে, নির্জন এক কোণে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসেছে ওরা। মানিব্যাগ থেকে কমলা রঙের একটা টিকেট বের করে ডায়ানার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। টিকেটের একটা নম্বর আছে, জার্মান ভাষায় কয়েকটা কথাও লেখা রয়েছে, কিন্তু কোন শহরের নাম উল্লেখ করা হয়নি। লেখাগুলো বাংলা করলে দাঁড়ায়: শিল্প এবং এমব্রয়ডারি মিউজিয়াম, প্রবেশ মূল্য—২.৫০।

'বাবুল খুন হবার সময় তার মানিব্যাগে ছিল এটা,' আবার বলল রানা।

'এই টিকেট আগেও আমি দেখেছি,' বলল ডায়ানা। 'সেন্ট গ্যালেনের এমব্রয়ডারি মিউজিয়ামে ঢোকার টিকেট। বিল্ডিংটা বাদিয়ানস্ট্রাসে—পুরানো শহরের কাছে। দশ মিনিটের পথ···।'

'টিকেটের পিছনটা দেখো।'

টিকেটটা উল্টো করতেই বাবুলের হস্তাক্ষর দেখে চিনতে পারল ডায়ানা। লিন্ডাউ থেকে বোটে চড়ার আগে এটাই হয়তো বাবুলের শেষ লেখা। স্পষ্ট হস্তাক্ষর—এন. ১১. ৫০. মে ২৮।

রানা লক্ষ করল, ডায়ানার চেহারায় উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠছে।

'মে আটাশ মানে আজ,' বলে হাতঘড়ি দেখল ডায়ানা। 'এখন ন'টা। এন. মানে নিশ্চয়ই নাথাল। ইচ্ছে করলে তিন ঘণ্টা পর তার সাথে কথা বলতে পারি

আমরা, রানা।'

'আমি,' বলল রানা। 'আমরা নই।'

সরু ভুরু কুঁচকে তাকাল ডায়ানা। নীল চোখে রাগ এবং বিস্ময়। 'তারমানে? আমরা দু'জন একসাথে কাজ করছি না?'

'তুমিই আমাকে জানিয়েছ, নাথালের সাথে দেখা করার সময় বাবুল তোমাকে সাথে রাখত না। নাথাল যদি ওখানে আজ আসেও, তোমাকে দেখে সে হয়তো ঘাবড়ে যাবে···।'

'কিন্তু সে তোমাকে চিনবে না!' জেদের সুরে বলল ডায়ানা।

'একা কাজ করাই আমার স্বভাব,' শান্ত, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'তাতে অনেক সুবিধের একটা হলো, শুধু নিজের নিরাপত্তার দিকটা ভাবতে হয়, বুঝেছ।'

'আমাকে বোঝা মনে করার কোন কারণ নেই, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় তা আমার জানা আছে!' ঝাঁঝের সাথে বলল ডায়ানা।

'দুঃখিত।' আপস করতে রাজি নয় রানা। 'তোমাকে আমি সাথে নিচ্ছি না।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল ডায়ানার। কয়েক সেকেন্ড পর শেষ চেষ্টা করল সে, বলল, 'ঠিক আছে, ভেতরে ঢুকব না, মিউজিয়ামের বাইরে···।'

'জুরিখে পা দেয়ার পর থেকে একের পর এক যা ঘটছে, তারপর আর আমি ঝুঁকি নিতে পারি না,' বলল রানা। 'সেন্ট্রালহফ অ্যাপার্টমেন্টে একটা মেয়ে আমাকে খুন করার চেষ্টা করল। কাবার্ডের ভেতর থেকে জুলি ডায়ানা বেরুল, কিন্তু ডেল্টা তাকে কিডন্যাপ করার পর জানা গেল সে জুলি ডায়ানা ছিল না···।'

'ঘটনাটা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করেছি!' চোখ জোড়া জ্বলতে লাগল ডায়ানার।

'তারপর কি হলো? রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেল ব্যানহফস্ট্রাসে। তার মাত্র এক ঘণ্টা পর গিয়ে দেখি ঘটনার কোন চিহ্নমাত্র নেই···।'

'বসের ওয়াশ-অ্যান্ড ব্রাশ-আপ স্কোয়াডের কীর্তি ছিল ওটা।'

'কি? আবার বলো।'

'কেন, তুমি নিজেই তো বলেছ, ট্যুরিস্টরা যাতে কিছু টের না পায় সেজন্যে জায়গাটা তাড়াহুড়ো করে পরিষ্কার করা হয়েছে। আমার বসের অনেকগুলো বাহিনী আছে—ঝাড়ুদার বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ার বাহিনী, মিস্ত্রী বাহিনী। রায়ট বা বিক্ষোভ মিছিলের পর বাহিনীগুলো কাজে নেমে পড়ে, গোটা এলাকা সীল করে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত দাগ মুছে নতুন ঝকঝকে করে তোলে পরিবেশ। বললে বিশ্বাস করবে?—কিছু বিশেষজ্ঞ আছে যাদের কাজ হলো প্রেসগুলোকে মিথ্যে, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানিয়ে বলা। অর্থাৎ আসল ঘটনা যেভাবে হোক চাপা দেয়া হয়। সুইটজারল্যান্ডের একটা শান্তিময় ইমেজ আছে, যে-কোন মূল্যে আমরা সবাই সেটা রক্ষা করতে চাই···।'

'তারমানেই দাঁড়াল, দেখে যা মনে হয় কোন জিনিসই আসলে সেরকম নয়।' কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'ডেল্টার কথাই ধরো। কি কারণে এখনও আমি জানি না, ওরা ওদের কুকর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তোমার বস্ জোসেফ হুগি ভান করছেন কোথাও কিছু ঘটেনি। আরও এক ধাপ

এগিয়ে তিনি এমন সব মিথ্যে গল্প রটাচ্ছেন, পুলিস ইন্টেলিজেন্সের এডগার হোফার পর্যন্ত বোকা বনে যাচ্ছে। এত কিছুর পরও তুমি আশা করো, নাথালের সাথে সাক্ষাৎটা জলবৎ তরলং হবে?'

'তাহলে তো একা যাওয়া তোমার কোনমতেই উচিত হবে না।' এবার আর রাগ করল না ডায়ানা, তাকে উদ্বিগ্ন দেখাল।

'তুমি আমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দেবে। ঠিক এগারোটা পঁয়তাল্লিশে মিউজিয়ামে ঢুকব আমি।'

'দেখা হওয়ার সময় এগারোটা পঞ্চাশে,' মনে করিয়ে দিল ডায়ানা।

'পাঁচ মিনিট আগে ঢুকে অপেক্ষা করব,' বলল রানা। 'দেখব কেউ আসে কিনা। কে জানে, বাবুলকে হয়তো অনুসরণ করা হত।'

'বাবুলকে?' মাথা নাড়ল ডায়ানা। 'তার মত সাবধানী লোক আমি খুব কমই দেখেছি।'

'সাবধানী লোকও ভুল করে,' বলল রানা। 'বাবুলও নিশ্চয় করেছিল। তা না হলে মারা পড়ল কেন?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর ডায়ানা বলল, 'অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ছিল বাবুলের সাথে, বাবুল মারা যাবার পর নাথাল আসবে কেন? মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়েছে সে...।'

'বাবুলের জায়গায় আমি এসেছি সে-খবরও কি পায়নি?'

মিউনিকের চওড়া ম্যাক্সিমিলিয়ানস্ট্রাস এভিনিউ ম্যাক্স-জোসেফপ্লাজ থেকে বাভারিয়ান স্টেট পার্লামেন্ট পর্যন্ত সরল একটা রেখার মত এগিয়েছে, এভিনিউয়ের একপাশে আইজার নদী। একটা বড় দ্বীপ হয়ে নদীর পুব তীর পর্যন্ত গেছে রাস্তাটা, দুটো ব্রিজের ওপর দিয়ে। লাশটা পাওয়া গেল প্রথম ব্রিজের নিচে, বড় কয়েকটা স্লুইস গেটের একটার কিনারায় আটকানো অবস্থায়।

সকাল সাতটার দিকে একজন লইয়ার অফিসে যাবার সময় ব্রিজের নিচে তাকিয়ে দেখতে পায় লাশটা। খবর পেয়ে সাথে সাথে হাজির হলো পুলিস ইন্সপেক্টর বার্থোল্ড, সাথে একজন ডাক্তার। লাশটা উদ্ধার করার পর ডাক্তার জানাল, মাথায় তিনবার গুলি করে খুন করা হয়েছে। পাউডার বার্নের পরিষ্কার দাগ রয়েছে চুল আর খুলিতে। অ্যামবুলেন্সে তুলে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করার পর ডাক্তার আরও জানাল, গত বারো ঘণ্টার মধ্যে মারা গেছে লোকটা। কব্জিতে কোন দাগ নেই, তারমানে খুন করার জন্যে তাকে বাঁধা হয়নি।

দেহ-তল্লাশীর কাজ আগেই সারা হয়েছে, কিন্তু ভিজে লাশ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। শার্ট-প্যান্টের সবগুলো পকেট খালি। ইন্সপেক্টরকে খুবই গম্ভীর দেখল সহকারী ডয়েল।

মৃদু কণ্ঠে এক সময় সে শুধু বলল, 'স্যার, হাতঘড়িটা?'

সহকারীর দিকে কটমট করে তাকাল ইন্সপেক্টর।

লাশের বাঁ হাতটা ধরে তুলল ডয়েল, মনে হলো এক টন ওজন হবে। কব্জি থেকে ঘড়িটা খোলার পর সময় দেখল সে। ০২০০ ঘণ্টায় বন্ধ হয়ে রয়েছে ঘড়ি।

ইন্সপেক্টরকে ঘড়ির পিছনটা দেখাল সে। পিছনটা ইস্পাতের, একটা মাত্র শব্দ খোদাই করা রয়েছে তাতে।

'হ্যা, এটা পাওয়ায় খানিকটা সাহায্য হবে বলে মনে হয়,' মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করল ইন্সপেক্টর।

ইস্পাতের গায়ে খোদাই করা রয়েছে 'নাথাল' শব্দটা।

এমব্রয়ডারি মিউজিয়ামের উদ্দেশে বেরিয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে রানা আর ডায়ানা। বুদ্ধিটা রানার। 'দু'জন একসাথে থাকলে হঠাৎ কেউ সন্দেহ করবে না।'

'তুমি যখন বলছ···।'

খোঁচা খেয়ে বিরক্ত হলো রানা। 'মাথা খাটাও। আমার ধারণা দুটো গ্রুপ খুঁজছে আমাদের। ডেল্টা আমাকে—কাজেই তারা একা কোন লোককে দেখলে ভাল করে লক্ষ্য করবে। জোসেফ হুগির লোকেরা তোমাকে—কাজেই তারাও নিঃসঙ্গ একটা মেয়ের সন্ধানে আছে।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে,' নির্লিপ্ত সুরে বলল ডায়ানা।

'মিউজিয়াম এলাকায় সাড়ে এগারোটায় পৌঁছুব আমরা, আমি ভেতরে ঢুকব পনেরো মিনিট পর,' বলল রানা। 'ওমেনিগের রিসেপশনিস্ট বলেছিল বাদিয়ানস্ট্রাস···।'

'এই রাস্তার শেষ মাথায়, বাঁ দিকে মিউজিয়ামটা,' বলল ডায়ানা। 'ঠিক করেছি, আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি···।'

'ভেতরে নয়। আশপাশে কোথাও তোমাকে পার্ক করে রাখব।'

'মুখ সামলে কথা বলো!' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ডায়ানা। 'আমি কি একটা গাড়ি নাকি যে পার্ক করে রাখবে?' প্রেমিকার ভূমিকায় ভালই অভিনয় করল সে। চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল রানা, সেটা দেখে মধুর কটাক্ষ হেনে রানাকে আলিঙ্গন করল সে। ফিসফিস করে বলল, 'তোমার বিশ্বাস বিপদ হতে পারে, তাই না? কোল্টের সাথে সাইলেন্সার নিয়ে এসেছ।'

'জুরিখে পা দেয়ার পর থেকে সব কিছুই উল্টোপাল্টা দেখছি,' বলল রানা। 'নাথালের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা সহজ সরল হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই।'

হাঁটা পথ ধরে এগোবার সময় রানা লক্ষ করল, সেন্ট গ্যালেন শহরটা আসলে গভীর একটা খাদের নিচে গড়ে উঠেছে। দু'ধারে প্রায় খাড়া পাহাড়ী ঢাল, মাঝখানে খাদের মেঝেতে শপিং এরিয়া তৈরি করা হয়েছে। ঢালের গায়ে, একটার ওপর আরেকটা, বড় আকারের নিরেটদর্শন ভিলাগুলো গত শতাব্দীর কীর্তি।

আকাশে ঘন মেঘ, থমকে থেমে আছে বাতাস, ঝড়ের পূর্ব-লক্ষণ। মিউজিয়ামের কাছাকাছি এসে হাঁটার গতি কমিয়ে দিল রানা, বিপদের আভাস পাবার জন্যে চারদিকে চোখ বুলাল। একবার একটা দোকানের জানালায় থামল, কাছেপিঠে কেউ ওকে অনুকরণ করল না। আশপাশে বেশিরভাগ মহিলা পথচারী, এ-দোকানে সে-দোকানে ঢুকে কেনাকাটা করছে।

'পুলিস স্টেশনটা কি কাছাকাছি কোথাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একেবারে কাছে নয়, তবে খুব বেশি দূরেও নয়,' বলল ডায়ানা। সামনের দিকে হাত তুলে একটা রাস্তা দেখাল। 'ওদিকে—পাঁচ মিনিটের পথ। কেন?'

'হেঁটে, না গাড়িতে?'

'হেঁটে। কেন?'

'না, এমনি—কোথায় কি আছে জেনে রাখা ভাল।'

একটা দোকানে ঢুকে দু'মিনিট পর আবার বেরিয়ে এল ওরা। মিউজিয়াম বিল্ডিঙের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত হাঁটল। এদিক ওদিক তাকিয়ে পছন্দসই একটা কফি শপ খুঁজছে রানা, ডায়ানাকে বসিয়ে রাখবে। হাত তুলে রানাকে ডায়ানা দেখাল, 'ওখান থেকে শুরু হয়েছে পুরানো শহর।' রানা কোন সাড়া দিল না দেখে মুখ টিপে হাসল ডায়ানা, বলল, 'গাড়িটাকে পার্ক করার জায়গা খুঁজছ বুঝি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আমি একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি,' বলল ডায়ানা, 'ওখান থেকে মিউজিয়ামের প্রবেশ পথটা দেখতে পাব।' চওড়া রাস্তার ওপারে কমলা রঙের একটা বুদ দেখাল সে, কালো পর্দা দিয়ে ঘেরা। পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে একটা লোহার বেঞ্চ দেখা গেল। বুদের মাথার কাছে ছোট একটা সাইনবোর্ড, তাতে লেখা: পাসপোর্টের জন্যে ফটো তোলা হয়। 'সীটটা কেউ দখল করার আগে বসে পড়ি গিয়ে,' বলল সে। 'গুডলাক, ড্রাইভার সাহেব। বেরিয়ে এসে যেন আবার গাড়ির কথা ভুলে যেয়ো না। ওখানে বসে সারা দিন ছবি তোলাতে পারব না।'

শেষবার চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল রানা। গোটা পরিবেশটাতেই কেমন যেন একটা গোলমাল আছে, এই অনুভূতি চেপে বসল ওর মনে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরল ও, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল বিল্ডিঙের ভেতর।

চওড়া এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে বড়সড় এন্ট্রান্স হলে উঠে এল রানা। একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় এক মহিলাকে আড়াই ফ্রাঙ্ক দিয়ে টিকেট নিল। বাবুলের টিকেটটা পকেটেই রয়েছে, দুটো হুবহু এক রকম দেখতে। টিকেট কেনার সময় মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মৃদু কয়েকটা হাঁচি দিল রানা, প্রৌঢ় মহিলা পরে ওকে চিনতে পারবে না।

একটা নোটিশ থেকে জানা গেল মিউজিয়ামটা ওপরতলায়। দুই প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো রানাকে। আশপাশে কেউ নেই, পরিবেশটা শুধু নির্জন নয়, কেমন যেন গা ছমছমে। ডেল্টা কন্ট্যাক্টের সাথে দেখা করার জন্যে বাবুল এই জায়গা আর এই সময় কেন বেছে নিয়েছিল বুঝতে অসুবিধে হয় না। ঢোকার মুখে একটা ইস্পাতের প্লেটে সময়সূচী লেখা আছে। ১০.০০ থেকে ১২:০০, তারপর আবার ১৪.০০ থেকে ১৭.০০ পর্যন্ত খোলা থাকে মিউজিয়াম। দুপুরে যখন বন্ধ হয়ে যায়, এগারোটা পঞ্চাশে কেই-বা আসবে মিউজিয়ামে?

প্রশস্ত ল্যান্ডিঙের বাঁ দিকে জোড়া দরজা, লাইব্রেরীতে যাওয়া যায়। দরজার সামনে খুব সাবধানে পৌঁছুল রানা, নরম সোলের জুতো থেকে কোন আওয়াজ হলো না। হাতল ধরে চাপ দিল, কিন্তু ঘুরল না। দরজায় তালা দেয়া। আবার

নিঃশব্দে পিছিয়ে এল ও। এবার এমব্রয়ডারি মিউজিয়ামের দরজা খোলার চেষ্টা করল। চাপ দিতেই খুলে গেল কবাট। চৌকাঠ পেরোল রানা। বন্ধ করল কবাট। শব্দহীন কামরার চারদিকে তাকাল।

জানালা দিয়ে বাইরে বাদিয়ানস্ট্রাস দেখা যায়। বড়সড় কামরা, কাঁচের তৈরি কেস বিভিন্ন ভঙ্গিতে সাজানো, ভেতরে দুর্লভ এমব্রয়ডারি। কয়েকটা কুলঙ্গি সার্চ করল রানা। প্রতিটি কোণ পরীক্ষা করল। নিশ্চিত হওয়া গেল—কেউ নেই ভেতরে। শোল্ডার হোলস্টার থেকে কোল্টটা বের করল ও, প্যাঁচ লাগিয়ে সাইলেন্সার ফিট করল।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা পঞ্চাশ বাজে, এই সময় রানা লক্ষ করল দরজার হাতল ঘুরছে ধীরে ধীরে।

একদৃষ্টে, রুদ্ধশ্বাসে, তাকিয়ে থাকল রানা। অর্ধবৃত্ত তৈরি করে ঘুরল হাতলটা। কিন্তু কবাট খুলল না। এক দুই করে দশ সেকেন্ড পেরিয়ে যাবার পর একটু একটু করে ফাঁক হতে শুরু করল কবাট। দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে আড়াল নিল রানা।

অস্পষ্ট হলেও, ক্লিক শব্দটা শুনতে পেল ও। দরজা বন্ধ করার পর হাতল ছেড়ে দেয়ায় আওয়াজটা হয়েছে। দম আটকে অপেক্ষা করছে রানা। মৃদু আওয়াজ শুনে বুঝল, কাঠের মেঝেতে একটা ইঁদুর ছুটে গেল।

একটু পরই, নতুন আগন্তুক নাথালকে দেখা যাবে। লোকটা হয়তো এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে সে একা কিনা। নাকি অনুভূতির সাহায্যে বুঝে নিয়েছে একা নয়?

তারপর লোকটাকে দেখতে পেল রানা। হালকা ওভারকোট পরে আছে, মাথায় কালো হ্যাট। সফল একজন ব্যবসায়ীর মত চেহারা। ব্যানহফস্ট্রাসে মার্সিডিজ আর রোলস রয়েস থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিল তাদের মতই একজন। হ্যাটের নিচে লোকটার চেহারা কঠোর এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোটের সামনে পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে তেকোনা একটা ব্যাজ—ডেল্টার প্রতীক চিহ্ন।

লোকটার ডান হাতে একটা কলম, তীক্ষ্ণ-মুখ সুঁইটা এরই মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। ক্লিক শব্দটা তাহলে দরজা বন্ধ করার সময় হয়নি, হয়েছে সুঁইটা বেরুবার সময়।

দৃষ্টিপথে যখন এল লোকটা, দু'জনের মাঝখানে তখন মাত্র কয়েক ফিট দূরত্ব। রানাকে দেখা মাত্র কলম ধরা হাতটা লম্বা করে দিল সে, সুঁইটা তাক করল রানার তলপেট লক্ষ্য করে। নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা। হাতটা তোলাই ছিল, শুধু পর পর দু'বার ট্রিগার টানল। সাইলেন্সার লাগানো থাকায় পুট-পুট আওয়াজ হলো দুটো। বন্ধ ঘরের ভেতর তা-ও বিস্ফোরণের মত শোনাল।

হাতিয়ার ফেলে দিয়ে টলতে টলতে পিছু হটল লোকটা। বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি কিন্তু রানার দিকে স্থির থাকল। ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে গেল মুখটা। কাত হতে শুরু করল সে। দড়াম করে একটা ডিসপ্লে কেসের গায়ে পড়ল, ঢাকনি ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচের টুকরো। কেসটা নিয়ে মেঝেতে আছাড় খেলো আততায়ী। গোড়ালি দিয়ে কাঠের মেঝে ঘষছে। বিদীর্ণ কণ্ঠনালী থেকে গলগল

করে বেরিয়ে আসছে লাল চকচকে রক্তস্রোত।

নিচে নামার সময় কেউ রানাকে দেখল না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে জানালাটাকে পাশ কাটাল, ভেতরে পিছন ফিরে কফি খাচ্ছে প্রৌঢ়া মহিলা। কোল্টটা শার্টের তলায়, বেল্টে গুঁজে রেখেছে রানা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে মিউজিয়াম।

রাস্তায় বেরুতে হবে রানাকে। কিন্তু ওর ধারণা বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ডেল্টা পার্টির লোকজন। ওকে খুন করার জন্যে একজন লোককে ভেতরে পাঠানো হয়েছিল, বাইরে ব্যাক-আপ টীম থাকার কথা। ডেল্টার দক্ষতা অগ্রাহ্য করার মত নয়। ব্যানহফস্ট্রাসের কথা এত তাড়াতাড়ি ভোলা যায় না। লোকগুলো সশস্ত্র বেপরোয়া এবং নিষ্ঠুর। দরজা খুলে সাবধানে বাদিয়ানস্ট্রাসে বেরিয়ে এল ও।

চারদিকে তাকিয়ে মনে হলো সব কিছুই স্বাভাবিক। গৃহিণীরা দোকানে দোকানে কেনা-কাটায় ব্যস্ত, ফুটপাথে খুব কম লোকের ভিড়। রাস্তার ওপারে এক লোক পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পরনে হলুদ অয়েল-স্কিন আর ক্যাপ, কাঁধে একটা ব্যাগ। লোকটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। লাইটারটা ঠিকমত কাজ করছে না।

দু'পেয়ে গাড়িটার কথা মনে পড়ল রানার। ডায়ানাকে রক্ষা করতে হবে। লোকগুলো আশপাশে কোথাও আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই রানার মনে, ডায়ানার কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দিতে হবে। রাস্তার ওপারে কালো পর্দার ভেতর ডায়ানার পা দেখা গেল। হাঁটতে শুরু করল রানা।

রাস্তা পেরিয়ে ফটো বুদের সামনে দাঁড়াল ও, হোল্ডারে সিগারেট ভরল। সিগারেটটা ধরাবার সময় হাত দিয়ে আড়াল করল মুখ, নিচু গলায় কথা বলল। এক ইঞ্চির সিকি ভাগ ফাঁক হলো পর্দা। কথা বলার সময় বুদের দিকে তাকাল না রানা। 'ভেতরে একজন ঢুকেছিল, তার ব্যবস্থা হয়েছে। বাইরে আরও আছে। দু'মিনিট পর বেরিয়ে আমাকে খুঁজবে না, সোজা এমব্যাসীতে ফিরে যাবে। আমি যোগাযোগ করব।'

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পুরানো শহরের দিকে হাঁটা ধরল রানা। বাঁক নিয়ে রাস্তা বদল করল একবার। পুলিস স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটের পথ। পুরানো শহরের বাড়িগুলো গত শতাব্দীর তৈরি, দোকানগুলো নতুন। একটা দোকানের সামনে থামল রানা। দোকানটায় কি বিক্রি হয় ওর কোন ধারণা নেই। কাঁচের ওপর চোখ রেখে পিছনটা দেখার চেষ্টা করল। সরু রাস্তার ওপারে আরেক লোক আরেক দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছে, পরনে হলুদ অয়েল-স্কিন,কাঁধে বড় একটা ক্যারিয়ার ব্যাগ, ঘন ঘন সিগারেট টানছে।

হোল্ডারটা কামড়ে ধরল রানা। প্রতিপক্ষের কৌশলটা ধরে ফেলেছে ও। যা আশঙ্কা করেছিল, তাই। ডেল্টা ওর পিছু নিয়েছে। প্রতিপক্ষ চাইছে অয়েল-স্কিন পরা লোকটাকে লক্ষ্য করুক রানা, জানুক লোকটা ওকে অনুসরণ করছে। তারমানে আঘাতটা অন্য কোন দিক থেকে আসছে।

আবার হাঁটতে শুরু করল রানা। রাস্তার ওপারে নড়ে উঠল হলুদ অয়েল-স্কিন। পুলিস স্টেশনটা দেখতে পেল রানা। ধূসর রঙের দেয়াল, একই রঙের

জানালা। খিলানের নিচ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়, পথটা এত সরু যে কোন রকমে একটা গাড়ি ঢুকতে পারবে। খিলানটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা।

একটা চৌরাস্তার দিকে এগোচ্ছে ও। ওদিকে খোলামেলা জায়গা পাওয়া যাবে। ম্যাপে ডায়ানা ওকে মার্কেটটা দেখিয়েছিল, সামনেই কোথাও হবে সেটা। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে থামল ও, সিগারেট ফেলে দিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে ঘষে নেভাল। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতেই পারে না। ওর দেখাদেখি আবারও একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছে অয়েল-স্কিন। কিন্তু আক্রমণটা আসবে কোন্ দিক থেকে?

ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ ট্যুরিস্টের মত হাসি হাসি মুখ করল রানা। রাস্তার মাঝখানে বাচ্চাদের একটা ট্রেন, কাঠের তৈরি, চারদিক খোলা বসার আসনগুলোর ওপর রঙিন ক্যানভাস। সামনে কালো একটা রেল ইঞ্জিন, গায়ে সোনালি নকশা কাটা। ড্রাইভার রঙচঙে পোশাক পরে সং সেজে আছে, মাথায় টোপর আকৃতির টুপি, বহুরঙে রাঙানো অবয়ব। একটানা হুইসেল বাজাচ্ছে সে, যেন এখুনি ছেড়ে যাবে ট্রেন। দুটো আসনে বাচ্চাদের নিয়ে দু'জন মা বসে আছে। এটা একটা ট্রলি-কার ট্রেন, ইচ্ছে করলে বড়রাও বসতে পারে।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হলুদ অয়েল-স্কিন মেয়েদের আন্ডারঅয়্যার প্রদর্শনী দেখছে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে থাকল, দ্রুত হাঁটা ধরল রানা। কিছু যদি ঘটেও, এখানে ঘটবে না বলেই ওর বিশ্বাস। আশপাশে অনেকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে রয়েছে। সামনে লাল একটা দালান দেখল ও, হোটেল ব্রিদে এনজিয়ো। প্রথমে এই হোটেলেই উঠেছিল ডায়ানা। রাস্তা পেরোবার সময় হলুদ অয়েল-স্কিনকে বাদ দিয়ে আর সব কিছুর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখল রানা।

হামলাটা অপ্রত্যাশিত এক দিক থেকে এল। রাস্তা পেরিয়েই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল রানা। ট্রেনের হুইসেল কখন যেন থেমে গিয়েছিল, হঠাৎ আবার শোনা গেল সেটা। প্রায় চমকে উঠে ঘাড় ফেরাতেই ডায়ানাকে দেখতে পেল ও। ট্রেনটা হোটেলের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। ট্রেনের একটা আসনে বসে রয়েছে ডায়ানা, তার পাশে দুটো বাচ্চা মেয়ে। ওরা বসে আছে ট্রেনের শেষ কোচে, রানার একবারে কাছাকাছি চলে এসেছে সেটা। সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডায়ানা। তার হাতে একটা ব্যাগ। ব্যস্ত হাতে ব্যাগটা খুলছে সে।

ব্যাগ খুলে পিস্তল বের করল ডায়ানা, সোজা রানার দিকে তাক করল।

ঠিক দেখল বলা চলে না, বাঁ দিকে একজনের উপস্থিতি অনুভব করল রানা। ট্রেনের দিক থেকে চোখ সরাল, দেখল হ্যাট আর রঙিন চশমা পরা লম্বা একটা মেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েটার বাঁ কাঁধে একটা ব্যাগ, ডান হাতে একটা কলম। সুঁইটা বেরিয়ে আছে কলমের ডগা থেকে।

মিউজিয়াম থেকে আসার পথে ফুটপাথে কোথাও মেয়েটাকে আগেও একবার দেখেছে রানা, কিন্তু চিনতে পারেনি তখন। এক সেকেন্ডের জন্যে ইতস্তত করল ও, সেই সুযোগে আরও কাছে সরে এল মেয়েটা। নিজের অজান্তেই একটা হাত তুলল রানা, যেন মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।

কিন্তু তা যদি করে রানা, মৃত্যু অনিবার্য। রানা হাত বাড়ালেই হাতে সুঁই ঢুকিয়ে দেবে মেয়েটা।

কাছে কোথাও স্টার্ট নিল একটা গাড়ি। ধোঁয়ায় ভরে গেল ডান দিকটা, বাতাসে পেট্রলের গন্ধ। আবার বেজে উঠল ট্রেনের হুইসেল। একটা প্রাইভেট কারের হর্ন বেজে উঠল। কলম ধরা মেয়েটার ব্লাউজের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে স্তন জোড়া। হাসতে হাসতে রানার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। সম্মোহিতের মত তার চোখে তাকিয়ে আছে রানা। তারপর হোটেলের পাঁচিলে হেলান দিল মেয়েটা। দুই স্তনের মাঝখানে ছোট একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, যেন কোন সার্জেন ড্রিল যন্ত্র দিয়ে ফুটো করে দিয়েছে। ফুটোটা লাল হয়ে উঠল। পাঁচিলে পিঠ ঘষতে ঘষতে রাস্তায় পড়ে গেল মেয়েটা।

রাস্তায় শুয়ে থাকল মেয়েটা। তার মাথা থেকে হ্যাট, আর চোখ থেকে চশমাটা খসে পড়েছে। যদিও আগেই তাকে চিনতে পেরেছে রানা। সেজন্যেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল ও। এই সেই রিয়া বেকার, ভুয়া জোসেফ হুগি কৌশলে যাকে সেন্ট্রালহফ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল।

উঁচু পাঁচিলের গায়ে একটা ফটক, ট্রেনটা সেদিকে ছুটছে। এককালে এই পাঁচিলটাই পুরানো শহরটাকে শত্রুদের হামলা থেকে রক্ষা করত। শেষ কোচটায় এখনও বসে রয়েছে ডায়ানা, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। হোটেল ব্রিদে এনজিয়োর সামনে ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠছে। চারদিকে তাকিয়ে হলুদ অয়েল-স্কিনকে কোথাও দেখতে পেল না রানা।

আলগোছে কেটে পড়ল ও।

নয়

হোটেলে ফিরে এসে থর থর করে কাঁপতে লাগল ডায়ানা। দু'হাতে মুখ ঢেকে বিছানার ওপর বসে থাকল সে, রানার সঙ্গ পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল মনটা।

বেশ কয়েক মিনিট পর ফিরল রানা। টলতে টলতে বিছানা ছাড়ল ডায়ানা, দরজা খুলে দিয়েই দু'হাতে আঁকড়ে ধরল রানাকে। এক হাতে তাকে জড়িয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল রানা, দরজা বন্ধ করল। ফুঁপিয়ে উঠে ওর বুকে মুখ ঘষতে লাগল ডায়ানা।

তাকে নিয়ে বিছানায় বসল রানা। নরম সুরে বলল, 'দরিদ্র দেশের ততোধিক দরিদ্র এক লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছ, সেজন্যে তোমার আনন্দে উল্লসিত হওয়া উচিত, কাঁদছ কেন? হ্যাঁ, একথা ঠিক যে নির্দেশ অমান্য করায় তোমার খানিকটা শাস্তি পাওয়া হয়েছে, কিন্তু অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে আমি তোমাকে কি শাস্তি দিতে পারি বলো, যেখানে তুমিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ?'

এখনও রানা ডায়ানাকে জড়িয়ে আছে। রানার বুক থেকে মুখ তুলে চোখ মুছল ডায়ানা, কিন্তু সরে যাবার কোন চেষ্টা করল না। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন

যেন আমার মনে হলো, তোমার ওপর আমার নজর রাখা দরকার, সেজন্যেই তো উঠলাম ট্রেনে। তারপরই দেখি মেয়েটার হাতে ছুরি…।'

'ছুরি নয়, ছুরি নয়, ডেল্টার প্রিয় অস্ত্র হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ছিল ওটা…।'

রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে ডায়ানা জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটা কি…?'

'হ্যাঁ, আমাকে খুন করতে যাচ্ছিল। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, কাজেই,' কথা শেষ না করে ডায়ানার কপালে আলতোভাবে চুমু খেল রানা, 'এ-ধরনের কিছু আদর-সোহাগ তোমার পাওনা হয়েছে।'

শিউরে উঠল ডায়ানা। 'না, আমি জিজ্ঞেস করছি মেয়েটা কি…মানে, মারা গেছে?'

'তার আগে জিজ্ঞেস করো, মেয়েটা কে?' ডায়ানার গালে ঠোঁট ঘষল রানা।

ঝট করে রানার দিকে মুখ তুলল ডায়ানা। 'কে!'

'রিয়া বেকার, সেন্ট্রালহফ অ্যাপার্টমেন্টে পলিনকে কাবার্ডের ভেতর যে আটকে রেখেছিল।'

'বলো কি!' বিস্ফারিত হয়ে উঠল ডায়ানার চোখ জোড়া।

'চোখ বন্ধ করো!' তাগাদা দিল রানা। তারপর ডায়ানার বন্ধ দু'চোখের পাতায় চুমো খেল।

'আর সময় পেলে না! সে কি…।'

'হ্যাঁ। অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছ তুমি,' বলল রানা, ডায়ানাকে আরও কাছে টেনে নিল ও। অনুভব করল, ঢিল পড়ছে ডায়ানার পেশীতে। 'চলন্ত ট্রেন থেকে এমন লক্ষ্যভেদ, সত্যি প্রশংসা করতে হয়।'

রিয়া বেকারকে খুন করেছে শুনেও ডায়ানার তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, কারণ রানা তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে। 'অ্যাই, কোথায় হাত যাচ্ছে শুনি?'

ডায়ানার ব্লাউজের বোতাম একটা বাদে সবগুলোই খুলে ফেলেছে রানা। উত্তর দিল না, যেন কথাটা শুনতেই পায়নি। বলল, 'মিউজিয়ামের ভেতর লোকটাকে আমি, মিউজিয়ামের বাইরে মেয়েটাকে তুমি—টীম হিসেবে আমরা মন্দ নই, কি বলো?'

'তুমি মিউজিয়ামের ভেতর…?' হঠাৎ রানার বেয়াদপ হাতটা আঁকড়ে ধরল ডায়ানা। 'হয়েছে, আর লাগবে না! এ-সব আমাকে শান্ত করার জন্যে তো? তার আর দরকার নেই।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে বসল সে। ব্লাউজের বোতাম লাগাল। 'লোকটাও কি তোমাকে…?'

মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজে হতাশ একটা ভঙ্গি করল রানা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ। গুলি না করে উপায় ছিল না। এটার সাথেও একটা ডেল্টা ব্যাজ ছিল।'

'ব্যাজ সহ তাকে তুমি মিউজিয়াম রেখে এসেছ?'

'হ্যাঁ। অদ্ভুত, তাই না? ডেল্টা যেন তাদের ব্যাজের প্রদর্শনী শুরু করেছে। তারা খুনী, এটা প্রচার করাই যেন তাদের উদ্দেশ্য। কি যেন একটা ঘাপলা আছে ব্যাপারটার মধ্যে। কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ডায়ানার। 'আচ্ছা, হলুদ অয়েল-স্কিন পরা

একজন লোককে তুমি দেখোনি?'

'দেখিনি মানে!'

'ওকে দেখেই আমার মনে হলো, ও আসলে তোমার দৃষ্টি নিজের দিকে টানতে চাইছে। ভাবলাম, তাহলে নিশ্চয়ই আরও কেউ আছে। যা ভেবেছি তাই, ট্রেনে ওঠার পরই মেয়েটাকে দেখতে পেলাম···।'

সিগারেট ধরাল রানা। 'তোমার ব্যাগ খুলেছ?'

'তুমি না নিষেধ করলে! দু'একটা জিনিস বাদে কিছুই বের করিনি। কেন?'

'আবার ভরো সব। আগামী ট্রেন ধরে আজই সেন্ট গ্যালেন ছাড়ছি আমরা।'

'সেকি! কেন? রানা, আমি খুব ক্লান্ত···,' প্রতিবাদ জানাল ডায়ানা।

'ট্রেনে বিশ্রাম নিতে পারবে। বাভারিয়ায় যাব আমরা।'

'তাই বলে এরকম হঠাৎ?'

'তার কারণ পুলিস। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা টের পেয়ে যাবে, সেন্ট গ্যালেনে একজন নয়, দু'জন খুন হয়েছে। প্রতিটি ট্রেনে খুনীর সন্ধানে তল্লাশী চালাবে ওরা। তার আগেই আমাদের কেটে পড়া উচিত।'

'তাহলে তো এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা চলে না।'

একটা ব্যাপার ডায়ানার কাছে গোপন করে গেল রানা। ও জানে, বাভারিয়া ওদের জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা। ডেল্টার হেডকোয়ার্টার ওখানেই।

সুইটজারল্যান্ড নিরপেক্ষ একটা দেশ। ইউরোপের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বলে মনে করা হয় দেশটাকে। দুনিয়ার সেরা পুলিস বাহিনী রয়েছে এখানে, অপরাধের সংখ্যা নগণ্য। অথচ জুরিখে পা দেয়ার পর থেকেই একের পর এক হামলা চালানো হয়েছে রানার ওপর। কিন্তু বাভারিয়ায় ওর জন্যে যা অপেক্ষা করছে, তার সাথে তুলনা করলে স্বীকার না করে উপায় নেই জুরিখ আর সেন্ট গ্যালেনে বেশ আরামেই ছিল রানা।

সেন্ট গ্যালেন স্টেশনে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করার সময় লন্ডন অফিসের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করল রানা। সুইটজারল্যান্ডে অনেক সুবিধের এটাও একটা—পে-ফোন থেকে বিদেশের যে-কোন নম্বরে সরাসরি ডায়াল করা যায়, কলটা কেউ ইন্টারসেপ্ট করতে পারে না।

কলটা টেপ করা হবে, কাজেই কথা বলার সময় নিজস্ব টেকনিক ব্যবহার করল রানা। একনাগাড়ে কথা বলে গেল ও, অনেকটা সাঙ্কেতিক ভাষায়। জানে, প্রতিটি শব্দ থেকে পুরো অর্থ বের করে নিতে পারবেন বস্।

অপরপ্রান্তে রাহাত খান লাইনে এলেন, রানা বলল, 'বৃহস্পতি বলছি,' কোড আইডেনটিফিকেশনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকল ও।

'দুই-আট।'

মে মাসের আজ আটাশ তারিখ, বৃহস্পতিবার। রানা দিনটা জানাল, রাহাত খান তারিখ জানালেন।

তারপরই অনর্গল কথা বলতে শুরু করল রানা।

'সুইটজারল্যান্ডের ভেতর ডেল্টা সাংঘাতিক তৎপর···এজেন্টরা সবাই

বিজনেস স্যুট পরা···প্রকাশ্যে ডেল্টা ব্যাজের প্রদর্শনী চলছে···কোথাও সহযোগিতা পাইনি···ডায়ানার ডামি সেন্ট্রালহফে আমাকে খুন করার জন্যে ওত পেতে ছিল···ভুয়া হুগি তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়···কাবার্ড থেকে পলিন ইউরোপাকে উদ্ধার করি···জুলি ডায়ানার বোন সে···ব্যানহফস্ট্রাসে কিডন্যাপ করার পর পলিনকে খুন করা হয়···ওখানে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেছে···জোসেফ হুগি পরে জানান লিমাটে তার লাশ পাওয়া গেছে···ব্যানহফস্ট্রাসে এতবড় ঘটনা ঘটে গেল অথচ হোফার তার কিছুই জানে না···কথা বলছি সেন্ট গ্যালেন থেকে, সাথে আসল জুলি ডায়ানা···বাবুল যেখানে খুন হয়েছে সেখানে যাচ্ছি···ডায়ানার রিপোর্ট, বাবুল অপারেশন ক্রাউন প্রসঙ্গটা তিনবার তুলেছিল···ডেল্টা নিও-নাৎসীদের আচরণ বোধগম্য নয়, কোথায় কি যেন একটা ঘাপলা আছে···ছাড়ছি, স্যার···।'

'ওয়েট!' বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়লেন রাহাত খান, কয়েকশো মাইল দূর থেকেও আঁতকে উঠল রানা। 'ব্যারিউথ থেকে রিপোর্ট পেয়েছি, হফের কাছে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম জার্মানীতে ঢুকেছে বোথাম। বোথাম, বুঝতে পারছ?'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। 'ইয়েস, স্যার।'

'সাবধানে থাকবে, অ্যান্ড দ্যাটস অ্যান অর্ডার!'

'ইয়েস, স্যার!' রিসিভার রেখে দিয়ে ছোঁ মেরে সুটকেসটা তুলল রানা, প্ল্যাটফর্ম ধরে ট্রেন কমপার্টমেন্টের দিকে ছুটল। কমপার্টমেন্টের দরজা খুলে অপেক্ষা করছে ডায়ানা।

ট্রেনে উঠে দরজা বন্ধ করল রানা। কমপার্টমেন্টে কেউ নেই। ওকে আলিঙ্গন করল ডায়ানা, মাথা রাখল ওর বুকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যদি বলো যার সাথে কথা বলে এলে সে তোমার প্রেমিকা নয়, তাহলে তাই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

পকেট থেকে রুমাল বের করল রানা। 'বোকা নাকি! প্রেমিকার সাথে কথা বলার সময় এভাবে ঘামে কেউ?'

ডায়ানার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তাই তো? তাহলে কে···কার সাথে কথা বললে তুমি?'

অসহায় দেখাল রানাকে। 'দিলে তো বিপদে ফেলে! ভদ্রলোকের পরিচয় দেয়া ভারী কঠিন। কখনও তিনি পিতার মত, কখনও যম।'

খিল খিল করে হেসে উঠল ডায়ানা। তারপর বলল, 'বুঝেছি! নিশ্চয়ই তোমার বস্ হবেন ভদ্রলোক!'

দিনে-দুপুরেও মিউনিক অ্যাপার্টমেন্টটা প্রায় অন্ধকার হয়ে রয়েছে। ভেতরে ঢুকে ডেস্ক ল্যাম্প জ্বালল লোকটা। আর ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠল। নাইলনের দস্তানা পরা হাত দিয়ে রিসিভার তুলল সে।

'লিন্ডাউ থেকে উয়ে জিলার বলছি।'

'আমরা তোমার রিপোর্ট শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি,' নরম, শান্ত গলায় বলল বোথাম। 'সেন্ট গ্যালেনে আপদটার ব্যবস্থা করা গেছে, এই তো?'

'দুঃখিত,' খানিক ইতস্তত করে বলল উয়ে জিলার। 'সেন্ট গ্যালেন থেকে

হ্যানস শোফার রিপোর্ট করেছে, সমস্যার সমাধান হয়নি।'

'জানতে পারি, কেন?'

জিলার ঘামছে। 'শোফার বলল, লোকটা নাকি ভারী নিষ্ঠুর।' একটা ঢোক গিলল সে। 'আমাদের দু'জন লোককে ভাগিয়ে দিয়েছে!'

'কি! ভাগিয়ে দিয়েছে!' বোথামের গলায় অবিশ্বাসের সুর। অপরপ্রান্ত থেকে জিলার সাথে সাথে কিছু বলল না। ডেস্ক ল্যাম্পের আলো বোথামের চশমার লেন্সে লেগে প্রতিফলিত হলো।

লিন্ডাউ থেকে জিলার বলল, 'লোকটা এই মুহূর্তে মিউনিক ট্রেনে রয়েছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌঁছুবে ট্রেন···।'

'তোমার সামনে তাহলে একটাই পথ,' বলল বোথাম। 'লিন্ডাউতে ট্রেনে উঠে ওর একটা ব্যবস্থা করো। ট্রেন মিউনিকে পৌঁছুবার আগেই সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার, এটুকু নিশ্চয়ই বোঝো তুমি?'

'আমি ব্যক্তিগতভাবে এখানে সব দেখাশোনা করছি। ভাবলাম আপনার সাথে একটু পরামর্শ করে নিই···।'

'সব সময় পরামর্শ চাইবে, জিলার, সব সময়। তারপর, ভদ্রতার খাতিরে, মি. ম্যাক্স মরলককেও খবরটা জানাও।'

'কি হলো আপনাকে আমি জানাব।'

'ট্রেন থেকে কত আরোহীই তো পড়ে যায়, তাই না? কি হলো নয়, আমি সুখবর শুনতে চাই।'

বাভারিয়ান মেইনল্যান্ডের একটা পে-ফোন থেকে কথা বলছিল উয়ে জিলার, বুঝল অপরপ্রান্ত থেকে যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে বুদ থেকে ঘন কুয়াশায় বেরিয়ে এল সে।

লেক থেকে উঠে এসে ঘন কুয়াশা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, প্রায় ঢাকা পড়ে গেল প্রাচীন নগরী লিন্ডাউ। হেডলাইট জ্বেলে রোড ব্রিজ পেরোল তিনটে গাড়ি, সতর্কতার সাথে হন্টব্যানহফের দিকে এগোল। লিন্ডাউয়ের অনেক বৈচিত্র্যের একটা হলো এই স্টেশন। জুরিখ থেকে মিউনিকগামী এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো এখানে এসে দিক বদল করে। লাইনটা এমব্যাঙ্কমেন্টের ওপর দিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে দ্বীপে উঠেছে। হারবারের পাশে হন্টব্যানহফে থামে ট্রেনগুলো।

কেউ যদি একটা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে লিন্ডাউতে নামে, তাকে পাসপোর্ট আর কাস্টমস চেকিঙের পাল্লায় পড়তে হবে, কারণ সীমান্ত পেরিয়ে অস্ট্রিয়া থেকে জার্মানীতে ঢুকেছে সে। কিন্তু কেউ যদি লিন্ডাউ থেকে মিউনিকগামী ট্রেনে ওঠে তার জন্যে ও-সব ঝামেলা নেই, কারণ ওঠার সময় জার্মানীতেই রয়েছে সে।

উয়ে জিলার আর তার আটজন সাঙ্গপাঙ্গদের জন্যে ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হন্টব্যানহফে থামল গাড়ি তিনটে, আরোহীরা নামতেই ড্রাইভাররা যে যার বাহন নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। পরনে বিজনেস স্যুট, আটজনের মধ্যে দু'জনের হাতে সুটকেস, ভেতরে ইউনিফর্ম আছে। মিউনিক এক্সপ্রেসে ওঠার পর ইউনিফর্ম পরবে ওরা, লিন্ডাউ থেকে ট্রেন ছাড়ার পরপরই।

দু'ধরনের ইউনিফর্ম রয়েছে সুটকেসে। এগুলো জার্মান স্টেট রেলওয়েজ টিকেট ইন্সপেক্টর আর জার্মান পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিশিয়ালরা পরে। আগেই ঠিক করা হয়েছে, পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিশিয়ালের ইউনিফর্ম একা শুধু উয়ে জিলার পরবে। বাকি আটজন পরবে টিকেট ইন্সপেক্টরের ইউনিফর্ম। দলটা ট্রেনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত পাসপোর্ট চেক করতে করতে এগোবে। তাদের সাথেই থাকবে উয়ে জিলার। তার কাজ রানাকে ওদের দেখিয়ে দেয়া। রানা যদি কমপার্টমেন্টে একা থাকে ট্রেন ফুল স্পীডে চলার সময় চারজনের একটা দল হানা দেবে কমপার্টমেন্টে। বাইরের দরজা খুলে লোকটাকে ফেলে দেয়া হবে ট্রেন থেকে। তার আগে অবশ্য খুলিটা দু'ফাঁক করা হবে। জিলারের ধারণা, অপারেশনটা পানির মত সহজ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ সেকেন্ডের বেশি লাগার কথা নয়।

কমপার্টমেন্টে আরও লোকজন থাকলে প্ল্যান একটু বদল হবে। পাসপোর্টে গোলমাল আছে, এ-কথা বলে রানাকে তার সাথে আসতে বলবে জিলার। গার্ড দিয়ে খালি একটা কমপার্টমেন্টে নিয়ে আসা হবে রানাকে। তারপর তাকে ফেলে দেয়া হবে ট্রেন থেকে। জিলার জানে, হপ্তার এই দিনটায় ট্রেন বলতে গেলে এক রকম খালিই থাকে।

এক সাথে নয়, একজন একজন করে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল ওরা। প্ল্যাটফর্ম খালিই বলা চলে। যাও বা দু'একজন আছে, ঘন কুয়াশার ভেতর ভূতের মত দেখাল তাদের। চোখের সামনে কব্জি তুলে সময় দেখল জিলার। ঠিক সময়ই পৌঁচেছে ওরা। ট্রেন আসতে আর বিশ মিনিট বাকি।

দশ

'লিন্ডাউ তোমার ভাল লাগবে, রানা,' রানাকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে দেখে বলল ডায়ানা। তীর বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। 'জার্মানীর পুরানো শহরগুলোর মধ্যে লিন্ডাউ সবচেয়ে সুন্দর।'

'জানি।' রানা অন্যমনস্ক। একটু পর পকেট থেকে রুমালে জড়ানো একটা কলম বের করল ও। সিলিন্ডারের মত দেখতে ফেল্ট-টিপ কলম। কলমটার দুটো বোতাম রয়েছে—একটা কেসিঙের গায়ে, আরেকটা গোড়ায়।

'কি ওটা? কোথায় পেলে?'

'জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ টনি শুমাখারের সাথে দেখা হলে এটা তাঁকে দেব,' বলল রানা। 'ডেল্টার খুব প্রিয় হাতিয়ার এটা, ডায়ানা। ওদের সবার কাছেই বোধহয় একটা করে থাকে। কোথায় পেলাম? মিউজিয়ামে গুলি খেয়ে হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল লোকটা। ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করলেই জানা যাবে ভেতরের তরল পদার্থটুকু আসলে কি।'

'আমি যাকে গুলি করলাম...।'

রানা বলল, 'হ্যাঁ, তার হাতেও এরকম একটা ছিল। মজার কথা কি জানো? ম্যাক্স মরলক বিশাল একটা ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্সের মালিক, সূক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতি তৈরি করে সে…।'

'তোমার ধারণা এগুলো সে-ই তৈরি করেছে?'

'সম্ভবত।' রুমালে জড়িয়ে কলমটা পকেটে রেখে দিল রানা। আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। এতক্ষণ ঢেউ খেলানো পাহাড় আর মাঝে মাঝে ঢালের ওপর খেত-খামার দেখা গেছে। সুইটজারল্যান্ডের এই অংশটা অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু ট্যুরিস্ট বেল্ট থেকে অনেক দূরে বলে লোকজন এদিকে আসে না।

জানালার বাইরে দৃশ্যগুলো বদলে যাচ্ছে। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে ছুটছে ট্রেন, ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে কাছেপিঠের লেক কনস্ট্যাঞ্জ। বসতি খুব কমই চোখে পড়ল ওদের, আদিগন্ত নির্জন তৃণভূমি। 'এটা রাইন ডেল্টা, তাই না?'

'হ্যাঁ। একটু পরই আমরা নদী পেরোব, নদী যেখানটায় লেকে গিয়ে মিশেছে তার খানিক আগে।'

ডেল্টা। লেকের সর্বশেষ পূর্ব সীমা একটা ভৌগোলিক বিস্ময়। তার সাথে কি ডেল্টা পার্টির নামকরণের কোন সম্পর্ক আছে? দক্ষিণ তীর সুইটজারল্যান্ড, শুধু পশ্চিম ঘেঁষে জার্মান শহর কনস্ট্যাঞ্জ বাদে। উত্তর তীরে জার্মানী। কিন্তু এই পুব তীরের শেষ প্রান্তে কয়েক মাইল লম্বা লেকের পাড় অস্ট্রিয়া-র দখলে।

চশমাটা নাকের ওপর ঠিকমত বসাল রানা। শিঙের তৈরি ফ্রেম ওটার, চেহারা বদলের জন্যে পরেছে। নতুন একটা সিগারেট ধরাল ও, হোল্ডারটা পকেট থেকে বের করল না।

'লিন্ডাউ আর খুব বেশি দূরে নয়,' বলল ডায়ানা। 'ওখানে নিশ্চয়ই আমরা কোন সূত্র পাব।'

'কিন্তু ওখানে আমরা যাচ্ছি না, ডায়ানা।'

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল ডায়ানা। 'মানে?'

'তার আগের স্টেশনে নেমে পড়ব আমরা,' বলল রানা। 'অস্ট্রিয়ার ব্রেগেঞ্জে।'

'কিন্তু কেন?'

'ব্রেগেঞ্জেও সূত্র থাকতে পারে। তাছাড়া, ডেল্টার লোকেরা ভাবতেও পারবে না ওখানে আমরা নামতে পারি।'

হপ্টব্যানহফ, মিউনিক…হপ্টব্যানহফ, জুরিখ…ডেল্টা…সেন্ট্রালহফ…ব্রেগেঞ্জ… ওয়াশিংটন ডি. সি., ফ্রেড ডোনার…পুলাক, জার্মান সিক্রেট সার্ভিস…অপারেশন ক্রাউন।'

বাবুলের নোটবুকে হুবহু এই কথাগুলো লেখা ছিল।

ব্রেগেঞ্জ।

ট্রেনের গতি কমে এল, করিডরের জানালা দিয়ে মুহূর্তের জন্যে লেক কনস্ট্যাঞ্জ দেখতে পেল ডায়ানা—বাদামী পানির সমতল খানিকটা বিস্তার। ট্রেন থামল, কোচের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে দরজা খোলার পর সামনে কোন প্ল্যাটফর্ম দেখল না রানা। লাফ দিয়ে আরেক প্রস্থ লাইনের ওপর নামল ও, সুটকেস রেখে নামতে

সাহায্য করল ডায়ানাকে। 'কাঁধে চড়ার এই সুযোগ,' বলে ট্রেনের দরজা থেকে আক্ষরিক অর্থেই রানার পিঠে সওয়ার হলো সে। রানা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নরম শরীরটা রানার পিঠে ঘষা খেয়ে নিচে নামল। সামনে আরও কয়েক প্রস্থ লাইন, তারপর একতলা একটা খুদে স্টেশন ঘর। যে-যার ব্যাগ আর সুটকেস নিয়ে এগোল ওরা।

'তুমি কাঁপছ কেন?'

'শীত করছে,' বলল ডায়ানা। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। মেঘের মত ভেসে যাওয়া কুয়াশায় পরিবেশটা কেমন যেন রহস্যময় আর ভৌতিক লাগল তার কাছে। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে নেই কুয়াশা, বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে প্রতি মুহূর্ত নড়াচড়া করছে। বাতাসে একটা ভেজা ভেজা ভাব, হাত আর মুখ স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠল ওদের।

ব্রেগেঞ্জের পিছনে ঝুলে আছে ফ্যান্ডার-এর সুবিশাল চূড়া। ফ্যান্ডার পর্বতশ্রেণীর দু'পাশে ঘন বনভূমি, দিনের আলো ঢোকে কিনা সন্দেহ। লাইনগুলো পেরিয়ে স্টেশনে যাবার সময় ওরা দেখল ঘন কুয়াশার পর্দা এক জায়গায় ছিঁড়ে গেল, ফাঁকের ভেতর দেখা গেল আকাশ থেকে ঝুলে থাকা লাইমস্টোনের পাঁচিল, পরমুহূর্তে জোড়া লেগে গেল ফাঁকটা। স্টেশনে কোন টিকেট ব্যারিয়ার নেই, টিকেট চেকের কাজ ট্রেনেই সারা হয়। সেলফ-লকিং লাগেজ কমপার্টমেন্টে ব্যাগ আর সুটকেস রেখে স্টেশন থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা।

রাস্তা-ঘাটে লোকজন বা যানবাহন এত কম যে ছুটির দিন রোববার বলে মনে হলো। দিয়াশলাই আকৃতির কিছু বাড়ি দেখা গেল স্টেশনের ওপাশে, কত দিন চুনকাম করা হয়নি কে জানে, পলস্তারা খসে হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। একবার থেমে সিগারেট ধরাল রানা, চারদিকে তাকিয়ে বিসদৃশ কিছু চোখে পড়ে কিনা লক্ষ করল। ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডায়ানা।

'চশমাটা তোমার ভারি কাজ দিচ্ছে,' বলল সে। 'সদ্য পাস করা তরুণ প্রফেসর মনে হচ্ছে তোমাকে। শহরের মেয়েরা সব গেল কোথায়, চোখ পড়লেই মজে যাবে।'

'তোমার ভয়ে সবাই লুকিয়েছে…।'

'কেন, আমি কি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে যাচ্ছি?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'প্রশ্নটা নিজেকেই করো।'

'প্রথম থেকেই জানি, আমি তোমার প্রেমে পড়ব না,' বলল ডায়ানা।

'সাবধান, আমাকে খেপিয়ো না,' রানার চেহারায় কৃত্রিম গাম্ভীর্য। 'কেউ যদি ধরা দেবে না বলে চ্যালেঞ্জ করে, তার প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যায়।'

'আর, একবার চ্যালেঞ্জ করে আমি কখনও সেটা ফিরিয়ে নিই না।' ডায়ানাও গম্ভীর। 'দেখব তুমি আমার কি করতে পারো।'

'এখুনি দেখতে চাও?' ডায়ানার মুখোমুখি হলো রানা।

'এই রাস্তার মাঝখানে, দিনে-দুপুরে তুমি আমাকে রেপ করবে?' ডায়ানার চোখ জোড়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা। 'কি ওষুধ দিলে ধরা পড়বে, নিজেই ফাঁস করে

দিলে,' হাসি থামিয়ে বলল ও। 'কোন মেয়ের মন পেতে হলে যে রেপ করতে হয়, এই প্রথম শুনলাম। তাই সই, সে-চেষ্টাই করব।'

ঠকে গেছে, রানার বুকে একটা কিল মারল ডায়ানা। 'এখানে আমরা এসেছি কেন বলবে?'

লন্ডন থেকে নিয়ে আসা বাবুল আখতারের দুটো ফটো বের করল রানা। একটা ফটো নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ডায়ানা, এই যুবকের সাথে ছ'মাস কাজ করেছে সে, মাত্র ক'দিন আগে নির্মমভাবে খুন হয়ে গেছে বেচারা, ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে অল্প খানিক দূরে।

'গল্পটা হলো, আমরা এক বন্ধুকে খুঁজছি, নাম বাবুল আখতার,' বলল রানা। 'তার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ, এবং আমাদের ধারণা এখানেই কোথাও আছে সে, অন্তত থাকার কথা। আমরা একটা ম্যাপ কিনব, তারপর শহরটা দু'ভাগে ভাগ করে অনুসন্ধান চালাব। কাজ শেষ করে নির্দিষ্ট কোনও এক জায়গায় মিলিত হব আবার। ঠিক আছে?'

বুকস্টল থেকে ম্যাপ কিনল ওরা। ম্যাপ থেকে চোখ তুলে ডায়ানা বলল, 'শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে। কার খেয়েদেয়ে কাজ নেই বিদেশী এক লোকের চেহারা মনে রেখেছে?'

'বিদেশী বলেই তো চেহারাটা মনে থাকার কথা,' বলল রানা। 'এদিকে ট্যুরিস্টরা আসে না বললেই চলে। শোনো, বিশেষ করে সিগারেটের কোন দোকানিকে বাদ দেবে না, ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবে এই লোককে তারা দেখেছে কিনা। বাবুল চেইন স্মোকার ছিল। এবার বলো, কোন্ দিকে যেতে চাও তুমি?'

ফোনের পাশে বসে অপেক্ষা করছিল বোথাম। টীটোটেলার সে, গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে পানি খাচ্ছে। ফোন বেজে উঠতে গ্লাসটা নামাল, দস্তানা পরা হাতে রিসিভার তুলল। 'আমরা অপেক্ষা করছি।'

'মিউনিক হপ্টব্যানহফ থেকে বলছি,' সাঙ্কেতিক পরিচয় দেয়ার পর বলল উয়ে জিলার। 'মাত্র কয়েক মিনিট হলো ট্রেন থেকে নেমেছি···।'

সরাসরি কাজের কথায় আসছে না জিলার, বোথাম বুঝে নিল এবারও ব্যর্থ হয়েছে অপারেশন। কিন্তু শান্ত গলায় কথা বলল সে, 'গুড। তোমার সাফল্যে আমরা আনন্দিত। ওকে চিরতরে বিদায় করে দিয়ে তুমি চমৎকার একটা কৃতিত্ব দেখিয়েছ।'

'জ্বী-না, ও ট্রেনে ছিল না। এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সার্চ করেছি। ও যদি সেন্ট গ্যালেন থেকে ট্রেনে উঠে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সুইটজারল্যান্ডের রোমারশোর্ণ বা মার্গারেটেন স্টেশনে নেমে গেছে।'

'শোফার তাকে নিজের চোখে সেন্ট গ্যালেনে ট্রেনে উঠতে দেখেছে,' বলল বোথাম। প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে সে, কিন্তু কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ শান্ত। নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে শোফারের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে জিলার। 'আর, ও যদি সুইটজারল্যান্ডের কোন স্টেশনে নেমে যেত, শোফার তা নির্ঘাত জানতে পারত।'

শোফার তার লোকজনকে সুইটজারল্যান্ডের প্রতিটি স্টেশনে পাহারায় রেখেছে, তাদের সবার কাছে রানার চেহারার বর্ণনা আছে, তবে এ-সব ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করল না বোথাম। জিলারকে সে ঘামাতে চায়। 'সুইস সীমান্ত থেকে শুরু হয়েছে তোমার সেকটর। লিন্ডাউতে ট্রেনে উঠেছ তুমি···।'

বাধা দিয়ে জিলার বলল, 'শালা তাহলে ব্রেগেঞ্জে নেমে গেছে। শুধু ওই একটা জায়গাই কাভার দেয়া হয়নি···।'

'সেজন্যেও তুমি দায়ী।' বেগেঞ্জ? নিজের অজান্তেই রিসিভারটা শক্ত করে চেপে ধরল বোথাম। হার্টবিট বেড়ে গেল তার। রানা ব্রেগেঞ্জে যাক এটা সে কোনমতেই চায় না। ইচ্ছে হলো, মা-বাপ তুলে গালাগাল করে জিলারকে। নিজেকে এই বলে শান্ত রাখল সে, যে-কোন মূল্যে পরিস্থিতির গুরুত্ব গোপন রাখতে হবে।

'এক ঘন্টার মধ্যে ব্রেগেঞ্জে একটা টীম নিয়ে হাজির হতে পারি আমি,' পরামর্শ চাইল জিলার। 'আপনি কি বলেন?' অপরপ্রান্তে বোথাম চুপ করে আছে দেখে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

'এবার যদি ব্যর্থ হও, তোমাকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করব,' নরম সুরে বলল বোথাম। 'এক ঘন্টা নয়, আধ ঘন্টার মধ্যে পৌছুতে হবে ওখানে, এটা আমাদের অর্ডার।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল জিলার। হাতে সময় নেই, অথচ তার নড়তে ইচ্ছে হলো না। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। আধ ঘন্টার মধ্যে কিভাবে সে ব্রেগেঞ্জে পৌছুবে? তারপর তার মনে পড়ল, ব্রেগেঞ্জের কাছাকাছি একটা এয়ারস্ট্রিপ আছে। আশার আলো দেখতে পেল জিলার। সময় মত ব্রেগেঞ্জে পৌছুতে পারলে লোকটাকে এবার সে ঠিকই খুন করবে, নিজের প্রাণ থাক আর যাক।

রানার সাথে টেলিফোনে কথা হওয়ার পর সোহানাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে চলে এলেন রাহাত খান। ক্রিসেন্ট স্ট্রীটের তিন কামরার এই ফ্ল্যাটটা তাঁর জন্যে ভাড়া করা হয়েছে। লন্ডনে আসার পর সোহানাও অবশ্য থাকছে এখানে। অফিস থেকে বেরুবার সময় রাহাত খানকে দেরি করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল নতুন রিক্রুট পলওয়েল। চেহারায় ক্ষুধার্ত ভাব নিয়ে কোত্থেকে যেন উদয় হলো সে, একটু হাঁপাচ্ছে। 'স্যার,' হাত কচলাতে কচলাতে বলল সে, 'মি. সোহেল আহমেদ পররাষ্ট্র সচিবের সাথে আলোচনা শেষ করেই সরাসরি এখানে ফিরবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন, আপনাকে বোধহয় রিপোর্ট করবেন তিনি···।'

রাহাত খান নয়, জবাব দিল সোহানা, 'স্যার ফিরে এসে তার সাথে কথা বলবেন।' নিচে নেমে এসে একটা ট্যাক্সি নিল ওরা। সোহানার হাতে একটা ব্যাগ, তাতে রানার মেসেজ সহ টেপ-রেকর্ডার আছে।

ট্যাক্সিতে উঠে রাহাত খান বললেন, 'পলওয়েল ছোকরা কি সত্যি কোন কাজে আসবে?'

'মনে হয় বডিগার্ড হিসেবে ভাল করবে ও,' হাসি চেপে বলল সোহানা।

'জুডো আর কারাতে এক্সপার্ট। স্মল আর্মসে ভাল হাত।'

ফ্ল্যাটে এসে টেপটা চালানো হলো। নোটবুক আর কলম নিয়ে বসেছে সোহানা, মেসেজটা লিখছে। বসার আগে কফি তৈরি করেছে সে, সোফায় বসে নিজের কাপে চুমুক দিচ্ছেন রাহাত খান, এক হাতে জ্বলন্ত পাইপ। তাঁর কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। টেপ থামতে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেসেজটার বৈশিষ্ট্য কি?'

'দুটো ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যায়,' বলল সোহানা। 'ডেল্টা হঠাৎ করে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, যেন নির্দিষ্ট একটা শিডিউল সামনে রেখে কাজ করছে তারা। রক্তারক্তি কাণ্ড। রিপোর্টে এ-ধরনের শব্দ ব্যবহার করা অস্বাভাবিক, তারমানে ব্যানহফস্ট্রাসে একাধিক লোক খুন হয়েছে। আরেক জায়গায় বলেছে রানা, নিও-নাৎসীদের আচরণ বোধগম্য নয়, কোথায় যেন কি একটা ঘাপলা আছে। ঠিক কি বলতে চায়, বুঝলাম না···।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ,' রাহাত খান বললেন। 'ডেডলাইন একটা আছে বটে। সম্ভবত জুনের দু'তারিখ সেটা—কারণ সামিট এক্সপ্রেস সেদিনই প্যারিস থেকে রওনা হবে, সকালে বাভারিয়া পেরোতে শুরু করবে···।'

'আপনি বাভারিয়ার স্টেট ইলেকশনের কথা ভাবছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ। ক্ষমতায় বসার জন্যে তিনটে প্রধান পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ম্যাক্স মরলকের ডেল্টা, নিও-নাৎসী; চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার-এর নেতৃত্বে সরকারী পার্টি; আর হেলমুট হ্যালার-এর বাম-ঘেঁষা পার্টি।'

'স্যার···,' মৃদু কণ্ঠে বলল সোহানা।

মুখ তুলে তাকালেন রাহাত খান। 'বলো।'

'হেলমুট হ্যালার কিন্তু কমিউনিস্ট ছিলেন,' বলল সোহানা। 'তিনি ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁর বোধোদয় হয়েছে, কমিউনিজমের প্রতি আর নাকি তাঁর কোন আস্থা নেই। মাস ছয়েক আগে এই ঘোষণা দেন তিনি···।'

গম্ভীর একটু হাসি দেখা গেল রাহাত খানের মুখে। 'সারা দুনিয়াতেই রাজনীতি জিনিসটা ভারী নোংরা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যালার সাহেবের এই ঘোষণা সম্পর্কে লোকে বলাবলি করছে, পশ্চিম জার্মানীতে কমিউনিজমের জনপ্রিয়তা নেই বলে এটা তার একটা চাল। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা হলো, জুনের তিন তারিখে নাটকীয় কিছু যদি ঘটে, মানে ইলেকশনের আগের দিন, তাহলে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতার হাতবদল ঘটে যেতে পারে—লাভবান হতে পারে হেলমুট হ্যালার।'

'নাটকীয় কি ঘটনা ঘটতে পারে বলে আপনি আশঙ্কা করেন, স্যার?'

'জানলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত।' কফির কাপে চুমুক দিলেন রাহাত খান। 'জার্মানীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোলাটে মনে হচ্ছে আমার। বাবুলের খুন হবার পিছনেও সম্ভবত রাজনৈতিক কারণ আছে। আমরা অবশ্য ওদের ঘরোয়া ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চাই না। তবে রানাকে আমি বলে দিয়েছি, বাবুল হত্যার প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে।'

'কিন্তু, স্যার, বাবুলকে যারা খুন করেছে···।'

'এখন পর্যন্ত জানি ডেল্টা, নিও-নাৎসীরা বাবুলকে খুন করেছে,' সোহানাকে

বাধা দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'ডেল্টার একটা গোপন প্ল্যান আছে বলে আমার বিশ্বাস, সেজন্যেই যাকে বাধা বলে মনে করছে তাকেই সরিয়ে দিচ্ছে পথ থেকে। রানাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

'কোথায় যেন কি একটা ঘাপলা আছে, রানার এই কথাটার মানে···।'

'রানা আসলে বলতে চেয়েছে, ডেল্টার ভেতর আলাদা কোন সেল আছে, গোপনে গোপনে তারা খুব তৎপর। এই সেলটা হয়তো ডেল্টার সর্বনাশ করতে চাইছে, তারা হয়তো চাইছে না ডেল্টা নির্বাচনে ভাল করুক।'

অবাক বিস্ময়ে বসের দিকে তাকিয়ে থাকল সোহানা।

রাহাত খান প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দিকটা কে দেখবে জানো—সামিট এক্সপ্রেসে?'

'অফিশিয়ালি মি. উইলিয়াম হেরিকের নাম প্রচার করা হয়েছে, স্যার।'

'ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্ব জাস্টিন ফনটেইন নেবে।'

'মি. হ্যারল্ড টনি শুমাখার জার্মান চ্যান্সেলরের সিকিউরিটি···।'

রাহাত খান হাসতে লাগলেন, 'ওরা সবাই আমার পুরানো বন্ধু। ভাবছি প্রস্তাব যখন আছে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের নিরাপত্তার দায়িত্ব রানা এজেন্সি নিতে পারে, এবং তারপর রানা এজেন্সি তাদের এজেন্ট হিসেবে পাঠাতে পারে আমাকে···।' হা হা করে দরাজ গলায় হেসে উঠলেন তিনি।

কিন্তু ঠিক সময়টিতে হাসতে ভুলে গেল সোহানা। বসকে এর আগে কখনও এভাবে গলা ছেড়ে হাসতে দেখেনি সে।

কমান্ডো স্কোয়াড নিয়ে সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে ব্রেগেঞ্জ পৌঁছুল উয়ে জিলার। সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে তারা। একমাত্র উদ্দেশ্য মাসুদ রানাকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করা।

মিউনিকের ঠিক বাইরে থেকে একটা প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে চার্টার করা প্লেনে চড়ে দলটা। প্লেনটা ল্যান্ড করেছে লিন্ডাউয়ের কাছাকাছি আরেকটা প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপে। সেখান থেকে অপেক্ষারত তিনটে গাড়িতে চড়ে ঝড়ের বেগে সীমান্ত পেরোল, ওরা হাজির হলো ব্রেগেঞ্জে। গাড়িগুলো যখন স্টেশনের সামনে থামল ঘড়িতে তখন তিনটে বাজে।

পিছনের সীটে বসা দু'জন লোককে জিলার বলল, 'আমার ধারণা, ট্রেন থেকে এখানে নেমেছে রানা। সম্ভবত এখনও ব্রেগেঞ্জে আছে সে। তোমরা এখানে থাকো, বাকি আমরা সবাই শহরটা সার্চ করব।'

'কিন্তু আমরা যদি তাকে কোন ট্রেনে চড়তে দেখি?' দু'জনের একজন গাড়ি থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল।

'মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল জিলার, লোকটার বোকামি লক্ষ করে বিরক্ত হলো সে। 'যাই ঘটুক না কেন, ও যেন মিউনিকে না পৌঁছুতে পারে।'

বাকি লোকদের সাথে দু'এক মিনিট কথা বলল জিলার। সবশেষে বলল, 'রানাকে যে প্রথম দেখতে পাবে তার জন্যে রয়েছে বিশ হাজার ইউ. এস. ডলার পুরস্কার। যার গুলি প্রথম রানার গায়ে লাগবে তার জন্যেও রয়েছে একই অঙ্কের

পুরস্কার। তোমরা তার চেহারার বর্ণনা জানো। খোঁজ করার সময় লোকজনকে বলবে, বিদেশী লোকটা উন্মাদ, অত্যন্ত বিপজ্জনক, মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে। দু'ঘণ্টা পর আবার আমরা এখানে জড় হব। আমি চাই রানার খোঁজে শহরের প্রতিটা ইঁট খুলে দেখো তোমরা।'

তেরো বার চেষ্টা করার পর সফল হলো রানা, এক লোকের মনে পড়ল বাবুল আখতারকে দেখেছে সে। লোকটা অস্ট্রিয়ান, কাইজারস্ট্রাসে তার একটা বইয়ের দোকান আছে। জায়গাটা একটা খিলানের নিচে, ডায়ানার সাথে রানার যেখানে দেখা হওয়ার কথা, তার কাছাকাছি। গল্পটা বলার পর বাবুলের ফটো দেখাল রানা, দোকানি মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'জ্বী, আপনার বন্ধুকে আমি চিনি। বেচারা শোকে একেবারে কাতর ছিলেন।'

'শোকে কাতর ছিল!'

'হ্যাঁ। তাঁর বাবার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু এখানে বেড়াতে এসে মারা যান। অনেক বছর আগের কথা, যুদ্ধের পর ফ্রেঞ্চরা তখন ভোরার্লবার্গ আর টাইরোল দখল করে রেখেছে। ভদ্রলোকের বাবার বন্ধুকে এখানে কোথাও কবর দেয়া হয়, তাই সুযোগ পেয়ে তিনি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন।'

'আচ্ছা!' ব্যাপারটা কিছু বুঝল না রানা, তাই যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। একজন খদ্দেরকে বিদায় করল দোকানদার, তারপর আবার শুরু করল।

'ব্রেগেঞ্জে দুটো ক্যাথলিক, আর একটা প্রোটেস্ট্যান্ট কবরস্থান রয়েছে। ভদ্রলোকের বাবার বন্ধুর অদ্ভুত একটা ধর্মীয় ইতিহাস ছিল। জন্মসূত্রে তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন, কিন্তু পরে ক্যাথলিক হয়ে যান, আরও পরে নাকি সমস্ত ধর্ম বিশ্বাস তিনি হারিয়ে ফেলেন। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আপনার বন্ধু ঠিক করেন তিনটে কবরস্থানেই খোঁজ করবেন। কবরস্থানগুলো কোন্ দিকে আমি তাঁকে ম্যাপে দেখিয়ে দিই।'

'এটা কত দিন আগের ঘটনা?'

'এক হপ্তাও হয়নি। গত শনিবার...।'

'আমি একটা ম্যাপ কিনতে চাই, আপনি কি দয়া করে ওতে কবরস্থানগুলো দাগ দিয়ে দেবেন?'

ম্যাপ খুলে তিন জায়গায় তিনটে বৃত্ত আঁকল দোকানদার। 'এখানে একটা, ব্লুমেনস্ট্রাসে, আরেকটা লোস্টার-এ, দুটোই ক্যাথলিক। আর প্রোটেস্ট্যান্ট...।'

সিঁড়ি বেয়ে প্রায় নির্জন সাবওয়েতে নেমে এল রানা, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ডায়ানা। পাঁচিলের গায়ে আলোকিত একটা জানালা, ভেতরে কাঁচমোড়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রদর্শনী চলছে, মনোযোগের সাথে তাই দেখছে ডায়ানা। প্রাচীন রোমান নগরী খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে এগুলো, বর্তমানে যেখানে ব্রেগেঞ্জ, তার পাশেই ছিল এই রোমান নগরী।

'কেমন গা ছমছমে, তাই না?' প্রশ্ন করল ডায়ানা, শিউরে উঠল একবার। কত বছর আগের জিনিস সব। কুয়াশায় আরও যেন ভৌতিক লাগছে পরিবেশটা। 'ভাল

কথা, আমি কোন সূত্র পাইনি।'

'শনিবার কাছে পিঠেই কোথাও দাঁড়িয়ে ছিল ও।' দোকানদারের সাথে কি কি কথা হয়েছে সব বলল রানা।

শুনে ভুরু কোঁচকাল ডায়ানা। 'আমি কিন্তু এ-সবের তাৎপর্য কিছুই বুঝলাম না।'

'বোকার দলে আরেকজন যোগ হলো। শুধু একটা ব্যাপার পরিষ্কার, শনিবারে এখানে ছিল বাবুল। রোববার লেকে খুন হয়। হয়তো ব্রেগেঞ্জে এসে এমন কিছু পেয়েছিল, যা তার মৃত্যু ডেকে আনে।'

'কিন্তু ফ্রেঞ্চরা অস্ট্রিয়া দখল করেছিল কত বছর আগে, তুমি জানো?' বিমূঢ় দেখাল ডায়ানাকে। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই…।'

'তাতে কি। মিত্রবাহিনীর দখল থেকে অস্ট্রিয়া মুক্তি পায় উনিশশো পঞ্চান্ন সালের মে মাসে, কাজেই এখানে এসে বাবুল যাই পেয়ে থাকুক, জিনিসটা ওই সময়কার কিছু একটা হবে।'

'তবু ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের কথা!' প্রতিবাদের সুরে বলল ডায়ানা। 'অত দিন আগে কি এমন ঘটতে পারে যার সাথে আজকের সম্পর্ক আছে?'

'সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, সুন্দরী।'

ঝট্ করে রানার কনুই খামচে ধরল ডায়ানা, ব্যথা পেয়ে উহ্ করে উঠল রানা। 'কি হলো!'

'কি বললে আরেকবার বলো তো!' ব্যাকুল আগ্রহে অনুরোধ করল ডায়ানা।

'সুন্দরী?'

রানার কনুই ছেড়ে দিয়ে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজল ডায়ানা। 'ধন্যবাদ, রানা, তুমি আমাকে নরকযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করলে।'

কিছুই না বুঝে বোকার মত তাকিয়ে থাকল রানা। 'মানে? আমি কি এতক্ষণ তোমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম?'

'তারচেয়েও অসহ্য কষ্ট দিচ্ছিলে,' মুচকি হেসে বলল ডায়ানা। 'নিজের রূপের ওপর আস্থা কমে যাচ্ছিল আমার, ভাবছিলাম তাহলে কি লোকে যা বলে তা সত্যি নয়, আমি কি তাহলে সুন্দরী নই?'

'তারমানে তুমি অপেক্ষা করছিলে কখন আমি তোমাকে সুন্দরী বলি?' রানা অবাক।

'সব সুন্দরী মেয়েই কি তাই করে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল ডায়ানা। 'এবং সুন্দরী একটা মেয়েকে সুন্দরী না বলাটা যে এক ধরনের অভদ্রতা, কার্টসি বিরোধী, তুমি কি তা জানো না?'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ মুখের কাছে কেউ রসগোল্লা ধরলে সেটা না খাওয়া অন্যায়?' বোকার ভান করে হাঁ করে থাকল রানা।

রানার অভিনয়টুকু এত নিখুঁত হলো যে ডায়ানার ভেতর কোথাও যেন একটা সুইচ অন হলো, বাঁধ ভাঙা হাসিতে গড়িয়ে পড়ল সে। পড়ে যেত, রানাকে ধরে ফেলল ডায়ানা। এক সময় দম ফুরিয়ে গেল, শুধু কেঁপে কেঁপে উঠল পিঠ।

'আমি একটা প্রশ্ন করেছি, তাতে এত হাসির কি হলো?'

রানাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডায়ানা, 'উত্তরটা হলো, কেউ তোমার সামনে রসগোল্লা ধরেনি, ধরলে জিজ্ঞেস করতে না, গপ্ করে গিলে ফেলতে।'

হতাশ দেখাল রানাকে, বলল, 'তারমানে কি আমার কোন আশাই নেই?'

রানার হাত ধরে টান দিল ডায়ানা। 'সেটা শুধু সময়ই বলতে পারে। তোমাকে যদি আমার ভাল লাগে, কে জানে, কত কিছুই তো ঘটতে পারে।'

'গাধার সামনে মুলো ঝোলাতে ভালই শিখেছ দেখছি।'

'কি যেন বলছিলে? বাবুল কি পেয়েছিল সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে?' কাজের কথায় ফিরে এল ডায়ানা। 'কিন্তু কোথায় খুঁজব আমরা, কোত্থেকে শুরু করব?'

'কোথায় গাড়ি ভাড়া করা যায় দেখে এসেছি,' বলল রানা। 'একটা গাড়ি নিয়ে কবরস্থানে যাব। তিনটেতেই। আমার বিশ্বাস কবরস্থানগুলোয় খোঁজ করলেই রহস্যের কিছু ইঙ্গিত পাব।'

কাইজারস্ট্রাসের বুকস্টলে ঢুকল উয়ে জিলার। প্রথমে যুবতী সেলসগার্লের সাথে কথা বলল সে, তারপর দোকানের মালিককে ডেকে দেয়ার অনুরোধ জানাল। অপেক্ষা করতে বলে দোতলায় উঠে গেল মেয়েটা।

নিচে নেমে এসে জিলারের কথাগুলো মন দিয়ে শুনল দোকানদার। নিখোঁজ লোকটার চেহারার বর্ণনা দিল জিলার, বলল মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে সে, বিপজ্জনক চরিত্র।

খানিক আগে যে লোকটা তার বন্ধুর খোঁজে এসেছিল তার সাথে জিলারের বর্ণনা বেশ মিলে গেল। লোকটার চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে হাতে একটা সিগারেট হোল্ডার ধরিয়ে দিলেই অমিলটুকু দূর হয়ে যাবে। দোকানদারের কেমন যেন একটু সন্দেহ হলো। সুদর্শন বিদেশী লোকটার সাথে কথা বলার সময় তো তার মনে হয়নি যে সে পাগল, বিপজ্জনক চরিত্র। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ঘাপলা আছে।

জিলারকে সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বলছেন লোকটা পাগলাগারদ থেকে পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এবং সে বিপজ্জনক চরিত্র?'

'বিপজ্জনক মানে? পালাবার সময় দু'জন নার্সকে প্রায় খুন করে এসেছে সে! আসলে ব্যাপার কি জানেন, লোকটাকে দেখে কিন্তু আপনার পাগল বলে মনেই হবে না। সেজন্যেই তো সে আরও ভয়ঙ্কর। আপনি কি লোকটাকে দেখেছেন?'

এগারো

সমাধি ফলকের গায়ে জার্মান ভাষায় লেখা রয়েছে: আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী—লোথার

ম্যাথিউস ১৯৩০-১৯৫৫।

কুয়াশা ঢাকা ব্লুম্যানস্ট্রাস কবরস্থানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। রানা আর ডায়ানা হতভম্ব—লোথার ম্যাথিউস? দু'জনের কারও কাছেই নামটার কোন অর্থ নেই। প্রৌঢ় লোকটার দিকে ফিরল রানা, সে-ই ওদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। লোকটার চেহারা নির্লিপ্ত, চোখে বিষাদ মাখা উদাস ভাব। কবর খোঁড়া পেশা তার। ফটোটা আবার তাকে দেখাল রানা।

'ভাল করে দেখো দেখি, এই লোকটাই কি এসেছিল তোমার কাছে? এসে বলেছিল, এই কবরটা দেখতে চায় সে?'

কুয়াশায় ভিজে ওঠা কাঁচাপাকা গোঁফ মুছল লোকটা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। মাথার ক্যাপটা খুলে বাতাসে ঝাড়ল, তারপর পরল আবার। রানার দিকে তাকাল না সে। বলল, 'হ্যাঁ, আমার ভুল হয় না।'

পকেট থেকে কিছু টাকা বের করল রানা। ঝট্ করে তাকাল প্রৌঢ়, লোভে চকচক করছে চোখ দুটো।

'কবে এসেছিল সে তোমার কাছে?'

'গত হপ্তায়। শনিবার।'

বুকস্টলের মালিক আর প্রৌঢ় লোকটা একই কথা বলছে। তারমানে কোন সন্দেহ নেই খুন হবার কিছু আগে এই কবরটা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে দেখতে এসেছিল বাবুল। কিন্তু যোগাযোগটা কোথায়? লোথার ম্যাথিউস লোকটা কে? কেন সে বাবুলের কাছে হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল?

'আর কিছু বলেনি সে? কোন প্রশ্ন করেনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার হাতের দিকে তাকিয়ে লোকটা জবাব দিল, 'না। শুধু জানতে চাইলেন, লোথার ম্যাথিউসের কবরটা কোথায়?'

ডায়ানার মনে হলো, টাকার লোভ থাকলেও লোকটা কি যেন চেপে যাচ্ছে।

'লোকটা কি কবরের খোঁজ করার সময় লোথার কবে মারা গেছে সে-কথা তোমাকে জানিয়েছিল?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'তিনি বলেছেন, লোথার মারা গেছে ফ্রেঞ্চরা অস্ট্রিয়া ছেড়ে চলে যাবার কাছাকাছি সময়…।'

হঠাৎ করে ডায়ানা জিজ্ঞেস করল, 'ওই লোকটা ছাড়া আর কেউ কি কবরটা দেখতে এসেছিল?'

ডায়ানার দিকে কেমন যেন অবাক চোখে তাকাল প্রৌঢ়। তাকে ইতস্তত করতে দেখে আবার বলল ডায়ানা, 'এসেছিল?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না এ-সব কথা আপনাদের বলা উচিত হচ্ছে কিনা,' অবশেষে বলল প্রৌঢ়।

চট্ করে রানা আর ডায়ানা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'টাকাগুলো দাও ওকে,' বলল ডায়ানা। প্রৌঢ় লোকটা রানার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দ্রুত ভরে ফেলল পকেটে। 'তোমাকে আরও দেয়া হবে। এবার বলো আমাদের বন্ধু ছাড়া আর কে এসেছিল কবর দেখতে?'

'মহিলার আমি নাম জানি না,' মুখ খুলল প্রৌঢ়। 'প্রত্যেক হপ্তায় আসেন তিনি।

প্রতি বুধবারে, সকাল আটটায়। কবরে ফুল দেন, কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর চলে যান···।'

'কিসে করে আসেন?' ডায়ানা জিজ্ঞেস করল। 'ট্যাক্সি না কার নিয়ে?'

'ট্যাক্সিতে, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে ড্রাইভার।'

'চেহারার বর্ণনা? চুলের রঙ? বয়স? কাপড়চোপড়? খুব দামী কি?'

গম্ভীর হয়ে গেল প্রৌঢ়, যেন তার ধারণা হয়েছে কাজটা সে বেআইনী করছে। রানার বাড়ানো হাত থেকে আবার টাকা নিল বটে, কিন্তু সেই সাথে মাটি থেকে কোদালটাও তুলে নিল। ফিরে যাচ্ছে সে। 'কাপড়চোপড় দামীই ছিল···।'

'চুলের রঙ?' পিছন থেকে দ্রুত জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'বলতে পারব না—মাথায় সব সময় স্কার্ফ পরে থাকেন···'

লোকটার পিছু পিছু কয়েক পা এগোল রানা। 'আমার বন্ধুকেও তুমি এ-সব তথ্য দিয়েছিলে, তাই না?'

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল প্রৌঢ়, যেন পালিয়ে বাঁচতে চায়। কোদালটা সে রাইফেলের মত কাঁধে ফেলেছে। 'হ্যাঁ। এবং আমার ধারণা, মহিলা কোথায় থাকেন,' কুয়াশার ভেতর তাকে আর দেখা গেল না, শুধু ভৌতিক কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল, 'আপনার বন্ধু তা জানতে পারেন। মহিলার ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে তাকে আমি কথা বলতে দেখেছি। ড্রাইভারকে টাকা দেন তিনি···।'

'আপনি কি লোকটাকে দেখেছেন?'

দোকানদার চোখ থেকে চশমা খুলে উয়ে জিলারকে ভাল করে লক্ষ করল। উত্তর দিতে বেশ সময় নিল সে, 'আপনার কাছে নিশ্চয়ই পরিচয়-পত্র আছে, তাই না?'

'তারমানে রোগীটাকে আপনি দেখেছেন? কি বললেন, পরিচয়-পত্র? না, আমরা পুলিস নই, কাজেই ও-সব দেখাতে পারব না।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল দোকানদার। 'আপনি যে বর্ণনা দিলেন, ওরকম চেহারার কোন লোক আমার দোকানে আসেনি। মাফ করবেন, দোতলায় আমি কাজ ফেলে এসেছি···।'

উয়ে জিলারকে ফিরে যেতে দেখল দোকানদার, কাঁধ দুটো সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, চেহারায় চাপা আক্রোশ। দোকান থেকে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষারত গাড়িতে উঠে বসল জিলার, ড্রাইভারের সাথে কথা বলল। হুস করে চলে গেল গাড়িটা।

'কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে,' সেলসগার্ল বলল, 'ওরকম চেহারার এক লোক দোকানে এসেছিল।'

অস্ট্রিয়ান দোকানদার গম্ভীর হলো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'এসেছিল, হ্যাঁ। কিন্তু তাকে আমার মোটেও পাগল বলে মনে হয়নি, যেমন এই লোকটাকেও মনে হয়নি সে কোন মানসিক হাসপাতাল থেকে এসেছে।'

'তাহলে লোকটা কে?'

'কে আবার, নিও-নাৎসীদের একজন,' বলল দোকানদার। 'ইদানীং ওরা খুব

বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আবার যদি লোকটা ফিরে আসে, পুলিস ডাকব আমি।'

কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে আসা গরম রোদে বিকেলটা এখন উজ্জ্বল।

স্টেশনের সামনে দু'জন লোককে পাহারায় রেখে গিয়েছিল উয়ে জিলার। তারপর দুটো গাড়িতে দু'জন করে চারজন রওনা হয়ে যায় শহরটা সার্চ করার জন্যে, অপর একটা গাড়িতে জিলার সহ বাকি তিনজন থাকে।

আবার একটা হোটেল থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরছে ওরা, গাড়ি চালাচ্ছে জিলারের দুই সঙ্গীর একজন। একটা বি-ডব্লিউ-এম গাড়িতে রয়েছে ওরা। ঠিক এই সময় একই রাস্তা ধরে ওদের দিকে আসছে আরেকটা গাড়ি, একটা ভাড়া করা অস্টিন। ম্যাপে চোখ রেখে পথ-নির্দেশ দিচ্ছে রানা, ড্রাইভ করছে ডায়ানা।

গাড়ি দুটো পরস্পরের দিকে এগিয়ে এল।

সামনে একটা গাড়ি দেখে জিলারের ড্রাইভার স্পীড কমাল। এদিকের রাস্তায় কিছু লোকজনও রয়েছে, চেহারাগুলোর ওপর চোখ বুলানো দরকার।

রানা বলল, 'রেল স্টেশনটাকে এড়িয়ে যাব আমরা, বাঁক নেব···।'

'গড, ওহ্ গড! রানা, বি-ডব্লিউ-এমের ভেতর কি যেন ঝিক্ করে উঠল রোদ লেগে! মনে হলো একটা ব্যাজ···।'

'স্পীড বাড়িয়ো না। তাকিয়ো না। যা করছ করো।'

'কিন্তু রানা ওরা তোমার চেহারার বর্ণনা জানে!' সামনের দিকে চোখ রেখে রুদ্ধশ্বাসে বলল ডায়ানা।

'সত্যিই কি জানে?'

বি-ডব্লিউ-এমের ভেতর, ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে আছে জিলার, তার শোল্ডার হোলস্টারে একটা ল্যুগার রয়েছে। রাস্তার ধারে ফুটপাথে অল্প কয়েকজন লোক, তাদেরকে দেখা শেষ করে অস্টিনের দিকে তাকাল সে। ড্রাইভার আর তার পাশে বসা লোকটাকে ভাল করে লক্ষ্য করল। রানার চেহারার বর্ণনা জানা আছে তার।

হঠাৎ অনুভব করল ডায়ানা, হুইলটা গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে আছে সে। মনের জোর খাটিয়ে মুঠো দুটো ঢিল করল, শিথিল করার চেষ্টা করল পেশী। বি-ডব্লিউ-এমের ড্রাইভার অস্টিনের আরোহীদের ভাল করে দেখার জন্যে তার পাশের কাঁচ নামিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করল। প্রয়োজনে সরাসরি গুলি করতে পারবে।

'গাড়ি সিধে রাখো!' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, ওর ঠোঁট জোড়া নড়ল কি নড়ল না। ম্যাপটা এখনও ওর কোলের ওপর পড়ে রয়েছে, মাথা নিচু করে সেদিকে তাকিয়ে আছে ও। দুটো গাড়িই এখন মন্থরগতিতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে। একসময় পাশাপাশি চলে এল। বি-ডব্লিউ-এমের আরোহীরা কটমট করে তাকাল ডায়ানার পাশে বসা রানার দিকে। পরমুহূর্তে দুটো গাড়ি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'অস্টিনের লোকটাকে দেখলেন?'

'দেখলাম, চেহারায় কোন মিলই নেই,' বিরক্ত হয়ে বলল জিলার।

রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে দিক বদল করতে বলল রানা, লেক আর স্টেশনের সামনে দিয়ে যেতে চায় না ওরা। এতক্ষণে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল ডায়ানা।

'ভয়ের আসলে কিছু ছিল না,' মন্তব্য করল রানা। 'আমি ভাবছি, এত তাড়াতাড়ি ওরা শহরে পৌঁছুল কিভাবে?'

'ভুলে যেয়ো না, ওরা ডেল্টা।'

'আড়চোখে তাকিয়ে ওদের একজনের বুকে ব্যাজটা দেখেছি আমি,' বলল রানা। 'তবে আমিও তৈরি হয়ে ছিলাম···।' ম্যাপের একটা কোণ ধরে একটু তুলল ও। ভেতর থেকে উঁকি দিল পয়েন্ট ফোর-ফাইভ কোল্ট। 'আর, কিভাবে তুমি ভাবলে ওরা আমাকে চিনতে পারবে?'

চট্ করে একবার রানার দিকে তাকাল ডায়ানা। মুহূর্তের জন্যে দিক্‌ভ্রান্ত হলো অস্টিন, কারণ পাশে বসা লোকটাকে হঠাৎ ডায়ানা চিনতে পারেনি। তারপর তার মনে পড়ল। সে যখন অস্টিন ভাড়া করার জন্যে যায়, জিনিসগুলো বিভিন্ন দোকান থেকে কিনেছিল রানা। একটা টাইরোলিয়ান হ্যাট, এক জোড়া হিটলারি গোঁফ, কুৎসিত দর্শন বেঢপ সাইজের একটা পাইপ, সোনালি ফ্রেমের একটা রঙিন চশমা। এই মুহূর্তে সবগুলোই রানার শোভা বর্ধন করছে।

'মাই গড!' আঁতকে উঠল ডায়ানা। 'এ আমি কার পাশে বসে আছি!'

'এই দেখেই ভয় পাচ্ছ,' রানা হাসল। 'আমার সব চেহারা তো এখনও দেখোইনি!'

তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানল ডায়ানা। 'যেমন?'

'আমি বিভীষণ, আমি উন্মাদ, আমি নিজেকে ছাড়া করি না কাহারেও কুর্নিশ···,' যেমন মনে আছে তেমনি আবৃত্তি করল রানা, ভুল-ভাল বোঝার ক্ষমতা সুইস মেয়ে ডায়ানার নেই।

'আর?'

'আমি কেঁচো, আমি অসহায়, ইচ্ছে থাকিলেও আনিতে পারি না শান্তি···,' বানিয়ে বলে গেল রানা।

'আর কি পরিচয়? তোমার আর কি পরিচয়?'

'আমি প্রেমিক,' ঘোষণার সুরে বলল রানা, 'আমি নিলাজ, সুন্দরী নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে···।'

'তোমার এই পরিচয়টা সম্পর্কে আমার খানিকটা কৌতূহল আছে,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলল ডায়ানা। 'কিন্তু নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে তুমি বীরপুরুষ, এ আমার বিশ্বাস হয় না।'

'কি!' হুঙ্কার ছাড়ল রানা। 'তুমি আমার পৌরুষে আঘাত দিয়ে কথা বলো—এত বড় স্পর্ধা!'

'আঘাত দিচ্ছি গোপন একটা আশায়,' দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল ডায়ানা। 'তোমার ভেতর সত্যি যদি কোন সিংহ ঘুমিয়ে থাকে, চেষ্টা করে দেখছি তাকে জাগানো যায় কিনা।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা। 'তোমার এ-কথা শুনলে একটা ইঁদুরও সিংহ হয়ে উঠতে চাইবে!'

'আমারও তো তাই উদ্দেশ্য,' আড়চোখে তাকিয়ে বলল ডায়ানা। 'দেখতে চাই ইঁদুরটা সিংহ হয়ে ওঠে কিনা।' রানার চেহারা নিমেষের জন্যে কালো হয়ে উঠতে দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল সে।

'সীমান্তের দিকে চলো,' ভারী গলায় ডায়ানাকে নির্দেশ দিল রানা। 'লিন্ডাউতে যাব আমরা।'

শেষ বিকেলে ব্রেগেঞ্জ থেকে ম্যাক্স মরলককে টেলিফোন করল উয়ে জিলার। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে মুখ ঝুলে পড়েছে তার, সঙ্গী-সাথীদেরও একই অবস্থা। নার্ভাস বোধ করছে জিলার। বোথামকে সে যমের চেয়েও বেশি ভয় করে, তাই ফোন করছে ম্যাক্স মরলককে। 'জিলার বলছি। আমাদের বলা হয়েছিল খেলায় জিততে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল মরলক, জিলারের ভাব বুঝতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করল সে। 'জিততে যে বলা হয়েছে তা আমি জানি। নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে খেলা?'

পে বুদের বাইরে তাকিয়ে লেকের দিক থেকে কুয়াশা উঠে আসতে দেখল উয়ে জিলার। 'প্রথম থেকেই কাজটা প্রায় অসম্ভব ছিল। গোটা মাঠ আমরা চষে ফেলেছি। কিন্তু লোকটা নেই এখানে…।'

'কি!' ঘেউ করে উঠল মরলক। 'নেই মানে? নিশ্চয়ই সে ব্রেগেঞ্জে ট্রেন থেকে নেমেছে। বুঝতে পারছ না, লিন্ডাউতে আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করব এটা সে অনুমান করতে পারে! ব্রেগেঞ্জ ছোট একটা শহর…।'

'একেবারে আর ছোট কোথায়,' মিনমিন করে বলল জিলার। 'তাছাড়া, শহরটা এমনভাবে গড়ে উঠেছে, নতুন কারও কাছে গোলকধাঁধা মনে না হয়েই পারে না। তার ওপর কুয়াশা…।'

'এই মুহূর্তে এখানে চলে এসো! সব ক'টা! তোমরা পৌঁছুলে কি করা যায় ঠিক করার জন্যে সবাই মিলে বসব। বিশ্রাম নিতে বা খেতে বোসো না কোথাও…।'

'কিন্তু, স্যার আমরা সারা দিন কেউ কিছু খাইনি!'

'একদিন না খেলে কেউ মরে না! সোজা ফিরে আসবে! কানে গেছে?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘটাং করে রিসিভার রেখে দিল ম্যাক্স মরলক। পাকা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে লাইব্রেরীর চারদিকে উন্মাদের দৃষ্টিতে তাকাল সে। জিলার জানে না তার রাগের কারণ ব্যর্থতা নয়, ভীতি। বেল টিপে কুঁজোকে ডাকল সে।

কুঁজো ঘরে ঢুকতে মরলক বলল, 'আমাকে র হুইস্কি দাও।' কার্ল মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। 'রানাকে ওরা খুঁজে পায়নি।'

সবজান্তার মত মাথা ঝাঁকিয়ে কার্ল বলল, 'তাহলে তো স্বীকার করতেই হয়, লোকটা বুদ্ধিমান।'

'কি বললে?'

হাত কচলাল কুঁজো। 'তবে এই ব্যাটাও আগেরটার মত একই ভুল করবে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, হুজুর। যত বুদ্ধিমানই হোক, আমাদের সাথে তার পারার জো নেই! ও একা, আর আমরা এত লোক…।' মালিকের হাতে হুইস্কির গ্লাস

ধরিয়ে দিল সে।

পায়চারি শুরু করল মরলক। ফুঁসছে সে। 'প্রত্যেকটা ফাঁদ এড়িয়ে যাচ্ছে লোকটা। কন্টিনেন্টে এসেছে মাত্র দু'দিন হলো, এরই মধ্যে সে দুর্বল জায়গাগুলোয় ঢুঁ মেরেছে। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে বাভারিয়ার দিকে। অপারেশন ক্রাউনের কি অবস্থা হবে কে জানে!'

এক গাল হেসে মালিককে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল কুঁজো, 'আপনি কিছু ভাববেন না, হুজুর···।'

'আর ছ'দিন পর বাভারিয়া পেরোবে সামিট এক্সপ্রেস···!'

'কাজেই তাকে খোঁজার জন্যে ছ'দিন সময় আছে আমাদের হাতে,' বলল কুঁজো। মালিকের হাত থেকে খালি গ্লাসটা নিল সে।

'গড ইন হেভেন, কার্ল, ব্যাপারটা উল্টো ভাবেও সত্যি! তুমি বুঝতে পারছ না? আমাদের খুঁজে বের করার জন্যে ওর হাতেও ঠিক ছ'দিন সময় রয়েছে।'

ম্যাক্স মরলকের দুর্গ আকৃতির, পাঁচিল ঘেরা বিশাল দালানের সামনে থেকেই শুরু হয়েছে খুদে জঙ্গলটা। দেয়ালের গায়ে লোহার মস্ত গেট, আর একটা সেন্ট্রি লজ রয়েছে। সময়টা সন্ধ্যার খানিক পর, গেটের ওপর দিয়ে একটা রাতজাগা পাখি উড়ে গেল, আর সেই সাথে বেধে গেল তুলকালাম কাণ্ড। গেটের পিছনে কয়েকটা হিংস্র জার্মান শেফার্ড উদয় হলো, একেকটা প্রকাণ্ড দানব। গেটের মাথা লক্ষ্য করে লাফ দিল ওগুলো, ভরাট গলায় ডাক ছেড়ে প্রহরীদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল। এখন যদি কুকুরগুলোর সামনে কোন আগন্তুক পড়ে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে তাকে।

জঙ্গলের ভেতর, চোখের আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মার্সিডিজ, গাড়িটার সবগুলো আলো নেভানো। জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ হ্যারল্ড টনি শুমাখার ড্রাইভিং সীটে বসে আছেন, হুইলের গায়ে আঙুল নাচাচ্ছেন তিনি। কান খাড়া করে কুকুরগুলোর ডাক শুনছেন। বিয়াল্লিশ বছর বয়স, ছ'ফিট লম্বা, সতেজ প্রাণের উজ্জ্বল ছাপ ফুটে আছে সরু মুখে।

তাঁর প্রধান সহকারী, আঁদ্রেয়াস রেমে, টেলিফটো লেন্স সহ একটা সিনে-ক্যামেরা আঁকড়ে ধরে বসে আছে তাঁর পাশের সীটে। লোকটা ছোটখাট, কিন্তু রোগা নয়। হিংস্র কুকুরকে তার ভারী ভয়। বসের দিকে চট করে একবার তাকাল সে।

'এখন যদি ওরা গেট খুলে দেয়?'

'সবগুলোকে আমি একাই সামলাতে পারব,' মুচকি হেসে বললেন টনি শুমাখার। সহকারীর কুকুর-ভীতি সম্পর্কে ধারণা আছে তাঁর। গ্লাভ কমপার্টমেন্ট খুলে একটা গ্যাস-পিস্তল বের করে সহকারীর কোলে ফেললেন। 'টিয়ার গ্যাস শুধু মানুষকে কাঁদাবার জন্যে তৈরি হয়নি।'

'ওরা আমাদের গন্ধ পেয়ে গেছে···!'

'ননসেন্স! ঝটঝট আওয়াজ শুনলে না? গেটের ওপর দিয়েই তো উড়ে গেল পাখিটা। তোমার ফিল্ম ডেভেলপ করার পর বোঝা যাবে পুরানো বন্ধুরা কেউ ছিল কিনা গাড়িতে। আমার যেন মনে হলো প্রথম গাড়ির ড্রাইভারকে আমি চিনি···।'

জঙ্গলের আড়াল থেকে তিনটে গাড়িকে গেটের ভেতর ঢুকতে দেখেছে ওরা। ম্যাক্স মরলকের নির্দেশে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ফিরে এসেছে উয়ে জিলার। সে জানে না, গাড়ি নিয়ে, গেটের সামনে অপেক্ষা করার সময়, প্রহরীরা যখন কুকুরগুলোকে বাঁধছিল, জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের আঁদ্রেয়াস ব্রেমে তাদের ছবি তুলে নিয়েছে মুভি ক্যামেরায়।

টনি শুমাখার এই প্রথম ম্যাক্স মরলকের আস্তানা দেখতে এসেছেন। তাঁর উপস্থিতিতে উয়ে জিলারের ফিরে আসার ঘটনাটা স্রেফ কাকতালীয় যোগাযোগ।

'এখন আমার মনে হচ্ছে, বুঝলে আঁদ্রেয়াস,' ইগনিশনে হাত দিয়ে বললেন তিনি, 'ম্যাক্স মরলকের এই বাড়িটাই হয়তো ডেল্টার হেডকোয়ার্টার। প্রকাণ্ড এলাকা নিয়ে এস্টেটটা, তাই না? পেরিমিটার পেরোবার পরও কতটা পথ গাড়ি চালিয়ে আসতে হয়েছে। রাস্তার কোথাও থেকে বাড়িটাকে দেখার উপায় নেই। আশপাশে পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে আর কোন জনবসতিও নেই। গোপন আস্তানার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে? ক'মাস ধরে গোটা বাভারিয়ায় একের পর এক দাঙ্গা হচ্ছে, অথচ গুণ্ডা-পাণ্ডাদের একজনকেও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিস কারণটা কি?'

'কি কারণ, স্যার?'

'দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েই তারা এখানে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করে···।'

'স্যার,' ফিসফিস করে বলল ব্রেমে, 'ওরা গেট খুলছে!'

এরইমধ্যে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে খোলা জায়গায়, রাস্তায় উঠে এসেছেন টনি শুমাখার। ম্যাক্স মরলকের বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে ফিরবেন তিনি, এটাই মিউনিকে যাবার সোজা রাস্তা। একজন মিলিওনিয়ার অপরাধীর ভয়ে ঘুরপথে যাবার কোন ইচ্ছে তাঁর নেই। 'জানালার কাঁচ তুলে দাও,' শান্তগলায় নির্দেশ দিলেন তিনি, খালি হাত দিয়ে নিজের দিকের কাঁচটা তুলে দিলেন। কুকুরগুলো ইতোমধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, ঝড়ের বেগে মার্সিডিজের দিকে তেড়ে আসছে ওগুলো। দু'দিকের জানালাতেই কুৎসিত চেহারা দেখা গেল, জিভ বের করা মুখ থেকে লালা গড়াচ্ছে, মাথাগুলো প্রকাণ্ড, এলোপাতাড়ি থাবা মারছে কাঁচের গায়ে।

স্পীড বাড়িয়ে দিলেন শুমাখার। লাফ দিয়ে ছুটল মার্সিডিজ। নিমেষের জন্যে দুটো কুকুরকে র‍্যাডিয়েটরের সামনে দেখা গেল। আবার লাফ দিল গাড়ি, নরম দেহ দুটো থেঁতলে দিল ঘুরন্ত চাকা। পরমুহূর্তে খোলা গেটটাকে পাশ কাটিয়ে এল গাড়ি। চট্ করে একবার সেদিকে তাকালেন শুমাখার। গেট দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে কয়েকজন ষণ্ডা চেহারার লোক, তাদের মধ্যে সোনালি চুলের একজনকে চিনতে পারলেন তিনি।

পিছনের জানালা দিয়ে গেটের দিকে তাকাল ব্রেমে। 'ওরা বোধহয় গাড়ি নিয়ে আসবে···।'

'যত দোষ ওই পাখিটার,' শান্তভাবে বললেন শুমাখার। 'কুকুরগুলো অস্থির হয়ে ওঠায় গার্ডদের সন্দেহ হয়, চেইন খুলে দেয় তারা। লোকগুলোকে দেখলে?'

'জী, স্যার।'

'কাউকে চিনতে পেরেছ?'

'জ্বী না।'

'সবার আগে ছিল ড্যাড মুলার, সোনালি চুল—উইন্ড সার্ফার হিসেবে খুব নাম করেছে।'

বসের কথা মন দিয়ে শুনছে না ব্রেমে। 'জ্বী, স্যার, ওরা সত্যি আসছে!' জানালা দিয়ে পিছনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'কাছাকাছি আসতে দেয়া যাবে না,' বললেন শুমাখার। 'বুঝতে দিতে চাই না আমরা ওদের ওপর নজর রেখেছি।'

'কিন্তু এড়াবেন কিভাবে, স্যার?'

'দেখি।'

বাঁক নেয়ার সময় স্পীড না কমিয়ে মারাত্মক ঝুঁকি নিলেন টনি শুমাখার। হিংস্র কুকুর, আর বসের গাড়ি চালানো, এই দুটোর মত আর কিছুকে ভয় পায় না ব্রেমে।

'সীট বেল্ট বাঁধো!' নির্দেশ দিলেন শুমাখার।

চোখ বুজে ছিল ব্রেমে, চোখ খুলে কাঁপা হাতে সীট বেল্ট বাঁধল। বিড়বিড় করে ইস্টদেবতার নাম জপছে সে। জানে, বাভারিয়ায় যারা বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করেছে তাদের মধ্যে তার বস্ অন্যতম।

'এরপরের বার বাঁক নিয়ে গাড়ি থামাব,' বললেন শুমাখার। 'মাথা নিচু করে রাখবে, বাইরে থেকে কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়। গ্যাস-পিস্তলটা দরকার হবে আমার।'

চোখ বুজে জানতে চাইল ব্রেমে, 'কি করতে চান, স্যার?'

'রাস্তা ব্লক করে দেব।' বাঁক নিতে শুরু করলেন তিনি। 'এখানেই।'

ঝট্ করে জানালা দিয়ে পিছন দিকে তাকাল ব্রেমে, ফেলে আসা শেষ বাঁকে এখনও ডেল্টা পার্টির গাড়িটা পৌঁছায়নি। কিন্তু মনে মনে অবাক হলো সে। এই শেষ বাঁকের পর সামনে সরল রেখার মত এগিয়ে গেছে হাইওয়ে, আড়াল বা আশ্রয় পাবার মত কিছু নেই কোথাও। বস্ আসলে করতে চাইছেনটা কি?

বাঁক নেয়ার পর একশো গজের মত এগোল মার্সিডিজ। ডান দিকে একটা কাঁচা, গ্রাম্য পথ দেখা গেল। ব্রেকের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লেন শুমাখার। কংক্রিটের সাথে চাকার ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো, দাগ বসে গেল রাস্তায়, সেই সাথে নব্বই ডিগ্রী কোণ তৈরি করে ঘুরে গেল গাড়ি। মনে মনে বসের চোদ্দ পুরুষকে আশীর্বাদ করল ব্রেমে, সীট বেল্ট বাঁধা না থাকলে উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে বেরিয়ে যেত সে।

গাড়ি ব্যাক করে রাস্তাটা বন্ধ করে দিলেন শুমাখার। ব্রেমের কোল থেকে গ্যাস-পিস্তলটা ছোঁ দিয়ে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন বাইরে, দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা। কোথায় যাচ্ছেন তিনি, জানতে চাইল না ব্রেমে। ঘাড় আর মাথা নিচু করে সীটের গায়ে লেপ্টে আছে সে, যা ঘটার ঘটুক দেখতে হবে না।

মেটো পথটা ধরে বেশ খানিকটা নেমে গেলেন শুমাখার, একটা চওড়া গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিলেন।

প্রতিপক্ষের গাড়িটা বাঁক নিল। সোনালি চুল ড্যাড মুলার গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে আর পিছনে একজন করে সঙ্গী। ফুল স্পীডে বাঁক নিল সে, সামনে আড়াআড়িভাবে

মার্সিডিজটাকে দেখে চাপ দিল ব্রেকে। মার্সিডিজ দশ গজ দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের গাড়ি। দরজা খুলে নেমে পড়ল ড্যাড মুলার, তার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সোনালি চুল বাতাসে উড়ছে। 'তোমরা নেমো না।'

খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল মুলার। মার্সিডিজের ভেতর কাউকে দেখল না সে। পিছনের সীটের লোকটা জানালা খুলে বাইরে তাকাল, মুলারকে জিজ্ঞেস করল, 'শালারা মনে হয় ভেগেছে?'

'ভেগে যাবে কোথায়,' হিংস্র ভঙ্গিতে বলল মুলার। মেটো পথটার দিকে তাকাল সে।

এক হাতে গাছ ধরে নিজেকে স্থির রাখলেন শুমাখার, গ্যাস-পিস্তল ধরা অপরহাতটা লম্বা করে দিয়ে ট্রিগার টানলেন। মিসাইলটা বিস্ফোরিত হলো ড্রাইভিং সীটে, চারদিকে কাঁদানে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল। টলতে টলতে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল মুলার, হাত থেকে ফেলে দিল পিস্তলটা, দু'হাতে চোখ ডলছে। কাশির দমকে ফুলে ফুলে উঠল পিঠ আর গলা। চোখে কিছুই দেখছে না।

সামনের সীটে বসা লোকটার অবস্থা আরও করুণ। ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে সে। দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। একটানা চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে। এই সময় আবার একটা মিসাইল ছুঁড়লেন শুমাখার। খোলা জানালা দিয়ে ব্যাক সীটে পড়ল সেটা। আতঙ্কে সীটের কোণে সরে গেল আরোহী। বিস্ফোরিত হলো সাদাটে ধোঁয়া, হাউমাউ করে উঠল সে। ছুটতে শুরু করেছেন শুমাখার। মার্সিডিজে ফিরে এসে ড্রাইভিং সীটে বসলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক মাইল পেরিয়ে এল মার্সিডিজ। পিছনে কোন গাড়ির ছায়া মাত্র নেই। অথচ ব্রেমে দেখল বসের ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে।

'স্যার?'

'রানার কথা ভাবছি,' বললেন টনি শুমাখার। 'রাহাত খান আমাকে বলেছেন, ও এলে ওকে যেন সাহায্য করি। কিন্তু আমি যতদূর জানি, ও একজন লোনার—একা কাজ করতে ভালবাসে।'

'তারমানে কি তাকে আমরা সাহায্য করছি না?'

'আমাকে তার দরকার হলে সে-ই যোগাযোগ করবে,' বললেন শুমাখার। 'শুনেছি অত্যন্ত বিবেচক সে, প্রয়োজন না হলে কাউকে বিরক্ত করে না। ভাবছি এই মুহূর্তে সে কোথায়!'

বারো

রোড ব্রিজ পেরিয়ে দ্বীপ নগরী লিন্ডাউতে পৌঁছুল অস্টিন। টাইরোলিয়ান হ্যাট, বেঢপ আকারের টোবাকো পাইপ, আর হিটলারি গোঁফ অদৃশ্য হয়েছে, রানা এই মুহূর্তে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে সিগারেট হোল্ডারটা। লিন্ডাউতে প্রতিপক্ষরা কেউ যদি থাকে, তাদের চোখে যেন ধরা পড়াই ওর উদ্দেশ্য।

সীমান্ত পেরিয়ে জার্মানীতে ঢোকার পরপরই ছদ্মবেশ মুক্ত হয়েছে রানা। ডায়ানার প্রশ্ন ছিল, 'এ-সবের মানে?'

হাসতে হাসতে রানা বলল, 'সঙ্গে থাকলে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতাম।'

'কিন্তু ডেল্টার লোকেরা যে চিনে ফেলবে আমাদের!'

'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

'সে কি! তারমানে নিজেকে তুমি টোপ বানাচ্ছ? পাগল নাকি!' ডায়ানার চোখে অবিশ্বাস। 'জুরিখ আর সেন্ট গ্যালেনে কি ঘটেছে মনে নেই?'

'প্রতিভাবানরা এক-আধটু পাগলাটে হয়,' মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করবার ভঙ্গি করল রানা। 'আসল কথা, আমরা একটা সময়সীমার ভেতর কাজ করছি। দ্বীপে সবচেয়ে ভাল হোটেল যেন কোন্টা বললে—ব্যায়ারিশার?'

'হ্যাঁ, হপ্টব্যানহফের পাশেই...।'

'ব্যাপারটা আমরা এভাবে সাজাব। তুমি একা, লিন্ডাউতে এসেছ ট্রেনে চড়ে। হোটেলে আমরা আলাদাভাবে উঠব, ডাইনিং রুমে এক সাথে বসব না। কেউ আমরা কাউকে চিনি না। এভাবে তুমি আমার পিছনটা পাহারা দিতে পারবে। রঙিন চশমাটা পরে চেহারা খানিকটা বদলাও।'

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল ডায়ানা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'গাড়িতে আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই যে তোমাকে কাতুকুতু দেবে!'

হাসির দমকে বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো ডায়ানার। কোন রকমে নিজেকে একটু শান্ত করে বলল সে, 'হোটেলে আমরা তাহলে একঘরে থাকব না?'

'না। কেন?'

'ইঁদুর তাহলে সত্যিই ইঁদুর? সত্যি তার ভেতর সিংহ ঘুমিয়ে নেই? আমাকে তুমি হতাশ করলে, মাসুদ রানা। পরীক্ষা এড়াবার ভাল ফন্দি বের করেছ—আলাদা ঘরে থাকতে হবে!'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'আলাদা ঘরে থাকব, কিন্তু আমি তোমার ঘরে যাব না তা কি বলেছি?'

চেহারায় উৎসাহ নিয়ে জানতে চাইল ডায়ানা, 'তাহলে বলতে চাইছ পরীক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্তে এখনও তুমি অটল?' কথা শেষ করে রানার কাঁধে মাথা রাখল সে।

'ঠিক সময়টিতে তোমার যে কি অবস্থা হবে তাই ভাবছি।'

নিঃশব্দে শিউরে উঠল ডায়ানা, চোখ বুজে মিটিমিটি হাসল।

'অনেক বছর আগে একবার এসেছিলাম লিন্ডাউতে,' বলল রানা। 'রাস্তা-ঘাট না-ও চিনতে পারি। ম্যাপের ওপর চোখ রাখো ভুল হলে ধরিয়ে দেবে।'

রানার কাঁধ থেকে মাথা তুলে ম্যাপ খুলে কোলে রাখল ডায়ানা।

রোড ব্রিজ পেরিয়ে একটা সবুজ পার্কের ভেতর দিয়ে এল ওরা, পার্কটা লেকের কিনারা পর্যন্ত চলে গেছে। আবার কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়েছে কুয়াশা, সূর্য যেন থালা আকৃতির উজ্জ্বল একটা আভা। কয়েক মিনিট পর রানার উরুতে হাত রাখল ডায়ানা, মৃদু চাপ দিল। 'আমরা হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আমাকে বরং এখানেই নামিয়ে দাও। শেষ মাথায় পৌঁছে বাঁ দিকে বাঁক নেবে

তুমি। হোটেল ব্যায়ারিশার তোমার বাঁ দিকে পড়বে, ডান দিকে হপ্টব্যানহফ, নাক বরাবর হারবার। আমাদের দেখা হবে কোথায়?'

'হারবারের অনেক উঁচুতে একটা টেরেস আছে না—রোমারশ্যাঞ্জ? ওখান থেকেই তো ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক বাবুলকে খুন হতে দেখেছিলেন…।'

ব্যাগ হাতে নেমে পড়ল ভায়ানা। পুরানো রাস্তার এদিকটায় অল্প দু'একজন ট্যুরিস্টকে দেখা গেল, তবু কোন ঝুঁকি নিল না সে। জার্মান ভাষায় চিৎকার করে বলল, 'লিফট দেয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'গুড লাক।'

বাঁক নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল অস্টিন।

এরিক অ্যাম্বলার, পেভমেন্ট আর্টিস্ট, দেখামাত্র চিনে ফেলল রানাকে।

আজও ফুটপাথে নিজের আঁকা ছবি সাজিয়ে রোজগারের ভান করছে অ্যাম্বলার। ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্সটা ছবিগুলোর পাশেই রয়েছে, বাক্সের গায়ে পয়সা ফেলার ফুটো। আজও তার পরনে উইন্ডচিটার আর জিনস। ফুটপাথে পায়চারি করছে সে, হাত দুটো পিছনে এক করা।

অ্যাম্বলার তাকিয়ে ছিল হপ্টব্যানহফের গেটের দিকে। সুইটজারল্যান্ড থেকে একটা মেইন-লাইন এক্সপ্রেস আসার সময় হয়েছে। অস্টিন বাঁক নিতেই আওয়াজ পেল সে, ঘুরে দাঁড়াতেই রানাকে দেখতে পেল। রানাকে চিনতে পারার মধ্যে তার কোন কৃতিত্ব নেই।

হঠাৎ করে রানাকে উদয় হতে দেখে, তাকে দেয়া চেহারার বর্ণনার সাথে রানার চেহারা হুবহু মিলে যাওয়ায়, হতভম্ব হয়ে পড়ল অ্যাম্বলার। তার চেহারার ভাব যে কেউ দেখে ফেলতে পারে, কথাটা বেমালুম ভুলে গেল সে। ভুল যখন ভাঙল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল অস্টিন, এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার পায়চারি শুরু করল সে।

পিছনে আওয়াজ শুনে বুঝল অ্যাম্বলার, গাড়িটা কাছে কোথাও দাঁড়াল। পায়চারি থামাল না, তবে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে ঝট করে একবার তাকাল। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, পিছন থেকে দেখে লোকটাকে চিনে রাখতে চায়।

'ব্যাটা উজবুক কোথাকার?' উইং মিররের দিকে চোখ রেখে বলল রানা, হুইলের পিছনে এখনও বসে আছে ও। আয়নায় পরিষ্কার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখেছে লোকটাকে। আগেই সন্দেহ হয়েছিল, সন্দেহটা সত্যি প্রমাণিত হলো—ডেল্টা এখানেও লোক রেখেছে। গাড়ি থেকে নামল ও, দেখল লেকের দিক থেকে টুকরো টুকরো মেঘের মত ভেসে আসতে শুরু করেছে কুয়াশা, ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে হারবার। গাড়ি থেকে নামল রানা, তিনটে ধাপ টপকে ঢুকে পড়ল হোটেল ব্যায়ারিশারের প্রশস্ত রিসেপশন হলে।

ডেস্কের সামনে দাঁড়াল রানা। কাউন্টারের পিছনে দাঁড়ানো মেয়েটা হাড্ডিসার, কিন্তু ভারি চটপটে। হ্যাঁ, চারতলায় ডাবল বেডরুম খালি আছে, জানালা দিয়ে লেক দেখা যায়। ব্যবসা উপলক্ষে হঠাৎ করে চলে যেতে পারেন? ঠিক আছে, দিন, ভাড়া অ্যাডভান্স নিয়ে রাখি। 'এই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা পূরণ করে

দিন, স্যার, প্লীজ,' সবশেষে বলল মেয়েটা।

কথাবার্তা ইংরেজীতে হলো, ফর্মে নাম এবং জাতীয়তা লেখার সময় যা সত্যি তাই লিখল রানা। পেশার নিচে লিখল, কনসালট্যান্ট।

সুটকেস হাতে ওর সাথে এলিভেটরে উঠল পোর্টার। রুমটা বিশাল, মোজাইক করা বাথরুম। মোটা বকশিশ দিয়ে পোর্টারকে বিদায় করেই খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল রানা। নিচে হপ্টব্যানহফ আর হোটেলের সামনের অংশ।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছে ডায়ানা। শুধু রঙিন চশমা নয়, একটা স্কার্ফ দিয়ে মাথা আর মুখের খানিকটা অংশ ঢেকে রেখেছে সে।

রানার অস্টিন বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হবার পরপরই রাস্তা পেরিয়ে স্টেশনে ঢুকেছিল ডায়ানা, পেভমেন্ট আর্টিস্ট অ্যাম্বলার তাকে দেখেনি পর্যন্ত। একজন পুরুষকে খুঁজছে সে, কোন মেয়েকে নয়।

হপ্টব্যানহফে ঢোকার পর কার বা কাদের সাথে আবার বেরুনো যায় তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিল ডায়ানা। হোটেল ব্যায়ারিশারে উঠেছে এমন এক দম্পতি ট্রেনের সময়সূচী জানার জন্যে গিয়েছিল, তারা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে দলে ভিড়ে গেল সে। জার্মান ভাষায় লোকটাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যায়ারিশার কোন দিকে বলতে পারবেন, প্লীজ?'

উত্তর দিল মধ্য বয়স্ক মহিলা, 'এই তো, স্টেশন থেকে বেরিয়েই, রাস্তার ওপারে। আমরা তো ওখানেই উঠেছি।'

'দিন, আপনার সুটকেসটা আমাকে দিন,' জার্মান ভদ্রলোক ডায়ানার হাত থেকে সুটকেসটা চেয়ে নিল।

চমৎকার একটা কাভার পেয়ে গেল ডায়ানা, দম্পতিটি যেন স্টেশনে গিয়েছিল তাদের মেয়েকে রিসিভ করার জন্যে। তিনজন যখন হোটেলে ঢুকছে, অ্যাম্বলার তখন অন্য জগতে, ওদের দেখেও দেখল না।

চারতলার খোলা জানালা দিয়ে অ্যাম্বলারের হাবভাব দেখতে লাগল রানা। অস্টিনের পিছনে এসে দাঁড়াল সে, তালুতে লুকানো খুদে নোটবুকে খস খস করে গাড়ির নম্বর টুকল। বার বার চারদিকে তাকাল সে, কিন্তু ভুলেও একবার ওপর দিকে চোখ তুলল না।

'রাখ শালা!' দ্রুত জানালার কাছ থেকে সরে এল রানা। সুটকেস থেকে ছোট্ট একটা যন্ত্র বের করে রুমালে জড়াল, জ্যাকেটের পকেটে সেটা ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

এলিভেটর থেকে নেমে দেখল, ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করছে ডায়ানা। তার দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও।

রাস্তা পেরিয়ে হপ্টব্যানহফের দিকে যাচ্ছে পেভমেন্ট আর্টিস্ট।

জানা কথা, মনিবের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে লোকটা। তারমানে ফোন করবে। পিছু নিয়ে ছুটল রানা। কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই সারি সারি বুদের একটায় ঢুকে পড়ল অ্যাম্বলার। পাশের বুদে নিঃশব্দে ঢুকল রানা, কিন্তু দরজা বন্ধ করল না। লোকটা কখন ডায়াল করবে তার অপেক্ষায় থাকল।

স্টেশনের গেটের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল অ্যাম্বলার, তারপর

নোটবুকটা খুলে দেখল। হুক থেকে নামিয়ে এতক্ষণে ডায়াল করতে শুরু করল সে।

দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করল রানা।

চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল অ্যাম্বলার। কাঁচের ভেতর দিয়ে রানাকে দেখে ভূত দেখার মত দ্বিতীয়বার চমকাল সে। কয়েক সেকেন্ড নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল লোকটা। তারপর রানার দিকে পিছন ফিরে ডায়াল পর্ব শেষ করল।

ঠিক তাই চেয়েছিল রানা।

লোকটা যে প্রথমশ্রেণীর প্রফেশনাল নয়, আগেই বুঝতে পেরেছে রানা। তার জায়গায় ও হলে, এই ঘটনার পর আবোল-তাবোল নম্বর ডায়াল করত, কয়েক সেকেন্ড পর রিসিভার নামিয়ে রেখে বুদ থেকে বেরিয়ে যেত, যেন কানেকশন পাওয়া যায়নি।

কিন্তু ঘটল উল্টোটা। রানাকে দেখে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল অ্যাম্বলার, কিন্তু ডায়াল শুরু করেছে বলে, এবং অন্য দিকে তাকিয়ে থাকায় রানা তাকে দেখেনি ধরে নিয়ে, শুরু করা কাজটা শেষ করল সে। একজন বোকা লোকের সাইকোলজি।

একহাতে কানে রিসিভার তুলল রানা, আরেক হাত অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রুমাল জড়ানো যন্ত্রটা বের করল জ্যাকেটের পকেট থেকে, রাবারের তৈরি সাকারটা দুই বুদের মাঝখানের কাঁচে কোমর সমান উঁচুতে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। তারপর হিয়ারিং-এইড-টা কানে গুঁজল, তারটুকু লুকিয়ে রাখল লম্বা করা বাঁ হাতের আড়ালে।

লোকটা বোকা, এটুকুর ওপর ভরসা করে জুয়া খেলছে রানা। কিছুই ওর হারাবার নেই, কিন্তু ভাগ্য ভাল হলে পেয়ে যেতে পারে অমূল্য তথ্য। একবার যখন লোকটা ভূত দেখেছে, দ্বিতীয়বার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবে বলে মনে হয় না। অ্যাম্বলারের সাথে অপরপ্রান্তের কথাবার্তা শুরু হলো, প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা।

'স্টুটগার্ট…?'

নম্বরগুলো মনে গেঁথে নিল রানা। যদিও অপরপ্রান্তের কথা শুনতে পাচ্ছে না ও।

'এরিক অ্যাম্বলার বলছি,' হড়বড় করে বলল বটতলার শিল্পী। 'আপনি লুসি ডিলাইলা তো?'

'গর্দভ!' দাঁত কিড়মিড় করে বলল মেয়েটা। 'শুরুতেই দু'দুটো ভুল করে বসলে! এই নাম্বারে কথা বলার সময় নাম বা নাম্বার কিছুই বলবে না! তুমি চাও কেউ তোমার সাথে দেখা করুক?' অর্থাৎ ডিলাইলা জানতে চাইছে অ্যাম্বলারকে খুন করার জন্যে লোক পাঠাবে কিনা।

'স-সরি…,' তোতলাতে শুরু করল অ্যাম্বলার। রানাকে পাশের বুদে দেখে বুদ্ধি লোপ পেয়েছে তার। বুঝতে পারল, মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। ইচ্ছে হলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু তাহলে ডিলাইলা সন্দেহ করবে বিপজ্জনক কিছু ঘটেছে।

'দ্বিতীয় যে কনসাইনমেন্টটা আপনি আশা করছিলেন, সেটা পৌঁচেছে,' বলল অ্যাম্বলার। 'খানিক আগে হোটেল ব্যায়ারিশারে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে···।'

'ব্যায়ারিশার? কোথায় সেটা?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল ডিলাইলা।

'হারবার আর হপ্টব্যানহফের উল্টো দিকে। একটা অস্টিন গাড়িতে করে এসেছে কনসাইনমেন্ট, গাড়ির নম্বর হলো···। আমি কি ডিউটিতে থাকব?'

'হ্যাঁ! যা করার এখুনি করছি আমরা। তোমার নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে বসের কাছে রিপোর্ট করা হবে।'

'প্লীজ···!'

কিন্তু স্টুটগার্টের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অ্যাম্বলারের পিছনে কাঁচ থেকে সাকারটা খুলে নিল রানা, টেনে বের করল ইয়ার-পীসটা, তারপর সবগুলো এক করে রেখে দিল পকেটে। অ্যাম্বলার যখন বুদ থেকে বেরুচ্ছে রানা তখন জোর গলায় রিসিভারে প্রলাপ বকছে, 'তাইরে নাইরে না···।'

হপ্টব্যানহফ ছেড়ে বেরিয়ে গেল অ্যাম্বলার। রানাও বেরিয়ে এল বুদ থেকে। টনি গুমাখারকে দেয়ার মত কিছু তথ্য পেয়েছে ও।

বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল লুসি ডিলাইলা। বিড়বিড় করে বলল, 'এরিক শালা ডোবাবে দেখছি!'

তারপর কথাটা মনে পড়ল। ম্যাক্স মরলক তার যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হলেও, বুড়ো ভামটার কাছে তার কদর রয়েছে অন্য কারণে। ডিলাইলা গুরুতর বিপদেও বিচলিত হতে জানে না।

কাজেই নিজেকে আগে শান্ত করা দরকার, তারপর ম্যাক্স মরলকের সাথে কথা বলবে সে। পায়চারি থামিয়ে ফোনের সামনে বসল, সিগারেট ধরিয়ে পর পর লম্বা কয়েকটা টান দিল। সুগঠিত স্তন জোড়া ঘন ঘন উঁচু আর নিচু হলো। নিকোটিনের কল্যাণে শিথিল হয়ে এল ফুসফুস, এখন আর হাঁপাচ্ছে না ডিলাইলা। এবার ফোন করা যায়।

অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল ম্যাক্স মরলক। 'ইয়েস!'

'সেই আমি। কথা বলা যাবে!'

'ইয়েস! এমারেল্ড রিঙটা পেয়েছ তুমি? গুড।'

'দ্বিতীয় কনসাইনমেন্ট ডেলিভারি দেয়া হয়েছে। এই মাত্র খবর পেলাম—খানিক আগে লিন্ডাউয়ের হোটেল ব্যায়ারিশারে পৌঁচেছে।'

'আজ সন্ধ্যায় ওখানে আমার সাথে দেখা করো,' হুকুম করল ম্যাক্স মরলক। 'একজিকিউটিভ জেট নিয়ে কাছাকাছি এয়ারস্ট্রিপে নামবে, ওখান থেকে ভাড়াটে গাড়ি করে লিন্ডাউ। তোমার জন্যে রিজার্ভ করা থাকবে একটা কামরা। তোমার সাহায্য দরকার হতে পারে।'

'গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা লিখে নিন।'

নম্বরগুলো পুনরাবৃত্তি করল মরলক, তারপর গুডবাই না বলেই যোগাযোগ কেটে দিল।

ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল লুসি ডিলাইলা। ম্যাক্স মরলকের প্রতিক্রিয়া

প্রভাবিত করেছে তাকে। মাসুদ রানা কোথায় জানার সাথে সাথে ইতি-কর্তব্য স্থির করে ফেলল মরলক, কোন রকম সিদ্ধান্তহীনতায় বা দ্বিধায় ভুগল না। তবে মনিবের একটা কথা অস্বস্তিকর। তোমার সাহায্য দরকার হতে পারে মানে?

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত চিন্তাটা খেলে গেল মাথায়। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হলো ডিলাইলার। আগের চেয়ে দ্রুত হলো নিঃশ্বাস। এক টানে ব্লাউজের চেইন খুলে ফেলল সে, তারপর একে একে সবগুলো কাপড় গা থেকে ফেলে দিয়ে দিগম্বরী সাজল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল সে। ধীরে ধীরে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল গর্ব হাসি। এমন যার যৌবন তার পক্ষে তো পুরুষমানুষের মন জয় করা কোন সমস্যাই নয়। তার রূপের আগুনে মুনি ঋষিরাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, মাসুদ রানা তো কোন্ ছার!

ডিলাইলা বুঝতে পেরেছে, ঠিক এই কাজটাই করতে বলবে তাকে ম্যাক্স মরলক, মাসুদ রানাকে পটাও, তাকে ফাঁদে ফেলো, তারপর সুযোগ মত তার দুই পাঁজরের মাঝখানে ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দাও সুঁইটা।

তা দেবে, ডিলাইলা তা দিতে পারবে, কিন্তু তার আগে দুর্লভ সুযোগটা কাজে লাগাতে ছাড়বে না সে। ম্যাক্স মরলকের অনুচররা সারাক্ষণ তার ওপর নজর রাখছে, যুবক কোন পুরুষের সঙ্গ থেকে আজ কত দিন ধরে বঞ্চিত সে। মাসুদ রানাকে খুন করার আগে তার সঙ্গ থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত করবে না। শত্রু হিসেবে এত যে শক্তিশালী, শয্যাসঙ্গী হিসেবে সে কতটা ক্ষমতা রাখে দেখা যাবে।

কুঁজো কার্লকে শুধু এক রাত বাইরে থাকার উপযোগী একটা গোছানো সুটকেস নিয়ে আসার নির্দেশ দিল ম্যাক্স মরলক। সুটকেস অনেকগুলোই গোছানো থাকে, এক থেকে পনেরো দিন বা এক মাস বাইরে থাকার জন্যে মনিবের যা যা দরকার হতে পারে, সব সেগুলোয় ভরে রাখে কার্ল। গন্তব্য স্থানের আবহাওয়া অনুসারে সুটকেস নির্বাচন করা হয়। এভাবে সুটকেস তৈরি থাকায় মুহূর্তের নোটিশে যে-কোন গন্তব্যে রওনা হয়ে যেতে পারে মরলক। কুঁজোকে নির্দেশ দিয়েই ইন্টারকমে উয়ে জিলারকে ডেকে পাঠাল সে। টীম নিয়ে ব্রেগেঞ্জ থেকে ফেরার পর উয়ে জিলার হেডকোয়ার্টারেই রয়েছে। একটু পরই পৌছুল জিলার। তাকে দেখেই মারমুখো হয়ে উঠল মরলক।

'তোমার কাজ অন্য লোকে করে ফেলেছে! তাও একটা মেয়েলোক! লিভাউ যাচ্ছি আমি, হোটেল ব্যায়ারিশারে, খানিক আগে ওখানে উঠেছে রানা। বাছাই করা লোকদের সাথে নাও, আমার পিছু নিয়ে একই হোটেলে ওঠো…।'

'এইবার তাকে আমরা…,' শুরু করল জিলার।

'এইবার তাকে তুমি, আমরা নয়, ফর গডস সেক! সকাল হবার আগেই, বুঝেছ? কিন্তু খুব সাবধানে। মনে রেখো, রানা একাই একশো। এর আগে রিয়া তাকে খুন করতে পারেনি, তোমরাও যদি না পারো…'

'রিয়া, স্যার মেয়ে… ওকে পাঠানোই উচিত হয়নি…।'

'পাঠানো হতও না,' বলল ম্যাক্স মরলক। 'কিন্তু জানতে পারলাম জুলি ডায়ানার বদলে পলিন ইউরোপা থাকবে অ্যাপার্টমেন্টে। দু'বোনের চেহারা প্রায়

একই রকম হলেও, ডায়ানার সাথে ইউরোপার কোন তুলনা চলে না। ইউরোপাকে কাবু করা কঠিন হবে না মনে করে রিয়াকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ইউরোপাকে কাবু করতে পারলেও রানাকে সে খুন করতে ব্যর্থ হয়। তার ব্যর্থতার জন্যে তাকে সাজা পেতে হয়েছে, তোমরাও যদি…।'

'জোহান গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে,' দামী একটা সুটকেস হাতে ঘরে ঢুকল কুঁজো।

মূল্যবান টুইডের স্যুট পরেছে মরলক, লম্বা লম্বা পা ফেলে বিশাল হল পেরোল সে। জোড়া দরজা খুলে দিল কুঁজো, ধাপ ক'টা তর তর করে নেমে গেল মরলক। ছয় সীটের কালো মার্সিডিজে চড়ল সে। উর্দি পরা শোফার দরজা বন্ধ করল। বোতাম টিপে জানালা খুলল মরলক, শোফারকে নির্দেশ দিল, 'লিন্ডাউ—উড়িয়ে নিয়ে চলো।'

হপ্টব্যানহফ থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল পেভমেন্ট আর্টিস্ট লোকটা ওর দিকে পিছন ফিরে বাক্স থেকে পয়সা বের করছে। স্ট্যান্ডের প্রথম ট্যাক্সির পাশে আড়াল নিয়ে দাঁড়াল রানা, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'পোস্টাফিস যাবে?'

মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

দরজা খুলে উঠে পড়ল রানা, একটা চোখ পেভমেন্ট আর্টিস্টের দিকে। 'তাড়াতাড়ি, পোস্টাফিস বন্ধ হয়ে যাবে।'

'এই তো কাছেই…,' বলে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

পোস্টাফিসে পৌঁছে কাউন্টারের পিছনে বসা মেয়েটাকে মোহন এক টুকরো হাসি উপহার দিল রানা। রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার ফোন নম্বর বলতেই কানেকশন পাইয়ে দিল মেয়েটা। একটা বুদে ঢুকে রিসিভার তুলল রানা। অপরপ্রান্তে অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।'

'বৃহস্পতি বলছি।'

'দুই-আট…,' পরিচিত, জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

দ্রুত কথা বলে গেল রানা, জানে প্রতিটি শব্দ রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে লন্ডন শাখায়। 'ব্রেগেঞ্জে দেখা গিয়েছিল বাবুলকে…লোথার ম্যাথিউস-এর কবর দেখতে গিয়েছিল, ফলকে লেখা রয়েছে উনিশশো ত্রিশ, উনিশশো তিপ্পান্ন…দামী কাপড় পরা এক মহিলাকেও প্রতি বুধবার কবরে দেখা যায়, পরিচয় জানা যায়নি…বাবুলের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছিল…ডেল্টা সবখানে তৎপর…ব্রেগেঞ্জে তাদের তিনজনকে দেখেছি…।'

'ওরা তোমাদের চিনতে পেরেছে?' রাহাত খানের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠল।

'আমরা ওদের দেখি…ওরা চিনতে পারেনি…ব্যায়ারিশার, লিন্ডাউতে উঠেছি…ডেল্টার চোখ এখানে একজন পেভমেন্ট আর্টিস্ট, আমাকে দেখেছে…মি. টনি শুমাখার স্টুটগার্ট ফোন নম্বরটা চেক করলে ভাল হয়…স্টুটগার্ট কন্ট্যাক্টের নাম লুসি ডিলাইলা…ছাড়ছি…।'

'ওয়েট, ওয়েট,' নির্দেশ দিলেন রাহাত খান। 'ইডিয়েট! ছেড়ে দিয়েছে!' রিসিভার নামিয়ে রেখে সোহানার দিকে কটমট করে তাকালেন তিনি, যেন রানা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার জন্যে সে-ই দায়ী।

রেকর্ডিং মেশিনটার সুইচ অফ করল সোহানা।

'রানা কি করতে যাচ্ছে জানো?' হঠাৎ বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। চমকে উঠে মুখ তুলল সোহানা। 'পাখা গজিয়েছে শয়তান ছোকরার, মরতে চায়।'

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল সোহানার। হাতের তালু ঘেমে গেল। 'স্যার?' কার সাথে কথা বলছে ভুলে গেল সে, ঝুঁকে পড়ল বসের দিকে। 'কি করতে যাচ্ছে রানা?'

'ওকে আমি চিনি, নিজেকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে ও!' পায়চারি শুরু করলেন রাহাত খান। 'আমি বারণ করব বুঝতে পেরে যোগাযোগ কেটে দিল!'

মাথা নিচু করে নিজেকে সামলাল সোহানা। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ঝোঁকের মাথায় কিছু করবে না রানা, স্যার। টোপ হিসেবে আগেও নিজেকে ব্যবহার করেছে ও…।'

'তুমি আমার চেয়ে বেশি বোঝো?' এক ধমকে সোহানাকে চুপ করিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'ম্যাক্সিমাম ডেঞ্জার জোনে রয়েছে ও।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন তিনি, তারপর সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। বললেন, 'ফোনে শুমাখারকে আনো। আই সেন্স অ্যান ইমার্জেন্সী।'

তেরো

কিন্তু ওদেরকে দেখে কে বলবে পরিস্থিতি গুরুতর?

'আমি আদম হলে তুমি ঈভ হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জিভের ডগা বের করে ভেংচি কাটল ডায়ানা। 'আমি বিড়াল হলে তুমি ইঁদুর হবে?'

'ভুল করছ,' বলল রানা। 'আমার সিংহ হবার কথা ছিল।'

'তাহলে তো আমাকে হরিণ হতে হয়!' অসহায় ভঙ্গি করল ডায়ানা।

'নট নেসেসারিলি,' হাসল রানা। 'তুমি ইচ্ছে করলে সিংহী হতে পারো।'

তৈরি ছিল না, বুকের মাঝখানে বক্সিং খেতে হলো রানাকে। তবে ফেরত যাবার আগেই হাতটা ধরে ফেলল ও, হ্যাঁচকা টানে ডায়ানাকে নিজের বুকের ওপর ফেলল।

'উফ্! মাগো! ছাড়ো! লাগে!' ধস্তাধস্তি শুরু করল ডায়ানা।

'একই অঙ্গে এত রূপ!' ডায়ানার ঠোঁটে নেমে এল রানার ঠোঁট। প্রথম চুক চুক করে দু'বার চুমো খেলো রানা, তারপর গোগ্রাসে দীর্ঘ চুম্বন। ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল ডায়ানা, শুধু হাত দুটো লতার মত রানার কাঁধ জড়াল। অবাধ্য হয়ে উঠল রানার দু'হাত। পাগল হয়ে উঠল ডায়ানা। বিছানার দিকে টানল রানাকে,

হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা অফ করে দিল।

ঘর অন্ধকার। কেউ ওরা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। যৌবনের যা ধর্ম, অন্ধকারে পরস্পরকে আবিষ্কার করছে ওরা। কিছু কিছু টুকরো কথা হলো, যা একান্তভাবে ওদের ব্যক্তিগত। কিছু স্পর্শ ওদেরকে শিহরিত করে তুলল, যার বর্ণনা দেয়া নিষেধ।

ডাইনিংরুমে আলাদাভাবে ঢুকল দু'জন, যেন কেউ কাউকে চেনে না। কিভাবে সঙ্কেত দিতে হবে তা আগেই ঠিক করা হয়েছে।

জানালার ধারে, একা একটা টেবিল নিল রানা, বাইরে তাকালে কুয়াশা ঢাকা হারবার দেখা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ কেউ ডাইনিংরুমে ঢুকলে সিগারেট ধরাবে ডায়ানা। ডিনার পর্ব এইমাত্র শেষ করেছে, কফির কাপে চুমুক দিয়ে ঠিক তাই করল সে।

রাশভারী এক লোক ঢুকল ডাইনিংরুমে, যেন খ্যাতিমান কোন অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করল। নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল। সবার চোখ দরজার দিকে, যারা পিছন ফিরে বসে আছে তাদের ঘাড় ঘুরে গেল সেদিকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নতুন আগন্তুক টেবিলে বসা লোকগুলোকে একবার জরিপ করে নিল।

ধবধবে সাদা চুলে হাত বুলাল সে, গোঁফের কোণ ধরে মৃদু টান দিল, ঠোঁটের কোণে গম্ভীর ক্ষীণ হাসি। যার সাথেই তার চোখাচোখি হলো, চোখ নামিয়ে নিল সে। আগন্তুকের পরনে হালকা নীল লাউঞ্জ স্যুট, বোতামের সাথে একটা তাজা লাল গোলাপ।

হোটেল ম্যানেজার শশব্যস্তভাবে ছুটে এল। মাননীয় অতিথিকে জানালার ধারে একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল সে, রানার উল্টো দিকে, রুমের আরেক প্রান্তে। লোকজন আবার কথা বলতে শুরু করলেও, আগের কোলাহল আর শোনা গেল না, মৃদু একটা গুঞ্জন ভেসে থাকল বাতাসে। সুন্দরী মেয়েরা সুযোগ পেলেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল কোটিপতি আগন্তুককে। ব্যাপারটা লক্ষ করে কৌতুক বোধ করল রানা।

অঢেল টাকার চেয়ে বড় গ্ল্যামার আর কি আছে, ভাবল ও।

ডায়ানা টেবিল ছাড়ার দুই কি তিন মিনিট পর রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। চওড়া করিডর ধরে হাঁটার সময় ডায়ানাকে রিসেপশনে দেখল ও, ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একটা মেয়ে, রিসেপশনিস্টের সাথে কথা বলছে সে। ছাব্বিশ কি সাতাশ বছর বয়স হবে মেয়েটার, আন্দাজ করল রানা। ভরাট শরীর, আগুন জ্বালানো রূপ। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তৃপ্তির হাসিতে চেহারাটা উদ্ভাসিত হতে যাচ্ছিল, সময় মত নিজেকে সামলে নিল রানা। একা একা হাসলে লোকে বলবে কি? তবে স্বীকার করতে হবে, ডায়ানার তুলনা হয় না, আপনমনে ভাবল ও। ওর মত ঐশ্বর্য ক'জনার আছে!

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করছে মেয়েটা। করিডর থেকে রিসেপশনে না ঢুকে লাউঞ্জে চলে এল রানা, এখান থেকে ঝালর ঝোলানো খোলা দরজা দিয়ে রিসেপশন হলের বেশিরভাগটা দেখা যায়। লাউঞ্জে আরামদায়ক

আর্মচেয়ার আছে, তারই একটা বেছে নিয়ে বসল রানা। একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে জুত করে সিগারেট ধরাল। অপেক্ষা করছে।

সুন্দরী মেয়েটা পোর্টারের পিছু পিছু এলিভেটরে গিয়ে উঠল। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রিসেপশনিস্টকে ডায়ানা জিজ্ঞেস করছে, 'কেম্পটেন-এর ট্রেন ক'টায় বলতে পারেন?' রেইল টাইম-টেবল চেক করে সময়টা জানিয়ে দিল রিসেপশনিস্ট।

'ধন্যবাদ,' বলে ডেস্কের দিকে পিছন ফিরল ডায়ানা, পরমুহূর্তে আবার ঘুরল। 'মনে হলো মেয়েটাকে আমি চিনি, এইমাত্র এল যে। ও তো প্রায়ই এখানে ওঠে, তাই না?'

'আমি যতদূর জানি, এটাই তাঁর প্রথম ভিজিট…।'

ব্যাগ খুলে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করল ডায়ানা, ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে লাউঞ্জে ঢুকল। রানার সামনে দিয়ে এগোবার সময় হাতের ব্যাগটা ফেলে দিল সে, মুখ খোলা ব্যাগ থেকে জিনিস-পত্র যা ছিল সব ছড়িয়ে পড়ল পায়ের কাছে। ভেতরের গোপন পকেটে নাইন এম এম পিস্তলটা অবশ্য জায়গা মতই থাকল।

'প্লীজ, আমাকে সাহায্য করতে দিন,' বলে এগিয়ে এল রানা, ছোটখাটো জিনিসগুলো তুলতে শুরু করল।

'ছি-ছি, কি কাণ্ড বলুন তো—সত্যি আমি দুঃখিত…।' ডায়ানাও ঝুঁকে পড়ে এটা-সেটা তুলছে।

দু'জনের মাথা কাছাকাছি হলো। ফিসফিস করে কথা বলল ডায়ানা।

'মেয়েটাকে তুমি দেখেছ। রেজিস্ট্রেশন ফর্মে নাম লিখল, লুসি ডিলাইলা, স্টুটগার্ট থেকে এসেছে।'

'হায়েনারা এক জায়গায় জড় হচ্ছে,' নিচু গলায় বলল রানা। 'ডাইনিংরুমে ওটা কে—ম্যাক্স মরলক?'

'হ্যাঁ, কাগজে ছবি দেখেছি।'

জিনিসগুলো সব তোলা হলো, সিধে হলো দু'জনেই। রিসেপশনিস্টের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে ডায়ানা, শুনতে পাবার মত করে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ…,' বলে লাউঞ্জের শেষ মাথায়, দেয়ালের সামনে গিয়ে একটা আর্মচেয়ারে বসল সে, এখান থেকে চারদিকে লক্ষ্য রাখা যাবে। ব্যাগটা খুলল সে, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে গোপন পকেট থেকে পিস্তলটা তুলে অন্যান্য জিনিসের সাথে রাখল, দরকারের সময় সহজেই যাতে বের করা যায়। কাজটা শেষ করেছে, এই সময় রিসেপশনে ঢুকল উয়ে জিলার, সাথে হেলমুট র‍্যান, দু'জনের হাতেই একটা করে ছোট ব্যাগ।

চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল ডায়ানার। দু'জনকেই চিনতে পেরেছে সে। ব্রেগেঞ্জে এদেরকেই গাড়ি করে যেতে দেখেছিল, ড্রাইভার আর তার পাশের আরোহী।

দরজা থেকে রিসেপশন ডেস্কে যাবার পথে দু'জনই ঘাড় ফিরিয়ে লাউঞ্জের দিকে তাকাল। ডায়ানার মনে হলো, দ্বিতীয় লোকটা, হেলমুট র‍্যান, রানার ওপর শুধু চোখ না বুলিয়ে, এক সেকেন্ড স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল যেন। একটা খবরের

কাগজ পড়ছে রানা, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে সিগারেট হোল্ডার। উয়ে জিলার কিছু দেখেছে বলে মনে হলো না। এবং লাউঞ্জের কোণে বসে থাকা ডায়ানার দিকে দু'জনের কেউই ভাল করে তাকাল না।

ব্যাগটা বন্ধ করে দাঁড়াল ডায়ানা। প্যাকেট আর লাইটার হাতেই রয়েছে, এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরাল সে। মৃদু ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রিসেপশন ডেস্কের দিকে এগোল, লোক দু'জন যেখানে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করছে। ওদের পিছনে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সে, দেয়ালের ছবিগুলো দেখছে।

'বাথ সহ সিঙ্গেল দুটো কামরা চাই আমরা,' কর্কশ গলায় বলল উয়ে জিলার, যেন বাড়ির চাকরকে হুকুম করছে। 'একটা পোর্টারকে ঝেড়ে দৌড় দিতে বলো, ডাইনিংরুমে যেন একটু পর ডিনার সার্ভ করা হয়।'

'সিঙ্গেল দুটো কামরা দেয়া যাবে,' রিসেপশনিস্ট উয়ে জিলারের দিকে তাকাল না, তবে বিনয়ের সাথে কথাগুলো বলল সে। 'ডিনার শুরু হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারলে আপনারাও···।'

'ওদের খবর দাও আমরা এসেছি!' চাপা গলায় গর্জে মত উঠল উয়ে জিলার। 'স্টেক, প্রচুর আলু লাগবে আমাদের। আর খুব ভাল রেড ওয়াইনের একটা বোতল।'

'ঠিক আছে, স্যার। পোর্টার আপনাদের ব্যাগগুলো নিয়ে যাবে।'

থপ্ থপ্ পা ফেলে এলিভেটরের দিকে চলে গেল ওরা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ডায়ানার দিকে তাকাল রিসেপশনিস্ট, হাসতে পেরে হালকা বোধ করল। লিভাউয়ের স্ট্রীট প্ল্যান জানতে চাইল ডায়ানা। রিসেপশনিস্ট ব্যাখ্যা করছে, এই সময় করিডর থেকে বেরিয়ে এল ম্যাক্স মরলক। ডেস্কের পাশ ঘেঁষে লাউঞ্জে ঢুকল সে। সেদিকে তাকিয়ে ডায়ানার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

রানার পাশের আর্মচেয়ারে বসেছে ম্যাক্স মরলক।

সরাসরি রানার দিকে তাকাল ধনকুবের। 'আমি ম্যাক্স মরলক। আপনি ব্রিটিশ?'

বাড়ানো হাতটার দিকে তাকাল রানা, ভঙ্গি করল ধরতে যাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হোল্ডারে নতুন একটা সিগারেট ভরল।

অপমানটা গায়ে মাখল না মরলক। বাড়ানো হাত দিয়ে কনিয়্যাকের গ্লাসটা ধরল সে, এইমাত্র ওটা টেবিলে রেখে গেছে ওয়েটার। গ্লাসটা মুখের সামনে তুলল সে।

'না,' বলল রানা।

গ্লাস ধরা হাতটা স্থির হয়ে গেল। 'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'আমি ব্রিটিশ নই।'

'আচ্ছা! আমার ভুল হয়েছে। আমার জানামতে অনেক ভারতীয় স্থায়ীভাবে বাস করে ব্রিটেনে, অনেকে নাগরিকত্বও পায়।' গ্লাসে চুমুক দিতে গেল মরলক।

'আমি ভারতীয় নই আপনি জানেন।'

'হোয়াট?' চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল মরলক। তারপর সকৌতুকে হেসে উঠল সে। 'ও, আচ্ছা, আপনি রসিকতা করছেন। তাহলে নিশ্চয়ই আপনি

বাংলাদেশী হবেন। কি, ঠিক বলিনি? আমাদের সুন্দর বাভারিয়ায় বেড়াতে এসেছেন বুঝি?'

এতক্ষণে মরলকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। বিশুদ্ধ জার্মান ভাষায় বলল, 'সুন্দর আর থাকছে কোথায় বাভারিয়া। হিটলারের জারজ সন্তানরা গোটা জার্মানীকেই তো আবার লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার পাঁয়তারা কষছে।'

গ্লাসে আর চুমুক দেয়া হলো না, চোখে অবিশ্বাস এবং আক্রোশ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাক্স মরলক। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলল সে, 'আপনি বিদেশী অতিথি, আপনার সাথে আমার ঝগড়া করা উচিত নয়। তবে কথা হলো কি জানেন···।'

'কথা একটাই,' তাকে বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আপনি তাদেরই একজন। আপনি একজন নাৎসী। আপনাদের দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করা দরকার।'

কোমল হাসি ফুটল মরলকের মুখে, যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি সে, জীবনে কখনও মাথা গরম করেনি। 'তাই হব আমরা, নিশ্চিহ্নই হয়ে যাবো, যদি না সামনের ইলেকশনে হেলমুট হ্যালারকে পরাজিত করতে পারি। পশ্চিম জার্মানীতে কম্যুনিস্ট সরকার, কল্পনা করতে পারেন? রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই জার্মানীই তো পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিরোধ প্রাচীর।'

'হেলমুট হ্যালার এককালে কম্যুনিস্ট ছিলেন···।'

'একবার যে কম্যুনিস্ট, চিরকাল সে কম্যুনিস্ট।'

'তাতেই বা কি এসে যায়?'

'জার্মানীর বন্ধু হলে কি করে আপনি চান এখানে একটা কম্যুনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসুক?'

'আমার চাওয়া না চাওয়াতে কিছু আসে যায় না।' সিগারেটে টান দিয়ে মরলকের দিকে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। রানার দেখাদেখি, যেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে, পাউচ থেকে হাভানা চুরুট বের করল মরলক। রানা বলে চলেছে, 'জার্মানীর জন্যে কমিউনিজম ভাল কি খারাপ আমার জানা নেই। তবে অনেক দেশের জন্যেই শুধু ভাল নয়, একান্ত জরুরী। কমিউনিজমের যদি খারাপ দিক থাকে, ক্যাপিটালিজমেরও খারাপ দিক আছে। কিন্তু নাৎসীবাদের ভাল দিক বলতে কিছুই নেই। জারজদের চেষ্টা কোন কাজে আসবে না, ফ্যাসীবাদকে আর কখনও জার্মানীর মানুষ মেনে নেবে না।'

'ব্র্যান্ডি, স্যার? নাকি হুইস্কি?' সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল ম্যাক্স মরলক। 'মাফ করবেন, আপনার নামটিও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। সিগার?' বলে চুরুটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল সে রানার দিকে।

মৃদু হাসল রানা। 'হাভানা চুরুট? লজ্জা করে না? নাকি এতই মূর্খ যে জানা নেই ওটা একটা কম্যুনিস্ট দেশে তৈরি?' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আপনার সাথে আলাপ করে কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। আবার দেখা হবে।'

আবার দেখা হবে···মরলকের মনে হলো, রানা যেন তাকে হুমকি দিয়ে গেল। জীবনে যা কখনও হয়নি, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। দেখল, লম্বা লম্বা পা ফেলে এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে রানা। কিন্তু অন্য একটা মেয়ে, লাউঞ্জ থেকে

রানার আগে চেয়ার ছেড়েছে, কয়েক সেকেন্ড আগে পৌঁছে গেল এলিভেটরে। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই সময় রানা জার্মান ভাষায় পিছন থেকে তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল, যেন সে-ও উঠতে পারে এলিভেটরে। দু'জন আরোহীকে নিয়ে উঠে গেল এলিভেটর। দেখল বটে, কিন্তু ব্যাপারটার কোন তাৎপর্য মরলকের চোখে ধরা পড়ল না। সে তখন রানার সাথে কি কি কথা হয়েছে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্মরণ করতে ব্যস্ত।

এলিভেটর থেকে চারতলায় বেরিয়ে এসে ওরা দেখল ল্যান্ডিংটা খালি। নিজের রুমের দরজা খুলে ডায়ানাকে টেনে ভেতরে ঢোকাল রানা, তালা লাগাল, তারপর অন্ধকারে হাতে চাপ দিয়ে নড়তে নিষেধ করল ডায়ানাকে। রুম এবং বাথরুম চেক করে ফিরে এল ও, জানালার পর্দাগুলো টেনে দিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালল। ল্যাম্পে শেড পরানো রয়েছে; ঘরে শুধু আলোর একটু আভা ফুটল।

'নেকড়ে দুটোকে দেখলে?' জিজ্ঞেস করল ডায়ানা। 'একজনের নাম উয়ে জিলার, আরেকজনের হেলমুট র‍্যান। রেজিস্ট্রেশন ফর্মে দু'জনেই লিখল, মিউনিক থেকে এসেছে ওরা। ব্রেগেঞ্জে ওদের আমরা দেখেছি।'

'জানি,' বলল রানা। 'চেহারাতেই বোঝা যায়, পেশাদার খুনী ওরা। যা ঘটবে বলে ভেবেছি তাই ঘটছে। সদলবলে হাজির হয়েছে শয়তানগুলো।'

'তোমাকে মারতে এসেছে!' ব্যাপারটা হঠাৎ উপলব্ধি করে বিহ্বল হয়ে পড়ল ডায়ানা।

'আমিই ওদের আনিয়েছি, তাই না?' বলল রানা। 'তবে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে, তা ভাবিনি। সশরীরে মরলকের হাজির হওয়ার কারণ, তার দল এবারও যেন ব্যর্থ না হয় সেটা দেখা। জিলার আর র‍্যান আমাকে মারতে আসবে, লুসি ডিলাইলা থাকবে ব্যাক-আপ টীম হিসেবে···।'

'ওটা একটা বিষাক্ত সাপ,' ভয়ার্ত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল ডায়ানা। 'বিপদটা ওর দিক থেকেও আসতে পারে, রানা, বাকি দু'জন হয়তো ব্যাক-আপ, কিংবা ডাইভারশন। কিন্তু মরলকের সাথে তুমি কেন খামোকা লাগতে গেলে? শয়তানটার সাথে তোমার কথা বলাই উচিত হয়নি।'

'বদমাশটা আমাকে ওজন করার চেষ্টা করছিল। ও কিন্তু একটা ম্যানিয়াক, যা করছে তার প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়েই করছে। শুধু নিষ্ঠুর নয়, সমস্যার জড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলার জন্যে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমাদের সাবধান থাকতে হবে···।'

'আজ রাতে ওরা কিছু করবে বলে মনে হয়?'

পর্দা একটু সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। 'না। যতক্ষণ সে হোটেলে আছে, ততক্ষণ খুনীরা আমার খোঁজে আসবে না। তবু সাবধান থাকব আমরা।'

'আমরা?'

'দু'জনকে একসাথে এলিভেটরে উঠতে দেখেছে মরলক,' বলল রানা। 'তোমাকে আমি একা থাকতে দিতে পারি না।'

'তারমানে রাতের ঘুমটা হারাম করতে হবে?'

'সারা রাত নয়,' বলল রানা। 'পালা করে পাহারায় থাকব। তোমার সময় পিস্তলটা হাতের কাছে রেখো।'

'কাল?'

'লিডাউ জলপুলিসের সার্জেন্ট প্যাটরার সাথে দেখা করব, যদি বেঁচে থাকি,' বলল রানা।

'সার্জেন্ট প্যাটরা?'

'হ্যাঁ, সে-ই বাবুলের লাশ নিয়ে এসেছিল।'

'তারপর?'

'তারপর? তারপর ডেল্টার জন্যে লোভনীয় একটা ফাঁদ পাতব আমরা।'

'কি রকম?'

'পরে শুনো।'

'কিন্তু আজ রাতের ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না, যাই বলো,' রানার পিছনে এসে কাঁধে হাত রাখল ডায়ানা। জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। 'দু'জন জাত খুনী রয়েছে হোটেলে। মেয়েটা স্রেফ বিষ। তুমি বললে মরলক তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেয়। আজ রাতেই যদি ওরা হামলা করে?' শিউরে উঠল সে। 'রানা, আমার ভয় করছে।'

'আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই,' ডায়ানাকে ধরে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে এল রানা। 'তিনটে বাজলে তোমাকে আমি তুলে দেব। ততক্ষণ নাক ডেকে ঘুমাও।' হাতঘড়ি দেখল ও। 'সাড়ে দশটা।'

'কিন্তু আমার যে ঘুম আসবে না!'

'চেষ্টা করো।'

রানার দিকে পিছন ফিরে কাপড় বদলাল ডায়ানা। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কপালে চুমো খেলো রানা। তারপর ফিরে এসে জানালার সামনে একটা চেয়ারে বসল।

কয়েক মিনিট বিছানায় ছটফট করল ডায়ানা।

'কি, ঘুম আসছে না?'

কোন সাড়া দিল না ডায়ানা।

আরও ক'মিনিট পর নড়াচড়া বন্ধ হলো ডায়ানার, মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল রানা, পিছনে একটা শব্দ হতে তাকিয়ে দেখে বিছানা থেকে নেমে ওর দিকে হেঁটে আসছে ডায়ানা।

'কি ব্যাপার?'

কোন জবাব না দিয়ে সোজা হেঁটে এল ডায়ানা। রানার ভুরু কুঁচকে উঠল। ডায়ানার চোখ দুটো বন্ধ। ঘরের অল্প আলোয় তাকে হাতড়াতে দেখল রানা। চেয়ার, টেবিল, ইত্যাদি স্পর্শ করে রানার দিকে হেঁটে এল সে।

'ডায়ানা?'

রানার চেয়ারটা স্পর্শ করল ডায়ানা। তারপর ঝপ্ করে রানার কোলে বসে পড়ল। 'আমি জেগে নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'এটা আমার একটা রোগ,

ঘুমের মধ্যে হাঁটি।'

নাইলনের স্বচ্ছ নাইটড্রেস পরে আছে ডায়ানা। কোমল শরীরটা দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'আমার রোগ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি,' বলে বিছানার ওপর নামাল ডায়ানাকে। আলো নেভাবার জন্যে হাত বাড়াল ডায়ানা, তাকে বাধা দিল রানা। 'থাক।'

'যাহ্!'

'তুমি তো ঘুমিয়ে আছ, তোমার কাছে আলোও যা অন্ধকারও তাই,' বিছানায় উঠে পড়ল রানা। 'কিন্তু আমি জেগে আছি, আলো ছাড়া স্বপ্নটা দেখব কিভাবে?'

চোদ্দ

রাত বারোটায় রানা উপলব্ধি করল, ডায়ানার কথাই ঠিক। ম্যাক্স মরলককে ছোট করে দেখেছিল ও।

কামরাটা অন্ধকার, দরজার দিকে মুখ করে জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে রানা, কোলের ওপর কোল্ট। বিছানা থেকে ডায়ানার নিয়মিত নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ ভেসে আসছে, ঘুমিয়ে পড়েছে সে। নিচের তলায়, হোটেলের প্রবেশ-পথে, লোকজনের ব্যস্ততা টের পেয়ে গেল রানা।

জানালার পর্দা সরিয়ে নিচে তাকাল ও। হোটেলের সামনে ছয় সীটের কালো মার্সিডিজ, ফুটপাথের পাশে পার্ক করা, সচল ইঞ্জিনের মৃদু আওয়াজ ঢুকল কানে। চারদিকে কুয়াশায় ঢাকা, তবু পিছনের দরজা ঘেঁষে উর্দি পরা শোফারকে দেখা গেল অস্পষ্টভাবে। কুয়াশার ভেতর লাইটপোস্টের আলোগুলো ছোট গভীর গর্ত বলে মনে হলো। হোটেল থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরুল, হাঁটার ভঙ্গিটা পরিচিত ঠেকল রানার চোখে। পিছনের দরজা খুলে দিল শোফার, মার্সিডিজে উঠে পড়ল ম্যাক্স মরলক।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রকাণ্ড গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশার ভেতর। ভৌতিক একটা নিস্তব্ধতা নামল চারদিকে। হারবারের দিক থেকে করুণ বিলাপের মত ভেসে এল সী-গালদের ডাক, যেন সাগরে পথ হারানো একটা জাহাজের সাইরেন বাজছে, কোন বন্দরে পৌঁছানো যার নিয়তি নয়। বহুদূর কোথাও একটা ফগহর্ন গুঙিয়ে উঠল। তৃতীয় আরেকটা শব্দ হলো, হপ্টব্যানহফের একটা দরজা খুলল বা বন্ধ হলো।

হাত বাড়িয়ে সুটকেসটা কোলের ওপর তুলল রানা। অন্ধকারে হাতড়ে হালকা একটা রেনকোট বের করে পরে নিল। স্প্রিঙের বিছানায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ উঠল, ফিসফিস করে কথা বলল ডায়ানা।

'কিছু ঘটেছে, রানা?'

বিছানায় এসে ডায়ানার পাশে বসল রানা। পুরোদস্তুর কাপড়-চোপড় পরে শুয়েছে সে। তার কাঁধে একটা হাত রাখল। সেন্টের মিষ্টি গন্ধ ঢুকল নাকে।

'তোমার কথাই ঠিক,' ঝুঁকে, ডায়ানার কানের লতিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে নিচু গলায় বলল রানা। 'মরলক আমাদের বোকা বানিয়েছে। ভাব দেখাল রাতটা সে হোটেলে থাকবে, কিন্তু এই মাত্র মার্সিডিজে চেপে পালিয়ে গেল। সে যখন নেই, এবার কিছু একটা ঘটবে…।'

'আমরা কি করব এখন?' শান্তভাবে জানতে চাইল ডায়ানা।

'আমরা দু'জন একসাথে, ওরা সম্ভবত তা জানে না।'

'বেশ, জানে না।'

'আমাকে খোঁজার জন্যে এই কামরায় আসবে ওরা,' বলল রানা। 'কাজেই এখানে তোমার থাকা চলবে না। নিজের কামরায় চলে যাও, কিন্তু সাবধান, কেউ যেন দেখে না ফেলে।'

'আমি আমার কথা জানতে চাইছি না। তুমি কি করবে?'

'লোকাল পুলিসের সাথে যোগাযোগ করব। অনেক রাত হয়েছে, তবু চেষ্টা করে দেখি সার্জেন্ট প্যাটরার সাথে কথা বলা যায় কিনা। লিন্ডাউতে একমাত্র তাকেই সম্ভবত আমরা বিশ্বাস করতে পারি।'

'বাইরে কুয়াশা নেই?'

'কুয়াশা ছাড়া আর কিছু নেই।'

'এর মধ্যে বেরিয়ে যাবে তুমি?'

'কুয়াশা থাকায় আমার সুবিধে হবে,' বলল রানা। 'আমাকে কেউ বেরুতে দেখবে না।'

'বোকা নাকি!' ঝাঁঝের সাথে বলল ডায়ানা। 'কি ভাবো তুমি ওদের? তুমি পালিয়ে যেতে পারো ওরা জানে। বাইরে থেকে হোটেলের ওপর নজর রাখছে ওরা।' অন্ধকারে প্রবল বেগে মাথা নাড়ল সে। 'তোমাকে আমি একা ছাড়ব না…।' রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল সে।

'তর্ক কোরো না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'যা বলছি শোনো।'

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। কয়েক সেকেন্ড পর রানার বুকে মাথা রাখল ডায়ানা। 'প্লীজ রানা, প্লীজ,' গভীর আবেগের সাথে বলল সে, 'খুব সাবধানে থেকো!'

দরজা খুলে ল্যান্ডিংটা পরীক্ষা করল রানা। কেউ নেই কোথাও। গলা জড়িয়ে ধরে রানাকে চুমো খেলো ডায়ানা, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ল্যান্ডিঙে। সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ওখানেই ঝাড়া দু'মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ও। কোন শব্দ হলো না। ধীরে ধীরে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল ও। আশা করা যায় নিরাপদেই নিজের ঘরে পৌঁছে গেছে ডায়ানা।

অন্ধকারে রাস্তায় বেরিয়ে এসে দিশেহারা বোধ করল রানা। কুয়াশার সূক্ষ্ম কণা ভিজিয়ে দিল চোখ-মুখ। ভেজা ভেজা হিম বাতাস কাপড় আর চামড়া ভেদ করে হাড়ে কামড় বসাচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে হি হি করে কাঁপতে লাগল ও, কিছু দেখতে পাবার আশায় চোখ বুলাল চারদিকে।

মনে হলো বিশ্ব চরাচর কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে, সে যেন একাই বেঁচে

আছে গোটা দুনিয়ায়। একটু আগে দু'একটা আওয়াজ শোনা গেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে চারদিক নিস্তব্ধ। কোথাও কিছু নড়ছে বলে মনে হয় না। পায়ের নিচে শক্ত রাস্তা, তা না হলে হয়তো অনুভব করত মাঝ সাগরে হারিয়ে গেছে সে। ডান দিকে বাঁক নিয়ে লুদউইগস্ট্রাসে ঢোকার সময় হপ্টব্যানহফের কাঠামোটা ধরা পড়ল চোখে। লুদউইগস্ট্রাস সরু একটা গলি, পুলিস হেডকোয়ার্টারে যাবার সহজ রাস্তা।

কাউকে দেখা না গেলেও শব্দটা আবার শুনতে পেল রানা। প্রথমবার চারতলা হোটেল রুম থেকে শুনেছিল, দ্বিতীয়বার শুনেছে রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর। স্টেশনের একটা দরজা খোলার বা বন্ধ হবার আওয়াজ। আবার ডান দিকে বাঁক নেয়ার সময় শব্দের উৎসের দিকে ভুলেও তাকাল না ও। গলিটার ঠিক মাঝখান দিয়ে হাঁটছে ও, দু'পাশের গাঢ় অন্ধকার দোরগোড়া থেকে যতটা সম্ভব সরে থাকতে চায়।

গলিটা ভিজে গেছে, সাবধানে পা ফেলতে হলো রানাকে। রাবার সোল লাগানো জুতো, হাঁটার সময় কোন শব্দ হলো না। ধূসর রঙের রেনকোটটা গায়ে থাকায় কুয়াশার রঙের সাথে মিশে গেছে ওটা। রেনকোটের বোতাম খুলে রেখেছে, শোল্ডার হোলস্টার থেকে মুহূর্তের নোটিশে বেরিয়ে আসবে কোল্টটা। দাঁড়াল রানা।

লেকে ফগহর্ন বাজল। কিন্তু সজাগ কানে আরও একটা শব্দ ধরা পড়ল—প্যাড লাগানো আস্তিনের সাথে কোটের ঘষা লাগলে এ-ধরনের খস খস আওয়াজ হতে পারে। ওর পিছন দিকে।

হপ্টব্যানহফে অপেক্ষারত লোকটা কিছুই শুনতে পায়নি, এ-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত। তবে কুয়াশা সত্ত্বেও হোটেল থেকে রানা বেরুবার সময় লাউঞ্জের মৃদু আলোয় দেহ-কাঠামোটা মুহূর্তের জন্যে দেখে থাকতে পারে।

গাঢ় ছায়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। খসখস শব্দটা থেমে গেছে। ওর পিছনে পিছু নেয়া লোকটা কোথায় বুঝতে পেরেছে রানা, দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুশকিল হলো, লিন্ডাউয়ের অলিগলি সব বোধহয় শয়তানটার মুখস্থ। তবে ওদের একটা অসুবিধেও আছে, রানার গন্তব্য সম্পর্কে এখনও ওরা কিছু জানে না।

হঠাৎ করে আবার হাঁটতে শুরু করল রানা, ওর মনে হলো কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে ওর ওপর একাধিক লোক নজর রাখছে। অনুভূতিটা অগ্রাহ্য করার মত নয়, ডেল্টা দলবল নিয়ে হামলা চালায়। জুরিখের কথা ভোলেনি ও—দুটো গাড়ি থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছিল ওরা। বাঁক নিয়ে আরেকটা গলিতে পড়ল রানা, স্ট্রীট-ল্যাম্প থেকে ম্লান আলো ছড়াচ্ছে। উঁচু পাঁচিলের গায়ে একটা ওয়াল-ব্র্যাকেটে রয়েছে ল্যাম্পটা। গলির নাম ক্রুমগাস।

এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না রানার। মেইন রোড ম্যাক্সিমিলিয়ানস্ট্রাসে পৌঁছুতে হলে বিপজ্জনক লুদউইগস্ট্রাস ছেড়ে আরও সরু ক্রুমগাসে ঢুকতেই হত। আলোর আভার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে চোখ জ্বেলে সামনের গাঢ় অন্ধকারে কি আছে দেখার চেষ্টা করল ও। ক্রুমগাস পেরোতে পারলে খানিকটা দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়, তারপর পুলিস হেডকোয়ার্টার আর বেশি দূরে নয়।

কর্কশ আস্তিনের সাথে কাপড়ের ঘষা লাগার আওয়াজটা আবার শোনা গেল।

এবার আরও কাছে। দূরত্ব ছোট করে আনছে ওরা? সত্যিই কি ওরা চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছে ওকে?

ম্যাক্স মরলক বহু মাইল দূরে সরে গেছে। লিন্ডাউতে অনুষ্ঠিতব্য মাসুদ রানা হত্যাকাণ্ডের সাথে কোনভাবেই জড়ানো যাবে না তাকে। হাঁটার গতি হঠাৎ বাড়িয়ে দিল রানা, পিছনের লোকটাকে অসতর্ক করার ইচ্ছে। প্রথম কাজ খোলামেলা ম্যাক্সিমিলিয়ানস্ট্রাসে নিরাপদে পৌঁছুনো, তারপর পুলিস স্টেশনে ঢুকে পড়া কোন সমস্যা হবে না। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, তিক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। যা ভয় করেছিল তাই। শুধু পিছনে নয়, সামনেও রয়েছে ওরা। কংক্রিটের ওপর খুট করে জুতোর আওয়াজ হলো।

ফাঁদে পড়ে গেছে রানা। সামনে ওরা এক না বহু? পিছন থেকেও আসছে। আবার দাঁড়িয়ে কান পাতল রানা। খসখস আওয়াজটা পেল না। বিশেষ মাথা ঘামাতে হলো না, কি ঘটেছে বুঝতে পারল রানা। লুদউইগস্ট্রাসে ওকে ঢুকতে দেখেই শত্রুরা বুঝে নিয়েছে পুলিস স্টেশনে যাচ্ছে ও। কাজেই লুদউইগস্ট্রাস থেকে যতগুলো গলিতে ঢোকা যায়, সবগুলোর মুখে একজন করে খুনীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, রানা ম্যাক্সিমিলিয়ানস্ট্রাসে যাতে বেরুতে না পারে। আবার জুতোর আওয়াজ হলো। ক্রমগাস ধরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে সামনের লোকটা। দ্রুত একটা ফটকের গায়ে পিঠ ঠেকাল রানা, এরচেয়ে ভাল আড়াল এই মুহূর্তে আশা করা বৃথা। মনে মনে প্রার্থনা করল, জুতো পরা লোকটা তাড়াতাড়ি যেন পৌঁছে যায়।

কুয়াশা ভেদ করে নিরেট একটা কিছু বেরিয়ে এল। একটা ছায়ামূর্তি। ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়ানো, ঝুঁকে আছে শরীরের ওপরের অংশ। বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে খুচরো একটা পয়সা বের করল রানা, সুইস পাঁচ ফ্রাঙ্ক। রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দিল সেটা। টং!

নিস্তব্ধ রাতে অদ্ভুত জোরাল হলো আওয়াজটা। ছায়ামূর্তিটার নড়াচড়া কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকল রানার, আওয়াজ শুনে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, তাকিয়ে আছে উল্টো দিকে। এখন রানার ফেলে আসা পথ থেকে খসখস আওয়াজটা আসছে না। তারমানে পিছনের লোকটা খুব কাছাকাছি নেই। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে।

বিপদটা আগেই যেন টের পেয়ে গেল ছায়ামূর্তি। ঝট করে ঘুরল সে, ডান হাত তৈরি হয়ে আছে স্যাৎ করে সামনে বাড়ার জন্যে। কোল্টের ব্যারেল পড়ল হবু আততায়ীর খুলিতে, ভোঁতা একটা বিশ্রী আওয়াজ হলো। হ্যাট ভেদ করে খুলিতে লাগল ব্যারেল, ছিটকে উঠে এল আবার। এরকম জোরাল আঘাত খেয়ে বেঁচে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। পুরানো কাপড়ের স্তূপ বলে মনে হলো লোকটাকে, রাস্তার এক ধারে নিঃসাড় পড়ে আছে।

ছুটল রানা। গলির শেষ মাথায় পৌঁছে ডান দিকে বাঁক নিল, স্ট্রীট-ল্যাম্পের আলোয় ওয়াল-প্লেটে লেখা পুলিজি শব্দটা পরিষ্কার পড়তে পারল। বাঁক নিয়ে বিসমার্কপ্লাজে পৌঁচেছে ও, সামনেই পুলিস স্টেশনের দরজা। খোলাই ছিল, কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

কাউন্টারের পিছনে সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একজন পুলিস। এক টুকরো প্লাস্টিক রাখল রানা কাউন্টারে, ক্রেডিট কার্ডের মত দেখতে। তারপর হোলস্টারে ভরল কোল্টটা। ওদিকে, পুলিস লোকটা তার হিপ হোলস্টারের বোতাম খুলে ফেলেছে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে রানা। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'সার্জেন্ট প্যাটরা! তাড়াতাড়ি করুন!'

'কে আপনি?'

'পরিচয়-পত্র দেখুন। সময় কম, তাড়াতাড়ি দু'জন লোককে ক্রুমগাসে পাঠান। দেখেশুনে হাঁটতে বলবেন, তা না হলে লাশের গায়ে হোঁচট খাবে। আর সার্জেন্ট প্যাটরাকে খবর দিন···।'

'আপনার ব্যাপারে পুলিস বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু বাভারিয়া সীমান্ত পেরোবার সময় আপনাকে ওরা দেখতেই পায়নি···।'

সার্জেন্ট প্যাটরাকে ভাল লাগল রানার। মানুষটা দৈত্যকারও নয়, দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বও তার নেই, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায় না মোটেও, কৌতুকের ঝিলিক নিয়ে মায়াময় চোখ জোড়া সব সময় হাসছে। বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয়নি, জুলফির কাছে চুলে পাক ধরেছে। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারায় অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট।

পুলিস হেডকোয়ার্টারের তিনতলায় বসে আছে ওরা, দু'জনের মাঝখানে একটা টেবিল। জানালা দিয়ে তাকালে বিসমার্কপ্লাজ দেখা যায়। দু'জনের হাতে ধূমায়িত কফির কাপ।

লাশটা খোয়া যায়নি, সময় মত পৌঁছে ক্রুমগাস থেকে উদ্ধার করে এনেছে পুলিস। মৃতদেহ রানাই সনাক্ত করে। হেলমুট র‍্যান, ডিনারের সময় ব্যায়ারিশার হফে যে দু'জন পৌঁছেছিল তাদের একজন। পুলিস আরও কিছু তথ্য দিল রানাকে। রানা কোল্ট দিয়ে মাথায় আঘাত করায় খুলি ভেতর দিকে ডেবে গেছে র‍্যানের। কিন্তু লাশটার নিচে একটা ফেল্টটিপ কলম পাওয়া গেছে। জিনিসটা আসলে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, সুঁইটা র‍্যানের শরীরে গাঁথা অবস্থায় পাওয়া যায়। কলম বা সিরিঞ্জ, যাই বলা হোক, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগে রয়েছে সেটা, সার্জেন্ট প্যাটরার সামনে।

ব্যাগটার দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সার্জেন্ট। 'আপনি ভাগ্যবান,' বলল সে। 'এটা আপনাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা হাতলটা চেক করে দেখেছে, শুধু র‍্যানের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। ফোরেনসিক এক্সপার্টদের ঘুম থেকে জাগানো হয়, তরল পদার্থটুকু পরীক্ষা করেছে ওরা···।'

'কি জিনিসটা?'

'পটাসিয়াম সায়ানাইড। মারাত্মক···।'

'হ্যাঁ, রক্তে মেশার সাথে সাথে মৃত্যু,' বলল রানা। 'আগেও এটা দেখেছি আমি। ডেল্টা স্পেশাল বলা যায়।'

'কি জানি!' দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল সার্জেন্ট প্যাটরাকে। 'এমন সব ঘটনা ঘটছে কোন

অর্থ করা মুশকিল। বড় সহজে আমরা ওদের আর্মস ডিপোর খোঁজ পেয়ে যাচ্ছি। ডেল্টা ব্যাজ আরেকটা রহস্য। যেখানেই কোন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, গিয়ে দেখুন এক বা একাধিক ডেল্টা ব্যাজ পাবেনই আপনি। ব্যাপারটা মোটেই মিলছে না।'

'আর্মস ডিপোর ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মি. টনি শুমাখার রওনা হয়ে গেছেন, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবেন তিনি,' বলল সার্জেন্ট। 'তাঁকেও আমি বিছানা থেকে তুলেছি···,' কণ্ঠস্বর খাদে নামাল সে। 'মি. বাবুল আখতারের লাশ পাবার পর প্লেন নিয়ে লিডাউতে এসেছিলেন মি. শুমাখার, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন কথাটা। অজ্ঞাতপরিচয় একজন ইনফরমার ডেল্টা আর্মস ডিপোর ঠিকানা গোপনে জানায় তাঁকে। হয় কোন পরিত্যক্ত অয়্যারহাউসে, নয় তো কোন পোড়োবাড়িতে পাওয়া যায় অস্ত্র আর ইউনিফর্ম।'

'অস্ত্র পাচ্ছেন, ইউনিফর্ম পাচ্ছেন, কাগজে এ-সবের খবর ছাপা হচ্ছে, অথচ একজন লোককেও আপনারা গ্রেফতার করতে পারেননি?'

'অদ্ভুত, তাই না?' চেয়ার ছেড়ে একটা চুরুট ধরাল সার্জেন্ট, জানালা দিয়ে কুয়াশা ঢাকা শহরের দিকে তাকাল। 'শুধু কাউকে গ্রেফতার করতে পারিনি তাই নয়, অয়্যারহাউস বা পোড়োবাড়িগুলোর কে যে মালিক তাও জানা সম্ভব হয়নি। এই যেমন হেলমুট র‍্যানের সঙ্গীসাথী কাউকে ধরতে পারিনি।'

'কেন, আপনাকে তো আমি বলেছি ব্যায়ারিশারে জিলারকে পাওয়া যাবে।'

'আমার লোকেরা ওখানে পৌঁছুবার পাঁচ মিনিট আগে বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে জিলার। জুলি ডায়ানার কামরার বাইরে পাহারা বসিয়েছি আমি। একজন উর্দিপরা পোর্টার দরজার পাশে বসে এক গাদা জুতো পালিশ করছে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। ঘুমে চোখ বুজে আসছে ওর। 'আর, ম্যাক্স মরলকের ব্যাপারটা চেক করেছেন? সে-ও ব্যায়ারিশারে ছিল···।'

'করেছি,' বলল সার্জেন্ট প্যাটরা। 'হোটেলের খাতায় নাম লেখায় সে, ডিনার খায়, তারপর রাত বারোটার দিকে মার্সিডিজে চেপে চলে যায়। কোন্ অভিযোগে তাকে আমি গ্রেফতার করব? ডিনারে বসে খুব বেশি খেয়েছে বলে, নাকি হাভানা চুরুট ফুঁকেছে বলে?' টেবিলের কিনারায় বসে মাথা নাড়ল সে। 'দেখেশুনে রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ছি আমি, মি. রানা।'

'কাজেই, অন্তত আপনার হতাশা দূর করার জন্যে,' বলল রানা, 'আমরা একটা ফাঁদ পাতব। এমন একটা ফাঁদ, যেটা ওদের এড়িয়ে যাবার কোন উপায় থাকবে না।'

সিক্রেট সার্ভিস চীফ টনি শুমাখার এসে পৌঁছুলেন। তারপরও তিন কাপ কফি, এক ঘণ্টা সময়, এবং ছ'টা সিগারেট লাগল রানার ওদেরকে দিয়ে প্ল্যানটা অনুমোদন করাতে।

পনেরো

অপারেশন ক্রাউন···।

রানা যখন টনি শুমাখার এবং সার্জেন্ট প্যাটরার সাথে আলাপ শেষ করে ব্যায়ারিশার হফে ফিরে গিয়ে ঘুমোচ্ছে, লন্ডনের নতুন ফ্ল্যাটে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান তখন তাঁর শোবার ঘরে মেঝেতে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।

ধমক-ধামক দিয়ে সোহানাকে খানিক আগে তার কামরায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি, সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে ইতোমধ্যে। যাবার আগে শেষ এক কাপ কফি বানিয়ে দিয়ে গেছে সে।

অপারেশন ক্রাউন···। শব্দ দুটো শোনার পর থেকেই কেন কে জানে মনে হয়েছে তাঁর, এগুলোর সাথে কিসের যেন একটা সম্পর্ক আছে, চেষ্টা করলে তিনি ধরতে পারবেন। কিন্তু শব্দ দুটো নিয়ে এত মাথা ঘামিয়েও কোন আলো দেখতে পাচ্ছেন না। ফলে নিজের ওপর রাগ বাড়ছে, ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছেন।

দিনের বেলা সোহেলের সাথে কথা হয়েছে তাঁর। শেষ পর্যন্ত সামিট এক্সপ্রেসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে রানা এজেন্সি। তাঁর সাথে কথা বলে প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে সোহেল। ভি. আই. পি.-দের নিরাপত্তার দিকগুলো যাঁরা দেখবেন তাঁরা ওখানে একটা প্রস্তুতিমূলক বৈঠকে বসছেন। তিন দেশ থেকে তিনজন সিকিউরিটি চীফ আসছেন ওখানে, রানা এজেন্সির তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে সোহেলকে। আজ থেকে পাঁচদিন পর চার দেশের চার রাষ্ট্র প্রধান প্যারিস থেকে সামিট এক্সপ্রেসে চড়ে ভিয়েনা রওনা হবেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লন্ডন থেকে সরাসরি প্যারিসের চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে পৌঁছুবেন, সেখান থেকে গাড়ি করে যাবেন গর দ্য ইস-এ। প্রায় ওই একই সময়ে ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টের মটর শোভাযাত্রা একই গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হবে।

ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ জাস্টিন ফনটেইন, রাহাত খানের পুরানো বন্ধুদের একজন।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আটলান্টিকের ওপর দিয়ে এয়ারফোর্স ওয়ান নিয়ে সরাসরি আসছেন ওরলি এয়ারপোর্টে, সেখান থেকে দ্রুতগতি মটর শোভাযাত্রা নিয়ে রওনা হয়ে যাবেন অন্যান্যদের সাথে মিলিত হবার জন্যে। আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের চীফ উইলিয়াম হেরিক থাকবেন তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে, তাঁর সাথে রাহাত খানের মাত্র একবার দেখা হয়েছে। চতুর্থ ভি. আই. পি., চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার, সামিট এক্সপ্রেসে চড়বেন পরদিন সকালে, মিউনিক থেকে। জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ হ্যারল্ড টনি শুমাখার থাকবেন তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে।

'ট্রেন ভ্রমণের কি দরকার ছিল?' আলোচনার সময় সোহেলকে প্রশ্ন করেন রাহাত খান। 'সোভিয়েত ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে দেখা করার জন্যে তাঁরা সবাই

প্লেনে করে সরাসরি গেলেই তো পারতেন। সেটাই সব দিক থেকে নিরাপদ হত।'

'ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টের একটা ফোবিয়া আছে, স্যার,' হাসি চেপে উত্তর দিয়েছে সোহেল। 'তিনি প্লেনে চড়তে ভয় পান। তবে অজুহাত হিসেবে বলা হয়েছে, ট্রেনে করে যাবার সময় তাঁরা নিজেদের মধ্যে ধীরেসুস্থে পলিসি নিয়ে আলোচনা করবার সময় পাবেন।'

'রুটটা বলো।'

'ডাইরেক্ট রুট, স্যার। প্যারিস থেকে...।'

'উলম, স্টুটগার্ট, মিউনিক, সালজবার্গ, তারপর ভিয়েনা?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তাহলে প্ল্যানে কোন ডাইভারশন নেই...।'

পায়চারি করতে করতে কথোপকথনগুলো স্মরণ করলেন রাহাত খান। নতুন একটা চুরুট ধরাবার সময় আড়চোখে একবার টেবিলের দিকে তাকালেন, ওখানে খোলা একটা টাইমস অ্যাটলাস রয়েছে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে টেবিলের পিছনের চেয়ারটায় বসলেন তিনি, ঝুঁকে পড়লেন ম্যাপের দিকে। সুইটজারল্যান্ডের উত্তর প্রান্ত সহ পশ্চিম জার্মানীর ম্যাপ এটা। ম্যাপে চোখ রেখে সামিট এক্সপ্রেসের রুটটা খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি।

অপারেশন ক্রাউন...।

কি হতে পারে ব্যাপারটা? চশমা খুলে চোখ দুটো দুই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ডললেন রাহাত খান। তারপর আবার তাকালেন ম্যাপের দিকে। নিমেষের মধ্যে ক্রাউনের তাৎপর্য ধরা পড়ে গেল তাঁর চোখে। ম্যাপের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর সারা শরীর।

সকালে ব্রেকফাস্টের পর লিন্ডাউ হারবারে ঝানু অভিনেতা হিসেবে উৎরে গেল রানা। ওর প্রতিপক্ষ একজন বোট ইয়ার্ডের মালিক, রানা তার কাছ থেকে একটা বোট ভাড়া করবে। এই হারবার থেকেই, হয়তো এই বোটইয়ার্ডের মালিকের কাছ থেকেই, পাওয়ারবোট ভাড়া নিয়ে লেক কনস্ট্যান্সে শেষবারের মত ভেসেছিল বাবুল।

হাত ঝাপটাতে কেউ কারও চেয়ে কম গেল না। বোটইয়ার্ডের মালিক কোন্ বোটের কি গুণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। রানা তার সাথে একমত হতে পারছে না দেখে রেগে যেতে লাগল সে। তারপর দ্বিমত দেখা দিল সময় নিয়ে, একদিনের বেশি কাউকে বোট ভাড়া দিতে রাজি নয় লোকটা। সবশেষে ভাড়ার অংক নিয়ে দর কষাকষি।

সতর্কতার সাথে সাজানো রানার এই অভিনয় দূর থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল দুটো মেয়ে। বহু উঁচু রোমারশ্যান্স টেরেস থেকে দেখল জুলি ডায়ানা, চোখে ফিল্ড গ্লাস নিয়ে। ট্যুরিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করছে সে। রানা তাকে আবারও সাবধান করে দিয়েছে, কেউ যেন টের না পায় ওরা দু'জন একটা দল।

অভিনয় নিখুঁত করার জন্যে ফিল্ড-গ্লাসটা বারবার এদিক ওদিক ঘোরাল ডায়ানা। লেক কনস্ট্যান্স সম্পর্কে বলা হয়, এর মতিগতি বোঝা ভার। কথাটা

আবার সত্যি প্রমাণিত হলো। কাল লেকে উত্তাল তরঙ্গ ছিল, ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল গোটা লেক, আজ আয়নার মত স্থির হয়ে আছে পানি, যত দূর দৃষ্টি যায় স্বচ্ছ স্ফটিকের মত সব পরিষ্কার। লেকের ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে তুষার ঢাকা পাহাড় চূড়া দেখল ডায়ানা, পাশাপাশি তিনটে চূড়া দেখে লিখটেনস্টেইনদের চিনতে পারল, তিন বোন বলা হয় ওদের। লেকের ধারে অল্প দু'চারজন ট্যুরিস্টকে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেল। চারদিকে শান্তিময় পরিবেশ।

আরেকটা মেয়ে লক্ষ্য করছে রানাকে। লুসি ডিলাইলার চোখেও বিনকিউলার। পিছনে হোটেল নিয়ে ছোট্ট বাগানের বেঞ্চে বসে আছে সে। কাল রাতে ডিলাইলার উপস্থিতির কথা সার্জেন্ট প্যাটরা আর টনি শুমাখারকে জানাতে ভুল করেনি রানা।

ফোনে কথা বলে সার্জেন্ট প্যাটরা রানাকে জানিয়েছিল, 'এইমাত্র আমার ইনফরমার রিপোর্ট করল, লুসি ডিলাইলা হোটেলেই আছে।'

'থাকবে বলেই ধারণা করেছিলাম আমি।'

'কেন বলুন তো?'

'ডিলাইলা ডেল্টার এজেন্ট, ওদের ধারণা আমি কথাটা জানি না,' উত্তরে বলেছিল রানা। 'হোটেলে আসার পর ম্যাক্স মরলকের সাথে একবারও দেখা করেনি সে। উয়ে জিলার বা হেলমুট ন্যানের সাথেও যোগাযোগ করেনি। কাজেই আমার ওপর নজর রাখার জন্যে ডিলাইলাকে ওরা রেখে গেছে। সকালে তাকে আমি বোকা বানাব…।'

ঠিক সেই কাজটাই এই মুহূর্তে করছে রানা, লুসি ডিলাইলাকে বোকা বানাচ্ছে, ভাবল ডায়ানা। টেরেস থেকে নিচের দিকে, ডিলাইলার ওপর ফিল্ড-গ্লাস তাক করল ও। ফিক্ করে একা একাই হেসে ফেলল। ডিলাইলা চোখে বিনকিউলার তুলে সোজা রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওখানে তুমি আর বেশিক্ষণ বসে থাকবে না, আমি জানি,' বিড়বিড় করে বলল ডায়ানা, উঠে দাঁড়িয়ে টেরেস থেকে নামতে শুরু করল সে।

সময়ের হিসেবে কোন ভুল হয়নি তার, নিচের বাগানে পৌঁছে দেখল ডিলাইলা বেঞ্চ ছেড়ে উঠছে। কোন দিকে না তাকিয়ে হন হন করে হোটেল ব্যায়ারিশারের দিকে এগোল সে। রানার দিকে তাকাল ডায়ানা। বোট ইয়ার্ডের মালিকের সাথে হ্যান্ডশেক করছে ও।

ডিলাইলার পিছু নিল ডায়ানা।

বাঁক নিল ডিলাইলা, কিন্তু তারপর আর হোটেলের দিকে না গিয়ে হন হন করে হণ্টব্যানহফের দিকে এগোল। মনে মনে হাসল ডায়ানা, ওরে ডাইনী!

অনেকগুলো দরজার একটা খুলে স্টেশনে ঢুকল ডায়ানা। যা দেখবে ভেবেছিল তাই দেখল। একটা টেলিফোন বুদে ঢুকে দ্রুত ডায়াল করছে ডিলাইলা। বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বই-পত্র ঘাঁটাঘাটি করতে লাগল ডায়ানা। পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে আন্দাজ করে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে।

স্থানীয় একটা নাম্বারে ডায়াল করল ডিলাইলা। কানে রিসিভার ঠেকিয়ে

দরজাগুলোর দিকে তাকাল সে। স্টেশনে কেউ ঢুকছে না। লাইনের অপরপ্রান্ত থেকে কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল। কলটার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে।

'মুলার বলছি।'

'ড্যাড, আমি ডিলাইলা···।'

'আমরা তৈরি। কোন সুখবর?'

'বাদামী রঙের একটা বোটে তোলা হয়েছে কার্গো। যে-কোন মুহূর্তে নোঙর তুলতে পারে ওটা।' যোগাযোগ কেটে দিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল ডিলাইলা, হাঁটার মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। ফুটপাথ ধরে এগোবার সময় পেভমেন্ট আর্টিস্ট এরিক অ্যাম্বলারের পাশে একবার থামল সে। গভীর মনোযোগের সাথে নতুন একটা ছবি আঁকছে অ্যাম্বলার।

'ওই বাদামী বোটটাকে লেক থেকে ফিরিয়ে আনবে পুলিস,' সিগারেট ধরিয়ে তাকে বলল ডিলাইলা। 'নজর রাখো।'

ওদের আশা, বাবুলের মত রানাকেও ওরা অনায়াসে খুন করতে পারবে। ঠিক বাবুলের পথই ধরেছে ছোকরা।

লুদউইগস্ট্রাস থেকে হারবারের দিকে যাবার সময় সার্জেন্ট প্যাটরার খেয়াল নেই কোথায় বা কার ওপর পা ফেলছে সে। ফলে যা হবার তাই হলো, সুন্দরী এক যুবতীর সাথে বেমক্কা ধাক্কা খেলো সে। মেয়েটা পড়েই যাচ্ছিল, তবে সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঝট্ করে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল সার্জেন্ট। গোটা ব্যাপারটাই যে অভিনয়, সুন্দরী মেয়েটা তা জানে। আলোচনা করে সময়টা আগেই ঠিক করা ছিল, সেই মত এই রাস্তা ধরে যাচ্ছে সে। সার্জেন্ট প্যাটরা সাদা পোশাকে রয়েছে, ডায়ানার সাথে দু'ভাবে কথা বলল সে।

'অসম্ভব দুঃখিত, ম্যাডাম,' বেশ জোরেশোরে বলল সার্জেন্ট। 'সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে,' এ-কথাগুলো নিচু গলায় বলছে, ঠোঁট নড়ছে কি নড়ছে না। 'এখন থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে গোটা এলাকা সীল করে দেয়া হবে।'

ডায়ানার পথ ছেড়ে দিল সার্জেন্ট। আবার নিজের পথে হাঁটা ধরল ডায়ানা। হাতঘড়ি দেখে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে। ফাঁদটা নিখুঁতভাবে পাততে হলে সময়ের এক মিনিট বা কয়েক সেকেন্ডও হেরফের হওয়া চলবে না। অন্য এক রাস্তা ঘুরে হারবারের সামনে চলে এল সে।

খাড়া একটা সিঁড়ি বেয়ে এরইমধ্যে ভাড়া করা বোটে উঠে পড়েছে রানা।

নিজের ডান দিকে তাকিয়ে পেভমেন্ট আর্টিস্ট অ্যাম্বলারকে দেখতে পেল ডায়ানা। পিছনে হাত বেঁধে ফুটপাথের ওপর পায়চারি করছে লোকটা। শোল্ডার ব্যাগ থেকে উজ্জ্বল লাল একটা হেড-স্কার্ফ বের করে মাথায় জড়াল ডায়ানা।

বোট থেকে লাল সঙ্কেতটা দেখতে পেল রানা। তারমানে সবাই যে যার পজিশনে তৈরি হয়ে আছে। হারবারের আরেক দিকে সার্জেন্ট প্যাটরাকে দেখতে পেল ও। পুলিস-লঞ্চের কাছাকাছি হাওয়া খাচ্ছে সে। আরেকবার আড়চোখে ডায়ানার দিকে তাকাল রানা। ওপেন-এয়ার বেদিং-পুলের দিকে এগোচ্ছে মেয়েটা। লেক থেকে পাঁচিল দিয়ে আলাদা করা বেদিং-পুলটা, রোমারশ্যাঙ্গ

টেরেস থেকেও দেখা যায় না।

টিকেট আগেই কাটা ছিল, ভেতরে এসে একটা চেঞ্জিং কিউবিক্‌ল্-এ ঢুকল ডায়ানা। দরজা বন্ধ করে দ্রুত হাতে সিনথেটিক জার্সি ড্রেস খুলে ফেলল, ভেতরে পরা বিকিনি-র ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। ওয়াটার-প্রুফ ব্যাগটা টেনে নিয়ে ড্রেস আর পিস্তলটা ভরল তাতে, লেদার স্ট্র্যাপ দিয়ে ব্যাগটা কব্জির সাথে আটকাল।

খালি শোল্ডার ব্যাগটা কিউবিকলে রেখে বেরিয়ে এল ডায়ানা, বাইরে থেকে তালা দিল দরজায়, ওয়াটার প্রুফ রিস্টওয়াচে সময় দেখে পাঁচিল ঘেঁষে হন হন করে এগোল। দিনের এই সময়টায় আশপাশে কারও থাকার কথা নয়, নেই-ও। পাঁচিলের মাথায় উঠতে বেশ কষ্ট হলো ডায়ানার। তবে লাফ দিয়ে লেকের পানিতে পড়তে কোন অসুবিধে হলো না।

দড়িদড়া খুলে দিয়ে বোটের হুইলহাউসে ঢুকল রানা, চট্ করে একবার চোখ বুলিয়ে নিল হাতঘড়ির ওপর। ডায়ানা আর সার্জেন্ট প্যাটরার সাথে ওর ঘড়ির সময় মেলানো আছে। হাতে আর দু'মিনিট সময়। হোল্ডারে সিগারেট গুঁজে ধরাল ও।

লেকের দূর প্রান্তে, অস্ট্রিয়ান সীমান্তের কাছাকাছি কালকের খানিকটা কুয়াশা এখনও ইতস্তত করছে, যাই যাই করেও যাচ্ছে না। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে দিনটা আজ রোদ ঝলমলে থাকবে। এই আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ওপর বিশ্বাস রেখেই তিনজন মিলে প্ল্যানটা চূড়ান্ত করেছে ওরা। গোটা অপারেশনটা পুলিস হেডকোয়ার্টারে বসে কন্ট্রোল করছেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ টনি শুমাখার।

হারবারের পুব দিকে দ্বিতীয় বার ভুলেও তাকাল না রানা। ওদিকে জলপুলিসের লঞ্চ 'মার্থা' রয়েছে। রানা না দেখেই জানে, সার্জেন্ট প্যাটরা ইতোমধ্যে মার্থায় উঠে পড়েছে। ডেকের নিচে এই মুহূর্তে সম্ভবত অফিশিয়াল ইউনিফর্ম পরছে সে। আরেকবার ঘড়ি দেখল রানা। স্টার্ট দিল এঞ্জিনে, হারবার থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল বোট।

পুলিস ভবনের জানালা দিয়ে মেইন রোডের দিকে তাকিয়ে আছেন টনি শুমাখার। শহরবাসীদের জন্যে দিনটা আজ চমৎকার। কোথাও এক ফোঁটা কুয়াশা নেই, ট্যুরিস্টরা অনেকেই কফিশপের বাইরে বসে গল্প করছে। তাঁর পিছনে ঘরের ভেতর ভারী একটা টেবিল, ট্র্যানসিভার সামনে নিয়ে বসে আছে অপারেটর। রোড-ব্রিজের কাছে লুকানো পুলিস কার আছে কয়েকটা, ট্র্যানসিভারের সাহায্যে ওগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন তিনি। এরকম পুলিস কার শহরের আরও কয়েক জায়গায় রাখা হয়েছে, রেল এমব্যাঙ্কমেন্টের কাছে তো আছেই।

হারবারে এখনও নোঙর ফেলে রয়েছে জলপুলিসের লঞ্চ 'মার্থা'। ওটার সাথেও ট্র্যানসিভারের সাহায্যে যোগাযোগ করতে পারবেন তিনি।

ট্র্যানসিভার থেকে একটা সিগন্যাল এল। 'সী গাল উড়ছে…।'

অর্থাৎ সার্জেন্ট প্যাটরা রিপোর্ট করল, রওনা হয়ে গেছে রানা।

কুয়াশা ঢাকা সৈকত ধরে পাঁচজন উইন্ড-সার্ফার দৃঢ় পায়ে তাদের বাহনগুলোর

দিকে এগোল। অল্প পানিতে মৃদু মৃদু ঢেউয়ের তালে দুলছে ওগুলো। জায়গাটা লিভাউ আর অস্ট্রিয়ান শহর ব্রেগেঞ্জের মাঝখানে। ওদের লিডার, ড্যাড মুলার, ছয় ফুটি এক দৈত্য, মাথায় এলোমেলো সোনালি চুল—সঙ্গীদের দিকে ছুটে আসছে সে, লেকের দিকে হাত লম্বা করে কি যেন ওদেরকে দেখাবার চেষ্টা করছে। পরিত্যক্ত একটা ওয়্যারহাউসে ছিল সে, টেলিফোনের পাশে। লুসি ডিলাইলার সাথে কথা বলে বেরিয়ে এসেছে।

অল্প পানিতে নেমে এসে নিজের বাহনে চড়ল ড্যাড মুলার। 'লিভাউ হারবার ছাড়ছে বোকাটা,' চিৎকার করে পাঁচ সঙ্গীকে বলল সে। 'বাদামী রঙের একটা বোট। ব্যাটা গোঁয়ার একাই আছে বোটে…।'

প্রত্যেকে ওরা সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে আছে। এক একজন তাগড়া জোয়ান, পেশীবহুল বডি বিল্ডার। মৃদুমন্দ বাতাসে যে যার পাল তুলে দিল ওরা। প্রত্যেকের কব্জিতে একটা করে বেল্ট জড়ানো রয়েছে, বেল্ট থেকে ঝুলছে একটা করে খাপ, খাপের ভেতর কমান্ডো নাইফ। প্রতিটি ট্রাঙ্কের একপাশে আটকানো একটা করে রূপালি ডেল্টা ব্যাজ।

খুনীর দল, ড্যাড মুলারের নেতৃত্বে, শিকারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। লিভাউ হারবার থেকে কয়েক মাইল বাইরের দিকে থামবে ওরা। মুখোমুখি হবে বোটের সাথে।

'ভাগ্য ভাল যে তোমাকে পেলাম, কুয়াশার ভাব-গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না!'

একদিকে বেদিং-পুলের পাঁচিল, আরেক দিকে পাহাড়, তেরছাভাবে স্থির হয়ে থাকা বোটটাও খানিকটা আড়াল তৈরি করেছে, ডায়ানাকে পানি থেকে তোলার সময় কেউ দেখল না ওদের। ডেকে পা ছড়িয়ে বসে আছে ডায়ানা, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে সে, দ্রুত ওঠা-নামা করছে ভরাট বুক। লেদার স্ট্র্যাপ খুলে ওয়াটার প্রুফ ব্যাগটা ডায়ানার পাশে রাখল রানা।

হারবারের মুখ থেকে ধীরগতিতে বোটটাকে বের করে এনেছে রানা, নিয়ম মেনে সাইরেন বাজিয়েছে। একটানা অনেকক্ষণ বাজিয়েছে, ডায়ানা যাতে দেখতে পায় বোট।

বাতাসের গতি বাড়তির দিকে। শোঁ শোঁ একটা আওয়াজ ঢুকল ডায়ানার কানে। গা শিরশির করে উঠল তার। 'তোমার কি মনে হয়, ওরা আসবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আসবে না মানে!'

ব্যাগ খুলে নাইন এম এম পিস্তলটা বের করল ডায়ানা, চেক করল। রানাও পয়েন্ট ফোর-ফাইভের অ্যাকশন চেক করল, তারপর রেখে দিল শোল্ডার হোলস্টারে। রানার পিছু পিছু হুইল-হাউসে ঢুকল ডায়ানা।

এখনও এঞ্জিন বন্ধ করে রেখেছে রানা। পুব দিকের ঘন কুয়াশা ওর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। হালকা বাতাসে নড়াচড়া করছে কুয়াশা।

'তুমি ভাবছ ওদিক থেকে আসবে ওরা?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল ডায়ানা। রানার কাঁধে একটা হাত রাখল সে।

'একমাত্র ওদিকের তীরটাই দেখা যাচ্ছে না,' বলল রানা। 'ফেস মাস্কটা পরে নাও, ডায়ানা। ওদের কেউ যদি পালিয়ে যেতে পারে, আমি চাই না সে তোমাকে চিনে রাখুক।'

'ওটা কি?' চার্ট টেবিলের ওপর মোটাসোটা যন্ত্রের দিকে হাত তুলল ডায়ানা। 'রাডার নাকি?'

'সঙ্কেত দেয়ার যন্ত্র বলতে পারো। বোতাম টিপে দু'জায়গায় সঙ্কেত পাঠাতে পারব আমরা। একটা বোতাম টিপলে মি. শুমাখার জানতে পারবেন আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। দ্বিতীয় বোতামটা টিপলে সার্জেন্ট প্যাটরা একটানা পিপ পিপ শুনতে পাবে, ফলে আমরা কোথায় বুঝতে পারবে সে।'

'আটঘাট বেঁধেই নেমেছ দেখছি!'

'শত্রুকে ছোট করে দেখতে নেই,' মন্তব্য করল রানা। 'এর আগের ঘটনা থেকে আমরা জানি, ওরা শক্তি ও বুদ্ধি রাখে।'

'বাবুলের খুন হওয়ার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ব্রেনটা প্রথম শ্রেণীর, চমৎকার প্ল্যান তৈরি করতে পারে...।'

'কে? ম্যাক্স মরলক?'

'উঁহুঁ। একজন আন্তর্জাতিক টেরোরিস্ট—বোথাম।' এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা।

পশ্চিম দিকে কোথাও কুয়াশা নেই, লেকের পানি ওদিকে নীল মখমলের চাদরের মত মসৃণ। পিছনে লিভাউ হারবার, মুখের কাছে সিংহ জোড়াকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল ওরা।

ফেস-মাস্ক পরে পিস্তলটা আবার চেক করল ডায়ানা, তারপর তার প্যান্টের টপ-এর ভেতর গুঁজে রাখল।

'আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি কথাটা,' বলল রানা। 'ওরা যদি আসে, অন্তত একজন লোককে জীবিত চাই আমি। বাবুলকে নিয়ে ওরা যা করেছে, বাকিগুলো ডুবে মরলে আমার কোন আপত্তি নেই।'

বোটের স্পীড কমিয়ে রাখল রানা, সরাসরি দূরবর্তী রাইন ডেল্টার দিকে এগোচ্ছে ওরা। রানার বিশ্বাস, ওদিকের নির্জন তীরেই কোথাও পৌঁছুতে চেয়েছিল বাবুল।

একটা ব্যাপার রানাকে খুব অস্বস্তির মধ্যে রাখল। পুবদিকে, বোট আর অস্ট্রিয়ান তীরের মাঝখানে, গাঢ় কুয়াশা আরও যেন গাঢ় হয়ে উঠছে। ওদিক থেকে কেউ যদি আসে, ওকে দেখতে পাবে কিভাবে? যদি দেখতে পায়, একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পাবে। সমস্যাটা শুধু একা ওদের নয়, রানারও। হঠাৎ বোটের ওপর উঠে আসবে লোকগুলো, তখন ওদেরকে দেখতে পাবে রানা।

হঠাৎ রানার কাঁধ খামচে ধরল ডায়ানা। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে অস্ট্রিয়ার দিকে সে-ও তাকিয়েছিল। ঘন কুয়াশায় দু'জনেই ওরা কি যেন নড়তে দেখল।

ড্যাড মুলার এক হাতে শক্ত করে পাল ধরে থাকল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মাস্তুলে আটকানো রাডারটার দিকে। এটা একটা মিনি রাডার, ম্যাক্স মরলকের অ্যারিজোনা

ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরীতে তৈরি করা হয়েছে। রাডারের স্ক্রীনে রানার বোটটাকে পরিষ্কারভাবে দেখা গেল।

লোকটা ঠিক বাবুলের রুট ধরেই আসছে, ভাবল সে।

সঙ্গী পাঁচজন উইন্ড-সার্ফারের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে। পাঁচজন কাছাকাছি রয়েছে ওরা, এই অপারেশনে কেউ কারও চোখের আড়ালে থাকবে না বলে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুলারের হাত নাড়া দেখে ওরা বুঝল, টার্গেটকে দেখা গেছে। বাতাসের গতি বেড়েছে, সেই সাথে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে কুয়াশা।

সময়ের কাঁটা ধরে অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করছে মুলার। একটা চোখ রেখেছে রাডারে, আরেকটা কুয়াশার সচল দেয়ালে। পাল থেকে ডান হাতটা নামাল সে, এই হাত দিয়েই তো বাবুলের পিঠে ডেল্টা প্রতীক চিহ্নটা ছুরি দিয়ে এঁকেছিল। ক্ষুরের মত ধারাল ছুরিটা খাপ থেকে বের করল সে। এই সময় সামনে বোটটা দেখা গেল। নতুন করে হাত নাড়ল সে, সঙ্কেত পেয়ে অর্ধবৃত্ত রচনা করল উইন্ড-সার্ফাররা, বোট থামাতে রানা যাতে বাধ্য হয়।

নিমেষের মধ্যে হাজির হলো শত্রুরা। হুইলহাউস থেকে সামনে তাকিয়ে রানা দেখল কুয়াশার দেয়ালে কিসের যেন আলোড়ন, অস্পষ্ট ক'টা আকৃতি, চোখের ভুলও হতে পারে। পরমুহূর্তে আকৃতিগুলোকে পরিষ্কার চেনা গেল—মোট ছয় জন উইন্ড-সার্ফার। তিনজন ওরা সরাসরি বোটের নাক বরাবর এগিয়ে আসছে, রানা যাতে এঞ্জিন বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

'এসে গেছে ওরা!' ফিসফিস করে বলল রানা। বোতামে চাপ দিল ও।

'দেখেছি!' হুইলহাউসের দিকে পিঠ দিয়ে ডেকের ওপর হাঁটু গাড়ল ডায়ানা। পিস্তলটা লুকিয়ে রেখেছে সে, দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে বাঁটটা।

'ওরা আক্রান্ত হয়েছে!'

পুলিস লঞ্চ 'মার্থা'র হুইলহাউসে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছিল সার্জেন্ট প্যাটরা, অকস্মাৎ খুদে রাডার স্ক্রীনে পিট পিট করে উঠল ব্লিপগুলো। এক ছুটে হুইলের সামনে চলে এল সে, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী এঞ্জিন স্টার্ট দিল।

সার্জেন্ট জানে এই সময় কোন স্টিমার হারবারের দিকে আসছে না, তবু নিয়ম মানল সে। লঞ্চ সচল হতেই সাইরেন বাজাল। এক মিনিট পর সহকারীকে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে ডেকে উঠে এল সে।

হারবারের মুখ থেকে বেরুবার সময়ও একটানা বেজে চলেছে পুলিস লঞ্চের সাইরেন। ডেকে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে সার্জেন্ট প্যাটরা, 'ঈশ্বর, সময় মত যেন পৌঁছুতে পারি।'

রাস্তা, তারপর ফুটপাথ, তারপর সবুজ ঘাস মোড়া খানিকটা জায়গা। এখানে ট্যুরিস্টদের জন্যে পাথুরে কিছু বেঞ্চ ফেলা আছে। তারই একটায় বসে রয়েছে লুসি ডিলাইলা। দশ গজ দূরে পেভমেন্ট আর্টিস্ট অ্যাম্বলার পায়চারি করছে, যদিও পরস্পরের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না ওরা। রানার লাশ নিয়ে পুলিস লঞ্চ ফিরে আসবে, এই খবরটা অ্যাম্বলারকে দেয়ার পর হোটেলে আর ফিরে যায়নি ডিলাইলা,

মজাটা দেখার জন্যে বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করছে সে। এই সময় গর্জে উঠল পুলিস লঞ্চের এঞ্জিন। তারপর একটানা সাইরেনের শব্দ। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ডিলাইলা।

ব্যাপার কি? কি ঘটছে?

কয়েক সেকেন্ড পাথর হয়ে থাকল সে। তারপরই হপ্টব্যানহফের দিকে এগোল। স্টেশনে ঢুকে বুদগুলোর দিকে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডিলাইলা। বিস্ফারিত চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস। প্রতিটি বুদের গায়ে একটা করে নোটিশ ঝুলছে—টেলিফোনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে।

ঠিক এই সময় ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিসকে এগিয়ে আসতে দেখে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল ডিলাইলার চেহারা।

'আপনি কোথাও ফোন করতে চান, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল পুলিস।

'সব ক'টা কিভাবে নষ্ট হতে পারে!' প্রতিবাদের সুরে বলল ডিলাইলা।

'নোটিশে তো তাই লেখা রয়েছে,' বিনয়ের সাথে বলল লোকটা। 'তবে শুনলাম দ্রুত মেরামতের কাজ চলছে।'

'ধন্যবাদ…।'

ধীরে ধীরে হপ্টব্যানহফ থেকে বেরিয়ে এল ডিলাইলা। হোটেলের কাছাকাছি এসে তার হাঁটার গতি বেড়ে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল সে, ছুটে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলল। কাঁপা হাতে একটা নম্বরে ডায়াল করল সে। 'অত্যন্ত দুঃখিত, হপ্টব্যানহফের সব ক'টা ফোন নষ্ট বলে এছাড়া কোন উপায় নেই। আপনি আমাকে একটা নম্বর দেবেন, অন্য কোথাও থেকে ডায়াল করব আমি…?'

'কোন দরকার নেই…।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল ডিলাইলা, অপরপ্রান্ত থেকে যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল সে। ম্যাক্স মরলককে সাবধান করেনি বলে কি তাকে শাস্তি পেতে হবে? ঈশ্বর, এ-সব কি ঘটছে!

'মেইন ল্যান্ডের সমস্ত লাইন কেটে দাও!'

রানার সঙ্কেত পাবার সাথে সাথে পুলিস স্টেশন থেকে নির্দেশ দিলেন টমি গুমাখার। একই কামরায় কানে ফোনের রিসিভার নিয়ে একজন পুলিস অফিসার বসে আছে। লাইনটা এক্সচেঞ্জের সাথে, অপরপ্রান্তে এক্সচেঞ্জের লোকেরা এই নির্দেশের জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

তিনটে সুইচ অফ করতেই প্রাচীন দ্বীপ লিন্ডাউয়ের সাথে বাকি দুনিয়ার টেলিফোনিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

নির্দেশটা শোনার সাথে সাথে আরেকজন পুলিস কামরা থেকে বেরিয়ে রেডিও-কন্ট্রোল অফিসের দিকে ছুটল। পুলিস পেট্রোল কারগুলো সঙ্কেত পেয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মেইনল্যান্ডের প্রবেশ পথে, রোড-ব্রিজের ওপর ব্যারিকেড তৈরি করল। রেল এমব্যাঙ্কমেন্ট, সাইকেল পথ এবং ফুটপাথ সহ, সব

রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হলো।

একটা সিগন্যাল বক্স থেকে রেইল ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বিনা নোটিশে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল বক্সে, সব ক'টা ট্রেনকে থামিয়ে দেয়া হলো। শুধু টনি গুমাখারের কর্তৃত্ব নিয়েই একজন মানুষ এতসব ঘটাতে পারে। এখন তাঁর শুধু একটাই উদ্বেগ। কি ঘটেছে লেকে?

প্ল্যান সফল হতে যাচ্ছে দেখে খুশিতে হাসি এসে গেল ড্যাড মুলারের। বোটের সামনে প্রতিরোধ তৈরি করেছে উইন্ড-সার্ফাররা, দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো বোট। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল মুলারের, জানে, বিস্ময়ের ধাক্কা দেয়ার ওপর চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করছে। অচল বোটের পোর্ট সাইডে সোনালি চুল দৈত্যটাই প্রথম পৌঁছুল, পাল ছেড়ে দিয়ে খালি একটা পা রাখল সে বোটের কিনারায়। ছুরিটা তার ডান হাতে।

ডায়ানাকে দেখে তাজ্জব বনে গেল সে। মেয়ে এল কোত্থেকে! বাংলাদেশী লোকটা কোথায় গেল? ডায়ানার মুখে ফেস-মাস্ক দেখে আরও অবাক হলো সে। এই সময় দুলে উঠল তার বাহন, বাঁ হাত দিয়ে পাল ধরে তাল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। হাতে ধরা একটা বোট-হুক ঘোরাতে ঘোরাতে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এল রানা। ড্যাড মুলারই যে লীডার সে-ব্যাপারে ওর কোন সন্দেহ নেই, লোকটার চেহারাতেই লেখা রয়েছে সেটা।

মুলারের মাথার পাশে ঠকাস করে লাগার সাথে সাথে ঘোরা বন্ধ হলো বোট-হুকের। শেষ মুহূর্তে বোটের দিকে ঝুঁকে ছিল শরীরটা, দড়াম করে আছাড় খেলো সে ডেকের ওপর। মাথা তোলার চেষ্টা করল সে, কয়েক ইঞ্চি তুলতেও পারল, রানার হাতে ধরা কোল্টের ব্যারেলটা সবেগে নেমে এল কপালে। জ্ঞান হারাল ড্যাড মুলার।

দ্বিতীয় লোকটা বোটে ওঠার চেষ্টা করছে, হাতে নগ্ন ছুরি, দু'হাতে পিস্তল ধরে তার বুকে পরপর দু'বার গুলি করল ডায়ানা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, বোটের ডেকে লাল চকচকে পুকুর তৈরি হলো একটা। চারদিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করল রানা। বিপক্ষে এখনও চারজন খুনী রয়েছে। তিনজন লঞ্চের সামনে, অপরজন পিছন দিক থেকে আসছে। গুলি খাওয়া লোকটাকে তুলে পানিতে ছুঁড়ে দিল ও, এক ছুটে হুইলহাউসে ঢুকে স্টার্ট দিল এঞ্জিন। পুরোপুরি খুলে দিল থ্রটল।

তৈরি ছিল না, কাজেই সামনে থেকে সরে যাওয়ার সময় পেল না ওরা। হতভম্ব হয়ে পড়ল তিনজন উইন্ড-সার্ফার। বিদ্যুৎগতি মিসাইলের মত ছুটে এল বোট। সংঘর্ষের মুহূর্তে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করল না। ভঙ্গুর বাহনগুলো চুরমার হয়ে গেল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাজা নর-মাংস।

'আমাদের পেছনে আছে একজন,' চিৎকার করে বলল ডায়ানা।

কি করতে হবে জানে রানা। কাজও শুরু করেছে। এঞ্জিন রিভার্সে দিয়ে বোটটাকে দ্রুত পিছিয়ে আনতে শুরু করল ও। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা দেখে নিল, দু'হাতে ধরে হুইল ঘোরাচ্ছে। বোটের স্টার্ন আঘাত করল অবশিষ্ট খুনীকে,

বাহন থেকে পড়ে গেল লোকটা। পরমুহূর্তে তার ওপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে গেল প্রপেলার। রক্তে লাল হয়ে গেল আশপাশের পানি।

'চলো ফিরি,' ডায়নাকে বলল রানা। 'পথে বোধহয় সার্জেন্টের সাথে দেখা হবে আমাদের।'

ষোলো

রোদ ঝলমলে, গরম, ঘাম ঝরানো দিন। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা চার্টার করা প্লেন ল্যান্ড করল প্যারিসের চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে। সামিট এক্সপ্রেসের সিকিউরিটি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো চূড়ান্ত করার জন্যে কনফারেন্সে যোগ দিতে এল সোহেল চৌধুরী। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির প্রতিনিধিত্ব করছে সে।

সোহেলের একটা হাত নেই, কিন্তু ফাইবার গ্লাসের কৃত্রিম একটা হাত অভাবটা পূরণ করছে। টুইডের দামী স্যুট পরে আছে সে। ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস-চীফ জাস্টিন ফনটেইন তার জন্যে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, অ্যারাইভাল লাউঞ্জ থেকে তাকে খুঁজে বের করল ড্রাইভার। এলিসি প্রাসাদ থেকে পায়ে হেঁটে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ, সুরেত-এর অফিশিয়াল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুল গাড়ি। খিলানের নিচে ইউনিফর্ম পরা পুলিস স্যালুট করল আরোহীকে।

গোপন বৈঠকের জন্যে প্রায়ই জাস্টিন ফনটেইন এই ভবনটা ব্যবহার করেন। জায়গাটা সুরক্ষিত, সাদা পোশাক পরা গোয়েন্দারা হরদম আসা-যাওয়া করছে, কাজেই আলাদা আলাদা গাড়ি করে সিভিলিয়ানরা এলে কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। তিনতলার সাজানো-গোছানো একটা কামরায় সোহেলকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ। কথা ছিল তাঁর বন্ধু রাহাত খান স্বয়ং আসবেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্ল্যান বদলানো হয়েছে। এই মুহূর্তে রাহাত নাকি লন্ডনে খুব ব্যস্ত, তাঁর বদলে পাঠানো হয়েছে রানা এজেন্সির অপারেশনাল চীফ সোহেল চৌধুরীকে। কিছু এসে যায় না, সোহেলের সাথেও তাঁর পরিচয় আছে। জানেন, কারও চেয়ে কম যোগ্য নয় সে।

'গুড টু সি ইউ, মি. আহমেদ,' ভারী গলায় বললেন জাস্টিন ফনটেইন।

'আ···মি. ফনটেইন, গ্ল্যাড টু মিট ইউ এগেন।' হ্যান্ডশেক করল সোহেল।

হাতটা দু'বার ঝাঁকি দিয়ে পিছনে তাকালেন জাস্টিন ফনটেইন, টেবিলে বসা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। 'মি. উইলিয়াম হেরিক, এইমাত্র ওয়াশিংটন থেকে পৌঁচেছেন—তোমাদের পরিচয় আছে?'

'হ্যাঁ,' গুরু গম্ভীর গলায় বললেন উইলিয়াম হেরিক। 'মনে পড়ছে, ওয়াশিংটনে ওর সাথে একবার দেখা হয়েছিল বটে।' চেয়ার না ছেড়ে সোহেলের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি, যেমন চুরুট টানছিলেন তেমনি টানতে থাকলেন।

গোল টেবিলে বসল ওরা। জাস্টিন ফনটেইন নিজেই ওদের গ্লাসে পানীয় ঢাললেন। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসেছে সোহেল, নতুন প্যাড আর পেন্সিল নাড়াচাড়া করছে। আড়চোখে একবার উইলিয়াম হেরিকের দিকে তাকাল সে।

ভদ্রলোক একটুও বদলাননি। সেই মস্ত মাথা, ক্লিনশেভ, চোখে রিমলেস গ্লাস। গলার মত চেহারাটাও গম্ভীর। দেখে মনে হয় না আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসে নতুন চীফ হয়ে এসেছেন তিনি। হাবভাব দেখে মনে হয় এই পদে যেন চিরকাল তিনিই ছিলেন।

আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিস ডিটাচমেন্টের অন্যতম দায়িত্ব হলো সে-দেশের প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মাত্র এক বছর হলো ডিটাচমেন্টের চীফ হয়েছেন উইলিয়াম হেরিক। চেহারা গম্ভীর বটে, কিন্তু পরেছেন উজ্জ্বল রঙের চেক স্পোর্টস জ্যাকেট, যেন ফুর্তিবাজ একজন ট্যুরিস্ট।

গ্লাসে পানীয় ঢালার সময় সোহেল এবং উইলিয়াম হেরিকের হাবভাব আড়চোখে লক্ষ করে কৌতুক বোধ করলেন জাস্টিন ফনটেইন। নিজে তিনি তেমন লম্বা নন, একহারা গড়ন। দিনটা গরম হওয়া সত্ত্বেও লাউঞ্জ স্যুট পরেছেন। উইলিয়াম হেরিক এবং তাঁর বয়স প্রায় সমানই হবে, ষাটের কাছাকাছি। তাঁর গোঁফ আছে, পেন্সিলের মত সরু, চুলের রঙের মতই নীলচে। ওদের মাঝখানে সোহেলকে শুধু ছেলেমানুষ নয়, অনভিজ্ঞ আনাড়ি বলে মনে হলো। অবশ্য দু'জনেই জানেন, এসপিওনাজ জগতে সোহেল আহমেদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, শুধু রানা এজেন্সির নয়, ব্রিটিশ সরকারেরও প্রতিনিধিত্ব করছে সে।

'আমাদের জার্মান বন্ধু, মি. টনি শুমাখার, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবেন।' নিজের চেয়ারে বসে ঘোষণা করলেন জাস্টিন ফনটেইন। নিজের গ্লাসটা তুললেন তিনি। 'জেন্টলমেন—ওয়েলকাম!' লক্ষ করলেন, উইলিয়াম হেরিক বড় বড় কয়েকটা চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন গ্লাসটা। সোহেল মাত্র ছোট্ট একটা চুমুক দিল। আমরা সবাই টেনশনে ভুগছি, মনে মনে ভাবলেন তিনি। বলা যায়, এটা নার্ভাস লোকদের একটা মীটিং।

দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকলেন জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ হ্যারল্ড টনি শুমাখার। উপস্থিত তিনজনের সাথে কোন দিক থেকেই তাঁর কোন মিল নেই। অস্বাভাবিক লম্বা তিনি, পরনে সাদামাটা পোশাক, যত না বলেন তারচেয়ে শোনার ঝোঁক বেশি। লাজুক নন, গম্ভীরও নন। দেরি করে পৌঁছুবার জন্যে প্রথমেই তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন, 'অপ্রত্যাশিত একটা সমস্যার কারণে দেরি হয়ে গেল—ভেরি সরি।' এর বেশি কিছু বললেন না তিনি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। সকালে লিন্ডাউতে ছিলেন, নিজে উপস্থিত থেকে লেক কনস্ট্যান্স সীল করেছেন। তারপর প্যারিসে আসার জন্যে তাঁকে খুবই তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে। মিউনিক এয়ারপোর্টে তাঁর জন্যে একটা প্লেন অপেক্ষা করছিল, সেখানে তিনি একটা হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছান।

পিঠ খাড়া করে নিজের চেয়ারে বসলেন তিনি, ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ জাস্টিন ফনটেইনকে বললেন, 'শুধু একটু বিয়ার—সোহেলের মত।' সোহেলের দিকে ফিরে হাসলেন তিনি। 'আমার ওস্তাদ রাহাত খান? তিনি এলেন না?'

'হয়তো আসবেন,' মৃদু হেসে বলল সোহেল। 'এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত, লন্ডনে।'

প্রথম পনেরো মিনিট ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের করুণ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করলেন ওঁরা। সত্যি খুব দুঃখজনক, সবাই একমত হলেন। তবে এ-কথাও

একবাক্যে স্বীকার করলেন ওঁরা, এ-ধরনের বিপর্যয় যে-কোন দেশের ইন্টেলিজেন্স প্রতিষ্ঠানে ঘটতে পারে। মানুষ যেহেতু মানুষ, তাই কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু দুর্বলতা তার থাকবেই। মানুষ যদি কোন দিন দেবতা হবার যোগ্যতা অর্জন করে, তখন হয়তো এ-ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে না। সবাই আশা প্রকাশ করলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এই ধাক্কা অচিরেই সামলে উঠতে পারবে। অন্যান্য দেশের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস সাহায্য করলে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের বিশ্বাসঘাতক চীফকে হয়তো গ্রেফতার করাও সম্ভব হবে, যদি না সে লৌহ-যবনিকার অন্তরালে পালিয়ে গিয়ে থাকে। হাই অফিশিয়ালদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে, সেজন্যে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সবশেষে রানা এজেন্সিকে ধন্যবাদ দিলেন তাঁরা—এই বিপদের সময় সামিট এক্সপ্রেসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়ার জন্যে।

এরপর কাজের কথা শুরু হলো।

'সামিট এক্সপ্রেসের এই হলো রুট…,' শুরু করলেন জাস্টিন ফনটেইন। একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপের ভাঁজ খুললেন তিনি, লাল রেখায় রুট আঁকা রয়েছে দক্ষিণ ইউরোপের মানচিত্রে। ম্যাপটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালেন।

জাস্টিন ফনটেইন এই বয়সেও সুদর্শন এবং শক্ত-সমর্থ, শুধু যে মেয়েদের প্রতি তাঁর আগ্রহ কমেনি তাই নয়, এখনও তিনি নাটকীয়তার ভারি ভক্ত। সবাই যখন গভীর মনোযোগের সাথে ম্যাপ দেখছেন তখন তিনি চমক লাগানো একটা সংলাপ আওড়ালেন। 'আজ সকালে বোথাম, কিংবা ক্লাউস বা আলফন্স যে নামেই তাকে ডাকুন, লন্ডনে ছিল। পিকাডেলিতে দেখা গেছে তাকে।'

'বোথাম? লন্ডনে?' বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো সোহেল। 'আপনি কিভাবে জানলেন, মি. ফনটেইন?'

খুব শান্ত গলায় ব্যাখ্যা দিলেন জাস্টিন ফনটেইন, ফ্রেঞ্চ সিক্রেটসার্ভিস চীফ, 'আমার এক মহিলা এজেন্ট, ইলিনা বাউচ (সবাই বুঝল নামটা ওই মুহূর্তে তৈরি করলেন তিনি), লন্ডনের ফ্রেঞ্চ দূতাবাসে কাজ করছে। লন্ডন অবজারভারের একটা খবর টেলেক্স করে পাঠিয়েছে সে খানিক আগে। অবজারভারের ওটা মধ্যাহ্ন সংস্করণ।' টেলেক্সের কাগজটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে পড়তে শুরু করল সোহেল।

টনি শুমাখার, জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ, বললেন, 'আমার ধারণা ক্লাউস, আলফন্স, বা বোথাম আসলে একজনই। অবশ্য তার চেহারা সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু জানি না। তার নির্দিষ্ট কোন ঘাঁটি আছে বলেও শুনিনি। যখন যেখানে সুবিধে হয় সেখানে গা ঢাকা দেয় সে। টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো তাকে প্রায়ই ভাড়া করে। অবশ্য আমাদের বন্ধু-দেশের অনেকেও গোপনে তার সাহায্য নেয়—আমি কোন দেশের নাম উল্লেখ করতে চাই না।'

আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিস চীফ উইলিয়াম হেরিক বললেন, 'কিন্তু লোকটা যে বিভীষণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি রেখে ঢেকে কথা বলতে পছন্দ করি না—বেশিরভাগ সময় দেখা যায় বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো তাদের নোংরা

কাজের জন্যে বোথামের সাহায্য নিচ্ছে।'

আমেরিকান ভদ্রলোকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ। 'তবে এখানে আমরা পলিটিক্স নিয়ে আলাপ বা কারও নিন্দা করার জন্যে মিলিত হইনি, আশা করি আপনারা সবাই আমার সাথে একমত হবেন।'

কেউ দ্বিমত পোষণ করলেন না।

'বোথাম সামিট এক্সপ্রেসের জন্যে একটা হুমকি কিনা আমি জানি না,' বলল সোহেল। 'তবে দেখেশুনে মনে হচ্ছে ডেল্টা পার্টির সাথে তার একটা গভীর সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।'

জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ টনি শুমাখার বললেন, 'এ-ব্যাপারে এখনও আমার কিছু বলার সময় বোধহয় হয়নি।' ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন তিনি। 'বোথামকে লন্ডনে দেখা গেছে—ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারেন? কি পরে ছিল সে? এত সহজে তাকে চেনা গেল কিভাবে?'

'যা সব সময় পরে থাকে বলে শোনা যায়, তাই পরেছিল,' বলল সোহেল। 'উইন্ডচিটার, জিনস, গাঢ় রঙের বেরেট, বড় আকারের রঙিন চশমা।'

'ঘটনার বিবরণ?'

'পায়ে হেঁটে টহল দিচ্ছিল একজন পুলিস, সে-ই তাকে চিনতে পারে। রিজেন্ট স্ট্রীটে যাবার পথে সোয়াল স্ট্রীটে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায় বোথাম। ভিড়ের মধ্যে তাকে হারিয়ে ফেলে পুলিসটা। পরে এক লোক রাস্তার ধারের এক বেঞ্চে উইন্ডচিটার, বেরেট, এবং চশমাটা দেখতে পায়। উইন্ডচিটারের তলায় লোডেড একটা পয়েন্ট থ্রী-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পাওয়া গেছে...।'

'টহলরত পুলিস?' জার্মান ভদ্রলোক টনি শুমাখার বিড়বিড় করে বললেন।

'হ্যাঁ,' বলল সোহেল। 'সম্ভবত ইরা টেরোরিস্টদের সন্ধানে টহল দিচ্ছিল। কেন বলুন তো?'

'বোথামের পোশাক পরে অন্য কোন লোক নয় তো? লোকটা হয়তো ভেবেছিল এই পোশাকে পুলিস তাকে দেখলে বোথাম বলে মনে করবে।'

'অসম্ভব নয়,' চিন্তিতভাবে বলল সোহেল। 'কিন্তু কেন সে তা করতে যাবে?'

নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার ধরালেন আমেরিকান ভদ্রলোক উইলিয়াম হেরিক। 'হাভানা। দেশে ফেরার আগে বাক্সটা আমাকে শেষ করতে হবে। আপনারা আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

টনি শুমাখার কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেলেন। জাস্টিন ফনটেইনের মনে হলো, তিনি যেন বিশেষ কাউকে গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ করছেন। কিন্তু কাকে, তা তিনি ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলেন না।

আবার কাজের কথা শুরু হলো।

সামিট এক্সপ্রেসের জার্নি কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেকটরগুলো আলাদা করে দেখানো হয়েছে ম্যাপে। এক এক সেকটরের দায়িত্ব এক এক দেশের সিকিউরিটির ওপর।

প্যারিস থেকে স্ট্রাসবার্গ—ফ্রেঞ্চ। স্ট্রাসবার্গ ভায়া স্টুটগার্ট এবং মিউনিক থেকে সালজবার্গ—জার্মান। শেষ জার্নি, সালজবার্গ থেকে ভিয়েনা—আমেরিকান, তবে

আমেরিকানরা অস্ট্রিয়ানদের সাহায্য পাবে। কথাবার্তা বলতে গেলে এক রকম একাই চালিয়ে গেলেন জাস্টিন ফনটেইন।

সোহেলকে দেয়া হলো সচল ভূমিকা, তার টীম তিনটে সেকটরই কভার করবে। নিজের সেকটর সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন জাস্টিন ফনটেইন। টেরোরিস্টরা কোথায় কোথায় হামলা চালাতে পারে, জায়গাগুলো সবাইকে দেখালেন তিনি। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস চীফ উইলিয়াম হেরিক মনে মনে স্বীকার করলেন, ফরাসী ভদ্রলোক তাঁর কাজ বোঝেন।

এরপর এল জার্মান চীফ টনি শুমাখারের পালা। তাঁর কথা শুনেও প্রভাবিত হলেন উইলিয়াম হেরিক। ম্যাপের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে পৌঁছে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন জার্মান চীফ। তাঁর আচরণে এমন কিছু ছিল, কামরার ভেতর উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে গেল। 'এখানে এক্সপ্রেস বাভারিয়ায় পৌঁছুবে,' ম্যাপে আঙুল রেখে বললেন তিনি। 'এলাকাটা নিরাপদ নয়। দুর্ভাগ্যজনকই বলব, এক্সপ্রেস চলে যাবার পরদিন বাভারিয়া স্টেট ইলেকশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে…।'

'নিও-নাৎসীদের ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করল সোহেল। 'ডেল্টা?'

স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে আলোচনায় আবারও রাজনীতি টেনে আনলেন উইলিয়াম হেরিক। 'হেলমুট হ্যালার,' বললেন তিনি। 'লোকটা কম্যুনিস্ট ছিল, এখনও আছে। ডেল্টার আর্মস ডিপো একটা করে আবিষ্কার হচ্ছে, সেই সাথে হেলমুট হ্যালারের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছে। জেন্টলমেন, আপনারা কি তার রাজনৈতিক অভিলাষ সম্পর্কে কিছু জানেন? তার ইচ্ছে, বাভারিয়াকে পশ্চিম জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করা। বাভারিয়াকে অস্ট্রিয়ার মত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানাতে চায় সে। তাহলে কি হবে? NATO দুর্বল হয়ে পড়বে, কোন সন্দেহ নেই। এবং কালক্রমে পশ্চিম ইউরোপ চলে যাবে সোভিয়েত ব্লকের আওতায়…।'

জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ বাধা দিলেন তাঁকে। তিনি শান্তভাবে বললেন, 'আমাদের চ্যানসেলর মি. রুডি ফয়েলার পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাঁর উপদেষ্টারা তাঁকে জানিয়েছেন, হেলমুট হ্যালার ইলেকশনে পাস করবে না।'

এভাবে আলোচনা করতে করতে সন্ধে হয়ে এল। জাস্টিন ফনটেইন অতিথিদের জন্যে খানাপিনার ব্যাপক আয়োজন করেছেন। ডিনার শেষ করে আবার তাঁরা মীটিংরূমে ফিরে এলেন সবাই। যাঁর যাঁর পছন্দ মত পানীয় সরবরাহ করা হলো। আলোচনার এই পর্বে বক্তব্য রাখবেন উইলিয়াম হেরিক, মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস চীফ। কিন্তু তিনি মুখ খোলার আগেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সশস্ত্র একজন সৈনিক। সরাসরি জাস্টিন ফনটেইনের দিকে এগিয়ে এল সে। তার হাত থেকে একটা কাগজ নিলেন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক।

মেসেজটা পড়লেন তিনি। তাঁর চেহারায় দুর্ভাবনার ছাপ ফুটে উঠল। সোহেলের দিকে ফিরলেন। 'এতে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর আপনার জন্যে একটা মেসেজ নিয়ে পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন। মেসেজটা আর্জেন্ট, তিনি শুধু আপনার হাতেই দেবেন ওটা।'

'অ্যামব্যাসাডর নিজে?' বিস্মিত হলেও সোহেলের চেহারায় তা প্রকাশ পেল

না। সৈনিকের দিকে তাকাল সে। 'ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে এসো, কুইক।'

সুবেশ, লম্বা এক ভদ্রলোক ঢুকলেন মীটিংরুমে। তাঁর নাকের নিচে চওড়া সাদা গোঁফ দেখার মত। সবাই তাঁর হাতের ভাঁজ করা কাগজটার দিকে তাকাল। সৈনিক ঘোষণা করল, 'স্যার হামফ্রে বেডফোর্ড···।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সবাই।

মেসেজটা দেখলেন স্যার বেডফোর্ড। 'সরাসরি আমার কাছে এসেছে, মি. আহমেদ। আমি ছাড়া এটার কথা আর কেউ জানে না। মেসেজটার সাথে আলাদা একটা অনুরোধ-পত্র ছিল, আমি যেন নিজে এসে আপনার হাতে দিই মেসেজটা। অনুরোধটা অকারণে করা হয়নি—পড়লেই বুঝতে পারবেন।' কামরার চারদিকে তাকালেন তিনি। 'আপনাদের সবার সাথে মিলিত হতে পেরে গর্ব অনুভব করছি—প্লীজ, আমাকে যদি ক্ষমা করেন···।' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন স্যার বেডফোর্ড।

মেসেজটার ভাঁজ খুলে বার কয়েক পড়ল সোহেল। সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ফোঁস করে আটকে রাখা দম ছাড়ল সোহেল। তারপর মুখ তুলে একে একে সবার দিকে তাকাল সে। 'মেসেজটা পাঠিয়েছেন আপনাদের বন্ধু মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। পড়ছি, শুনুন আপনারা···।'

খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সোহেল। তারপর পড়তে শুরু করল।

মেসেজটা হুবহু এরকম:

> 'বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সামিট এক্সপ্রেসের ভি.আই.পি. আরোহীদের একজনকে—আবার বলছি—সামিট এক্সপ্রেসের ভি.আই.পি. আরোহীদের একজনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। চারজনের মধ্যে কাকে, তা এখনও জানা যায়নি। রাহাত খান।'

বিপর্যয়-২

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৮৭

এক

প্যারিসে যেদিন বিকেলে সামিট এক্সপ্রেসের চারজন সিকিউরিটি অফিসার কনফারেন্সে বসল, সেই একই দিন সকালে লেক কনস্ট্যাঞ্জ ধরে পুব তীরের দূরবর্তী একটা ল্যান্ডিং-স্টেজের দিকে এগিয়ে চলেছে মাসুদ রানার বোট।

ড্যাড মুলার, খুনী উইন্ড-সার্ফারদের নেতা, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে বোটের খোলা অংশে। সে ছাড়া তার দলের আর কেউ বেঁচে নেই। টেপ দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে মুখ, দুই গোড়ালি, দুই হাঁটু, আর দুই কব্জি এক করে শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে, তার ওপর চোখে মোটা কাপড়ের পট্টি—আহত একজন লোকের প্রতিরোধ শক্তি ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট। শুধু এঞ্জিনের একটানা, একঘেয়ে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, এক চুল নড়াচড়া করলে বাঁধনগুলো কামড় বসাচ্ছে মাংসে। গরম রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে শরীরটা।

হুইলহাউসে হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে রানা, পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে ছুটে চলেছে বোট। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলি ডায়ানা, রানাকে গাইড করছে সে। অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে কুয়াশা, তটরেখা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে পাথুরে সৈকত। স্পীড কমিয়ে দিল রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে সৈকতে কিছু নড়ে কিনা দেখছে। কাঠের তৈরি ল্যান্ডিং-স্টেজটা সামান্য একটু কাত হয়ে আছে একদিকে, অনেক দিনের পুরানো।

হঠাৎ পেছন থেকে রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ ঘষল ডায়ানা। রানার গা শিরশির করে উঠল। 'কি হচ্ছে?'

'কি আবার হবে, স্পর্শ আর গন্ধ নিচ্ছি,' বলল ডায়ানা। রানার ঘাড়ের ওপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'জীবন আর মৃত্যু, দুটোর মধ্যে কি দুস্তর ব্যবধান, তাই না? একটু আগে তোমাকে ওরা খুন করতে এসেছিল। তুমি মরে গেলে দুনিয়ার বুক থেকে নিঃশেষে ফুরিয়ে যেতে—কেউ তোমাকে এভাবে ছুঁত না, গন্ধ নিত না, তোমার কাছে কারও কোন দাবি থাকত না, কাউকে তুমি কিছু দিতে পারতে না...।'

'তোমার দর্শনের সারমর্ম আমি উপলব্ধি করতে পারছি,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'কিন্তু যা চাইছ তা এই মুহূর্তে, বেঁচে থাকা সত্ত্বেও, আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়—দুঃখিত। আবার যদি কখনও চার দেয়ালের ভেতর আমাকে বাগে পাও...।'

মাথা দিয়ে রানার পাঁজরে গুঁতো মারল ডায়ানা। হাসির ফাঁকে ছোট্ট করে বলল, 'নির্লজ্জ!'

এখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তীরের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ঠিক জানো তো, ওখানে কারও সামনে পড়ে যাব না আমরা?' সৈকতের আরও সামনে ঘন গাছপালার দিকে তাকাল ও। 'পিকনিকের জন্যে আদর্শ জায়গা।'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তীরের দিকে তাকাল ডায়ানা। 'এক কথা কত বার বলব! এদিকের প্রতিটি ইঞ্চি আমার চেনা। মিউনিক থেকে বাবুল এলেই ওর সাথে এখানে চলে আসতাম। কোনদিন কাউকে দেখিনি। কাল রাতে ফোক্সওয়াগেনটা গাছপালার আড়ালে রেখে গেছি···।'

'লিন্ডাউতে ফিরলে কিভাবে?'

'ট্রেনে করে,' বলল ডায়ানা। 'স্টেশনে পৌঁছুতে তিন মাইল হাঁটতে হয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু ফোক্সওয়াগেনটা দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'দেখতে না পাবার মত করে রাখা হয়েছে, তাই!' রেগে গেল ডায়ানা।

'আহা, রাগ কর কেন! কিভাবে কি করেছ জানি না, তাই খুঁত খুঁত করছে মনটা···।'

'তারমানে এখনও আমি তোমার আস্থা অর্জন করতে পারিনি?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল ডায়ানা। 'কি মনে করো তুমি আমাকে, মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খাচ্ছি?'

মুচকি হেসে রানা বলল, 'বেঁচে থাকার বিড়ম্বনাও কিন্তু কম নয়। তোমার রাগ পানি করার জন্যে এখন আমাকে গাধার খাটনি খাটতে হবে। অথচ জরুরী কয়েকটা ব্যাপার আরেক বার তোমার মুখ থেকে শোনা দরকার···।'

'আমি রাগিনি,' রাগের সাথেই ফোঁস করে উঠল ডায়ানা। 'শুধু বলতে চাইছি, আমার ওপর এক-আধটু বিশ্বাস রাখতে পারো। আবার শুনতে চাও, বলছি। ওদিকে পুরানো একটা ওয়াটার-মিল আছে, পথটা আমি চিনি। কারণ ওখানেও তথ্য বিনিময়ের জন্যে বাবুল আর আমার দেখা হত। কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে কি?'

'বেঁচে থাকার আরও একটা বিড়ম্বনা।'

'কেন আমরা ওখানে যাচ্ছি?'

'নিরিবিলিতে বসে বন্দীর মুখে বুলি ফোটাতে চেষ্টা করব।'

ড্যাড মুলারকে কাঁধে করে গাড়ির কাছে নিয়ে এল রানা। ব্যাকসীটের সামনে মেঝেতে ভাঁজ করা বিশাল পুতুলের মত বসিয়ে রাখা হলো তাকে, জানালার নিচের কিনারা ছাড়িয়ে একটু উঁচু হয়ে থাকল সোনালি চুল ভরা মাথা। ড্রাইভিং সীটে বসেই গাড়ি ছেড়ে দিল ডায়ানা। কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিত্যক্ত ওয়াটার-মিলের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। লোক বসতির শেষ সীমানা থেকে জায়গাটা অনেক দূরে।

ডায়ানার বর্ণনার সাথে হুবহু মিল দেখতে পেল রানা। কি উদ্দেশ্যে মিলটা তৈরি করা হয়েছিল আজ আর তা আন্দাজ করার উপায় নেই, তবে বিশাল আকারের হুইল ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে এখনও ঘুরছে। ওয়াটার-মিলের গোটা

কাঠামোর পিছনে খরস্রোতা নদী। সফেন স্রোতের তীব্র ধাক্কায় অনবরত ঘুরে চলেছে হুইলের সাথে ফিট করা চওড়া ব্লেডগুলো।

'হ্যাঁ, কাজ হবে।'

'কি কাজ হবে?' রানার দিকে ফিরল ডায়ানা।

'ওয়াটার টরচার,' বলল রানা। 'গত শতাব্দীতে চীনারা ব্যবহার করত। শালার মুখে খই ফুটবে, দেখে নিয়ো।'

দু'জন ধরাধরি করে জার্মান বন্দীকে জায়গা মত শোয়াল ওরা। নির্যাতন শুরু করার আগে ফিসফিস করে ডায়ানাকে রানা বলল, 'আমি চাই ও দেখুক জীবনের আলো নিভে যাচ্ছে। চোখের পট্টি খুলে দেব, কাজেই মুখোশটা আবার পরো তুমি, চুলগুলো মুখোশের পিছন দিকে গুঁজে দাও। স্ল্যাকস পরে নাও, গাড়িতে আছে—তোমাকে ছেলে বলে মনে করবে।'

তৈরি হয়ে ফিরে এল ডায়ানা। ধীরে ধীরে ঘুরছে হুইল, হুইল ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে থাকা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রানাকে সাহায্য করল সে। পানি থেকে উঠে থাকা হুইলের একটা অংশে লম্বা করে শোয়ানো হলো বন্দীকে। বাঁধনগুলো খুলে ফেলা হয়েছিল, নতুন করে গোড়ালি আর কব্জি বাঁধা হলো বিশাল একটা ব্লেডের সাথে। বন্দীর মাথা নিচের দিকে রাখা হলো, হুইলের সাথে ঘোরার সময় পানির তলায় প্রথমে ডুববে মুখ আর মাথা, শরীরের বাকি অংশ বেশ কিছুক্ষণ থাকবে পানির ওপর। কাজটা শেষ করতে দশ মিনিট লেগে গেল। এরপর বন্দীর চোখ থেকে পট্টি খুলে দিল রানা।

চোখের পাতা বারবার খুলল আর বন্ধ করল লোকটা। ধীরে ধীরে আলোটা সয়ে এল চোখে। রানার দিকে ঘৃণা ভরে তাকাল সে। কিন্তু পরমুহূর্তে মুখোশ পরা ডায়ানাকে দেখে তার চেহারায় বিস্ময় আর সন্দেহ ফুটে উঠল।

শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে ডায়ানা। বুক ঢাকার জন্যে রানার জ্যাকেট পরেছে। মুখোশের ভেতর থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জার্মান বন্দীর দিকে। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, ডান হাতে পিস্তল। মধ্যযুগীয় ডাকাত সর্দারের মত লাগছে তাকে।

প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে পিছনে এল ওরা। ছাড়া পেয়ে আবার ঘুরতে শুরু করল হুইল। মাথায় পানির স্পর্শ পেল মুলার, ডুবতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে বুক ভরে বাতাস টানল সে। ধীরে ধীরে পানির তলায় অদৃশ্য হলো মাথা। শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে, তবু পা দুটো ছুঁড়ে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করল। মুশকিল হলো হুইল এত আস্তে আস্তে ঘুরছে যে যতক্ষণ দম আটকে রাখা সম্ভব তারচেয়ে অনেকক্ষণ বেশি পানির নিচে ডুবে থাকল মাথা। প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে আবার যখন পানি থেকে উঠল মাথাটা, হোস পাইপের মত লাগল মুখটাকে, গলগল করে পানি বেরিয়ে আসছে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। এ-ধরনের নির্যাতন কোন মানুষই বেশিক্ষণ সইতে পারবে না।

আরেকটা অসুবিধে হলো, অনবরত বৃত্ত রচনা করে ঘুরছে বলে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ছে সে, চিন্তাশক্তি লোপ পাচ্ছে, ধীরে ধীরে গ্রাস করছে আচ্ছন্ন একটা ভাব। সবচেয়ে বড় ভয় হয়ে দেখা দিল অজ্ঞান হয়ে পড়ার আশঙ্কাটা। পেটভর্তি পানি

নিয়ে জ্ঞান হারালে বাঁচবে না সে।

ডায়ানার হাত ধরে মৃদু টান দিল রানা। প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এল ওরা। নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল রানা, ওয়াটার-মিলের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসায় পিঠে গরম রোদের ছ্যাঁকা অনুভব করল। 'এখানে বসে আমরা কথা বলতে পারি, শুনতে পাবে না। কিছুক্ষণ ভুগুক।'

মুখোশটা কপালে তুলে দিল ডায়ানা। 'পানি গিলে মরে গেলে আমি খুশি হই,' বলল সে। 'হয়তো এই শয়তানটাই নিজের হাতে বাবুলের পিঠে ছুরির ডগা দিয়ে নকশাটা এঁকেছিল।'

'কাপুরুষের দল বাবুলকে কোন সুযোগই দেয়নি,' হিসহিস করে বলল রানা। 'কয়েক সেকেন্ড আগেও যদি বাবুল বুঝতে পারত ওরা খুন করতে এসেছে, একা মরত না সে।'

'কতক্ষণ ওকে ঘোরাবে?'

'যতক্ষণ তেজ থাকে,' বলল রানা। 'জেরা শুরু করলে সব যেন গড়গড় করে বলে দেয়।'

'তোমার কি ধারণা, কতটুকু জানে ও?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আন্দাজ করা কঠিন।'

হুইলের সাথে ঘুরতে ঘুরতে একবার করে পানির নিচে যায় মুলার, খানিকটা করে পানি খায়। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো তার। পেট ফুলে ঢোল। ফেস-মাস্ক পরে নিল ডায়ানা, প্ল্যাটফর্মে উঠল দু'জন। বাঁধনগুলো খুলতে হিমশিম খেয়ে গেল ওরা। পানিতে ভিজে ফুলে উঠেছে রশি, একটা একটা করে গিঁট খুলতে প্রচুর সময় লাগল। শেষের ক'টা গিঁট ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল রানা। প্রায় অচেতন লোকটাকে কাঁধে করে নদীর তীরে এনে শোয়ানো হলো, তার পেটে একটা হাঁটু রেখে চাপ দিল রানা। নাক-মুখ দিয়ে গল গল করে বেশ খানিকটা পানি বেরুল। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল মুলারের শ্বাস-প্রশ্বাস। কাছেই একটা বোল্ডারের ওপর বসল ডায়ানা, হাতের পিস্তলটা মুলারের দিকে তাক করা।

জেরা শুরু করল রানা, 'নাম?'

'ড্যাড মুলার।'

'ডেল্টা পার্টির সদস্য?'

'হ্যাঁ।'

'কর্মী?'

মাথা নাড়ল মুলার। 'নেতাদের একজন।'

হেসে ফেলল রানা। 'এই বয়সে?' মুলারের বয়স আন্দাজ করল ও, পঁচিশ কি ছাব্বিশ।

'ম্যাক্স মরলকের ভাইপো আমি,' বলল মুলার। 'চাচার পর আমাকেই ডেল্টা পার্টির নেতৃত্ব দিতে হবে...।'

'সে স্বপ্ন এখনও দেখো?'

চুপ করে থাকল মুলার।

'কার হুকুমে আমাকে তোমরা মারতে এসেছিলে?'

'আমরা আপনাকে মারতে আসিনি।'

'না। আদর করতে এসেছিলে। কার হুকুমে?' সরাসরি না তাকিয়েও রানা বুঝল, ডায়ানা হাসি চাপার চেষ্টা করছে।

চুপ করে থাকল মুলার, নাক-মুখ দিয়ে বাতাস টানছে সে।

'একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো,' বলল রানা। 'তোমার ওপর আমাদের কোন দয়ামায়া নেই। সব প্রশ্নের উত্তর পেলে তোমাকে আমরা পুলিসের হাতে তুলে দেব। না পেলে মেরে ফেলব। আমার সঙ্গীর হাতে ওটা খেলনা নয়, আর শুধু শুধু তাক করে বসে নেই—আমি বলতে যা দেরি, সাথে সাথে গুলি করবে। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুলার। জীবনের আশা আছে বুঝতে পেরে তার চেহারায় ক্ষীণ একটু উজ্জ্বলতা ফিরে এল।

'অপারেশন ক্রাউনের ডেডলাইন কি?' বাবুল আখতারের নোট বুকে অপারেশন ক্রাউনের উল্লেখ ছিল। কার হুকুমে ওরা রানাকে মারতে এসেছিল, কার হুকুমে বাবুলকে খুন করা হয়েছে, এ-সব প্রসঙ্গে পরে ফিরে আসবে রানা।

'তেসরা জুন—ইলেকশনের পরদিন···,' আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল মুলার, ডায়ানার মনে হলো লোকটা তার প্রতিরোধ শক্তি ফিরে পাচ্ছে একটু একটু করে।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

ইঙ্গিত পেয়ে পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করল ডায়ানা, ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল।

'ঈশ্বরের দোহাই, বারণ করুন!' আতঙ্কে নীল হয়ে গেল মুলারের চেহারা। 'বলছি, সব বলছি! গোটা ঝামেলা থেকেই সরে থাকতে চেয়েছি আমি। কোথায় যেন কি একটা মস্ত ঘাপলা আছে।'

'তুমি বললে জুন মাসের তিন তারিখ। তারপর কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলে। কি?'

'ব্যাপারটা ঘটবে সামিট এক্সপ্রেস বাভারিয়ায় ঢোকার পর···।'

'এ-সবই আমরা জানি,' মিথ্যে বলল রানা। 'বাবুল এ-সব তথ্য লন্ডনে পাঠিয়েছিল।' কথাগুলো হজম করার জন্যে মুলারকে খানিকটা সময় দিল ও, সিগারেটে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। 'আমি শুধু তোমার কাছ থেকে ইনফর্মেশন চাই। জুনের তিন তারিখে কি ঘটবে?'

'আপনারা জানেন!' বিস্ময়ে যেন বোবা হয়ে গেছে মুলার।

'জুনের তিন তারিখে কি ঘটবে?'

'চার পশ্চিমা নেতার একজন খুন হবেন···।'

ধক করে উঠল রানার বুক। কিন্তু চেহারায় নির্লিপ্ত ভাবটুকু আগের মতই থাকল। 'কে?'

'আমি জানি না! ঈশ্বরের কিরে, সত্যি আমি জানি না!'

'চারজনের একজন খুন হবে তাই বা তুমি জানলে কিভাবে?'

'কারণ ম্যাক্স মরলক আমার চাচা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুলার। 'তিনি

মারা গেলে আমিই তাঁর সম্পত্তির মালিক হব। চাচার কোন ছেলেমেয়ে নেই। গোপন অনেক কথাই আমাকে তিনি বলেন···।'

'কোথায় যেন কি একটা মস্ত ঘাপলা আছে, মানে?'

ধীরে ধীরে উঠে বসল মুলার। এই সামান্য পরিশ্রমেই হাপরের মত হাঁপাতে লাগল সে। 'ঘাপলা যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চাচাও ব্যাপারটা নিয়ে ভারি চিন্তিত। কিন্তু কে ঘাপলা করছে আমরা বুঝতে পারছি না।'

'প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছ,' বলল রানা। 'আমাদের ধৈর্য কিন্তু কম।'

'ঠিক হয়ে আছে সামনের ইলেকশনে জিতে আমার চাচা বাভারিয়া শাসন করবেন। বাভারিয়া থেকে দুর্নীতি এবং অসামাজিক কাজ দূর করার জন্যে একটা মিলিশিয়া বাহিনী দরকার হবে। সেজন্যেই ডেল্টা পার্টি আগে থেকে কর্মীদের জন্যে আর্মস আর ইউনিফর্ম যোগাড় করে রাখছে। কিন্তু গুদামে অস্ত্র তোলার পরপরই জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা হানা দিয়ে সব সীজ করে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ নিশ্চয়ই খবর দিচ্ছে ওদের···।'

'কে হতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'জানলে তো···,' চুপ করে গেল মুলার।

'তোমার চাচার কি ধারণা?'

'চাচাকে বলা হয়েছে ডেল্টা পার্টির ভেতর বেঈমান আছে···।'

'কে বলেছে?'

'বোথাম।'

বোথামের ভূমিকা জানা গেল। তথ্যটা হজম করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল রানা। ডেল্টার হয়ে কাজ করছে বোথাম? ঠিক যেন মেলে না। 'ডেল্টা যেখানেই অপারেশন চালায় সেখানেই তাদের ব্যাজ পড়ে থাকতে দেখা যায়। কারণ?'

'সেই একই ঘাপলা। বোথামের ধারণা ডেল্টা পার্টির ভেতর হেলমুট হ্যালারের চর লুকিয়ে আছে—তারাই ডেল্টার বারোটা বাজাবার জন্যে ব্যাজগুলো ফেলে আসে।'

'চার নেতার একজন সামিট এক্সপ্রেসে খুন হবে,' বলল রানা। 'খুনটা করবে কে?'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মুলার। চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল, মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'ক্র্যাম্প···,' ঝুঁকে বাঁ পায়ের হাঁটুর পিছনটা খামচে ধরল সে। তারপর সিধে হয়ে হাতের আঙুলগুলো ঘন ঘন ভাঁজ করতে লাগল।

'তোমাকে বলেছি, আমাদের ধৈর্য কম।'

'ঈশ্বরের কিরে, আততায়ীর পরিচয় জানা নেই। জানি···,' তোতলাতে শুরু করল মুলার, '···জা-জানি···শুধু জা-জানি চা-চারজন সিকিউরিটি চী-চীফের একজন।'

দুই

উত্তরটা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হয়ে পড়ল ও, সুযোগটা সাথে সাথে কাজে লাগাল মুলার। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে, দু'হাতের ধাক্কা খেয়ে বোল্ডার থেকে ছিটকে পড়ল ডায়ানা। গুলি করার সুযোগ থাকলেও করল না সে, কারণ জানে মুলারকে জীবিত দরকার রানার।

মুলারের উদ্দেশ্য ছিল রানা বা ডায়ানা বাধা দেয়ার আগেই ওয়াটার-মিলের পেছনে আড়াল নেয়া। প্রায় সফল হলো সে, কিন্তু ডাইভ দেয়ার সময় সামনেটা ভাল করে দেখে নেয়ার সময় পায়নি। ওয়াটার-মিলের পাশে পড়ে থাকা একটা পাথরে ধাক্কা খেলো মাথাটা। ধাক্কা খেয়ে ওয়াটার-মিলের আরও কাছে ছিটকে পড়ল সে। আত্মরক্ষার জন্যে ওয়াটার-মিলটাকেই আলিঙ্গন করল। তারপরই তার আর্তচিৎকার শোনা গেল। ওয়াটার-মিলের ঘুরন্ত একটা ব্লেড খ্যাঁ-য়া-চ শব্দের সাথে ঢুকে গেল খুলিতে। চিৎকারটা হঠাৎ থেমে গেল, কেটলিতে পানি ফুটলে যেরকম আওয়াজ হয় গলার ভেতর থেকে সেরকম আওয়াজ বেরিয়ে এল। নিঃসাড় হয়ে গেল শরীরটা, মাথা আর কাঁধ পানির নিচে। চারপাশে সাদা ফেনা লাল হয়ে উঠল।

ছুটে এল ডায়ানা, ঢালে থেমে নদীর দিকে ঝুঁকল। মুলারের ঘাড়ের পালস চেক করে সিধে হলো সে। ইতোমধ্যে তার পিছনে চলে এসেছে রানা।

'মারা গেছে। কি করব এখন?'

'লাশ নিয়ে যাব,' বলল রানা। 'মি. শুমাখার অথবা সার্জেন্ট প্যাটরার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।'

'ও যে তথ্যগুলো দিল…।'

'বসকে জানানো দরকার,' বলল রানা। 'নিরাপদ কোথাও থেকে ফোন করব লন্ডনে।'

গাড়ির ব্যাক সীটে তোলা হলো লাশ, রানার রেনকোট দিয়ে ঢেকে রাখা হলো। লিন্ডাউ পুলিস হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুল ওরা। সার্জেন্ট প্যাটরাকে তার কামরাতেই পেল রানা, রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ হ্যারল্ড টনি শুমাখার একটা মেসেজ রেখে গেছেন, শুধু রানারই সেটা জানা চলবে। মেসেজটা হলো, সিকিউরিটি কনফারেন্সে যোগ দেয়ার জন্যে প্যারিসে যাচ্ছেন তিনি। একটা ফোন নম্বর রেখে গেছেন, প্রয়োজনে রানা তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।

কোন রকম ভণিতা না করেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সার্জেন্ট প্যাটরা। ড্যাড মুলারের লাশের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিল সে। বিশেষ একটা অ্যাম্বুলেন্স করে মিউনিকের মর্গে পাঠিয়ে দেবে, টনি শুমাখার হলেও তাই দিতেন। নিজেই ফ্লাস্ক

থেকে গরম কফি পরিবেশন করল সে। তারপর রানাকে পরামর্শ দিল, লন্ডনে ফোন করতে হলে পোস্টাফিস থেকে করাই ভাল—সবচেয়ে নিরাপদ।

সার্জেন্ট প্যাটরা নিজেই ওদেরকে গাড়ি করে পোস্টাফিসে নিয়ে এল। দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, আস্তে করে ঠেলে ওদেরকে নিয়ে অফিসে ঢুকল সে। সুইচ বোর্ড অপারেটরের সাথে দু'একটা কথা বলে রানার দিকে ফিরে হাসল, বলল, 'আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।' ইতোমধ্যে লন্ডনের লাইন পাবার চেষ্টা করছে অপারেটর।

লন্ডন অ্যাপার্টমেন্টেই প্রথমে টেলিফোন করল রানা। ভাগ্য ভাল, অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া গেল বসকে। 'কে?' গলা তো নয় যেন বজ্র-নির্ঘোষ, তবে রানার গলা চিনতে পেরে কিঞ্চিৎ নরম হলো কণ্ঠস্বর। সাঙ্কেতিক শব্দগুলো উচ্চারণ করার পর রানা মেসেজ দিতে শুরু করবে, তার আগেই রাহাত খান কথা বলতে শুরু করলেন। 'অপারেশন ক্রাউন, রানা। ক্রাউনের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। আধবোজা চোখে সাউদার্ন জার্মানীর ম্যাপের দিকে তাকাও, লেক কনস্ট্যান্সের আকৃতির ওপর মনোযোগ দাও। দেখবে ম্যাপের ওই অংশটাকে কখনও মনে হবে কুমীর আকৃতির, কখনও মনে হবে মুকুট আকৃতির।'

'আমি যে ইনফরমেশন পেয়েছি তার সাথে ব্যাপারটার তাহলে মিল আছে, স্যার,' বলল রানা। 'বাভারিয়াতেই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ম্যাক্স মরলকের ভাইপো, ড্যাড মুলার, ঘুমিয়ে পড়ার আগে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে গেছে...।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে শক্ত হাতে রিসিভার ধরে আছেন রাহাত খান।

রানা বলে চলেছে, 'সামিট এক্সপ্রেসের চার ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারের একজন—আই রিপিট, স্যার—সামিট এক্সপ্রেসের চার ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারের একজনকে খুন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে...।'

বাধা দিলেন রাহাত খান,- 'নাম বলবে না, নম্বর বলো। এলাকা ভিত্তিক, পশ্চিম থেকে পুব দিকে এসো। কত নম্বরকে টার্গেট করা হয়েছে?'

'সে জানত না।'

'তবু ভাল যে আমরা সতর্ক হবার সুযোগ পেলাম। ট্রেনে, তাই না? কাকে জানা যায়নি। কিন্তু কে?'

বস্ আমাকে পাগল ভাববে না তো? এক সেকেন্ড ইতস্তত করে উত্তর দিল রানা, 'মুলারের এই তথ্য সম্পর্কে আমার বা আমার সঙ্গিনীর কোন সন্দেহ নেই।'

'বলো!'

'খুন করার চেষ্টা করবেন চার সিকিউরিটি চীফের একজন, যাঁরা ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন।'

অপরপ্রান্তে রাহাত খান আছেন কিনা বোঝা গেল না।

'স্যার?'

কোন সাড়া নেই। তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কে—নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি?'

'না,' বলল রানা। 'মুলার আরও বলে গেছে, ডেল্টাকে সাহায্য করছে বোথাম...।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রাহাত খান বললেন, 'সাপের গালেও চুমো

খাচ্ছে, ব্যাঙের গালেও চুমো খাচ্ছে—হতে পারে?'

'আমারও তাই সন্দেহ,' বলে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ছাড়ছি, স্যার।'

অপরপ্রান্তে রাহাত খানও রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে মাত্র দু'সেকেন্ড কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকলেন রাহাত খান। পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কোটটা গায়ে চড়িয়ে পকেট থেকে চাবি বের করলেন, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে তালা লাগালেন দরজায়। ভাগ্য ভাল, রাস্তায় নামতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন, ব্যাক সীটে উঠে ড্রাইভারকে বললেন, 'রিজেন্ট পার্ক।' রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা ওদিকেই।

সমস্যাগুলো এক এক করে ভাবলেন তিনি। সিকিউরিটি চীফদের কনফারেন্সে যোগ দিতে প্যারিসে গেছে সোহেল, জরুরী মেসেজটা তাকে জানাতে হবে। কিন্তু কনফারেন্স কোথায় বসছে তা তিনি জানেন না। তারপর, হঠাৎ করেই তাঁর মনে পড়ল, সন্দেহভুক্তদের তালিকায় সোহেলও একজন।

প্যারিসে কোন্ হোটেলে উঠেছে সোহেল, তিনি জানেন। কিন্তু মেসেজটা হোটেলে পাঠালে সোহেলের হাতে পৌছুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই কনফারেন্সে রয়েছে সে। স্যার হামফ্রে বেডফোর্ডের কথা মনে পড়ল তাঁর—প্যারিসে ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর। ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত অনুরোধ করার মত ঘনিষ্ঠতা নেই। অনুরোধ করলে হয়তো ফেলবেন না, কিন্তু অনুরোধ করাটা বেমানান হবে। তারচেয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরে তাঁর কন্ট্যাক্ট-এর সাথে আগে কথা বলা দরকার।

আউটার অফিসে ঢুকে রাহাত খান দেখলেন টাইপ মেশিনে ঝড় তুলে কি যেন টাইপ করছে সোহানা। দাঁড়াতে যাচ্ছিল, পাঁচ আঙুলের ঝাপটা দিয়ে তাকে বসে থাকতে বলে চেম্বারে ঢুকলেন তিনি। চেয়ারে না বসে ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন পররাষ্ট্র দফতরের নির্দিষ্ট নাম্বারে। 'একটা ইমার্জেন্সী দেখা দিয়েছে,' ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'প্যারিস অ্যামব্যাসাডরকে আমি একটা মেসেজ পাঠাতে চাই, দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌছুতে হবে।'

কন্ট্যাক্ট ভদ্রলোক জানেন, সামিট এক্সপ্রেসে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে রানা এজেন্সি। রাহাত খানকে তিনি পরামর্শ দিলেন, 'তার আগে এমব্যাসীতে ফোন করুন না কেন! আপনার মেসেজ যখন পৌছুবে, রিসিভ করার জন্যে অ্যামব্যাসাডর যেন ওখানে থাকেন।'

রাহাত খান জানেন, প্রটোকল ব্যাপারটা ভারী জটিল। প্রস্তাবটা যদি তিনি প্রথম করতেন, প্রটোকলের দোহাই দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হত সেটা। প্যারিসের ব্রিটিশ দূতাবাসে ফোন করলেন তিনি। অ্যামব্যাসাডরকে পাওয়া গেল। প্রথমেই রাহাত খান জানালেন, 'ফোনে মেসেজটা দেয়া সম্ভব নয়।'

সব শুনে অ্যামব্যাসাডর বললেন, 'ঠিক আছে, জেনারেল। মেসেজ রিসিভ করার জন্যে আমি থাকব। কোড করা মেসেজটা আমি নিজেই পৌছে দেব মি. সোহেল আহমেদের হাতে। কনফারেন্স কোথায় বসছে আমি জানি।'

অফিস থেকে বেরিয়ে আবার ট্যাক্সি নিলেন রাহাত খান। পররাষ্ট্র দফতরে

একজন অফিসার তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ডেপুটি সেক্রেটারি, রাহাত খানের কন্ট্যাক্ট, অপেক্ষা করছিলেন। 'অ্যামব্যাসাডরের সাথে আমার কথা হয়েছে,' সোফায় বসে চুরুটে আগুন ধরালেন রাহাত খান।

'মেসেজটা কি?' জানতে চাইলেন ডেপুটি সেক্রেটারি।

রাহাত খান বললেন, 'আমি চাই শুধু আপনাদের সাইফার ক্লার্ক মেসেজটা দেখুক। ফরেন অফিসের প্রাইভেট কোডে যাবে মেসেজটা, যার কিছুই আমি বুঝি না—বুঝলে ক্লার্ককেও দেখাতাম না, নিজেই পাঠাতাম। মাইন্ড করছেন না তো আবার?'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন ডেপুটি সেক্রেটারি, অর্থটা বোধগম্য হলো না। বললেন, 'আসুন।'

দশ মিনিট পর মেসেজটা প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। সাইফার ক্লার্ক ছাড়া মেসেজের মর্ম আর কেউ জানল না। আশা করা যায় সে কাউকে জানাবে না। হোয়াইটহলের বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, নিজের অফিসে ফিরে এলেন রাহাত খান। মনে মনে সন্তুষ্ট। প্যারিসে নিজের হাতে মেসেজটা রিসিভ করবেন অ্যামব্যাসাডর, তারপর পৌঁছে দেবেন কনফারেন্স রুমে। প্রথমে সোহেল নিজে ওটা পড়বে, তারপর বাকি তিনজন সিকিউরিটি চীফকে পড়ে শোনাবে।

পড়ার সময় কার চেহারা কেমন হবে দেখার জন্যে তিনি ওখানে থাকতে পারলে ভাল হত, মনে মনে ভাবলেন রাহাত খান। ওদের মধ্যেই কেউ চার রাষ্ট্রপ্রধানের একজনকে খুন করবে। ওহ্ গড!

'চারজনের যে-কেউ হতে পারে। তোমার কাজ হলো প্রত্যেকের ডোশিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা।' রিজেন্ট পার্কে হাওয়া খেতে বেরিয়ে সোহানাকে নির্দেশ দিলেন রাহাত খান।

দিনটা আজ খুব গরম গেছে। এখন আর রোদ নেই, তবে দিনের আলো আছে। ফুরফুরে বাতাসে কাঁধের চুল উড়ছে সোহানার। পায়ের নিচে সবুজ ঘাস, পাতায় পাতায় ঘষা লেগে চারদিক থেকে খসখসে আওয়াজ উঠছে।

'আমেরিকান উইলিয়াম হেরিক, জার্মান হ্যারল্ড টনি শুমাখার, আর ফ্রেঞ্চ জাস্টিন ফনটেইন...,'

'সোহেলের কথা ভুলে যেয়ো না,' তাড়াতাড়ি বললেন রাহাত খান।

চেহারায় বিস্ময় এবং অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল সোহানা। 'স্যার!'

'তোমার কাজে কোন খুঁত থাকা উচিত হবে না,' গম্ভীর সুরে বললেন রাহাত খান।

'কিন্তু স্যার, সোহেলকে সন্দেহ করার কোন যুক্তি নেই,' বলল সোহানা। 'খুনের পরিকল্পনা যারাই করে থাকুক, তারা জানত না ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব সোহেলের ওপর চাপবে। মাত্র মাস কয়েক আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ ঘুষ খেয়ে ধরা না পড়লে তাকেই নিতে হত দায়িত্বটা।'

'ঠিক কাছাকাছি সময়টাতেই বা কেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ ধরা পড়তে গেল?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। 'যদি এমন হয় কেউ তাকে ধরিয়ে

দিয়েছে, সে যাতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সামিট এক্সপ্রেসে যাবার সুযোগ না পায়? ভুলে যেয়ো না, শীর্ষ বৈঠকের তারিখ কয়েকমাস আগেই ঠিক করা হয়েছে।'

'তাহলেও মেলে না,' বলল সোহানা। 'কেউ জানবে কিভাবে সোহেলকে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হবে? ব্যাপারটা আপনার ওপর নির্ভর করছিল। আপনি তো সোহেলের বদলে অন্য কাউকেও দায়িত্বটা দিতে পারতেন।'

'তা পারতাম,' বললেন রাহাত খান। কৌতুকের ভাবটা গাম্ভীর্যের আড়ালে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছেন তিনি। 'কিন্তু বিশ্বস্ত এবং যোগ্য কাউকে যখন দরকার হলো, হাতের কাছে কাকে পেলাম, বলো? বেশ কিছুদিন থেকে লন্ডনে রয়েছে সোহেল, তাই না? আরও একটা কথা—প্রস্তাবটা আমরা অল্প কিছুদিন হলো পেয়েছি, কিন্তু সামিট এক্সপ্রেসের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব রানা এজেন্সিকে দেয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। মনে মনে ভাবছে, বুড়ো তো ভয়ঙ্কর মানুষ। সোহেলকে সম্ভাব্য খুনী, ডাবল এজেন্ট হিসেবে সন্দেহ করলে আর বাকি থাকে কি! বুড়ো কি তাহলে তাকেও সন্দেহ করে?

রাহাত খান যেন সোহানার মনের কথা পড়তে পারলেন। গলার স্বর ভারী করে তিনি বললেন, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, সোহানা। প্রশ্ন হলো কাজের নিয়ম নিয়ে। আমি জানি, সোহেল ডাবল এজেন্ট নয়, তাকে দিয়ে এ-ধরনের কাজ কেউ করিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু আমার জানার মধ্যে ভাবাবেগ আছে, অন্ধবিশ্বাস আছে। অথচ এ-ধরনের কাজের নিয়ম: যুক্তি এবং ইনফরমেশন দিয়ে জানা। আমরা সেভাবেই জানব।' কথা শেষ করে চুরুটে আগুন ধরাবার জন্যে থামলেন তিনি, সোহানাকে কয়েক পা এগিয়ে যেতে দিলেন।

এগিয়ে গিয়েও আবার পিছিয়ে এল সোহানা। তারপর আবার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। 'ঠিক কি খুঁজব আমি ওদের ডোশিয়েতে?'

'এ গ্যাপ,' বললেন রাহাত খান। 'এ গ্যাপ ইন দি লাইফ—ইন দি রেকর্ডস। হয়তো মাত্র দু'মাসের একটা ফাঁক, কিন্তু থাকতে বাধ্য। এমন একটা সময়, যার কোন বিবরণ বা ব্যাখ্যা নেই, কিংবা থাকলেও বিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। এ-ধরনের একটা কাজ করানোর জন্যে তাকে নিশ্চয়ই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, ব্রিফিং করা হয়েছে।'

'কাজটা কারা করাতে চাইছে বলে আমরা সন্দেহ করছি?'

'বনিবনা না হওয়ায় বা বিশেষ সুবিধে আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে মিত্র দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে খুন করার পরিকল্পনা ইসরায়েলিরা একাধিক বার করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। কে জানে, এটাও হয়তো তাদেরই পরিকল্পনা। কে. জি. বি.-কেও আমরা তালিকায় রাখছি। নিও-নাৎসীদের ষড়যন্ত্রও হতে পারে। বিশেষ করে বোথাম যখন তাদেরকে সাহায্য করছে। তবে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করি হেলমুট হ্যালারকে। ডেল্টা পার্টির কুকীর্তি যত ফাঁস হচ্ছে, হেলমুট হ্যালারের জনপ্রিয়তা ততই বাড়ছে। সে হয়তো একটা মহা পরিকল্পনা ধরে এগোচ্ছে।'

'কি রকম, স্যার?'

'ডেল্টা পার্টির এই যে কুকীর্তিগুলো একের পর এক ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, এর

পিছনে হয়তো তারই হাত আছে,' বললেন রাহাত খান। 'ডেল্টার জনপ্রিয়তা কমে গেলে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে সরকারী পার্টি। সরকার প্রধান রুডি ফয়েলারকে খুন করতে পারলে হেলমুট হ্যালারের পার্টি একমাত্র পার্টি হিসেবে উদয় হবে বাভারিয়ায়।'

'তারমানে আপনার ধারণা, জার্মান চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার খুন হতে যাচ্ছেন?'

'কেউ খুন হতে যাচ্ছেন না,' দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বললেন রাহাত খান। 'আমরা রয়েছি কি করতে? না, আমি এ-কথাও বলছি না যে রুডি ফয়েলারকে খুন করার পরিকল্পনা হয়েছে। আমি শুধু সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছি। কে জানে, হয়তো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে খুন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।'

'অথবা ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টকে। কিংবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে।'

'হতে পারে।'

'আমি তাহলে কাল থেকেই কাজ শুরু করি।'

'আজ থেকেই, সোহানা,' তাড়াতাড়ি বললেন রাহাত খান। 'আমাদের হাতে সময় কই! ভেবে দেখেছ, কোথায় কোথায় হাত বাড়াতে হবে তোমাকে? সোহেল বাদে বাকি তিনজনের কমপ্লিট লাইফ হিস্ট্রি জানতে হলে আমাদের ফাইল আর কমপিউটর থেকে খুব কম সাহায্যই পাবে তুমি। সি. আই. এ., জার্মান ইন্টেলিজেন্স, ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস, এই তিন উৎস থেকে ইনফরমেশন পেতে হবে তোমাকে। কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। তিন প্রতিষ্ঠানেই আমাদের কন্ট্যাক্ট আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। নামগুলো আমার কাছ থেকে আজ রাতেই জেনে নিয়ো।' একটা গাছের নিচে দাঁড়ালেন তিনি, চোখের দৃষ্টি যেন অনেক দূরে প্রসারিত। 'আশ্চর্য কি জানো, সোহানা? মনে হচ্ছে এরই মধ্যে আমরা একটা ক্লু পেয়েছি। কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না।'

'সবচেয়ে কঠিন হবে উইলিয়াম হেরিকের ব্যাপারটা চেক করা,' বলল সোহানা। 'মাত্র এক বছর হলো তিনি প্রেসিডেন্টের সিক্রেট সার্ভিস ডিটাচমেন্টে যোগ দিয়েছেন।'

'জানি। সেজন্যেই কাল আমি কংকর্ডে করে ওয়াশিংটন যাচ্ছি, যদি সীট পাই। ওখানে আমি একজনকে চিনি, যার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। উইলিয়াম হেরিককে পছন্দ করে না সে।'

নীরস গলায় সোহানা জানতে চাইল, 'সোহেল আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে কি বলব?'

'হ্যাঁ, যোগাযোগ করার সম্ভাবনা আছে। অ্যামব্যাসাডরের কাছ থেকে মেসেজটা পেয়ে আমার সাথে কথা বলতে চাইতে পারে ও। বলবে, কোথায় গেছি বলে যাইনি।'

নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে থাকল সোহানা। 'পিছন দিকে তাকাবেন না, স্যার। পলওয়েল। আপনার কুকুরটাকে হাঁটাতে নিয়ে এসেছে।'

চোখ থেকে চশমা খুললেন রাহাত খান, রুমাল দিয়ে লেন্স দুটো মুছলেন, তারপর আবার চোখে পড়ার আগে লেন্সে দেখে নিলেন পলওয়েলের প্রতিবিম্ব।

পলওয়েলও কাছাকাছি একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে আদর করছে।

'লক্ষ্য করেছ, ছোকরার চেহারায় কেমন যেন একটা খাই খাই ভাব?' আপনমনে হাসলেন রাহাত খান। 'ওর চেয়ে কুকুরটাকেই আমার মার্জিত মনে হয়।' আবার তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। 'তালিকায় ওর নামটাও রেখো।'

সোহানার মনে পড়ল, পলওয়েলকে রানা এজেন্সিতে চাকরিটা সোহেলই দিয়েছে।

রাত ন'টায় ফোন করে লন্ডন অ্যাপার্টমেন্টে কাউকে পেল না সোহেল। ব্যাপার কি, বস্ কি এখনও অফিসে? সোহানাই বা গেছে কোথায়? হোটেল থেকে ফোন করছে সে, অপারেটরকে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার নম্বরটা দিল এবার। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল সোহানা।

'বসের সাথে কথা বলব।'

'বস্ কোথায় যেন গেছেন,' বলল সোহানা। 'আমাকে বলে যাননি।'

'ফিরবেন কখন?' জানতে চাইল সোহেল।

'বললাম না, আমাকে বলে যাননি!' ঝাঁঝের সাথে বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সোহানা। কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে থাকল সে, তারপর সামনে থেকে টেনে নিয়ে ফাইলটা খুলল। ফাইলের মাথায় লেখা রয়েছে: কনফিডেনশিয়াল। সোহেল আহমেদের ডোশিয়ে পড়তে শুরু করল সোহানা।

প্যারিসে, নিজের হোটেলরুমে অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করেছে সোহেল। এই সময় নক হলো দরজায়। টক-টক-টক, টক-টক। এই সঙ্কেত শুধু জাস্টিন ফনটেইন, ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফের জানার কথা। সঙ্কেতটা পরিচিত হলেও, বালিশের তলা থেকে পয়েন্ট থ্রী এইট অটোমেটিকটা বের করে পকেটে ভরল সোহেল, তারপর দরজা খুলল।

জাস্টিন ফনটেইন ভেতরে ঢুকলেন। 'মশিয়ে সোহেল, আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি থাকছে কিনা দেখতে এলাম।'

'ধন্যবাদ,' হাসল সোহেল। 'আমার কোন অভিযোগ নেই।'

সাতান্ন কি আটান্ন বছর বয়স ভদ্রলোকের, সব সময় হাসিখুশি। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, স্থির থাকতে জানেন না। কামরার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন তিনি। 'ভাবলাম, ডিনারে আপনাকে সঙ্গ দিলে মন্দ হয় না। আপনি তৈরি, মশিয়ে?'

হোটেলের সামনে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। প্যারিসের নাম করা একটা রেস্তোরাঁয় সোহেলকে নিয়ে এলেন তিনি। পথে একা শুধু তিনিই কথা বলেছেন, সোহেল হুঁ-হ্যাঁ করে গেছে। ভদ্রলোকের কৌতূহলের সীমা নেই—কেন বিয়ে করেনি সোহেল, ফিয়াঁসে আছে কিনা, প্যারিসের কোন্ জিনিসটা তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে, ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন।

সোহেল মেনুর ওপর চোখ বুলাচ্ছে, এই সময় কাজের প্রসঙ্গে কথা তুললেন জাস্টিন ফনটেইন, 'কনফারেন্সে যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হলো…।'

ঝট্ করে মুখ তুলল সোহেল। 'কোন্ ব্যাপারটা?'

'আমার এজেন্ট লন্ডন থেকে টেলেক্স পাঠিয়ে জানিয়েছে, ওখানে দেখা গেছে বোথামকে। ইনফরমেশনটা আপনাকে চিন্তিত করে তুলেছে, তাই না?'

মেনুটা ভাঁজ করল সোহেল। মৃদু হাসল সে। 'আসলে ঠিক কি বলতে চাইছেন, বলুন তো?'

'মশিয়ে কি বিরক্ত হলেন?' অবাক হলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ। 'বেশি কথা বলার এই এক জ্বালা, মানুষ আমাকে ভুল বোঝে। ইলিনা বাউচ, লন্ডনে আমার এজেন্ট—তাকে আমি লন্ডন থেকে ফিরিয়ে নিয়েছি। ও আসলে স্রেফ রুটিন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ছিল ওখানে। আসুন, এবার আসল কাজে হাত লাগাই। বলুন কি খাবেন...।'

অনবরত কথা বলে গেলেন জাস্টিন ফনটেইন, কিন্তু টেলেক্স প্রসঙ্গ দ্বিতীয়বার আর তুললেন না। মনে মনে তিনি ভাবলেন, কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তাঁর অতিথি।

তিন

ওয়াশিংটন, ডি. সি.। ফ্রেড ডোনার...

বাবুল আখতারের নোটবুকে এই নামটাও ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার সাথে ফ্রেড ডোনারের কোন যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।

নির্দিষ্ট সময়েই ডালেস এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল কংকর্ড। প্লেন থেকে একেবারে প্রথম বা একেবারে শেষে যারা নামল তাদের সাথে থাকলেন না তিনি, লাইনের মাঝামাঝি থাকলেন। ছদ্মবেশে তেমন বিশ্বাস নেই তাঁর, তবে নামতে শুরু করার আগে চোখ থেকে গ্লাস জোড়া খুলে ফেললেন—তাতেই অবশ্য তাঁর চেহারা অনেকটা বদলে গেল।

টার্মিনাল ভবনের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন ফ্রেড ডোনার। বন্ধুকে তিনি সরাসরি নীল একটা সিডানে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আমেরিকান ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চান্ন কি ছাপান্ন, শেষবার দেখার পর চেহারা মোটেও বদলায়নি। চেহারাতেই লেখা রয়েছে, সব কিছুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেন তিনি, চোখ জোড়া অনুসন্ধিৎসু। ম্লান, বাদামী রঙের স্ল্যাকস পরে আছেন, গলা খোলা নীল শার্ট। এখনও টাক দেখা দেয়নি, তবে মাথায় চুল খুব কম।

'জায়গা মত পৌঁছে নিই, তারপর ভাল-মন্দ জানতে চাইব,' দ্রুত গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললেন তিনি। 'জ্যাকেটটা খুলে ফেললে বোধহয় ভাল করবে।'

চারদিকে রোদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। মনে হলো জাহাজের বয়লার রুমে রয়েছেন ওঁরা। জ্যাকেট খুলতে খুলতে রাহাত খান জিজ্ঞেস করলেন, 'মে মানেই কি এই?' চট করে ঘাড় ফিরিয়ে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে পেছনের রাস্তা, যানবাহন, ইত্যাদি দেখে নিলেন একবার।

'সবগুলো মে একরকম হয় না,' হাসতে হাসতে জবাব দিলেন ফ্রেড ডোনার।

'আমরা আমেরিকানরা ভারি ছটফটে, আর যখন কিছু বদল করার বাকি থাকে না তখন আমরা আবহাওয়া বদল করি। ওখানে পৌঁছে কথা বলব আমরা, ঠিক আছে? কারও নাম মুখে আনব না।'

'গাড়িতে আড়িপাতা যন্ত্র আছে?'

'আজকাল সব কিছুতেই ওটা ফিট করা হচ্ছে—এমন কি চড়িয়ে বিদায় করা সি. আই. এ. অফিসারের বাথরুমেও। নেই কাজ তো খৈ ভাজ, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম।'

'এয়ারপোর্টে অমন তাড়াহুড়ো করলে কেন?'

'কেউ পিছু নিতে পারে, তাই। চাই না, পিছু নিয়ে কেউ দেখে আসুক কোথায় যাচ্ছি...।'

সাইনপোস্ট দেখে রাহাত খান বুঝলেন, আলেকজান্ড্রিয়ার দিকে যাচ্ছেন তাঁরা। রিয়ার উইন্ডো দিয়ে আবার একবার পিছন দিকে তাকালেন তিনি।

'আরে ঘাবড়িয়ো না,' ফ্রেড ডোনার বন্ধুকে আশ্বস্ত করলেন। 'কেউ আমাদের পিছু নেয়নি।'

'থামার কোন সুযোগ পেলে থামবে, ফ্রেড? কিছুক্ষণ হুইলটা ধরতে চাই আমি।'

'শিওর। ইফ দ্যাটস দ্য ওয়ে ইউ ফীল...।'

ফ্রেড ডোনারের অনেক কিছুর মত এই স্বভাবটাও পছন্দ করেন রাহাত খান—সে যদি তোমাকে বিশ্বাস করে, কখনও প্রশ্ন করে কারণ জানতে চাইবে না। অনুরোধ করা হলে রাখবে, প্রশ্ন না করে ব্যাখ্যা পাবার জন্যে অপেক্ষায় থাকবে।

লাল সিগনাল দেখে রাস্তার পাশে এক সময় থামল গাড়ি। সীট বদল করলেন ওঁরা। ড্রাইভিং সীটে ওঠার আগে পিছনের হাইওয়ের দিকে তাকালেন রাহাত খান। বেশ খানিকটা পিছনে রাস্তার ধারে সবুজ একটা গাড়ি থামল, দু'জন পুরুষ আরোহী নামল সামনের সীট থেকে। বনেট খুলে কি যেন পরীক্ষা করছে ওরা। ওঁদের সিডানকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল নীল একটা গাড়ি, সামনে সবুজ ট্রাফিক সিগনাল জ্বলে উঠেছে। নীল গাড়িতেও দু'জন আরোহী। তারা ভুলেও সিডানের দিকে তাকাল না। ড্রাইভিং সীটে বসে নিজেদের গাড়ি ছেড়ে দিলেন রাহাত খান। এদিকের হাইওয়ে তাঁরা চেনা আছে।

'আমাদের পিছনে সবুজ গাড়িটা,' বললেন তিনি। 'ট্রাকের পিছু পিছু আসছে। সামনে আমরা বাঁক নেয়ার সময় দেখতে পাবে তুমি। কি ওটা?'

'মরিস,' ফ্রেড ডোনার বললেন। 'আমাদের সাথে ওটাও থেমেছিল...।'

'জানি। সামনে তাকাও। নীল গাড়িটা। কেমন স্পীড তুলেছে দেখছ? সামনে থাকতে চাইছে। আমাদেরকে মাঝখানে রেখে চলেছে ওরা, ফ্রেড। ডালেস থেকে রওনা হবার পর থেকেই দেখছি ও দুটোকে। কখনও সবুজটা আগে থাকছে, কখনও নীলটা।'

'গড অলমাইটি! নিশ্চয়ই চোখে আমি ঠুলি পরে আছি!'

'জাস্ট দ্য ফ্রেশ আই,' বন্ধুকে আশ্বস্ত করলেন রাহাত খান। 'একটা একটা করে খসাই—সেটাই ভাল হবে, কি বলো?'

খানিক পর সামনে একটা চৌরাস্তা পড়ল, মাঝখানে ট্রাফিক আইল্যান্ড। রাহাত খান লক্ষ্য করলেন, পিছনের সবুজ গাড়িটা স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে লাল ট্রাফিক সিগনাল জ্বলে উঠতে পারে। সবুজ গাড়ির ড্রাইভার হয় লাল সিগনালে আটকা পড়ার ঝুঁকি নিতে চাইছে না, কিংবা হয়তো সিডানকে ওভারটেক করার ইচ্ছে।

সামনে, এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা প্রাইভেট কার, তারপরই দৈত্যাকার ট্রেইলার ট্রাক—পাশের রোডে। এমন সুযোগ আর হয়তো পাওয়া যাবে না। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন রাহাত খান। হলুদ ট্রাফিক সিগনাল জ্বলে উঠল। ব্রেক করার বদলে গ্যাস পেডালে পা চেপে ধরলেন তিনি। ঝাঁকি খেয়ে টর্পেডোর মত ছুটল সিডান। দ্বিতীয় রোডে সবুজ সিগনাল জ্বলে উঠল, ট্রেইলার ট্রাক অনুমতি পেয়ে উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। রাস্তা বদল করলেন রাহাত খান।

'লুক আউট! সিগনাল!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করলেন ফ্রেড ডোনার।

ট্রেইলার ট্রাকের ড্রাইভার সামনে ফাঁকা রাস্তা দেখছিল, হঠাৎ নাকের সামনে যেন আকাশ থেকে পড়তে দেখল নীল সিডানকে। চাকার সাথে কংক্রিটের ঘর্ষণে বিকট আওয়াজ উঠল, এয়ারব্রেকগুলো জ্যাম করে দিয়েছে সে। মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে রাস্তার কিনারায় সিডানকে সরিয়ে নিলেন রাহাত খান, রাস্তার কিনারা থেকে সরে গেল গাড়ির পাশের একটা চাকা। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন ফ্রেড ডোনার, পরমুহূর্তে বন্ধুর দিকে ফিরলেন। রাহাত খান সম্পূর্ণ শান্ত এবং স্বাভাবিক।

'আরেকটু হলে মেরে ফেলেছিলে···।'

'সবুজ মরিসটাকে কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না,' রিয়ার ভিউ মিররে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন রাহাত খান।

'কিভাবে দেখবে—ট্রেইলার ট্রাকের নাকের সাথে বাড়ি খেয়ে উল্টে গেছে। সিগনাল না মেনে আমাদের ওভারটেক করার চেষ্টা করছিল···।'

'এবার সামনের নীলটাকে খসাতে হবে,' রাহাত খান বললেন।

'অন্য কোনভাবে, প্লীজ, খান। বিদেশে এসে এশিয়ানরা আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলে বলেই জানতাম। কাছে পিঠে একটা পেট্রলকার থাকলে কি হত বলো তো?'

'ছিল না। দেখে নিয়েছিলাম।'

পটোম্যাক নদীতে সাদা নোঙর ফেলা একটা পাওয়ার ক্রুজার ওদের গন্তব্য। ফ্রেডারিক্সবার্গ পর্যন্ত সাইনপোস্ট দেখে গাড়ি চালালেন রাহাত খান, তারপর ফ্রেড ডোনারের কাছ থেকে পথ নির্দেশ পেয়ে সরু একটা পথ ধরে পুব দিকে এগোলেন। ইতোমধ্যে নীল গাড়িটাকে খসিয়ে দিয়েছেন।

নদীর পাড়টা শান্ত এবং নির্জন। গাড়ি থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করলেন রাহাত খান। নিচে নেমে টানা বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। 'ওটা তোমার?' ক্রুজারের দিকে তর্জনী তাক করলেন তিনি।

'চাকরি কেড়ে নিয়ে বেশ মোটা টাকাই দিয়েছিল ওরা, তারপরও অবশ্য লোন

করতে হয়েছে ব্যাংক থেকে,' বললেন ফ্রেড ডোনার। 'কিনে ভালই করেছি। ওটা আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছে…।'

'নিরাপত্তা?' বিস্ময়ের ভাবটুকু চেহারা থেকে লুকিয়ে রাখলেন রাহাত খান। ওয়াশিংটনে আসার আগে তিনি কল্পনাও করেননি এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। যারাই ওঁদের পিছু নিয়ে থাকুক, ওদের টাকা আছে। কাউকে অনুসরণ করার জন্যে চারজন লোক লাগানো খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। ফ্রেড ডোনার, সি. আই. এ. থেকে অবসর পাওয়া অফিসার, সারাক্ষণ কি কারণে কে জানে নার্ভাস হয়ে আছে।

তিক্ত একটু হাসি ফুটল ফ্রেড ডোনারের ঠোঁটে। 'জীবিত অবস্থায় চাকরি ছাড়া সি. আই. এ. পছন্দ করে না।' নদীর কিনারায় ঝোপ, ঝোপ থেকে আউট-বোর্ড এঞ্জিন ফিট করা একটা ডিঙি বের করলেন তিনি, ইঙ্গিতে তাতে চড়তে বললেন বন্ধুকে। 'এখন ধরো, আমি যদি একটা বই লিখি? ওদের সমস্ত গুমর যদি ফাঁস করে দিই?'

'তুমি বই লিখছ?' ডিঙিতে চড়ে একটা সীটে বসলেন রাহাত খান। এঞ্জিন চালু করলেন ফ্রেড ডোনার।

'লিখছি না, লিখবও না—কিন্তু লিখতে পারি এই ভয়ে কাতর হয়ে আছে ওরা। আগে পেলিক্যান-এ পৌঁছুই, তারপর হ্যান্ডশেক করব, কেমন?' হাত লম্বা করে ক্রুজারটাকে দেখালেন ভদ্রলোক।

পানির সমতল বিস্তৃতিটুকু পেরিয়ে এলেন ওঁরা। বোটের স্পীড কমালেন ডোনার, মাথার ওপর ঝুলে থাকল পানি ছাড়িয়ে ওঠা পেলিক্যানের খোল। ক্রুজারের কিনারায় বিশাল একটা অ্যালসেশিয়ান উদয় হলো, ডেক ধরে ছুটোছুটি করছে, ভরাট গলার ঘেউ ঘেউ ডাকে কেঁপে ওঠে বুক। মইয়ের মাথায় থামল সেটা, চোয়াল ফাঁক করে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। দাঁতগুলো যেন হাঙরের।

'এখন আমরা হ্যান্ডশেক করব,' ব্যাখ্যা করলেন ফ্রেড ডোনার। 'চারপেয়েটা তাহলে বুঝবে আমরা বন্ধু, ওর খোরাক নও তুমি।'

ভারি আগ্রহের সাথে ফ্রেড ডোনারের সাথে করমর্দন করলেন রাহাত খান, ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিলেন দৃশ্যটা অ্যালসেশিয়ান চাক্ষুষ করল কিনা। মই বেয়ে উঠতে শুরু করলেন ওঁরা, কুকুরটা পিছিয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল।

'কিনারা থেকে—ঝপাৎ!' নির্দেশ দিলেন ফ্রেড ডোনার।

সাথে সাথে ক্রুজারের কিনারা থেকে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল কুকুরটা। বোটের চারদিকে সাঁতার কাটতে লাগল সে। দু'বার চক্কর দিয়ে ফিরে এল, মই থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে সেটার কলার ধরে ফেললেন ফ্রেড ডোনার। ডেকে উঠে গা ঝাড়া দিল অ্যালসেশিয়ান, প্রায় ভিজে গেলেন রাহাত খান।

'বলতে চাইছে তোমাকে ওর পছন্দ হয়েছে,' মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন ফ্রেড ডোনার। 'সব যখন ঠিকঠাক আছে, এখন তাহলে চলো নিচে গিয়ে গলা ভেজাই আমরা। শরবত চলবে তো?'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে বন্ধুকে অনুসরণ করলেন রাহাত খান। 'ঠাণ্ডা কিছু হলেই চলবে।' কম্প্যানিয়নওয়ে থেকে নেমে এসে তাঁকে একটা তোয়ালে দিলেন ফ্রেড ডোনার। রাহাত খান ভাবছেন, ওয়াশিংটনে আসাটা বোকামি হয়ে গেল নাকি!

'ক্রুজারটাকে চক্কর দিল কেন তোমার কুকুর?'

একটা বাঙ্কে বসলেন ফ্রেড ডোনার, সামনে লম্বা করে দিলেন পা দুটো। এই প্রথম তাঁকে সুস্থির হতে দেখলেন রাহাত খান। 'টাইগারকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, এক্সপ্লোসিভের গন্ধ চিনতে পারে ও। ডেকে এখন ফিরে যাও, দেখবে একা একা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। অবাঞ্ছিত কোন লোক ক্রুজারে উঠতে পারবে না। দুটোর যেকোন একটা ঘটনা ঘটতে পারে—টাইগার মারা যেতে পারে, কিংবা আগন্তুকের লাশ পড়ে থাকতে পারে, ডেকে। বুঝেছ?'

পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিলেন রাহাত খান। গম্ভীর চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। 'হ্যাঁ।'

'আরেকটা কথা। টাইগারকে এমনভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, আমার নির্দেশ না পেলে যাই ঘটুক না কেন, ডেক ছেড়ে নড়বে না সে। কাজেই প্রতিপক্ষরা ট্রেম্বলার বা টাইমার ডিভাইস সহ লিমপেট মাইন ব্যবহারের কথা ভাবতে পারে—পানির নিচে খোলে আটকানো যায়। ডিভাইসটা এমন হতে পারে, বয়স্ক একজন লোক ডেকে হাঁটাচলা করলে খোলে যে কাঁপন সৃষ্টি হয় তাতেই ডিটোনেট হবে মাইন। টাইগারের ওজন তোমার চেয়ে কম নয়, তাই না? তাই মাঝে মধ্যে লাফ দিতে বলি ওকে। চক্কর দিয়ে দেখে আসে খোলে তেমন কিছু আছে কিনা। থাকলে চেঁচামেচি শুরু করবে। এখন আমরা জানি, বিপদের কোন আশঙ্কা নেই…।'

'তুমি এভাবে বেঁচে আছ!' রাহাত খানের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। 'কত দিন ধরে চলছে এ-সব? কাকে তুমি সন্দেহ করো লিমপেট মাইন লাগাতে আসবে?'

'উইলিয়াম হেরিক সি. আই. এ.-র ডিরেক্টর অভ অপারেশন ছিল, সে-ই আমাকে কিক্ আউট করে,' বললেন ফ্রেড ডোনার। 'আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে সিক্রেট সার্ভিসের বস্ হয় সে। পেশাদার একজন খুনীকে ভাড়া করা তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়।'

'কিন্তু উইলিয়াম হেরিক কেন তা করতে যাবে?'

'কারণ আমি জানি আফগানিস্তানে অস্ত্র কিনে পাঠাবার জন্যে যে টাকাটা তাকে দেয়া হয়েছিল, সবটাই সে মেরে দিয়েছে।'

মিউনিক অ্যাপার্টমেন্টে ঝন ঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। অপেক্ষা করছিল বোথাম, ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলল সে। কেউ কারও নাম উচ্চারণ করল না, শুধু সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্য পরস্পরের পরিচয় জানল। জার্মান ভাষায় কথা বলল ওরা, অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বর নিস্তেজ এবং ঠাণ্ডা। গলার আওয়াজ শুনে বোথাম বোঝার চেষ্টা করল, লোকটা নার্ভাস কিনা।

'রাহাত খান জানে সামিট এক্সপ্রেসে একজনকে টার্গেট করা হয়েছে।'

'টার্গেটের পরিচয় জানে?' সাথে সাথে জানতে চাইল বোথাম। তার কণ্ঠস্বর শান্ত, প্রায় নির্লিপ্ত। অথচ তথ্যটা তার বুকে হাতুড়ির বাড়ির মত আঘাত হেনেছে। আগেই তার আন্দাজ করা উচিত ছিল, সমস্ত রহস্য ভেদ করে আসল সত্য বের

করে ফেলবে তীক্ষ্ণধী এই মেজর জেনারেল। রানা এজেন্সিতে নিজের চর ঢুকিয়েছে সে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি ঢাকা থেকে লন্ডনে এসে নিজেই সব দিক সামলাতে চেষ্টা করবে বি. সি. আই. চীফ। বুড়োর মাথায় বাজ পড়ুক! অভিশাপ দিল সে।

'না,' অপরপ্রান্ত থেকে জবাব এল। 'শুধু জানে একজনকে টার্গেট করা হয়েছে। আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে আপনার অ্যাকশন নেয়া উচিত।'

'আমাকে জানানোর জন্যে ধন্যবাদ,' হালকা সুরে বলল বোথাম। 'কাল এই সময় আবার আমাকে ফোন করবেন···।'

'আমার রাজনৈতিক আশ্রয় সম্পর্কে···।'

'সব ঠিক থাকবে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল বোথাম। মেঝেতে পায়চারি শুরু করল সে। খানিক পর শান্ত হয়ে একটা নোট বুক খুলল, খুঁজে বের করল লন্ডনের একটা ফোন নম্বর। লন্ডন অনুচরদের জরুরী নির্দেশ দিতে হবে।

রাহাত খান ওয়াশিংটন রওনা হবার আগের দিনের ঘটনা এটা, যেদিন সন্ধ্যায় প্যারিসের সুরেত ভবনে সামিট এক্সপ্রেসের সিকিউরিটি চীফরা কনফারেন্সে বসেছিলেন।

চার

রাহাত খান উপলব্ধি করলেন, তাঁর বন্ধু ফ্রেড ডোনার অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় ছটফট করছে। চারদিক থেকে শত্রু আর বিপদের গন্ধ পাচ্ছে ও। ব্যাপারটা কি আসলে ওর কল্পনা, মানসিক কোন রোগ? নিরাপত্তার প্রয়োজনে ঘর-বাড়ি ছেড়ে ক্রুজার পেলিক্যানে আশ্রয় নিয়েছে ও, ক্রুজারটাকে পাহারা দেয়ার জন্যে ট্রেনিং দেয়া কুকুর রেখেছে—এ-সবই কি ওর বাতিক?

ডালেস এয়ারপোর্ট থেকে পেলিক্যানে আসার সময় ওদেরকে অনুসরণ করেছিল দুটো গাড়ি। কেন? কারা ওরা?

ফ্রেড ডোনার প্রসঙ্গ বদল করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রাহাত খান।

'তোমার একজন এজেন্ট, বাবুল আখতার, দু'হপ্তা আগে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। উইলিয়াম হেরিক সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল সে। তোমারও কি স্টেটসে আসার সেটাই কারণ—আমার সাথে কথা বলা?'

'সি. আই. এ.-র ডিরেক্টর অভ অপারেশন থাকার সময়,' উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন রাহাত খান, 'সে কি তোমাকে জবরদস্তি অবসর নিতে বাধ্য করে?'

ফ্রেড ডোনার জানেন, রাহাত খান উইলিয়াম হেরিকেরও পরিচিত, খুব একটা ঘনিষ্ঠ না হলেও বন্ধু। উত্তরটা তিনি স্পষ্টভাবেই দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'তুমি তার ইতিহাস জানো—প্রফেশনাল হিস্ট্রি। সেটা কি রকম?'

'ফিল্ডে অপারেটিভ ছিল সে, বিদেশে,' বললেন ফ্রেড ডোনার। 'দেশে আমি তার রিপোর্ট চেক করতাম।'

'কিছুদিন ল্যাঙলিতে কাজ করার পর তাকে পশ্চিম বার্লিনে পাঠানো হয়। বেশ

ক'বছর ছিল ওখানে—ঠিক?'

'ঠিক। কিন্তু কোন্ দিকে যাচ্ছ বুঝতে পারছি না। বার্লিনে একটা ঘটনা ঘটেছিল যার কোন ব্যাখ্যা আজও আমি পাইনি···।'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো,' কোমল সুরে বললেন রাহাত খান। 'বললে, পশ্চিম বার্লিন থেকে হেরিক রিপোর্ট পাঠাত, তুমি সেগুলো চেক করতে। ও কি জার্মান বলতে পারে?'

'অনর্গল।'

'ও কি কখনও গোপনে পূর্ব বার্লিনে গেছে?'

'নিষেধাজ্ঞা ছিল,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ফ্রেড ডোনার। 'তার ডাইরেকটিভে পরিষ্কার লেখা ছিল···।'

'তার ইউনিটে আর কে ছিল?'

'বেন ওয়াটসন। হেরিকের আন্ডারে কাজ করত সে।'

'তোমার কি ধারণা, পশ্চিম বার্লিনে থাকার সময় ডাইরেকটিভ মেনে চলেছে হেরিক? ওয়াল টপকে পুব দিকে যায়নি?'

লম্বা করা পা দুটো ভাঁজ করে নিয়ে আরেকটা বিয়ারের ক্যান খুললেন ফ্রেড ডোনার। চোখের দৃষ্টি বহু দূরে প্রসারিত। রাহাত খান যে তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তা তিনি লক্ষই করলেন না। হঠাৎ তিনি বললেন, অনেকটা যেন জনান্তিকেই, 'হয়তো তখন থেকেই শয়তানটা আমাকে অপছন্দ করতে শুরু করে!'

নিঃশব্দে বসে থাকলেন রাহাত খান, অপেক্ষা করছেন। জানেন, আর কোন প্রশ্ন করতে হবে না, ফ্রেড নিজেই সব কথা বলে যাবে।

দাঁড়ালেন ফ্রেড ডোনার, একটা পোর্টহোলে চোখ রেখে শান্ত পানির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ক্রুজারটা একটু একটু দুলছে। কেবিনের চারদিকে তাকালেন রাহাত খান। সব কিছু ঝকঝক তকতক করছে। ডোনারের স্বভাবটা তাঁর জানা আছে, ল্যাঙলিতেও দেখেছেন সব সময় গুছিয়ে রাখত ডেস্ক। আরও অনেকগুলো বছর ওখানেই তার থাকার কথা ছিল, অথচ শুধু যে বিতাড়িত হয়েছে তাই নয়, নিহত হবার ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে আছে।

'পশ্চিম বার্লিনের ইউনিটে ওরা ওই দু'জনই ছিল,' হঠাৎ পোর্টহোলের দিকে পিছন ফিরে শুরু করলেন ফ্রেড ডোনার। 'ইস্ট বার্লিনের এসপিওনাজ সেট-আপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিল ওরা। তখনই একবার রিপোর্ট পাওয়া গেল ইস্ট বার্লিনে দেখা গেছে বোথামকে···।'

'আচ্ছা!'

'আইডেনটিফিকেশন কোডের নির্দিষ্ট একটা সিস্টেম ছিল আমাদের,' বলে চলেছেন ফ্রেড ডোনার। 'ফলে আমি টের পেতাম সিগনালটা হেরিকের কাছ থেকে এল, না কি ওয়াটসনের কাছ থেকে। একজন অপরজনের পারসোনাল কল-সাইন জানত না···।'

'ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে দাও,' বাধা দিলেন রাহাত খান। 'প্রত্যেকের আলাদা আইডেনটিফিকেশন সিগনাল ছিল, তাতে করে তুমি বুঝতে পারতে কে

রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। অথচ হেরিক এবং ওয়াটসন দু'জনই মনে করত সিস্টেমটা শুধু তার ব্যবহারের জন্যেই চালু করা হয়েছে—দু'জনের জন্যে নয়?'

'ঠিক ধরেছ। বুঝলে, খান, কোথাও কোন ঘাপলা থাকলে মনটা কেমন যেন খুঁত খুঁত করে। হেরিকের কাছ থেকে সিগনালগুলো পাচ্ছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছিল শব্দগুলো হেরিকের নয়। অথচ কল-সাইন হেরিকেরই ছিল। তাই ওদেরকে কিছু না জানিয়ে প্লেনে করে চলে যাই পশ্চিম বার্লিনে। আমাকে দেখে বেন ওয়াটসন এমন বিব্রত হলো, বলার নয়। তাকে আমি উলঙ্গ ধরে ফেলি। একা ছিল সে।'

'একা? হেরিক কোথায় ছিল?'

'দু'দিন পর উদয় হলো সে। কিরে-কসম খেয়ে বলল দু'মাসের জন্যে আন্ডারগ্রাউন্ডে, আমাদের আরেকটা বেসে যেতে হয়েছিল তাকে, কারণ নরমাল বেসের অস্তিত্ব নাকি ইস্ট জার্মান সিকিউরিটির কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।'

'তোমার বিশ্বাস হলো?'

'না, কিন্তু আমার হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। প্রমাণ ছাড়া ডিরেক্টরকে কিছু জানানোও সম্ভব ছিল না।'

'হাজির ছিল না, তাহলে রিপোর্ট পাঠাত কিভাবে হেরিক?'

'সহজ। নিজের আইডেনটিফিকেশন লগ বুকটা ওয়াটসনের হাতে তুলে দেয় সে। রিপোর্ট পাঠাত ওয়াটসন, হেরিকের কল-সাইন ব্যবহার করত সে। ওয়াটসন তাকে এ-কাজে সাহায্য করে, কারণ হেরিক ছিল তার বস্।'

'এরপর কি ঘটল?'

'দু'জনকেই ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠানো হয়, তাদের জায়গায় অন্য লোক পাঠাই আমরা। পশ্চিম বার্লিনে অনেকগুলো কৃতিত্ব দেখিয়েছিল হেরিক, তাছাড়া প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের প্রিয়পাত্র ছিল সে, মন্ত্র উচ্চারণ করে গাছের পাখিকে পর্যন্ত বশ করতে পারত। আমি কিছু টের পাবার আগেই প্রমোশন পেয়ে আমার ওপরে উঠে গেল, তারপর প্রথম সুযোগেই ল্যাংলি থেকে আমাকে পাঠাল সুইডেনে। একটা বিশেষ প্লেনের ব্যবস্থা করে দিল, একটা অ্যাটাচী কেসে করে বিশ লাখ ডলার নিয়ে যেতে হবে।'

'কিন্তু তুমি বললে টাকাটা সে মেরে দেয়!'

'আমাকে শেষ করতে দেবে তো!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন ফ্রেড ডোনার। 'সুইডেনে আফগানদের একটা দল অপেক্ষা করছিল। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একজন আর্মস ডিলারকে দেবে তারা। টাকা পরীক্ষা করে ওরা বলল, জাল নোট। ওদের সাথে একজন কারেন্সি এক্সপার্টও ছিল…।'

'জাল টাকা, কিন্তু এতটাই নিখুঁত যে তুমিও ধরতে পারোনি?'

'আমাকে পরীক্ষা করার সুযোগ দিলে তো ধরতে পারব! কেসটা নিজের রুমে রেখেছিল হেরিক, রুমের তালা খুলে আমাকে দেয়। এই ঘটনার পর সি. আই. এ. থেকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয় আমাকে।' ফ্রেড ডোনারের চেহারা রাগে, ঘৃণায় লাল হয়ে উঠল। 'আমাকে ওরা আর কোন শাস্তি দেয়ার কথা ভাবেনি, কারণ ওদের অনেক দুর্নীতির কথা আমার জানা আছে। তাছাড়া, কেঁচো খুঁড়তে গেলে সাপ বেরিয়ে পড়বে এই ভয় তো ছিলই…।'

'হেরিক শুধু তোমাকে বার করে দিল? আর কাউকে নয়?'

'বেন ওয়াটসন গেল। ক্লিভল্যান্ড, হপকিনস, ডুরান্ট, কতজনের নাম বলব! নিজের পছন্দের লোকদের ঢোকাবার জন্যে এদেরকে বের করল শয়তানটা। প্রায় আট-দশজনের জীবন ধ্বংস করার পর সিক্রেট সার্ভিসে যোগ দিল সে। এ-ধরনের লোক তুমি সবখানেই পাবে...।'

'হ্যাঁ, এরকম ঘটে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক,' বিড়বিড় করে বললেন রাহাত খান। তারপর তিনি প্রসঙ্গ বদল করলেন। কংকর্ডে চেপে লন্ডনে ফিরে যাবার আগে পিছনে হাসিখুশি একটা পরিবেশ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করবেন তিনি।

পরদিন দ্বিতীয় লং-ডিসট্যান্স কলটা পেল বোথাম পূর্ব-নির্ধারিত সময়েই, রাহাত খান তখন পেলিক্যানে রয়েছেন। আলাপটা শুরু হলো বোথামের তরফ থেকে। জার্মান বলছে সে।

'আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। রাহাত খান ওয়াশিংটনে।'

'জানি! আপনি জানলেন কিভাবে?'

'সবখানে আমার লোক আছে—আমার জানতে হয়। সমস্যাটা ছোট। সমাধানের ব্যবস্থা এরইমধ্যে করা হয়েছে...।'

'তার মানে কি আপনি রাহাত খানকে...?'

'থামুন!' কঠিন সুরে ধমক দিল বোথাম। 'উত্তর হলো: না! পলিসি হিসেবে ওটা খারাপ। অপারেশন ক্রাউন সময় মতই সফল হবে। আর জানেনই তো, আপনি যদি সহযোগিতা না করেন...।'

অপরপ্রান্ত থেকে কথা বলছেন সামিট এক্সপ্রেসের চার সিকিউরিটি চীফের একজন, 'সহযোগিতা করব না বলেছি? কিন্তু শর্ত দুটো মনে আছে তো? রাশিয়ানরা এ-ব্যাপারে কিছু টের পেয়ে গেলে আপনার কথা মত কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, এবং তখন আপনি আমাকে দায়ী করতে পারবেন না।'

'আমার মনে আছে,' বলল বোথাম। 'এবং আপনার কাছ থেকে এটাই প্রথম এবং শেষ সাহায্য পাব আমরা।'

'আরেকটা কথা...।'

'তাড়াতাড়ি, সময় নেই।'

অপরপ্রান্ত থেকে সিকিউরিটি চীফ বললেন, 'ভদ্রলোক খুন হবার পর আমাকে...।'

'আপনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হবে, আমার পার্টি কথা দিয়েছে—এক কথা কত বার বলব?' ঘটাং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল বোথাম।

পলিসি হিসেবে ওটা খারাপ—কথাটা স্মরণ করে ক্ষীণ একটু হাসল বোথাম। সিকিউরিটি চীফকে মিথ্যে কথা বলেছে সে। যাকে সে ব্ল্যাকমেইল করছে তার কাছে কিভাবে স্বীকার করে যে রাহাত খানকে খুন করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ? বাংলাদেশী বুড়োটার রয়েছে অদ্ভুত একটা অস্ত্র—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়—বিপদ ঘটার আগেই কিভাবে যেন টের পেয়ে যায়!

সমস্যাটা অন্য ভাবে সমাধানের কথা ভেবেছে সে। তাতে একজন বাতিল

লোক মারা যাবে বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি চীফের ওপর থেকে সন্দেহের কালো ছায়া সরে যাবে। প্রতিপক্ষদের ধোঁকা দেয়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আবার রিসিভার তুলল বোথাম। ওয়াশিংটনের একটা নম্বর ডায়াল করতে শুরু করল।

রোববার, মে, একত্রিশ। রাতটা পেলিক্যানে কাটালেন রাহাত খান। ক্রুজারকে খানিকটা সরিয়ে এনে নোঙর ফেলেছেন ফ্রেড ডোনার। বন্ধুকে তিনি জানালেন, 'এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকি না,' নতুন একটা বয়ার সাথে রশি জড়িয়ে ফিরে এলেন ডেকে। 'জায়গা বদলের কাজটা রাতেই সারি, লাইট না জ্বেলে।'

'বেআইনী, তাই না?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'নেভিগেশন লাইট ছাড়া বোট চালানো?'

'বেআইনী তো বটেই,' হাসলেন ফ্রেড ডোনার। 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না, আমাকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে লড়তে হচ্ছে।'

ডিনারে বসে সারাক্ষণ চুপচাপ থাকলেন রাহাত খান। বন্ধুকে তিনি চেনেন, কারও সাহায্য নিতে অভ্যস্ত নয় সে। সাহায্যের প্রস্তাব দিলে হয়তো অপমানিত বোধ করবে। তবু খানিক ইতস্তত করে ডিনারের পর কথাটা তুললেন তিনি, 'ফ্রেড, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। কাকে তুমি শত্রু মনে করছ? কারা তোমার ওপর হামলা করবে?'

ফ্রেড ডোনার বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'হেরিক? দ্যাটস অ্যাবসার্ড!'

'আমি জানি না, খান, সত্যি আমি জানি না,' মৃদু কণ্ঠে বললেন ফ্রেড ডোনার। 'কিন্তু আমার মন বলছে, আমি নিরাপদ নই। বিপদ একটা কিছু ঘটবেই। কিছু মনে কোরো না, তোমাকে দেখার পর মনে হচ্ছে, তুমি যেন সেই বিপদ সাথে করে নিয়ে এসেছ।' বন্ধুকে গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে হাসলেন তিনি। 'জাস্ট এ ফিলিংস, নাথিং মোর। কিন্তু হেরিককে আমি তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না, খান। টাকাগুলো সে মেরে দিল, দোষ চাপল আমার ঘাড়ে। সে জানে, আমি তার জন্যে একটা হুমকি।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে রাহাত খান জানতে চাইলেন, 'এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় আমাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছিল। এরকম আগে কখনও হয়েছে?'

'না, অন্তত আমার চোখে পড়েনি।'

'তাহলে তুমি এত নার্ভাস কেন?'

'ওই যে বললাম, মনটা খুঁত খুঁত করছে।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, ফ্রেড,' রাহাত খান বললেন। 'নিরাপদ কোন আশ্রয় চাও? কেউ তোমার ওপর হামলা করার প্ল্যান করছে কিনা খোঁজ নিতে বলো?'

'বি কেয়ারফুল, তুমি আমার আত্মসম্মানে আঘাত করছ!'

বন্ধুকে হাসতে দেখে রাহাত খানও মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আমি সিরিয়াস।'

'আমিও। নো, থ্যাঙ্ক ইউ। নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় আমার জানা

উচিত।'

'আমি তোমাকে ছোট করে দেখছি না,' রাহাত খান বললেন, 'কিন্তু তবু বলব, একজন নার্ভাস লোক চারপাশে অনেক গলদ দেখেও দেখে না—যতই না কেন সে অভিজ্ঞ হোক।'

'কফি চলবে?' হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন ফ্রেড ডোনার।

তাঁর চেহারা কঠোর হয়ে উঠতে দেখে রাহাত খান বুঝলেন, বন্ধুর অহঙ্কারে আঘাত করেছেন তিনি। নরম সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ফ্রেড ডোনার বাধা দিলেন।

'তোমার ঘুম পায়নি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালেন রাহাত খান। বুঝলেন, সাহায্যের প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোন কথা বলা যাবে না।

সকালে বিদায় নেয়ার সময় দুটো ঘটনা অস্বস্তিতে ফেলে দিল রাহাত খানকে। সুটকেস হাতে ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, ফ্রেড ডোনারের পিছু পিছু মই বেয়ে ডিঙিতে নামবেন। এই সময় চোখের কোণে কিসের যেন নড়াচড়া লক্ষ করলেন।

'তোমার ফিল্ড-গ্লাস জোড়া ধার দাও তো।'

বন্ধুর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, ফিল্ড-গ্লাস জোড়া তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে ধরলেন ফ্রেড ডোনার। গ্লাস দুটো চোখে তুলে তীরের দিকে তাকালেন রাহাত খান, ফোকাস অ্যাডজাস্ট করলেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখেই জিনিসটা ফিরিয়ে দিলেন ফ্রেড ডোনারকে। ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে আছে।

'বার্ড-ওয়াচিং?' আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন ফ্রেড ডোনার।

'ওপারের একটা গাছে দু'জন লোক রয়েছে। একজনের হাতে টেলিফোটো লেন্স সহ একটা ক্যামেরা। যেন মনে হলো পেলিক্যানের ছবি তুলছে।'

'ক্যামেরা পাগল লোক এদিকে তুমি হাজারে হাজারে পাবে,' হাসতে হাসতে বলল ফ্রেড ডোনার। 'যা দেখে তারই ফটো তোলে...।'

মই বেয়ে ডিঙিতে নেমে এলেন ওঁরা. মইয়ের মাথায় লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে টাইগার, এই সময় আকাশে একটা হেলিকপ্টার উদয় হলো। চ্যানেলের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, মুখ তুলে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান। ঘাড় বাঁকা করে অনেকক্ষণ দেখলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমি আসার পর থেকে এবার নিয়ে তিনবার হেলিকপ্টারটা দেখলাম...।'

গাড়িটা পার্ক করা আছে তীরের একটা ঝোপের আড়ালে, মনোযোগ দিয়ে সেদিকে ডিঙি চালাচ্ছেন ফ্রেড ডোনার। 'দেখবেই তো। সারা দিন আমি অন্তত দশ বারোটা দেখি। এদিকে 'কপ্টারের কোন কমতি নেই। বেশিরভাগই অবশ্য কোস্টগার্ড 'কপ্টার...।'

ঘাড় ফিরিয়ে আবার হেলিকপ্টারটার দিকে তাকালেন রাহাত খান, দিগন্ত রেখায় মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। 'কিন্তু আমি তিনবার একটাকেই দেখেছি।'

ফ্রেড ডোনার গুরুত্ব দিলেন না। 'কিছু এসে যায় না—পেলিক্যানে আমরা টাইগারকে রেখে যাচ্ছি।'

ডালেস এয়ারপোর্টে পৌঁছে আগের দিনের মতই ব্যস্ততা দেখালেন ফ্রেড

ডোনার। বন্ধুকে আগেই বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছেন তিনি। রাহাত খান গাড়ি থেকে নামতেই দ্রুত বাঁক নিয়ে ফিরতি পথ ধরলেন। টার্মিনাল ভবনে ঢোকার আগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রাহাত খান, নীল সিডানকে কোথাও দেখতে পেলেন না।

কংকর্ডে ওঠার পর তাঁর মনে হলো, আমেরিকায় না এলেই বোধ হয় ভাল করতেন। মনটা খুঁত খুঁত করছে, বন্ধুকে সম্ভবত বিপদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন, সত্যি সাহায্যের দরকার আছে বলে মনে করলে ফ্রেড তাঁকে বলত। একজন মানুষকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো আর সাহায্য করা যায় না!

বন্ধুর ব্যাপারটা নিয়ে এত বেশি চিন্তা করছিলেন রাহাত খান, কংকর্ড কখন সাউন্ড ব্যারিয়ার পেরোল তা তিনি টেরই পেলেন না। ফ্রেড ডোনারের সাথে যে-সব কথা হয়েছে তার টুকরো টুকরো অংশ মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর।

...হেরিক...দু'দিন পর উদয় হলো...আন্ডারগ্রাউন্ডে, আরেক বেসে গা ঢাকা দিয়েছিল সে...দু'মাস...বেন ওয়াটসনের হাতে সে তার আইডেনটিফিকেশন লগ বুক তুলে দেয়...।

ঘুমে চোখ ছোট হয়ে এল তাঁর। চোখ বুজলেন। ঘুম ভাঙার পর দেখলেন হিথ্রো এয়ারপোর্টে নামতে শুরু করেছে প্লেন। গত দু'দিনের সমস্ত ঘটনা স্বপ্নের মত লাগল। লন্ডন ছেড়ে কোথাও যেন যাননি তিনি।

রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় পৌঁছে প্রথমেই তিনি সোহানাকে দেখতে পেলেন। সোহানার চেহারা দেখেই সতর্ক হয়ে গেলেন। একটা আঘাত আসছে বুঝতে পেরে শক্ত করলেন মনটাকে।

পাঁচ

পটোম্যাকের তীরে একা ফিরে এসে অন্য এক জায়গায় গাড়িটা পার্ক করলেন ফ্রেড ডোনার। দুই তীরের প্রতিটি ইঞ্চি তাঁর চেনা, এবার তিনি গাড়িটা রাখলেন মেঠো একটা পথের শেষ মাথায় পরিত্যক্ত এক দোচালার ভেতর। তারপর লম্বা পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন ডিঙির দিকে।

আজও দিনটা রোদ ঝলমলে, ঝোপের আড়াল থেকে ডিঙি বের করার সময় ঘেমে নেয়ে উঠলেন তিনি। পানির কিনারায় নিয়ে আসতে ডিঙিটা একটু একটু দুলতে লাগল। সেটায় উঠে মটর স্টার্ট দিলেন তিনি। দূরে ঝকমক করছে সাদা পেলিক্যান। পিতলের কাজগুলোয় প্রতিফলিত হচ্ছে চোখ ধাঁধানো রোদ। সদ্য বিদায় দিয়ে আসা বন্ধুর কথা মনে পড়ল একবার তাঁর। সত্যি বলতে কি, রাহাত খানের সাহায্য পেলে মন্দ হত না, ভাবলেন তিনি। কিন্তু মুশকিল হলো, বিপদ সম্পর্কে তাঁর নিজেরই পরিষ্কার কোন ধারণা নেই, কার বা কিসের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইবেন তিনি? এখনও এমন কিছু তাঁর চোখে পড়েনি যা দেখে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা চলে কেউ তাঁকে খুন করার সুযোগ খুঁজছে। অযৌক্তিকভাবে সাহায্য চেয়ে বন্ধুর

কাছে হাস্যাস্পদ হতে চাননি তিনি।

তাঁর জন্যে মইয়ের মাথায় অপেক্ষা করছিল টাইগার। ভরাট গলায় ঘেউ ঘেউ করতে থাকল ওটা। ডিঙিটাকে তিনি যখন বাঁধছেন, বহুদূরে একটা ক্রুজার দেখা গেল। অনেকটা পেলিক্যানের মতই দেখতে, সরাসরি এদিকেই যেন আসছে। ঠিক এটাকে নয়, তবে এ-ধরনের ক্রুজার আগেও আরও দেখেছেন তিনি। বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। অন্যান্য দিনের মত সাবধানতা অবলম্বন করলেন তিনি—পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পেলিক্যানকে দু'বার চক্কর দিয়ে এল টাইগার। ডেকে উঠে এসে গা ঝাড়া দিল কুকুরটা, ভিজে গিয়ে বন্ধুর কথা মনে পড়ল ফ্রেড ডোনারের। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে আপনমনে হাসতে লাগলেন। হঠাৎ করেই লক্ষ করলেন, টাইগার একদম স্থির হয়ে আছে। সারা শরীর টান টান, কান দুটো খুলির সাথে সাঁটা, ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছে ধারাল দাঁতগুলো। গলার ভেতর থেকে চাপা গর্জনের মত গরুর গরুর একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'কি ব্যাপার, বাছা?' টাইগারের ভিজে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন ফ্রেড ডোনার। কুকুরটার দৃষ্টি অনুসরণ করে নদীর দিকে তাকালেন তিনি, সাথে সাথে তাঁর চেহারা বদলে গেল। সেই ক্রুজারটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে টাইগার। মনে মনে আশ্চর্য হলেন ফ্রেড ডোনার, ওটা কোর্স বদল করেনি কেন? এভাবে আসতে থাকলে সরাসরি ধাক্কা খাবে পেলিক্যানের সাথে, কিংবা গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে উজানের দিকে। ডেকে কাউকে দেখলেন না তিনি—অদ্ভুত কাণ্ড! এরকম রোদ ঝলমলে দিনে ডেকে কেউ থাকবে না কেন!

এক সেকেন্ড ইতস্তত করলেন ফ্রেড ডোনার, তারপরই ছুটে কেবিনে ঢুকলেন। তালা দেয়া একটা কাবার্ডে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন প্রাক্তন সি.আই.এ. অফিসার। তালা খুলে মেশিন-পিস্তল, ডাবল ব্যারেল শটগান, আর তিনটে হ্যান্ড-গানের দিকে তাকালেন তিনি। বেছে নিলেন শটগানটা।

আগন্তুক ক্রুজারটাকে ভৌতিক বলে মনে হতে লাগল, কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে সেটার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ফ্রেড ডোনার। হুইলহাউসের জানালাগুলোয় টিনটেড গ্লাস, ভেতরে কে বা কারা আছে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যে বা যারা যেখানেই থাকুক, হুইলে একজন থাকতে বাধ্য। এতক্ষণে তিনি লক্ষ করলেন, অচেনা ক্রুজারটার এক পাশ থেকে মোটা একটা কাপড় ঝুলছে, ফলে বো-তে লেখা ক্রুজারের নামটা ঢাকা পড়ে আছে।

ধীর গতিতে আসছে ক্রুজারটা, কিন্তু আসার ভঙ্গিতে অনমনীয় একটা ভাব রয়েছে—এক চুল এদিক ওদিক হচ্ছে না কোর্স।

কুণ্ডলী পাকানো স্প্রিঙে পরিণত হয়েছে টাইগার, সমস্ত লোম খাড়া হয়ে গেছে, রোমহর্ষক ভরাট গর্জনে কাঁপিয়ে তুলছে অনিশ্চিত পরিবেশটা। দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন ফ্রেড ডোনার। কোথাও থেকে কোন সাহায্য পাবার আশা নেই। পেলিক্যানের চারদিকে পানি, দু'পাশে নগ্ন নির্জন তীর।

কোমর ভাঁজ করে নিচু হয়ে থাকলেন তিনি, শটগানটা পিছনে লুকিয়ে রেখেছেন। এখনও তিনি জানেন না ক্রুজারটা তাঁর জন্যে বিপদ হয়ে এসেছে কিনা। যদি আসে, হুইলহাউসের জানালা লক্ষ্য করে একবার গুলি ছুঁড়লেই কেউ না কেউ

ডেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে। অন্তত হেলমসম্যান তো বেরিয়ে আসবেই, এবং তখন আর এই বিপজ্জনক কোর্স ধরে এগোবে না ক্রুজারটা।

পোর্ট সাইড ঘেঁষে, কয়েক গজ দূর দিয়ে বেরিয়ে যাবে ক্রুজারটা—ফ্রেড ডোনারও পোর্ট সাইডে রয়েছেন। মুশকিল হলো, আক্রান্ত না হলে তিনি আক্রমণ করতে পারেন না। এমনও হতে পারে ভ্রমণ বিলাসী কোন আনাড়ি লোক ক্রুজারটা ভাড়া নিয়ে একা হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়েছে, তার হয়তো ধারণাই নেই যে আরেকটা জলযানের গা ঘেঁষে যাওয়ার চেষ্টা করাটা ভয়ানক বিপজ্জনক। ঠিক এই সময় আবার একবার রাহাত খানের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। সাহায্যের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে কি ভুলই হলো?

দ্রুত চিন্তা করছেন ফ্রেড ডোনার। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কি করবেন! লাউড-হেইলার নিয়ে এসে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবেন? কিন্তু তিনি যে-কোন বিপদের জন্যে প্রস্তুত থাকতে চান, হাতে লাউড-হেইলার থাকলে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া, লাউড-হেইলারের সাহায্যে কথা বলতে হলে ডেকে বেরুতে হবে তাঁকে, প্রতিপক্ষের সহজ টার্গেটে পরিণত হবেন তিনি।

অপেক্ষা করতে লাগলেন ফ্রেড ডোনার, আক্রান্ত হলে আক্রমণ করবেন। কিন্তু তিনি জানেন না ওরা কি প্ল্যান করেছে। ক্রুজারটা পেলিক্যানের পাশে চলে এল, ঠিক তখনই ওরা ছুঁড়ে দিল জিনিসগুলো। কালো রঙ, আপেলের আকার। মিসাইলের মত ছুটে এসে দুই ক্রুজারের মাঝখানের ব্যবধান পেরোল ওগুলো, পেলিক্যানের বিভিন্ন জায়গায় ঠক ঠক করে পড়ল। একটা ডেকে। একটা ফোরডেকে। কম্প্যানিয়নওয়ের গোড়ায়।

'গ্রেনেড! জেসাস!'

টাইম ফিউজে সামান্য হেরফের করা আছে। একটা পড়ল টাইগারের পেটের নিচে, পড়ার সাথে সাথে বিস্ফোরিত হলো। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কুকুরটা, হাড় আর মাংস উড়ে গেল চারদিকে।

উন্মাদ হয়ে গেলেন ফ্রেড ডোনার। সিধে হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। 'বাস্টার্ডস!' শত্রু ক্রুজারের জানালার দিকে শটগান তাক করলেন তিনি, কিন্তু ট্রিগার টানার আগেই এই মাত্র তাঁর পিছনে পড়া গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হলো। অকস্মাৎ দুই পায়ে কোন সাড়া পেলেন না, উপলব্ধি করলেন পিছন দিকে হেলে পড়ছে শরীরটা। কম্প্যানিয়নওয়ে থেকে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়লেন, কিন্তু কোন ব্যথা অনুভব করলেন না। পিঠে একটা গ্রেনেড আটকে যাওয়ায় থেমে গেল শরীরটা। বিস্ফোরণের আওয়াজ তিনি শুনতে পাননি, সম্ভবত কিছুই অনুভব করেননি। চোখের পলকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল শরীরটা। সব শেষ।

পেলিক্যানের কিনারায় একটা বোটহুক আটকানো হলো। ইতোমধ্যে দশটা গ্রেনেডের বিস্ফোরণ শোনা গেছে। শত্রু ক্রুজারের এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বোটহুকের শেষ প্রান্ত ধরে ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লোক, পরনে ফ্রগম্যান'স স্যুট। আরেকজন লোক বেরিয়ে এল ডেকে, তার পরনেও ফ্রগম্যান'স স্যুট। মাঝখানের ফাঁকটা টপকে সে-ই এল পেলিক্যানে, হাতে একটা সাব-মেশিন গান।

সার্চ করতে দু'মিনিট সময় নিল লোকটা। দেখল ফ্রেড ডোনার মারা গেছেন,

পেলিক্যানে আর কেউ নেই। নিজের ক্রুজারে ফিরে এল সে, সাথে সাথে চালু হলো এঞ্জিন। পেলিক্যানকে পিছনে ফেলে দ্রুত চলে গেল ওরা।

ঘন নীল আকাশে বাঁক নিল হেলিকপ্টারটাও, নতুন কোর্স ধরে ওয়াশিংটনের দিকে যাচ্ছে ওটা। রেডিও অন করে মাত্র একটা শব্দ বারবার উচ্চারণ করল পাইলট, 'সাকসেস…সাকসেস…সাকসেস…।'

ছয়

মিউনিক থেকে ছ'মাইল দক্ষিণে পুল্যাক। শহর থেকে একটু দূরে এই পুল্যাকেই জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের হেডকোয়ার্টার। উঁচু সার সার গাছ বিশাল এলাকাটাকে ঘিরে আছে, অফিস বিল্ডিংগুলো মাঝখানে। গাছপালার সীমানা থেকে একটু দূরে, ভেতর দিকে, দশ ফিট উঁচু নিরেট পাঁচিল, মাথায় ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া। হ্যারল্ড টনি শুমাখার কৌতুক করে রানাকে বললেন, 'বার্লিন ওয়াল, তবে এটা আমার পার্সোনাল।'

রানাকে নিয়ে নিজের চেম্বারে বসে আছেন জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ। ঠিক এই সময় পেলিক্যানে ঘুমাচ্ছেন রাহাত খান, আগামীকাল কংকর্ড ফ্লাইট ধরে লন্ডন যাবেন।

জানালা দিয়ে সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে, জোড়ায় জোড়ায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সশস্ত্র প্রহরীরা। প্রতিটি জানালায় বুলেট-প্রূফ কাঁচ লাগানো, এই কামরা থেকেও দূরের পাঁচিলটা দেখা যায়।

'পুলিস ডিপার্টমেন্টে ছিলাম চার বছর, ওয়াইজ বাদেনে,' প্রশ্নের উত্তরে জার্মান ভদ্রলোক রানাকে জানালেন। 'তারপর আমাকে বদলি করা হয় সিক্রেট সার্ভিসে।'

'তারপর?' কফির কাপে চুমুক দিয়ে টনি শুমাখারের ঠাণ্ডা, শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মানুষের মুখের ভাষা অনেক কিছু চেপে যেতে পারে, কিন্তু চোখের ভাষা পড়তে জানলে অনেক রহস্য ফাঁস হয়ে যায়।

'প্রথম এক বছর এখানে ছিলাম, তারপর আমাকে পাঠানো হলো পূর্ব জার্মানীতে,' বললেন টনি শুমাখার। অতীতের কথা স্মরণ করে একটু অন্যমনস্ক হলেন তিনি। 'বেআইনী অনুপ্রবেশ, তারপর দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকা, কি অবস্থা হয় আপনি জানেন। দু'বছর ছিলাম, কিন্তু শেষ দিকে মনে হত দুই যুগ পেরিয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে ভয়, এই বুঝি কারও হাত পড়ল কাঁধে। ঘুমের ভেতরও সচেতন থাকত মন। কিন্তু এ-সব কথা কাকে বলছি?'

ফিক্ করে হাসল রানা। 'হ্যাঁ, আমার বস্ আপনার সম্পর্কে এ-সব হয়তো জানেন। কিন্তু সব কথা তিনি আমাকে বলেন তা মনে করার কোন কারণ নেই। তারপর, কত দিন হলো পশ্চিমে ফিরে এসেছেন?'

'চার বছর। সেই থেকে বাভারিয়াতেই আছি। কিন্তু ভাল নেই।'

'কেন?'

'নিজের চোখেই তো দেখছেন সব,' টনি শুমাখারের কণ্ঠস্বরে দুঃখ এবং খেদ। 'এই পরিস্থিতিতে সুস্থ একজন মানুষ কি করে ভাল থাকে, বলুন? এমন একটা দিন নেই যেদিন বাভারিয়ায় মিছিল হচ্ছে না, রাস্তায় মানুষ খুন হচ্ছে না, বা দোকান-পাট লুঠ হচ্ছে না। কুখ্যাত সেই দানবটার ইমেজ আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।' রানা বুঝল, ভদ্রলোক হিটলারের কথা বলছেন। 'নিও-নাৎসীদের বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, অথচ কারও যেন কিছু করার নেই। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে, বুঝলেন—আজও জার্মানীতে হিটলারের ভক্তর সংখ্যা কম নয়।'

'আপনার কি মনে হয়, সামনের ইলেকশন ডেল্টা পার্টি জিততে পারবে? লোকে তাদের ভোট দেবে?'

'হয়তো দিত, কিন্তু ডেল্টা পার্টি যা করে বেড়াচ্ছে, ওরা সবাই জামানতের টাকা হারাবে। ওদের স্লোগানগুলো সাংঘাতিক জনপ্রিয়—জার্মানরা শ্রেষ্ঠ জাতি, জার্মানদের ইতিহাসে পরাজয় স্বীকার নেই, জার্মানীর ঐতিহ্য কলঙ্কিত নয়, জার্মান রাষ্ট্রপ্রধানরা মহান, জার্মানীই আগামী সভ্যতার ধারক এবং বাহক হবে, ইত্যাদি। ওদের কথায় মানুষ খুব নেচেওছিল। কিন্তু খুন-খারাবি শুরু করে নিজেদের সর্বনাশ করেছে ওরা। তারপর মানুষ এখন জানে ডেল্টা পার্টি অস্ত্র মওজুদ করছে...।'

'এসব দেখে আপনার মনে হয় না, ডেল্টা পার্টির বিরুদ্ধে কোন একটা শক্তি কাজ করছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি বলতে চাইছেন ডেল্টার বিরুদ্ধে এবং হেলমুট হ্যালারের পক্ষে রাশিয়ানরা কাজ করছে?' সরাসরি পাল্টা প্রশ্ন করলেন টনি শুমাখার, তারপর এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। 'আমি বিশ্বাস করি না। ভেতরের অনেক খবর জানা আছে আমার। হেলমুট হ্যালার খানিকটা কমিউনিস্ট-ব্লক ঘেঁষা হলেও, রাশিয়ার সাথে তার পার্টির সম্পর্ক ভাল নয়।'

'ডেল্টা পার্টি ক্ষমতায় এলে জার্মানীর ইহুদিরা বিপদে পড়বে,' বলল রানা। 'দুনিয়ার আর সব জায়গার মত জার্মানীতেও ওরাই সবচেয়ে ধনী। এমন কি হতে পারে ডেল্টার বিরুদ্ধে ওরা কাজ করছে?'

রানার দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকলেন টনি শুমাখার।

'বোথামের উপস্থিতি কিন্তু সে-ধরনের ইঙ্গিতই দেয়,' আবার বলল রানা। 'বোথাম নিজে ইহুদি, জার্মানীর ইহুদিরা তাকে হয়তো ভাড়া করেছে।'

'বছর কয়েক আগে,' বিড়বিড় করে বললেন টনি শুমাখার, 'ইহুদিদের একটা সংগঠন মিছিল, অনশন এই সব করেছিল বটে। তাদের দাবি ছিল, জার্মানীতে ইহুদিদের একটা আলাদা প্রদেশ।'

'অপারেশন ক্রাউন!'

'কিন্তু ওদের সেই সংগঠনটা ভেঙে গেছে। ইহুদিদের আলাদা প্রদেশ হলে সেটা চালাবে কে? ওরা তো রাজনীতিতে তেমন দক্ষ নয়, প্রশাসনে বসাবে কাদের?'

'হয়তো কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সমঝোতায় এসেছে,' বলল রানা।

'এমন একটা রাজনৈতিক দল, ইহুদিদের স্বার্থ যারা দেখবে।'

'ধারণাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না,' গম্ভীর সুরে বললেন টনি শুমাখার। 'জার্মানীতে এমন রাজনৈতিক নেতা অনেক আছে যারা চোখের পলক ফেলার আগেই ভোল পাল্টাতে পারে। হয়তো কোন একজন নেতার এখনকার আচরণ দেখে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না, কিন্তু ডেল্টা পার্টি হেরে গেলে, এবং ক্ষমতাসীন সরকারপ্রধান খুন হলে, সেই নেতা ক্ষমতায় চলে আসবে, এবং একটা প্রদেশকে ইহুদিদের নিজস্ব বলে ঘোষণা করবে।'

'আর, তখন হয়তো দেখা যাবে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বই তার সাথে হাত মিলিয়েছে।'

'অসম্ভব নয়।'

'প্রসঙ্গ থেকে আমরা একটু দূরে সরে এসেছি,' বলল রানা। 'আমরা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আলোচনা করছিলাম…।'

'প্রশ্নটা তাহলে করতেই হলো,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন টনি শুমাখার। 'হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জেরা করছেন। কারণটা জানতে পারি, মি. রানা?'

'উত্তেজিত হবার মত কিছু নয়,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'একসাথে কাজ করতে হলে পরস্পরকে জানা দরকার। আপনি চাইলে আমার ক্যারিয়ার শিট পেতে পারেন…।'

'দুঃখিত।' টনি শুমাখারের ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ফ্লাস্ক থেকে নিজের কাপে আবার তিনি কফি ঢাললেন। রানার দিকে তাকালেন তিনি, মাথা নাড়ল রানা। 'উত্তেজিত আমি এমনিতেই হয়ে আছি। এ-ধরনের একটা ইলেকশনের ঝামেলা পোহাতে হলে আপনিও হতেন। পশ্চিমের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে সামিট এক্সপ্রেস ঠিক যখন আমার এলাকা পেরোবে তখনই শুরু হতে যাচ্ছে নির্বাচন। আমার সেকটর কোত্থেকে কোথায় জানেন তো? স্ট্র্যাসবার্গ থেকে সালজবার্গ…।'

'চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার ট্রেনে উঠবেন…।'

'মিউনিক হপ্টব্যানহফ থেকে। কিন্তু বাকি তিনজনের নিরাপত্তার দায়িত্বও স্ট্র্যাসবার্গ থেকে আমার ওপর পড়ছে!'

'আপনি যেন বলতে চাইছেন, বিপদের আশঙ্কা আছে?'

'আছেই তো!' ডেস্কের পিছনে উঠে দাঁড়ালেন টনি শুমাখার। 'পাশের ঘরে আপনার বান্ধবী বোধহয় একঘেয়েমিতে ভুগছেন। আমরা যদি মিউনিকে ফিরতে চাই তাহলে তাকে ডাকা যেতে পারে।'

'বেরুবার আগে লন্ডনে একটা ফোন করতে পারি?'

'আমি তাহলে যাই মিস ডায়ানাকে সঙ্গ দিই গিয়ে। না, না, আপনি হয়তো নিরিবিলিতে আলাপ করতে চাইবেন। ক্যান্টিনে থাকব আমরা। অপারেটরকে নাম্বারটা দেবেন, তারপর লাল বোতামটায় চাপ দিলেই স্ক্র্যাম্বলার চালু হবে।'

লাইন পাবার জন্যে অপেক্ষায় থাকার সময় দেয়াল-জোড়া বাভারিয়ার ম্যাপটা

খুঁটিয়ে দেখে নিল রানা। ম্যাপ জুড়ে লাল কালিতে অনেকগুলো ক্রস চিহ্ন আঁকা রয়েছে, অর্থাৎ ও-সব জায়গায় ডেল্টা পার্টির আর্মস আর ইউনিফর্ম পাওয়া গেছে। ক্রস চিহ্নের পাশে দিন তারিখও লেখা রয়েছে। প্রথম দিকে দুটো অস্ত্র গুদাম আবিষ্কারের মাঝখানে দীর্ঘদিনের ব্যবধান ছিল, শেষ দিকে খুব ঘন ঘন পাওয়া যাচ্ছে গুদামগুলো। তারমানে ডেল্টা পার্টির জনপ্রিয়তা হু হু করে কমে যাচ্ছে, সেই সাথে সরকারী এবং হেলমুট হ্যালারের পার্টির জনপ্রিয়তা সেই হারে বাড়ছে।

লাইন পাওয়া গেল, অপরপ্রান্ত থেকে রানার কানে মধু বর্ষণ করল সোহানা চৌধুরী। 'রানা এজেন্সি, লন্ডন ব্রাঞ্চ অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

'এই মেয়েটাকেই আমি একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গাইতে গাইতে শহীদ মিনারে যেতে দেখেছি!'

'গেলি!' চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বর থেকে আনন্দের ভাবটুকু লুকিয়ে রাখতে পারল না সোহানা। 'বস্ লন্ডনের বাইরে। তবে তিনি তোমাকে লন্ডনে আসতে বলেছেন—কান মলে দেবেন। কাল, সোমবার, প্রথম যে ফ্লাইটটা পাবে তাতেই চলে এসো। ফ্লাইট নম্বরটা দিতে পারো?···গুড। জুলি ডায়ানার একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো নিয়ে আসবে। বসের সাথে কথা বলে আবার তুমি বাভারিয়ায় ফিরে যাবে। সময় কম···।'

'অ্যাই, কেমন আছ···?'

'কেমন আবার থাকব, ভয়ে-ভাবনায় সিটকে আছি। ডায়ানাকে সামনে যদি একবার পেতাম রে···।'

'সে-ও তোমাকে সামনে পেতে চায়, তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে,' রানার ঠোঁটে চাপা হাসি।

'কি কারণে?'

'তোমাকে ডায়ানা অভিনন্দন জানাতে চায়,' বলল রানা, মিটি মিটি হাসছে।

'কারণ?' তীক্ষ্ণ, ঝাঁঝাল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'কারণটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। হয়তো তার আগে তুমি আমার দখল নিয়ে ফেলেছ, তাই।'

অপরপ্রান্তে তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকল সোহানা, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ওকে জানিয়ে দিয়ো, কাউকে আমি দখল করে রাখিনি। আমার ভালবাসা এত সংকীর্ণ নয় যে কাউকে দখল বা বন্দী করার দরকার হয়। ওকে জানিয়ে দিতে পারো, তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, কেউ তোমাকে কোন শর্ত দিয়ে বেঁধে রাখেনি।'

'এ-সব কথা ডায়ানার জানা। বিপজ্জনক নয়? ওর মনে হয়তো আশার চারা গজাবে···।'

'তোমার কি ধারণা, তোমাকে হারাবার ভয়ে সব সময় আমি অস্থির হয়ে থাকি?'

'না, মানে, এই মাত্র বললে কিনা যে ভয়ে-ভাবনায় সিটকে আছ···।'

'আছিই তো!' জোরের সাথে বলল সোহানা। 'তোমার না পতন হয় এই ভয়ে।'

'পতন?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল রানা। 'মানে?'

'খুব সোজা,' বলল সোহানা। 'তুমি আজেবাজে মেয়ের সাথে মেলামেশা করছ শুনলে আমার সহ্য হবে না। সেটা আমি মেনে নিতে পারব না।'

'ও, আচ্ছা, তাই! তারমানে ভাল মেয়ের সাথে মেলামেশা করলে...?'

'শালা সুযোগসন্ধানী! এবার বলো, আমাকে বিয়ে করছ কবে?'

টেলিফোনে দু'জনই প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। জানে, ওদের মধ্যে ভালবাসা আছে, কিন্তু বাঁধন নেই। বাঁধনের কোন দরকার আছে বলেও মনে করে না ওরা।

রোববার সকালে খুব গরম পড়ল প্যারিসে।

কনফারেন্স শেষ হলেও ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ জাস্টিন ফনটেইনের অনুরোধে রাতটা প্যারিসে কাটাতে হয়েছে সোহেলকে। জাস্টিন ফনটেইনের ইচ্ছে ছিল মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস চীফ উইলিয়াম হেরিকের সাথে সামিট এক্সপ্রেসের নিরাপত্তা নিয়ে আরও আলোচনা করবেন তাঁরা। গর দ্য ইস থেকে ট্রেনটা ছেড়ে যাবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, জুনের দু'তারিখে, আর মাত্র তিন দিন পর।

সোহেল প্রতিবাদ জানালেও, লন্ডন ফ্লাইট ধরার জন্যে ওকে চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে নিজে পৌঁছে দেবেন বলে জেদ ধরে বসলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ। তৈরি হয়ে হোটেলের লবিতে নেমে এল সোহেল, ওর জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

জাস্টিন ফনটেইন বললেন, 'মি. উইলিয়াম হেরিকও আপনার সাথে একই ফ্লাইটে লন্ডন যাচ্ছেন।'

'লন্ডন দূতাবাসে আমার কিছু কাজও আছে, এই সুযোগে সেগুলো সেরে নেয়া যাবে,' ভারিক্কি চালে বললেন গম্ভীর দর্শন মার্কিন সিকিউরিটি চীফ উইলিয়াম হেরিক। 'কাজ সেরেই আবার ফিরে আসব এখানে। মাঝখান থেকে লাভ হবে আপনার সঙ্গ পাওয়া, পরস্পরকে আরও ভালভাবে জানার...।'

কোন মন্তব্য না করে দু'জনকে ভাল করে লক্ষ করল সোহেল। দুই সিকিউরিটি চীফের মধ্যে কোথাও কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। জাস্টিন ফনটেইন কৌতুকপ্রিয়, উইলিয়াম হেরিক গম্ভীর। ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক একহারা গড়নের, মার্কিন ভদ্রলোক বিশালদেহী। একজন রাশভারি ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অপরজন হালকা রসিকতার আড়ালে ক্ষুরধার বুদ্ধি লুকিয়ে রাখতে অভ্যস্ত।

'আমাকে বিল মেটাতে হবে,' বলে কাউন্টারের দিকে হেঁটে গেল সোহেল। লাউঞ্জে যারা বসে আছে তাদের সবার ওপর একবার চোখ বুলাল সে। রোগা-পাতলা একটা মেয়ে দৃষ্টি কাড়ল। ভারি সুন্দরী। একটু খোলামেলা পোশাক পরে আছে। হাতে একটা হ্যান্ডব্যাগ। সুগঠিত পা একটার ওপর আরেকটা তোলা, ভোগ পত্রিকার লেটেস্ট সংখ্যাটা পড়ছে। সোহেল পাশ কাটাবার সময় মুখ তুলে একবার তাকাল মেয়েটা।

বিল মিটিয়ে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল সোহেল। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নীল একটা সিট্রনের দিকে নিয়ে চললেন জাস্টিন ফনটেইন। উইলিয়াম হেরিকের

সাথে পিছনের সীটে বসল সোহেল। গাড়ি ছেড়ে দিলেন জাস্টিন ফনটেইন। পিছনে তাকিয়ে মেয়েটাকে আবার দেখতে পেল সোহেল। হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠছে।

পথে একাই কথা বলে গেলেন উইলিয়াম হেরিক, সোহেল ভান করল যেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে। আসলে জাস্টিন ফনটেইনের ওপর লক্ষ্য রাখছে সে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে রাস্তার পিছনটা খানিক পর পর দেখে নিচ্ছেন তিনি।

ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সোহেল। দ্য গলে পৌঁছে ওদেরকে ব্যারিয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন জাস্টিন ফনটেইন, বললেন, 'এই প্যারিসেই আবার তাহলে দেখা হবে—সামিট এক্সপ্রেসে।'

হাতে হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে সুন্দরী এক মেয়ে তাঁকে পাশ কাটাল, তার পিছু পিছু এল শক্ত-সমর্থ এক যুবক। কেউ দু'জন ঠিক সময়েই পৌঁচেছে। সোহেল কোথায় যায়, কার সাথে দেখা করে, সব লক্ষ্য করবে ইলিনা বাউচ। আর উইলিয়াম হেরিকের ওপর নজর রাখবে পিয়েত্রো পাগান। জাস্টিন ফনটেইন একজন প্রফেশনাল, তাঁর অন্যতম নীতি হলো কাউকে বিশ্বাস কোরো না, বিশেষ করে যারা কাছাকাছি রয়েছে।

মিউনিক হপ্টব্যানহফ। বাভারিয়া প্রদেশের এই রাজধানীর কথাও নোটবুকে লিখে রেখে গেছে বাবুল আখতার।

জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ হ্যারল্ড টনি শুমাখারের গাড়ি থেকে শহরের মাঝখানে, গুড ফেইথ হোটেলের সামনে নেমেছিল ওরা। জার্মান ভদ্রলোক বিদায় হবার সাথে সাথে ব্যাগ দুটো পোর্টারের হাত থেকে এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে রানা, তাকে অনুসরণ করল ডায়ানা। ঘাড় ফিরিয়ে হতভম্ব পোর্টারকে রানা বলল, 'ভুলে গিয়েছিলাম, আরেক হোটেলে রিজার্ভ করা আছে কামরা।'

বিশ গজ এগোতেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ড্রাইভারকে হপ্টব্যানহফের কাছাকাছি একটা রাস্তার নাম বলল রানা।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া দিচ্ছে ও, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ডায়ানা। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে স্টেশনে ঢুকল ওরা, দেখে বোঝার উপায় নেই পরস্পরকে চেনে। রানার বেশ অনেকটা পিছনে থাকল ডায়ানা, দূর থেকে অনুসরণ করল। হ্যান্ডব্যাগটা খুলে ভেতরটা একবার দেখে নিল সে। ঠিকমতই আছে পিস্তলটা।

সেলফ-লকিং স্টোরেজ কমপার্টমেন্টে ব্যাগ জমা রাখল ওরা, তারপর রানা সার্চ শুরু করল। মিউনিক হপ্টব্যানহফের এত কি গুরুত্ব আছে যে নোটবুকে লিখে রাখতে হবে? ভিড় ঠেলে এগোবার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করে অস্বস্তি বোধ করল রানা। অনেক লোকের বুকে বা কাঁধে ডেল্টা ব্যাজ আটকানো রয়েছে। এরা সবাই ডেল্টা পার্টির ভক্ত বা সমর্থক, নিশ্চয়ই পার্টির পেশীপুরুষ নয়? তাহলে আততায়ীদের আলাদাভাবে চেনার উপায় কি?

রানার পিছনে থেকে চারদিক লক্ষ্য রাখছে ডায়ানা। ওকে দেখতে হবে

রানাকে কেউ ফলো করছে কিনা। স্টেশনে ডেল্টার লোকজন থাকলে, ওদের চোখে রানা ধরা পড়বেই পড়বে। ছদ্মবেশ তো নেয়নি, হোল্ডারে সিগারেট ভরে লোক দেখানোর ভঙ্গিতে ঘন ঘন টান মারছে।

সাত

ব্যর্থতার গ্লানিতে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল উয়ে জিলার। গালিগালাজ খেয়ে রক্ত গরম হয়ে উঠল তার। রাগের লাগাম টেনে ধরল সে, জানে, মাথা গরম করলে কাজে ভুল করে বসবে। লিন্ডাউতে দু'বার খুন করার চেষ্টা করা হয় মাসুদ রানাকে, দু'বারই ব্যর্থ হয় সে। তারপর ব্যর্থ হয় ড্যাড মুলার, কুয়াশা হঠাৎ সরে যাওয়ায় রানাকে তো মারতে পারেইনি, উল্টে নিজেই খুন হয়ে গেছে। পেশাদার খুনীদের নিয়ে উইন্ড-সার্ফারদের যে স্কোয়াড গঠন করা হয়েছিল সেটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রাগে দিশেহারা ম্যাক্স মরলক মিউনিকের পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসেছে। গাল দিয়ে ভূত ছাড়াচ্ছে উয়ে জিলারের।

'লিন্ডাউতে রানাকে তুমি হাতের মুঠোয় পেয়েছিলে, কিন্তু কিচ্ছু করতে পারোনি! ড্যাড মারা গেল, উজবুকের মত দাঁড়িয়ে দেখলে তোমরা। আমি কি তাহলে এক পাল নপুংসক অ্যামেচারকে ভাড়া করেছি? ভুল যদি করেই থাকি, তা সংশোধনের উপায়ও আমার জানা আছে...।'

'যা হবার হয়েছে, আমার এবারের প্ল্যানটা...।' শুরু করল উয়ে জিলার।

'চমৎকার! ভারি চমৎকার! তোমার এবারের প্ল্যানটা ইউনিক! দেখা যাবে তুমি নও, রানা তোমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে! নিশ্চয়ই জানো আমার ভাইপো মারা যাওয়ায় তোমাকে আমি দায়ী করি?' ভাবাবেগের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করল ডেল্টা পার্টির কর্ণধার ম্যাক্স মরলক। 'গুড গড, মুলারের মৃত্যু সংবাদ এল কিনা জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের চীফ টনি শুমাখারের কাছ থেকে! নরম হাসির সাথে রসিয়ে রসিয়ে টেলিফোনে জানাল, মি. মরলক, আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আপনার ভাইপো ড্যাড মুলার আর ইহজগতে নেই। কি সাংঘাতিক স্পর্ধা লোকটার!'

'আমি জানি এরপর আবার মিউনিকে দেখা যাবে রানাকে,' বলল উয়ে জিলার। 'সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ট্রেনে করে আসবে। লক্ষ করেছি, ট্রেনে চড়ার একটা ঝোঁক আছে তার। জুরিখ থেকে সেন্ট গ্যালেনে ট্রেনে করে গিয়েছিল। সেন্ট গ্যালেন থেকে বৃহস্পতিবারে মিউনিক এক্সপ্রেসে চড়েছিল...।'

'কিন্তু সেবারও তাকে তুমি হারিয়ে ফেলো,' ম্যাক্স মরলক ব্যঙ্গ করল।

মাথা হেঁট করে জিলার বলল, 'আমি আমার সেরা লোকদের মিউনিক হপ্টব্যানহফে পাহারায় বসিয়েছি। ওরা সবাই তার চেহারার বর্ণনা জানে। স্টেশনে যেরকম ভিড় থাকে, যে-কোন ধরনের একটা দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে, কারও

চোখে পড়বে না। প্ল্যাটফর্ম থেকে পড়ে কত লোকই তো ট্রেনের তলায় চলে যায়...।'

'বিপজ্জনক,' চিন্তিতভাবে বলল ম্যাক্স মরলক, ব্যস্ত হাতে একটা চুরুট ধরাল। 'হপ্টব্যানহফের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারার সমান হবে।'

'হপ্টব্যানহফের কি তাৎপর্য সেটা রানা বুঝতে পারলে তো! আর বুঝতে পারলেই বা কি, আমার লোকেরা স্টেশন থেকে তাকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেবে না...'

'কি জানি—খাও তো গু, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আর, হ্যাঁ—এবার যেন লাশের সাথে ভুলেও কেউ ডেল্টা সিম্বল রেখে না আসে। আগেও তোমাদের আমি নিষেধ করেছি...।'

'আপনি নিষেধ করার পর থেকে আমি নিজে ডেল্টা সিম্বল সাথেই রাখি না,' বলল জিলার। 'কিন্তু আমাদের মধ্যে সবাই আপনার নির্দেশ মেনে চলে না। কখন যে রাখে...'

'চোখ খোলা রাখবে,' নির্দেশ দিল মরলক। 'হেলমুট হ্যালার বা সরকারী দলের চর ঢুকেছে আমাদের দলে, সর্বনাশটা তারাই করছে।'

জিলার বলল, 'মুশকিল হলো, সাধারণ মানুষও, যারা আমাদের দলের সমর্থক, ডেল্টা সিম্বল ব্যবহার করছে। শত্রু পক্ষের লোকজনও আছে তাদের মধ্যে। যেখানেই কোন গুণ্ডামি-পাণ্ডামি বা খুন-খারাবির ঘটনা ঘটছে, সেখানেই তারা ডেল্টা সিম্বল ফেলে আসছে। ফলে যে-সব কাজ আমাদের নয়, সেগুলোর জন্যেও দায়ী করা হচ্ছে ডেল্টা পার্টিকে...।'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা নিয়ে আমি বোখামের সাথে কথা বলব—দেখি সে কোন সমাধান দিতে পারে কিনা।'

'আমরা তাহলে...'

'মারো তাকে, খুন করো!' ডেস্কের ওপর দুম করে ঘুসি মারল মরলক। 'আমি তার মৃত্যু সংবাদ শুনতে চাই! শুনতে চাই ড্যাড হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে! এবার বেরোও, দূর হও আমার সামনে থেকে!'

হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, ঠেলাঠেলি, ছুটোছুটি, তার সাথে যোগ হয়েছে কর্কশ যান্ত্রিক আওয়াজ, যাকে বলে নরক গুলজার। বিশাল একটা জনস্রোতের মাঝখানে পড়ে গেল রানা, সবাই ট্রেন ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটছে। কাল ছুটির দিন, শহরের দূষিত পরিবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে মানুষ। একের পর এক ট্রেন আসছে, ছেড়ে যাচ্ছে। সারব্রুয়েকেন্, ব্রিমেন, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, জুরিখ, ডর্টমন্ড উয়ারজ্বার্গ...মিউনিক হপ্টব্যানহফ থেকে ইউরোপের যে-কোন শহরে ট্রেনে করে যাওয়া যায়। লম্বা ছাদের নিচে খাদ আকৃতির বিশাল গহ্বর, নিচে ১১ আর ২৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। তীর চিহ্ন আঁকা একটা বোর্ড রয়েছে, আরেক স্টেশনের পথ-নির্দেশ—স্টার্নবার্গার। আরও একটা আলাদা স্টেশন আছে, ১ থেকে ১০ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেতে হলে ওখানে পৌঁছুতে হবে।

প্রায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেল রানা, ভিড় থেকে বেরুতে রীতিমত লড়তে হলো ওকে। ওয়েটিং রুমে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। জায়গাটা বিশাল, এখানেও গিজ গিজ করছে নারী-পুরুষ। ভেতরে সার সার টেলিফোন বুদ। একাধিক কফি শপ, একটা সিনেমা হল, অনেকগুলো বার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, এ-সব শুধু ইউরোপের একটা স্টেশনেই কল্পনা করা যায়। স্টেশন থেকে বেরুবার হাজারটা পথ, তার মধ্যে একটা জটিল ইউ-বান সিস্টেম।

কোথাও মুহূর্তের জন্যে থামল না রানা। ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে আবার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ও। স্পঞ্জের মত, তথ্যগুলো শুষে নিচ্ছে। ধীরে ধীরে মাথার ভেতর আকৃতি পাচ্ছে একটা আইডিয়া। বাবুল আখতার তার নোটবুকে মিউনিক হপ্টব্যানহফের কথা লিখে রেখে গেছে। নিশ্চয়ই কোন না কোন গুরুত্ব আছে স্টেশনটার। মানুষের এই প্রচণ্ড ভিড়, এর সাথে কোন সম্পর্ক আছে কি? কিংবা শব্দের সাথে? কান পাতা দায়—মানুষজনের গলা ফাটানো চিৎকার, কর্কশ শব্দে বাক্স-পেটরা টানা-হ্যাঁচড়া, কমপার্টমেন্টের দরজা খোলা বা বন্ধ হওয়ার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ, হকারদের শোরগোল, ঝনঝন বেল বাজার শব্দ, হুইসেল, ছাদ কাঁপিয়ে ট্রেনের আগমন-নির্গমনের গর্জন—এত সব বিকট আওয়াজের মধ্যে ফিসফাস আলাপ কারও কানে ঢুকবে না। আর এই প্রচণ্ড ভিড় আর ছুটোছুটির মধ্যে কে কার সাথে কোথায় দেখা করল তাও লক্ষ করা সম্ভব নয়। কারও মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে অনেক গোপন কাজই সারা যায় হপ্টব্যানহফে।

ঘেমে নেয়ে উঠল জুলি ডায়ানা। শত বাধা সত্ত্বেও খানিকটা পিছনে থেকে এখনও রানাকে অনুসরণ করে যাচ্ছে সে। মাথার চুল কাকের বাসা হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তে ধাক্কা খাচ্ছে সে। নিজেকে রক্ষা করার জন্যে হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে নিজেকে আলিঙ্গন করে রেখেছে, হ্যান্ডব্যাগটা বগলের তলায়। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ করেই চেনা মুখটা দেখে ফেলল সে। উয়ে জিলার!

ডায়ানা জানে, খুনীটা তাকে চিনতে পারবে না। ব্যায়ারিশার হোটেলের রিসেপশনে উয়ে জিলার যখন ঢুকেছিল তখন প্রায় সন্ধ্যা, তাছাড়া ডায়ানার দিকে ভুলেও একবার তাকায়নি সে। তবু, সাবধানের মার নেই ভেবে ব্যাগ থেকে চশমা বের করে পরে নিল চোখে। জানে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাবধান করতে হবে রানাকে।

চোখে কিছু দেখার আগেই বিপদ টের পেয়ে গেল রানা। মনে হতে লাগল বৈরী একটা শক্তি ঘিরে রেখেছে ওকে। এই সময় আবার ডেল্টা ব্যাজ দেখতে পেল ও। সামনে ব্যারিয়ার, ওপারের লাইন ধরে ধীর গতিতে এগোচ্ছে মিউনিক এক্সপ্রেস। জুরিখ থেকে এল ট্রেনটা, এখুনি থামবে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ব্যারিয়ারের কাছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে পিলপিল করে স্টেশনে উঠে এল আরও বহু লোক। সময়সূচী লেখা একটা বোর্ড পড়ার ভান করল রানা, চোখের কোণে ধরে রেখেছে লোকটাকে। একটা দৃশ্য দেখে সতর্ক হয়ে গেল ও। ব্যারিয়ারের সামনে টিকেট-

চেকার রয়েছে, ট্রেন থেকে সদ্য নামা লোকগুলোর মধ্যে মাত্র একজন চেকারকে টিকেট দেখিয়ে আবার সেটা নিজের পকেটে রাখল। তারমানে?

নিশ্চয়ই রিটার্ন টিকেট।

অপেক্ষারত লোকটার সাথে রিটার্ন টিকেটধারী হ্যান্ডশেক করল, তারপর দ্রুত পায়ে কফি শপের দিকে এগোল তারা। দ্বিতীয় লোকটার বুকেও ডেল্টা ব্যাজ রয়েছে।

রানার কানের কাছে ডায়ানার ফিসফিসে গলা শোনা গেল, 'উয়ে জিলার তোমার পিছনে ট্রলির পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তোমাকে দেখেছে...।' রানার পাশে রয়েছে সে, সময়সূচী দেখছে। কথা বলার সময় কানের পাশটা চুলকাবার ছলে ঠোঁট জোড়া আড়াল করে রাখল।

'সাবধান, আরও অনেক লোক আছে ওদের,' বলল রানা। 'দু'জন এই মাত্র কফি শপে ঢুকল।' বোর্ডের কাছ থেকে সরে এল রানা। ওখানে আরও কিছুক্ষণ থাকল ডায়ানা, নোটবুকে সময় টুকল। আবার যখন ঘাড় ফেরাল সে, দেখল কফি শপে ঢুকছে রানা।

উয়ে জিলার এক লোকের সাথে দু'একটা কথা বলল। ভিড়ের জন্যে লোকটাকে ভাল করে দেখতে পেল না ডায়ানা। লোকটার চোখ বড় আকারের সান-গ্লাসে ঢাকা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবার একটা গেটের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

কফি শপে ঢুকে এক কাপ কফির অর্ডার দিল রানা, বিলটা আগেই মিটিয়ে দিল। অনেকগুলো দরজা, এমন একটার কাছাকাছি বসল যেখান থেকে দ্রুত কংকজে ওঠা যায়। চেয়ারের পিছনে দেয়াল। ডেল্টার লোক দু'জন নিজেদের মধ্যে কথা বলায় মগ্ন। রানাকে তারা দেখেছে, বা দেখে থাকলেও চিনেছে বলে মনে হলো না। দ্বিতীয় লোকটা পকেট থেকে মোটা একটা এনভেলাপ বের করে প্রথম লোকটাকে দিল। আরেক পকেটে দ্রুত চালান হয়ে গেল সেটা। দু'জনের কেউই এখন পর্যন্ত রানার দিকে সরাসরি তাকায়নি। শুধু প্রথম লোকটা একবার আড়চোখে দেখে নিয়েছে ওকে। এক সেকেন্ড পর বিপদের গুরুত্ব টের পেল রানা। সবচেয়ে কাছের দরজায় একটা ভিড় দেখল ও। পাঁচজন পেশীপুরুষ। পাঁচজনই ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রথম লোকটা আবার পকেটে হাত ভরল। হাতটা বেরুল একটা ফেল্ট-টিপ কলম নিয়ে। রানার না চেনার কোন কারণ নেই, ডেল্টা পার্টির প্রিয় অস্ত্র ওটা। কলমটা টেবিলের নিচে রাখল সে, বোতাম টিপতেই সুইটা বেরিয়ে এল বাইরে। গুঁড়ো মরিচের পটটা তুলে স্যাৎ করে ওর চোখে ছুঁড়ে দিল রানা। হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, একই সাথে শোনা গেল একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছে কেউ।

লাফ দিয়ে উঠে টেবিলটা উল্টে দিল রানা। উল্টো দিকে বসা ডেল্টা পার্টির গায়ে গিয়ে আছাড় খেল টেবিল, চেয়ার সহ পড়ে গেল সে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা, মরিচের গুঁড়ো দু'চোখেই লেগেছে।

দরজার কাছে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো ছড়িয়ে পড়ল। দু'জন পিছু টান দিল, একজন আড়াল নিল টেবিলের তলায়। বাকি দু'জন মাথার ওপর হাত তুলে নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল।

'এদিকে!' বলেই আরেকটা ফাঁকা গুলি করল ডায়ানা।

ঘাড় ফিরিয়ে আরেক পাশে তাকাল রানা। দু'হাতে ধরা পিস্তলটা ডেল্টার লোকদের দিকে তাক করে রয়েছে ডায়ানা। সেদিকে এগোল রানা, আসলে এগোবার ভান করল মাত্র। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। পিছন দিকে লাফ দিয়ে দুই শত্রুর মাঝখানে পড়ল ও, দু'দিকে কনুই চালাল। হুশ, হুশ, বিদঘুটে আওয়াজের সাথে ফুসফুসের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল ওদের।

টেবিলের তলায় লুকিয়ে থাকা লোকটা আরও ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছিল, তার নিতম্বে কষে একটা লাথি মেরে দরজার দিকে ছুটল রানা। টেবিলে বসা ডেল্টার দ্বিতীয় লোকটা একটা পা বাড়িয়ে দিল ওর সামনে। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে পা-টা টপকাল রানা, ঘুরল, চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করাল লোকটাকে, তারপর হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিল। বাতাসে ভর দিয়ে আরেক টেবিলে গিয়ে পড়ল লোকটা, টেবিল সহ বাড়ি খেল দেয়ালে।

বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল পিস্তলটা ব্যাগে ভরে নিয়েছে ডায়ানা। তেমন কোন পরিশ্রম করেনি সে, হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। তার কনুই খামচে ধরে ছুটল রানা, ছুটতে ছুটতে উঠে পড়ল কংকজে। পিছন থেকে ছুটোছুটি, শোরগোলের আওয়াজ আরও কিছুক্ষণ শুনতে পেল ওরা। কফি শপের খদ্দেররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

'ইউ-বান!' ডায়ানার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল রানা। কংকজ পেরিয়ে এসেছে ওরা। লোকজনকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে নিজেদের পথ করে নিচ্ছে। মেইন গেটের দিকে যাচ্ছে, এস্ক্যালেটর এবং ইউ-বান সিস্টেমটা ওদিকেই।

'কিন্তু টিকেট?'

'এভাবে পালাতে হতে পারে, জানতাম,' বলল রানা। 'কেটে রেখেছি।'

ইউ-বানে ঢোকার আগে অটোমেটিক পাঞ্চিং মেশিনে টিকেট রাখতে হয়, তারপর এস্ক্যালেটরে নামা যায়। এখনও ডায়ানার কনুই ধরে আছে রানা, অপর হাতটা ঘন ঘন নেড়ে সামনে থেকে সরে থাকতে বলছে লোকজনদের। ভিড় ঠেলে ইউ-বান প্রবেশ পথের দিকে এঁকেবেঁকে ছুটছে ওরা।

ডেল্টার লোকেরা বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় নেবে না। হয়তো এতক্ষণে পিছু নিয়েছে ওরা, মাঝখানের ফাঁকটা দ্রুত পেরিয়ে আসছে। ওদের চোখে ধরা না পড়ে ইউ-বানে ঢুকে হারিয়ে যেতে চায় রানা। টিকেট দুটো পাঞ্চ করিয়ে নিয়ে এস্ক্যালেটরের সাহায্যে নিচের একটা প্ল্যাটফর্মে নামল ওরা, সদ্য আগত একটা ট্রেন থামতে শুরু করেছে মাত্র।

ট্রেনটা ছাড়ার সময় জানালার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকল রানা। পিছু নিয়ে ট্রেনে ওঠেনি কেউ। ওর পাশে বসে আছে ডায়ানা, এখন আর চোখে চশমাটা নেই। ঘামের একটা চকচকে মিহি প্রলেপ লেগে রয়েছে কপালে। চোখে অনিশ্চিত দৃষ্টি নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।

'সোজা ডার হোস হোটেলে উঠব আমরা,' অভয় দিয়ে মৃদু হাসল রানা। 'সরু গলিতে ছোট একটা হোটেল। ব্যাগগুলো পরে উদ্ধার করলেই হবে।'

'যেচে পড়ে বিপদে জড়াতে যাচ্ছিলাম আমরা,' বলল ডায়ানা। 'কোন দরকার ছিল না।'

'তাই?' হাসল রানা। 'কিন্তু এখন আমি জানি হপ্টব্যানহফের গুরুত্বটা কোথায়।'

কংকর্ডে করে ওয়াশিংটন থেকে লন্ডনে ফিরে এলেন রাহাত খান। তাঁর টেলিগ্রাম পেয়ে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা অফিসে অপেক্ষা করছিল সোহানা। আউটার অফিসে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাহাত খান। সোহানার চেহারা দেখে আশঙ্কা করলেন, খারাপ কোন খবর আছে।

'এই মাত্র একটা টেলেক্সে খবরটা পেলাম, স্যার,' অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল সোহানা।

রাহাত খানের ভারী কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'বলো!'

'আপনার বন্ধু, স্যার,' একটা ঢোক গিলল সোহানা। তার হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে। 'মি. ফ্রেড ডোনার। তিনি নেই।'

মুহূর্তের জন্যে সোহানার মনে হলো, বস্ যেন চোখে ঝাপসা দেখছেন। পরমুহূর্তে ক্ষীণ একটু ঝাঁকি খেলেন তিনি, আটকে রাখা দম ছাড়ার সময় মানুষ যেমন ঝাঁকি খায়। তারপরই তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'কই, দাও।'

ডেস্ক থেকে তুলে টেলেক্সটা বসের হাতে ধরিয়ে দিল সোহানা। চেয়ারে বসে প্যাড আর পেন্সিল টেনে নিল সে, নোট করার জন্যে তৈরি। মাথাটা নিচু করে রাখল, প্যাডে আঁকিবুকি কাটছে।

একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসলেন রাহাত খান। তারপর টেলেক্সটা পড়তে শুরু করলেন।

পর পর তিনবার পড়লেন তিনি।

'এক্স-সি.আই.এ. এজেন্ট ফ্রেড ডোনার কিলড্ বাই আননোন অ্যাসাসিন দিস ডে. ···অ্যাবোর্ড পাওয়ার ক্রুজার পেলিক্যান···অ্যাটর্নি ফিশিং উইটনেসড সেকেন্ড ক্রুজার সেইল অ্যালংসাইড···গ্রেনেড অ্যাটাক কিলড্ ডোনার অ্যান্ড দি গার্ড ডগ···এফ.বি.আই. ইনভেস্টিগেটিং উইথ ফুল কোঅপারেশন সি.আই.এ.···।'

'হেলিকপ্টার!' বিড়বিড় করে বললেন রাহাত খান। 'বোকাটা গুরুত্বই দিল না।'

'স্যার?'

'তোমাকে কিছু বলিনি,' চোখ রাঙালেন রাহাত খান। টেলেক্সটা ডেস্কে রেখে দিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে থাকলেন তিনি, চোখ দুটো বন্ধ করে যেন প্রার্থনা অথবা ভাবাবেগের লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করছেন। ত্রিশ সেকেন্ড পর চোখ মেললেন তিনি, সোহানাকে বললেন, 'টেলেক্সটা কেউ যেন না দেখে, ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলো। রানার কোন খবর আছে?'

'বাভারিয়া থেকে ফোন করেছিল,' মৃদু গলায় বলল সোহানা। 'কাল সকালে আসবে। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি একটা হোটেলে প্রয়োজন মত রুম ভাড়া করেছি। ওকে বলেছি ওখানেই ওর সাথে আপনার দেখা হবে।'

সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেন রাহাত খান। চোখে আবার সেই ঝাপসা দৃষ্টি ফুটে উঠল।

পাথর হয়ে বসে আছে সোহানা। এক চুল নড়ছে না। কোন শব্দ না করে সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলছে সে।

প্রায় মিনিট দুয়েক পর সোহানার দিকে ফিরলেন রাহাত খান। 'গোটা ব্যাপারটা একটা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁচাচ্ছে।'

'সময়ও তো আর মাত্র দু'দিন,' বলল সোহানা।

'হ্যাঁ, গর দ্য ইস থেকে সামিট এক্সপ্রেস ছাড়বে ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পর।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে রাহাত খান জানতে চাইলেন, 'সবগুলো ডোশিয়ে দেখা শেষ করেছ? সন্দেহ করার মত কিছুই বোধহয় পাওনি?'

'পেয়েছি, স্যার,' উত্তেজনায় সোহানার আয়ত চোখ খানিকটা বড় হয়ে উঠল।

মিউনিক অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমিয়ে আছে বোথাম, এই সময় ওয়াশিংটন থেকে ফোনটা এল। এক হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে অপর হাত দিয়ে বেড ল্যাম্পটা জ্বালল সে, দস্তানা পরে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলল। সাঙ্কেতিক ভাষায় পরিচয় আদান-প্রদান শেষে অপরপ্রান্ত থেকে আমেরিকান লোকটা বলল, 'ফ্রেড ডোনারের চুক্তি বাতিল করা হয়েছে, ওটা আর রিনিউ করা হবে না।'

'ধন্যবাদ,' রিসিভার নামিয়ে রাখল বোথাম।

চোখ থেকে ঘুম পালাল, মেঝেতে নেমে পায়চারি শুরু করল সে। সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে ঘটছে। এখন আর কারও সাধ্য নেই অপারেশন ক্রাউনকে ঠেকায়। বড় খুনটা ঘটবে যথা সময়েই।

আট

লন্ডন টার্মিনাল হোটেলে তিন নামে তিনটে কামরা ভাড়া করেছে সোহানা। কামরাগুলো অল্প সময়ের জন্যে ব্যবহার করা হবে, আলোচনা শেষ করে রাহাত খান হোটেলেই আরও কিছুক্ষণ থাকবেন, রানা এয়ারপোর্টে ঢুকবে। তবে অল্প সময়ের জন্যে তিনটে ঘর ভাড়া নেয়ায় কারও কিছু সন্দেহ করার নেই, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকজন হর হামেশা এরকম নিচ্ছে।

সময়ের আগেই পৌঁছুলেন রাহাত খান, পৌঁছেই কামরাগুলো নিজে একবার দেখে নিলেন—তিনটেই খালি। আগেই ঠিক হয়েছে, মাঝখানের ঘরটা ব্যবহার করা হবে।

মিউনিক থেকে প্লেনটা সময় মতই পৌঁছুল। সরাসরি হোটেলে চলে এল রানা। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল পর্যন্ত ওর সাথে এল সোহানা, এদিকে যা যা ঘটেছে সব তার কাছ থেকে জেনে নিল রানা। রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে চাবি নিয়ে সোজা দোতলায় উঠে এল ও। করিডরে কার্পেট নেই, ওর পায়ের আওয়াজ চিনতে পেরে দরজা খুলে দিলেন রাহাত খান।

ঘরে ঢুকে রানা দেখল রাহাত খান পায়চারি করছেন। দরজাটা বন্ধ করে দিল ও।

'তোমার খবর কি? বুঝতে পারছ তো হাতে আর সময় নেই বেশি?'

আসতে না আসতে এ-ধরনের প্রশ্নবাণের জন্যে তৈরি ছিল না রানা। 'জ্বী, স্যার, সময় নেই,' বিড়বিড় করে বলল ও। আড়ালে রাজা-উজির মারলেও, বসের সামনে এলেই কেমন যেন ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করে ও। 'ওদিকের খবর—ভাল-মন্দ-মেশানো।' ধমকের রাস্তা বন্ধ করার জন্যে পাল্টা একটা প্রশ্ন করে বসল ও, 'ফ্রেড ডোনারের মৃত্যু কোন আইডিয়া দেয় আমাদের, স্যার?'

'দেয় বৈকি!' পায়চারি থামিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন রাহাত খান, চুরুট ধরালেন। 'আমার পাঠানো টেলেক্সটা সিকিউরিটি চীফদের কনফারেন্সে পড়ে শোনায় সোহেল, তাদের কেউ একজন ফ্রেড ডোনারের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সম্ভব হলে আমার সাথে দেখা হবার আগেই ডোনারকে ওরা খুন করত, কিন্তু সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। ডোনার আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছিল, পেলিক্যানে ফিরে যাবার সাথে সাথে খুন হয় সে।'

'জাস্টিন ফনটেইনের ব্যাপারটা কি? তার সৈনিক জীবনের প্রথম দিককার তথ্য তেমন একটা নেই ফাইলে। উইলিয়াম হেরিকের ব্যাপারটাও পরিষ্কার নয়। ফ্রেড ডোনার আপনাকে বলেছিলেন, দু'মাস নাকি পশ্চিম বার্লিনে ছিলেন না তিনি।'

'হ্যাঁ, বলে গেছে। তার কথা আমি অবিশ্বাস করি না।'

'আমার সন্দেহের তালিকায় আরও একজন আছে, স্যার,' বলল রানা। বুড়ো আমাকে বসতেও বলবে না, ভাবল ও। 'টনি শুমাখার। দু'বছর পূর্ব বার্লিনে ছিলেন তিনি, আন্ডারগ্রাউন্ডে···।'

'তাই নাকি?' বিস্মিত হলেন রাহাত খান। 'জানতাম না তো!' কফি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি। কটমট করে তাকালেন রানার দিকে। 'কোথায় পেলে তুমি তথ্যটা?'

'তিনি নিজেই বললেন আমাকে। ভাব দেখালেন, আপনিও কথাটা জানেন। আমি যে তাঁকে জেরা করছি, টের পেয়ে যান। তবে আগের মতই সহযোগিতা করছেন।'

'কি জানি,' অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন রাহাত খান। 'কিন্তু টনি সাংঘাতিক বেপরোয়া ও বুদ্ধিমান।' চেয়ারে হেলান দিয়ে সিলিঙের দিকে তাকালেন তিনি। 'হয়তো জানে ডোশিয়েতে পাব, তার আগেই যেচে তথ্যগুলো দিয়ে ফেলল—সন্দেহের বাইরে থাকার একটা কৌশল হতে পারে। ভাল কথা, তুমি চলে যাবার

পর আমি নেক্সট ফ্লাইটে প্যারিসে যাচ্ছি। ফনটেইনের অতীত জীবন সম্পর্কে তার কি বলার আছে শুনব।'

'তালিকায় তাহলে দুটো নাম থাকছে,' বলল রানা। 'টনি শুমাখার, আর উইলিয়াম হেরিক। চার রাষ্ট্রপ্রধানের একজনকে এদের কেউ একজন খুন করতে চেষ্টা করবে।'

'সোহেলের কথা ভুলে যেয়ো না,' ভারী, কিন্তু মৃদু গলায় বললেন রাহাত খান।

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। বুড়ো বলে কি! প্রতিবাদ করার ভাষা হারিয়ে ফেলল ও। সোহেলকে সন্দেহ করা মানে নিজেকে সন্দেহ করা, এই রকম একটা অনুভূতি হলো ওর।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার মুখে কি যেন খুঁজলেন প্রৌঢ়। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'সামিট এক্সপ্রেসের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব রানা এজেন্সিকে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় মাস কয়েক আগেই। তখন থেকে লন্ডনেই রয়েছে সোহেল। অন্য জায়গায় পাঠাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কাজের অজুহাত দেখিয়ে এখানে থেকে যায় ও।'

রানার চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না, কিন্তু মনে মনে মন্ত্র জপার ভঙ্গিতে গাল দিয়ে যাচ্ছে একনাগাড়ে, 'শালা বুড়ো! আর কেউ হলে আমি তোর সব ক'টা দাঁত এক ঘুসিতে···ভীমরতি ধরেছে! সোহেলের কানে গেলে নির্ঘাত তোর নামে গান লিখবে—রাহাত খান, বাঁ হাত খান/বিপদ দেখলে, মূর্ছা যান।···'

'মনে মনে কি বলছ আমি জানি।'

চমকে উঠল রানা। সমস্ত রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে।

চেয়ারের পাশ থেকে একটা ব্রীফকেস তুলে নিয়ে খুললেন রাহাত খান, ভেতর থেকে সোহেলের ডোশিয়ে বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'পড়ো।'

দম দেয়া পুতুলের মত হাত বাড়িয়ে ডোশিয়েটা নিল রানা। পড়তে শুরু করল।

এক মিনিট পর রাহাত খান জিজ্ঞেস করলেন, 'বারো পাতায় এসেছ?'

পাতাগুলোয় চোখ বুলিয়ে উল্টে যাচ্ছিল রানা, মুখ তুলে বলল, 'না। কি আছে?' হঠাৎ অনুভব করল, বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে।

'বছর কয়েক আগে কায়রো দূতাবাসে ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে কাজ করেছে সোহেল। তখন দু'হপ্তার জন্যে একটা ছুটি নিয়েছিল সে। ছুটি নিয়ে জর্দানে গিয়েছিল।'

'নরমাল লিভ?'

'না। সিক লিভ। কি কারণে যেন নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের মত অবস্থায় পৌঁছে যায় সে। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে তাই রিপোর্ট দিয়েছিল। মেডিক্যাল রিপোর্টটাও দেখো। কায়রো থেকে হাওয়া বদলের জন্যে জর্দানে যায় কেউ? বিশেষ করে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসে? সিক লিভ নিয়ে মানুষ ঠাণ্ডা হতে যায়, গরমে সেদ্ধ হতে যায় বলে শুনেছ কখনও?'

সরাসরি জানতে চাইল রানা, 'আপনি ঠিক কি ভাবছেন, স্যার?'

'জার্মানীতে যা ঘটছে বা ঘটবে বলে সন্দেহ করছি তার সাথে ইহুদি কানেকশন থাকতে পারে,' গম্ভীর সুরে বললেন রাহাত খান। 'তোমার কাছ থেকে রিপোর্ট পাবার পর আমার মনে হয়েছে, ডেল্টা পার্টিকে ডাইভারশন হিসেবে ব্যবহার করছে কেউ। কেউ চাইছে ডেল্টা পার্টিকে অশুভ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হোক। সবাই যখন ডেল্টাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আঘাতটা আসবে একেবারে অন্য দিক থেকে। বোথামের উপস্থিতিও সেই রকম ইঙ্গিতই দেয়। জার্মানীর ইহুদিরা হয়তো আলাদা একটা প্রদেশ চাইছে নিজেদের জন্যে। হেলমুট হ্যালার হয়তো নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ছে, সে হয়তো জার্মান ইহুদিদের কথা দিয়েছে তাদের জন্যে আলাদা একটা প্রদেশের ব্যবস্থা করে দেবে। বিনিময়ে ডেল্টার দুর্নাম রটাবার জন্যে টাকা দিচ্ছে ইহুদিরা।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। বসের মুখ থেকে এ-সব কার কথা বেরুচ্ছে! এ-সব তো ওর নিজের কথা! ঠিক ও যা ভেবেছে বস্‌ও তাই ভাবছেন। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এ-সবের সাথে সোহেল জড়িত। অসম্ভব! সোহেলকে অবিশ্বাস করা মানে তো নিজেকে অবিশ্বাস করা!

কিন্তু এ-ও ঠিক যে ভাবাবেগে ভেসে গেলে চলবে না আমার…

'জর্দানে গিয়েছিল, তাতে কি প্রমাণ হয়?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল ও।

'জর্দানে গিয়েছিল কি?' রানার চোখে চোখ রেখে পাল্টা প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। 'জর্দানের কোথায় গিয়েছিল, কোথায় উঠেছিল, এ-সব কোন তথ্যই রিপোর্টে দেয়নি সে। কেউ যদি সন্দেহ করে, জর্দানে নয়, তেল আবিবে গিয়েছিল সে—তাকে দোষ দেয়া চলবে? আরেকটা কথা, সে-সময়কার অন্য এক সূত্রের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, তখন তেল আবিবেই ছিল বোথাম।'

রানা অনুভব করল, ওর পিঠ বেয়ে ঘামের ধারা নামছে। কফি টেবিলের ওপর ডোশিয়েটা আস্তে করে নামিয়ে রাখল ও। বেয়াদবের মত ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করল, 'হুঁ।'

রাহাত খানের হাত জোড়া মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল, কিন্তু মুখ তুলে তিনি তাকালেন না। ব্রীফকেস থেকে দ্বিতীয় একটা এনভেলাপ বের করলেন তিনি, বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'ফনটেইন, হেরিক, শুমাখার, আর সোহেলের ফটো চেয়েছিলে তুমি,' এনভেলাপ নিয়ে পকেটে ভরল রানা। 'সময় কম, কাজেই সিকিউরিটি অফিসারদের ওপর ম্যাক্সিমাম চাপ সৃষ্টি করব আমরা।'

'কিভাবে, স্যার?' জানতে চাইল রানা। নির্লিপ্ত চেহারা।

'চেপে রাখা কথাটা সবাইকে বলে দিয়ে। শুমাখারকে আমি বলব। ফনটেইন, হেরিক, আর সোহেলকে বলবে তুমি।'

'কি কথা?'

'রাষ্ট্রপ্রধানদের একজনকে সিকিউরিটি চীফদের একজন,' বললেন রাহাত খান, 'খুন করবে।'

কোটের ভেতরের পকেট থেকে প্লাস্টিক ফোল্ডার মোড়া একটা কার্ড বের করলেন রাহাত খান। তাঁর বাড়ানো হাত থেকে সেটা নিয়ে দেখল রানা। কার্ডে ওর ফটো সাঁটা রয়েছে। চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করে ব্যাখ্যা দিলেন রাহাত খান। 'গর দ্য ইস থেকে সামিট এক্সপ্রেস ছাড়ার আগে তোমার সাথে আর হয়তো আমার দেখা হচ্ছে না। এই কার্ড থাকার ফলে যে-কোন পয়েন্ট থেকে ট্রেনটায় চড়তে পারবে তুমি। কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

কার্ডের লেখাগুলোর ওপর আরেক বার চোখ বুলাল রানা।

'পারমিশন টু বোর্ড···এভরি ফ্যাসিলিটি টু বি গিভেন টু দি বেয়ারা (র), মাসুদ রানা··· স্পেসিফিক পারমিশন টু ক্যারি উইপন···।'

ফটোটার ওপর কোনাকুনি ভাবে ঝরঝরে, স্পষ্ট অক্ষরে সই করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। যেখানে অস্ত্র বহনের কথা লেখা আছে তার নিচেও আরেকটা সই রয়েছে তাঁর। বসের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। 'কি করে সম্ভব হলো, স্যার?'

'মিনিস্টারকে ধরে সরাসরি অ্যাপ্রোচ করি। তিনি আমাকে আধ ঘণ্টা সময় দিলেন। বললাম, চার সিকিউরিটি অফিসারের একজনকে হবু আততায়ী বলে সন্দেহ করছি আমরা।'

'কি রকম রিয়্যাক্ট করলেন?' কৌতূহল প্রকাশ করল রানা।

'ভারি শান্তভাবে নিলেন ব্যাপারটাকে। হেসে বললেন, আপনারা দায়িত্ব নিয়েছেন কাজেই নিজেদের আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করব। আমার সামনেই তোমার ডোশিয়ে পড়লেন। ভাল কথা, জুলি ডায়ানার ফটো এনেছ? গুড। ওকে তুমি বিশ্বাস করো তো?'

'করি। দু'বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

'দাও তাহলে ফটোটা।'

চেয়ারে আবার বসলেন রাহাত খান। পকেট থেকে আরেকটা কার্ড বেরুল, কিন্তু এটায় ফটোও নেই, সই-ও নেই। আঠা দিয়ে জুলি ডায়ানার ফটোটা কার্ডে সাঁটলেন। তাঁর পরবর্তী কাজটা দেখে রানার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। পকেট থেকে একটা ঝর্না কলম বের করলেন তিনি, কলমটা আগে কখনও তাঁর কাছে দেখেনি রানা। অত্যন্ত মনোযোগ আর সময় নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সই নকল করলেন রাহাত খান, দু'বার। কাজটা শেষ করে সীল দিলেন, তারপর চশমার ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকালেন তিনি।

'স্যার···!' শুরু করল রানা, কিন্তু আর কোন শব্দ খুঁজে পেল না। বস্ কারও সই নকল করছেন, নিজের চোখে না দেখলে জীবনেও বিশ্বাস করত না ও।

'থেমে গেলে কেন?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'নীতি-টীতি নিয়ে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না?'

নিজের অজান্তেই ফিক্ করে হেসে ফেলল রানা।

'ভদ্রমহিলা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, কাজটা করার জন্যে সীল ও কলম ধার

দিয়েছেন তিনি,' বললেন রাহাত খান। 'এই নাও জুলি ডায়ানার কার্ড। আরেকটা কাজ বাকি থাকল, ভুললে চলবে না।'

'কি কাজ, স্যার?'

'প্রাইম মিনিস্টারকে তাঁর কলম ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে। বলেছেন আমি ভুলে গেলে আমার নাকি বারোটা বাজাবেন। তুমি যাবার আগে আরেকটা বিষয়ে কথা বলতে চাই··· বোথাম।'

'তার পরবর্তী কাজ কি হবে?'

'সেটা আমি জানি,' ক্ষীণ হাসি হেসে বললেন রাহাত খান। 'ডোশিয়ে থেকেই লোকটাকে আমি চিনে নিয়েছি।' এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হলো, রানা সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছে। 'একটু বসো, ওই চেয়ারটায়।' রানা বসতে আবার তিনি শুরু করলেন, 'আমরা যে সন্দেহ করছি চার রাষ্ট্রপ্রধানের একজনকে খুন করার প্ল্যান করা হয়েছে, এই খবরটা জানানো হয়েছে বোথামকে। সে ধরে নিয়েছে, এরপর আমরা জেনেছি বা জানব যে খুনটা করবে চার সিকিউরিটি চীফের একজন। কাজেই তার পরবর্তী অ্যাকশন কি হবে আন্দাজ করা কঠিন নয়।'

'স্মোকস্ক্রিন তৈরি করা,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান, 'ধরেছ। খুনীর পরিচয় গোপন করার জন্যে সে আমাদের সন্দেহ অন্য লোকের ওপর ফেলার চেষ্টা চালাবে। এমন কিছু চাল চালবে সে, যাতে আমরা দিশেহারা বোধ করি।'

'অথচ আমাদের হাতে সময় নেই···।'

'কাজেই শর্টকাট রাস্তা বেছে নিতে হবে,' বললেন রাহাত খান। 'সিকিউরিটি চীফদের আমরা বলব, তোমাদের মধ্যে একজন ভুয়া। তারপর দেখবে কেমন আকাশ ভেঙে পড়ে ওদের মাথায়!'

প্রচণ্ড রাগের লাগাম টেনে ধরে আছে ম্যাক্স মরলক। মার্সিডিজ ফোর হান্ড্রেড ফিফটি এস.ই.এল. নিয়ে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে বোথামের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে। টেলিফোনে আগেই কথা বলেছে ওরা, জায়গাটা ঠিক করেছে বোথামই। ঝটপট কয়েকটা নির্দেশ দিয়েই যোগাযোগ কেটে দেয় সে, লোকটা যেন তাকে বেতনভুক্ কর্মচারী বলে মনে করে! অমুক জায়গায় এখুনি আসতে হবে, বডিগার্ড বা অন্য কাউকে সাথে আনা যাবে না। স্পর্ধা বটে!

মুশকিল হলো, বোথামের ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা নেই মরলকের। এক এক সময় মনে হয়, ধ্বংসাত্মক যে-কোন কাজ বোথামের দ্বারা সম্ভব। যদি বলা হয় একটা শহরকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দাও, তাও বোধহয় পারবে সে। লোকটার আরেকটা বাহাদুরি হলো, দুনিয়ার সমস্ত গোপন খবর রয়েছে তার নখদর্পণে। বিশাল ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু ক্ষমতার সীমা কতদূর কল্পনায় ধরা যায় না। সেজন্যেই মরলক পরিষ্কার বোঝে না, লোকটার সাহায্য চেয়ে সে ভুলই করল কিনা!

প্রয়োজন মত অস্ত্রের চালান সেই যোগাচ্ছে, কিন্তু কিভাবে যেন গুদামগুলোর

সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে জার্মান সিক্রেট সার্ভিস। এর পিছনে কি বোথামের কোন চালাকি বা ষড়যন্ত্র আছে? কিন্তু কিভাবে! এতে তার লাভ কি? অনেক অস্ত্রের দাম এখনও নেয়নি সে, অথচ টাকার জন্যে তাগাদাও দেয়নি। অস্ত্রগুলো সরকারের হাতে চলে গেছে বলেই বোধ পেমেন্টের কথা তুলছে না সে। হয়তো পেমেন্ট চাইবেও না। কিন্তু বোথাম : উদার, তা-ও বিশ্বাস করা কঠিন।

কেউ যে ডেল্টা পার্টির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ডেল্টা ব্যাজ-এর ছড়াছড়ি তার একটা প্রমাণ। হেলমুট হ্যালার বা সরকারী পার্টির চর ঢুকেছে দলের ভেতর?

ধীরে ধীরে রাগ পড়ে এল মরলকের। সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলে দিশেহারা বোধ করে সে, কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আর তখনই আরও বেশি করে নির্ভর করতে ইচ্ছে করে বোথামের ওপর।

নির্জন আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে একটা গাড়ির ভেতর বসে আছে বোথাম। ভুয়া পাসপোর্ট আর পরিচয়পত্র দেখিয়ে একটা টয়োটা ভাড়া করেছে সে। সময়ের আগেই পৌঁচেছে, এবং গাড়িটা এমনভাবে রেখেছে যাতে তার চোখের সামনে দিয়ে ভেতরে ঢোকে মরলক।

গ্যারেজের প্রবেশপথ আলোকিত হয়ে উঠল। তারপর ভেতরে ঢুকল একটা গাড়ি। ঢুকেই হেডলাইট অফ করে দিল মরলক— বোথামের নির্দেশ।

মার্সিডিজকে এগিয়ে আসতে দেখে টয়োটার হেডলাইট জ্বেলে দিল বোথাম। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল শিল্পপতির, হুইল থেকে তুলে একটা হাত রাখল চোখের সামনে। বাঁক নিয়ে টয়োটার পাশে মার্সিডিজ দাঁড় করাল সে। ঠিক তখুনি আবার হেডলাইট অফ করে দিল বোথাম, হঠাৎ আলোর পর এই অন্ধকারে আবারও অস্বস্তিবোধ করল মরলক। গাঢ় বেরেট পরা বিশালদেহী এক লোককে আবছাভাবে দেখতে পেল সে, চোখ জোড়া বড় আকারের সান-গগলসে ঢাকা। টয়োটার এঞ্জিন বন্ধ করে জানালার কাঁচ নামাল বোথাম। কাঁচটা পুরোপুরি নামার আগেই কথা বলতে শুরু করল সে।

'ইলেকশনে যদি হেরে যান তাহলে পরবর্তী প্ল্যান ধরে কাজ শুরু করবেন— কোন সময় নষ্ট না করে। দলের লোকদের ফুল ইউনিফর্ম পরতে বলবেন। মার্চের জন্যে যা যা দরকার সব তাদের সাথে থাকবে। মার্চ করে মিউনিকে যাবে তারা, ঠিক যেমন উনিশশো তেইশ সালে মার্চ করে মিউনিক গিয়েছিল হিটলার।'

'একজন ইহুদি হয়ে হিটলারের প্রতি আপনার ভক্তি···সত্যি, আশ্চর্যজনক!'

'কে বলল আমি ইহুদি? ওটা স্রেফ একটা ছদ্ম পরিচয়। আমার আসল পরিচয় কেউ জানে না, কারণ আমি কাউকে তা জানতে দিই না। আরেকটা কথা। আপনার এই স্বভাবটা খুবই বাজে, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা।'

রাগ হলো মরলকের, কিন্তু কখন রাগ চেপে রাখতে হয় তা তার জানা আছে। বলল, 'কিন্তু হিটলারের সেই মার্চ ব্যর্থ হয়, তাই না? তাকে ধরে ল্যান্ডসবার্গ জেলখানায় পুরে দেয়া হয়···।'

'অস্ত্রের নতুন চালান রেডি হয়ে আছে,' বলল বোথাম, যেন মরলকের প্যাচাল

শোনার সময় নেই তার। 'কোথায় পাঠাব বলুন। দয়া করে এবার এমন একটা গুদাম ঠিক করুন যার ঠিকানা সরকার কোনভাবেই জানতে না পারে। আমি বার বার দিয়ে যাচ্ছি, আর সরকার সেগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছে—আপনারা করছেনটা কি? একটা গুদাম পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে পারেন না?'

'কেউ নিশ্চয়ই বেঈমানী করছে,' শুরু করল মরলক। 'আমার তো সন্দেহ হয়···।'

'আপনার সব সমস্যা আমি সমাধান করে দেব, এমনটি ভাববেন না। আমারও সাধ্যের একটা সীমা আছে। আমি একা কত দিক সামলাব? গুদামের নিরাপত্তা আপনার ব্যাপার, আপনি সামলান। আর্মস আর ইউনিফর্ম কোথায় পাঠাব বলুন···গুড। জিরো আওয়ার ঘনিয়ে এসেছে, কাজেই এই শেষ চালানটা দয়া করে যেভাবে পারেন রক্ষা করুন। গুদামে এবার সশস্ত্র গার্ড রাখুন। দরকার হলে ফাইট করে হলেও অস্ত্রগুলো রক্ষা করতে হবে। আমি গেলাম।' ঠিকানা লেখা কাগজটা পকেটে গুঁজে এঞ্জিন স্টার্ট দিল বোথাম।

'থামুন, এক মিনিট, শুনুন···।'

আবেদনটা বোধহয় শুনতেই পেল না বোথাম। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে। ঘাড় ফিরিয়ে মরলক দেখল গ্যারেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল টয়োটার লাল আলো। খানিক পর মার্সিডিজ ঘুরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেও বেরিয়ে এল আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজ থেকে। রাগে একটু একটু কাঁপছে হাত দুটো।

মিউনিক এয়ারপোর্টে ফিরে এসে ট্যাক্সি নিল রানা, সরু গলিটার মুখে নেমে বিদায় করে দিল ড্রাইভারকে। আশপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে গলির ভেতর ঢুকল ও। দুশো গজ এগুতেই ছোট হোটেলটা চোখে পড়ল। জুলি ডায়ানাকে এই হোটেলেই রেখে লন্ডনে গিয়েছিল ও। রুমে ডায়ানাকে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

'ভেব না তুমি না থাকায় হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলাম,' রানাকে কামরায় ঢুকিয়ে নিয়েই বলল ডায়ানা। 'হপ্টব্যানহফে প্রচুর সময় কাটিয়েছি···।'

'মোটেও ভাল করোনি। কেউ তোমাকে দেখেনি, জোর করে বলতে পারবে?' হাতের ব্যাগ বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জানালার দিকে এগোল রানা। পর্দাটা সামান্য একটু সরিয়ে নিচে, গলির দিকে তাকাল ও।

'কবে তুমি বুঝবে আমি খুকি নই?' ফোঁস করে উঠল ডায়ানা। 'প্রত্যেকবার স্টেশনে যাবার আগে চেহারা বদলে নিয়েছি, বুঝলে মাতবর দি গ্রেট! সকালে ট্রাউজার স্যুট, তো বিকেলে স্কার্ট আর ব্লাউজ, সাথে গাঢ় রঙের চশমা, কখনও যদি উইগ পরেছি তো পরের বার চুল ঢেকেছি স্কার্ফ দিয়ে। সন্তুষ্ট?'

'সরি,' জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। 'খুব টেনশনে আছি কিনা। কাল রাতে সামিট এক্সপ্রেস প্যারিস থেকে রওনা হচ্ছে অথচ এখনও আমরা জানি না কাকে খুন করার প্ল্যান করা হয়েছে, কে খুন করবে সে তো আরও পরের কথা।'

'তোমার বান্ধবী, কি যেন নাম, জোহানা···।'

ঘুসি বাগিয়ে মারতে এল রানা, 'ফের যদি ইচ্ছে করে ভুল উচ্চারণ করো···।'

হাতজোড় করে মাফ চাইল ডায়ানা। 'ম্যায় মাফি মাংতি হুঁ!'

'তুমি আবার হিন্দী শিখলে কোত্থেকে?'

'ভিডিও-তে,' মুক্তোর মত সাদা দাঁত বের করে হাসল ডায়ানা। 'শিখতে হয়েছে, কারণ তোমার মত লোককে প্লীজ করার সময় কাজে লাগে। এশিয়ান দু'একটা ভাষা জানি বলেই তো প্রথমে বাবুল আখতারের সাথে, তারপর তোমার সাথে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'তা তোমার কাজ বুঝি আমাকে খুশি করা?'

'খুশি করার ইচ্ছেটা কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে আসে,' ভারিক্কি চালে বলল ডায়ানা। 'তুমি আমাকে সাহায্য করছ না? জার্মানীতে এ-ধরনের হাঙ্গামা চলতে থাকলে সুইটজারল্যান্ডের সীমান্তেও অশান্তি দেখা দেবে।'

'তাহলে বলতে চাইছ সাহায্যের বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে কিছু পাবার আশা আছে?'

'আছেই তো!' জিভের ডগা বের করে রানাকে ভেঙচে দিল ডায়ানা। 'আমি অকৃতজ্ঞ নই।'

'তাহলে এসো, দেখি কি রকম খুশি করতে পারো…।'

আবার হাত জোড় করে মাফ চাইল ডায়ানা, 'ম্যায় মাফি মাংতি হুঁ, এখন নয়। এখন কাজের কথা।'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ।'

'তোমার বান্ধবী, সোহানা,' বলল ডায়ানা। 'ডোশিয়েগুলো চেক করে কিছু পেল?'

'ফনটেইন হতে পারেন, হেরিক হতে পারেন, এমন কি শুমাখারও হতে পারেন—আমার বস্ সোহেলকেও তালিকা থেকে বাদ দিতে রাজি নন। এখনও সোহানা চেক করছে।'

'ভাল কথা, হপ্টব্যানহফে কি পেলে তা কিন্তু আমাকে তুমি বলোনি।'

'আগে তুমি বলো, কিছুই কি তোমার চোখে পড়েনি?' জিজ্ঞেস করল রানা। জুতো খুলে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। ডায়ানা কথা বলে গেল, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানল ও।

'আমার মনে হয়েছে মিউনিক হপ্টব্যানহফকে, এবং সম্ভবত জুরিখ হপ্টব্যানহফকেও, ডেল্টা পার্টি তাদের মোবাইল হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছে। বোধহয় সেজন্যেই মি. শুমাখার ডেল্টা পার্টির মূল ঘাঁটি খুঁজে বের করতে পারেননি। মরলকের দুর্গ টাইপের বাড়িটা আসলে একটা ডাইভারশন…।'

'বলে যাও।'

'ভেবে দেখো ব্যস্ত একটা স্টেশনে কত রকম সুবিধে পাওয়া যেতে পারে,' বলল ডায়ানা। 'সব সময় ভিড় লেগে আছে—কে এল কে গেল লক্ষ রাখার উপায় নেই। পাঁচ-সাতজন লোক বা তারও বেশি স্টেশনে দাঁড়িয়ে কথা বললেও কেউ কিছু মনে করবে না। মেসেজ আনা, মেসেজ ডেলিভারি দেয়া, সবই নিরাপদে সারা যায়। স্টেশন থেকে শহরে বেরুল না, কিন্তু কাজ হয়ে গেল। ট্রেনে করে এল,

কাজ সেরে আবার ট্রেনে করে চলে গেল। কেমন লাগছে?'

'মন্দ নয়। বলে যাও।'

'এরকম একটা মীটিং যে হয়েছে তা তুমিও দেখেছ। সেফহাউসের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। শুধু তাই নয়, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থারও পুরোপুরি সুবিধে রয়েছে স্টেশনে। নিরাপদ ফোন।'

'গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক। আমার কথাগুলোই তোমার মুখ থেকে বেরুল।' ডায়ানার দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু ধরো, যদি ওদের কাউকে দেখে পুলিস চিনে ফেলে?'

'স্টেশন থেকে বেরুবার এত পথ আছে গুনে তুমি শেষ করতে পারবে না। এমন কি চলন্ত একটা ট্রেনেও উঠে পড়া যায়। আমরা কিভাবে পালিয়ে এলাম, ভেবে দেখো।'

'গ্রেট শুধু তুমি আর আমিই নই,' বলল রানা। 'বাবুলও। এই ব্যাপারটা সে-ও বুঝেছিল।'

'আমি আরও কিছু লক্ষ্য করেছি যা ভয় পাবার মত,' বলল ডায়ানা। 'বিভিন্ন ট্রেন থেকে এমন সব লোকদের নামতে দেখেছি, একবার তাকালেই বোঝা যায় গুণ্ডা-পাণ্ডা—সবাই সেলফ-লকিং লাগেজ কমপার্টমেন্টের দিকে চলে গেল। আগে থেকেই সাথে চাবি ছিল, বড়সড় পেটমোটা ব্যাগ বের করল—অটোমেটিক উইপনস লুকিয়ে রাখার জন্যে খুব ভাল ওগুলো। কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে স্টেশন থেকে শহরে বেরুল ওরা…।'

বিছানা থেকে এক ঝটকায় পা নামিয়ে বসল রানা, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে। 'তুমি বলতে চাইছ শহরে সশস্ত্র লোক আমদানী করছে মরলক? মাই গড, ডায়ানা! সম্ভব! হয়তো স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে পজিশন নেবে ওরা—টি. ভি. স্টেশন, সেন্ট্রাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, পুলিস হেডকোয়ার্টার…।'

চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে ডায়ানা বলল, 'আমারও তাই ধারণা।'

'মি. শুমাখারের সাথে কথা বলা দরকার।' পায়চারি শুরু করল রানা। 'মুশকিল হলো হবু খুনী মি. শুমাখার কিনা আমরা জানি না। তিনিই যদি হন, অজস্র ধন্যবাদ দেবেন আমাদের, কিন্তু এ-ব্যাপারে কিচ্ছুটি করবেন না।'

'তারমানে কি কিছুই আমাদের করার নেই?' চোখে ব্যগ্র আশা নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ডায়ানা।

'আমাকে চিন্তা করতে দাও…।'

'জাস্টিন,' শান্ত সুরে বললেন রাহাত খান, 'আমরা জানি সামিট এক্সপ্রেসের একজন ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারকে খুন করার প্ল্যান করা হয়েছে…।'

'জানি না,' ক্ষীণ হাসির সাথে বন্ধুকে বাধা দিলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ জাস্টিন ফনটেইন। 'আন্দাজ করছি।'

'তবু আমাদের ধরে নিতে হবে খুন করার প্ল্যান একটা করা হয়েছে…।'

'সে তো একশো বার,' বন্ধুর সাথে একমত হলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস

চীফ। 'অভিযোগ সত্যিও হতে পারে, সত্যি হবার সম্ভাবনাই বেশি।'

রু সেন্ট অনার-এর কাছাকাছি অখ্যাত একটা হোটেলে বসে ডিনার খাচ্ছেন ওঁরা। আর সব টেবিলের কাছ থেকে ওঁদের টেবিলটা দূরে, হেড ওয়েটার টেলিফোন পেয়ে ব্যবস্থাটা আগেই করে রেখেছিল। কেউ ওঁদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। হোটেলটা ছোট হলে কি হবে, প্যারিসের নামজাদা একজন বাবুর্চি রান্না করে এখানে। সব ক'টা আইটেমই অতুলনীয়। গা ঢাকা দিয়ে প্রায়ই এখানে খেতে আসেন জাস্টিন ফনটেইন।

'যে কথাটা তোমাকে আমি বলার জন্যে এসেছি, জাস্টিন,' গলা খাদে নামালেন রাহাত খান। 'টপ সিক্রেট। কনফিডেনশিয়াল। কেন বলছি? বহু, বহু বছর হলো পরস্পরকে চিনি আমরা। কত বছর হলো, জাস্টিন?' তাঁর চোখে আগ্রহ এবং প্রশ্ন।

'উনিশশো তিপ্পান্ন থেকে হিসেব করো, যে বছর আর্মি থেকে বেরিয়ে আসি আমি—মনে আছে, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ছিলাম? ডাইরেকশন ডি লা সার্ভেইল্যান্স ডু টেরিটোইরি-তে জয়েন করি। ছোটবেলা থেকে এতিম, সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার গোপন রাখার একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে আমার মধ্যে—প্রাপ্তবয়সে পেশার সাথে অভ্যেসটা চমৎকার মিলে যায়। হ্যাঁ, বলতে পারো গোপন আর অদ্ভুত একটা অতীত আছে আমার।' ওয়াইনের গ্লাসটা তুলে ছোট একটা চুমুক দিলেন জাস্টিন ফনটেইন। 'তোমার সোহেল আহমেদ, বুঝলে খান, মক্কেল হিসেবে ভারি সতর্ক। বেশি কথাবার্তা বলতে চায় না, অসতর্ক মুহূর্তে যদি কিছু ফাঁস করে ফেলে!' কথা শেষ করে সশব্দে হেসে উঠলেন তিনি। 'এ যুগের স্পাই, ওদের ধরন-ধারণই আলাদা। কোনমতেই কম্যুনিকেটিভ বলা চলে না।'

'আমি তোমার সাথে একমত,' ভক্তির সাথে বললেন রাহাত খান। ফ্রেঞ্চ বন্ধুর চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন তিনি। 'আচ্ছা, আর্মিতে ঢোকার সময় মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ঢুকেছিলে কি মনে করে?'

আবার দিলখোলা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফের মুখ। 'আরে না, প্ল্যান করে ঢুকিনি। আমার গোটা জীবনটাই তো একের পর এক অ্যাক্সিডেন্টের সমষ্টি। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সই আমাকে বেছে নেয়। ভাবতে পারো! ইউনিফর্ম পরার দু'হপ্তা পর রাতারাতি আমি কমিশন পেয়ে যাই। এক জোড়া অ্যাক্সিডেন্টের পরিণতি। কমিশন নিয়ে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে আমাদেরই সাথে ঢুকেছিল আরেক লোক। একদিন সে মদ খেয়ে তিনতলার জানালা দিয়ে পড়ে মারা গেল, এদিকে আমি খুব ভাল জার্মান জানতাম—কাজেই তার বদলে জেনারেল ডুমাস-এর স্টাফদের একজন হিসেবে আমাকে ভিড়িয়ে দেয়া হলো। ঠিক ওই সময় জেনারেল তাঁর বাহিনী নিয়ে বাভারিয়ার ওপর দিয়ে অ্যাডভান্স করছিলেন, ইন্টেলিজেন্স অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হলো আমাকে। অদ্ভুত, তাই না?'

'আর যুদ্ধের পর তোমাকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়?'

'হ্যাঁ। প্যারিসে ফিরে এলাম। সাথে জেনারেল ডুমাসের দেয়া একটা প্রশংসাপত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। কী যে অবস্থা···ওহ্ গড! ওটাও ছিল একটা

অ্যাক্সিডেন্ট। ডি.এস.টি.-কে প্রশংসা পত্রটা দেখালাম, ওরা আমাকে নিয়ে নিল। কিন্তু আসলে জেনারেল ডুমাস অন্য এক অফিসারের জন্যে তৈরি করেছিলেন সার্টিফিকেটটা, ভুলে ওটা দেয়া হয় আমাকে। ইটস এ ম্যাড, ম্যাড ওয়ার্ল্ড! অনেক হয়েছে, এবার বলো দেখি টপ সিক্রেট কি বলতে চাও। আশা করি নিশ্চয়ই খুব মজার কিছু হবে!'

'ঠিক উল্টোটা…।' রেস্তোরাঁর চারদিকে চোখ বুলালেন রাহাত খান। হেড ওয়েটারের সাথে চোখাচোখি হতে লোকটা এগিয়ে আসতে শুরু করল, মাথা নেড়ে তাকে নিষেধ করলেন। কথাটা বলতে হচ্ছে বলে তিনি খুশি নন, কারণ বন্ধুর সাথে সন্ধেটা দারুণ উপভোগ করছেন—পরিবেশটা এক নিমেষে দূষিত হয়ে যাবে। 'এক লোক মারা যাবার আগে ইনফরমেশনটা দিয়ে গেছে। তার পরিচয় গোপন থাকাই বোধহয় সব দিক থেকে ভাল। আমার বিশ্বাস সত্যি কথাই বলে গেছে সে, কিন্তু তা আমি প্রমাণ করতে পারব না। বলে গেছে, সামিট এক্সপ্রেসে চার রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করবে চার সিকিউরিটি চীফেরই একজন।'

'আমি কি ভুল শুনলাম?' জাস্টিন ফনটেইনের হাতে ধরা গ্লাসটা মাঝপথে থেমে গেল।

'না।'

'তাহলে বলব, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন!' ধীরে ধীরে বললেন জাস্টিন ফনটেইন। তাঁর গভীর, অনুসন্ধানী দৃষ্টি, চামড়া, হাড় ভেদ করে রাহাত খানের অন্তর স্পর্শ করার চেষ্টা করল। ছোট্ট করে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিলেন তিনি। 'কোন ক্লু, খান? চারজনের মধ্যে কোন্‌জন তার কোন আভাস?'

'এখন পর্যন্ত নেই।'

'তারমানে এমন কি আমিও হতে পারি? এভাবে চিন্তা করছ তুমি?'

'বিষয়টা নিয়ে আমি খোলা মনে ভাবছি, কেউ হয়তো বা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে—মন আমার সম্পূর্ণ খালি, সাদা।'

'তোমার এই কথাটা আমি বিশ্বাস করলাম না, খান।' ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, জাস্টিন ফনটেইন আবার গম্ভীর হয়ে উঠলেন। 'লোকে তোমাকে আইডিয়ার ডিপো বলে জানে। আর, শুধু আইডিয়া নিয়ে বসে থাকারও লোক তুমি নও। নিশ্চয়ই তদন্ত করেছ। কথাটা কত দিন থেকে জানো তুমি?'

'এই তো দিন কয়েক হলো,' রাহাত খান বললেন। 'কাউকে আমি জানাইনি, এমন কি সোহেলকেও নয়। অফিশিয়ালি আমি ব্যক্তিগতভাবে সামিট এক্সপ্রেসের ব্যাপারে জড়িত নই…।'

'কিন্তু আনঅফিশিয়ালি?'

'এখানে সেখানে টুঁ দিয়ে দেখছি…।'

'ইউরোপে? আমেরিকায়?'

'মনের গভীরে। বেশি সন্দেহ করি এমন একজন আছে বটে। বলতে পারো একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তার ওপর দৃষ্টি পড়েছে আমার। ঘটনাটা আরও ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার, আরও অনেক খোঁজ নিতে হবে। সামিট এক্সপ্রেসের

ব্যাপারে আমি তোমাকে বলতে চাই, নিখুঁত ক্রেডেনশিয়াল ছাড়া ট্রেনে কাউকে উঠতে দিয়ো না।'

'রাতের ঘুমটুকু হারাম করলে,' জাস্টিন ফনটেইন বললেন। 'একটা ব্যাপারে আগে থেকেই আমি খুশি নই। গর দ্য ইস থেকে রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশে ছাড়বে সামিট এক্সপ্রেস, সীমান্ত পেরিয়ে জার্মানীতে ঢোকার সময়ও অন্ধকার থাকবে।'

'তার কারণ ওটা একটা নরমাল ট্রেন, শুধু কিছু কোচ বাকি ট্রেন থেকে সীল অফ করে দেয়া হবে ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারদের জন্যে। ওঁদের জন্যে আলাদা রেস্তোরাঁও থাকবে···।'

'হ্যাঁ, তাই। তারমানে মিউনিকে পৌছুবার আগে ছ'জায়গায় থামবে। চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার ট্রেনে উঠবেন ওখান থেকে।' হতাশ ভঙ্গিতে হাত দুটো টেবিল থেকে তুলে ঝাঁকালেন জাস্টিন ফনটেইন। 'এ-সবের জন্যে মাত্র একটা কারণই দায়ী, আমাদের প্রেসিডেন্ট প্লেনে চড়তে রাজি নন। কাজে কাজেই বাকি তিনজনকে ট্রেন ভ্রমণে রাজি হতে হয়েছে। ট্রেনে চড়ার একটাই সুবিধে, ভিয়েনায় সোভিয়েত ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে বৈঠকে বসার আগে নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা করতে পারবেন ওঁরা।'

'যাই হোক, আয়োজনটা আমরা বদলাতে পারছি না। তারচেয়ে এসো নিরাপত্তার খুঁটিনাটি দিকগুলো নিয়ে কথা বলি।'

ডিনারের বাকি সময়টা তেমন জমল না। হাসিখুশি ভাবটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন দু'জনই, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। জাস্টিন ফনটেইনের অনুচ্চারিত প্রশ্নটা টের পেয়ে গেলেন রাহাত খান—বি.সি.আই. চীফ কাকে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করছে?

জার্মান সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টারের অপারেটরকে কোড-নেম দিল লোকটা—হ্যান্স। অপারেটরকে সে আরও বলল, বিশ সেকেন্ডের মধ্যে চীফ হ্যারল্ড টনি শুমাখারকে লাইনে না পেলে যোগাযোগ কেটে দেবে সে। সোমবার রাত, এর আগেও সোমবার রাতেই টেলিফোন করেছে হ্যান্স, কাজেই নিজের অফিসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ টনি শুমাখার।

'টনি শুমাখার বলছি।'

'আবার সেই আমি, হ্যান্স। আপনার জন্যে নতুন ইনফরমেশন। অস্ত্রের এবারের চালানটা সবচেয়ে বড়। সাবধান, এবার গুদামে সশস্ত্র লোকজন থাকবে—ডেল্টা পার্টির পেশীপুরুষ সবাই। কাল হানা দিন ওখানে, ইলেকশনের আগের দিন। গুদামের ঠিকানাটা বলছি···।'

ম্যাক্স মরলকের কাছ থেকে পাওয়া ঠিকানাটা ফাঁস করে দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল বোথাম।

নয়

ইহুদি বিদ্বেষীরা নিপাত যাক! মানবতাবাদী হেলমুট হ্যালার দীর্ঘজীবী হোন! স্বায়ত্তশাসিত বাভারিয়া প্রদেশ কায়েম করো, কায়েম করো। আমার নেতা তোমার নেতা, হেলমুট হ্যালার হেলমুট হ্যালার! হেলমুট হ্যালারের চরিত্র ফুলের মত পবিত্র!

স্লোগান লেখা ব্যানার আর পোস্টারে রাতারাতি ছেয়ে গেল বাভারিয়া। ছোট ছোট প্লেন সারা দিন ধরে চক্কর দিল আকাশে, লাখ লাখ ঘুড়ির মত বাতাসে উড়ে বেড়াল লিফলেট। ইলেকশনের আর মাত্র দু'দিন বাকি, গোটা বাভারিয়ায় লংকাকাণ্ড বেধে গেল। ডেল্টা পার্টির কর্মীদের সাথে হেলমুট হ্যালার সমর্থকদের অন্তত ত্রিশ জায়গায় খণ্ডযুদ্ধ বাধল। কেউ নিহত না হলেও আহত হলো শতাধিক ব্যক্তি, লুট হলো ডজন খানেক দোকান-পাট, তিন জায়গায় অগ্নি সংযোগের ঘটনাও ঘটল। সকালে এবং বিকেলে মিছিল বের করল ডেল্টা পার্টি। কর্মীরা মোচা আকৃতির টুপি, ব্রাউন শার্ট পরে যোগ দিল মিছিলে। ট্রাউজারের নিচের অংশ গোঁজা থাকল জ্যাক-বুটে। প্রত্যেকের আস্তিনে সেলাই করা রয়েছে ডেল্টার তেকোনা প্রতীক চিহ্ন।

বিকেলে বেরুল হেলমুট হ্যালার সমর্থকদের মিছিল। মিছিলে বেশিরভাগই মেয়ে; যুবতী আর তরুণীদের সংখ্যাই বেশি। রক্ত গরম টগবগে তরুণরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল, উন্মাদের মত ভাঙচুর শুরু করল তারা। পুলিস পড়ল মুশকিলে, মেয়েরা আহত হবে এই ভয়ে খুব সতর্কতার সাথে বাধা দিতে এগোল তারা।

মিউনিকের পরিবেশ নরকতুল্য হয়ে উঠল। রাস্তার প্রায় সব ক'টা প্রাইভেট কার আর মটরসাইকেলের হর্ন একযোগে একটানা বাজতে থাকল। ওদিকে মাথার ওপর খুব নিচু দিয়ে লিফলেট ছাড়তে ছাড়তে উড়ে যাচ্ছে একাধিক প্লেন। পুলিস হেডকোয়ার্টারের একটা জানালায় দাঁড়িয়ে এই সব দেখতে দেখতে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন টনি শুমাখার, তারপর রানার দিকে ফিরলেন। পুলিস হেড-কোয়ার্টারের এই কামরাটা তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

'গোটা ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে,' রানাকে বললেন তিনি। 'কাল যখন কাগজে খবর বেরুবে যে ডেল্টার আরেকটা আর্মস ডিপোর সন্ধান পাওয়া গেছে, স্রেফ ঘি পড়বে আগুনে।'

'তারমানে আবার আপনার সেই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি টেলিফোন করেছিল?' রানা নয়, ওর পাশ থেকে প্রশ্নটা করল ডায়ানা।

'হ্যাঁ, আবার ফোন করেছিল হ্যান্স।'

'হ্যান্স?'

'আমার অপরিচিত ইনফর্মারের কোড-নেম।' হাত নেড়ে অসহিষ্ণু একটা ভঙ্গি

করলেন জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ। 'লোকটার পরিচয় সত্যি আমরা জানি না। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভুল বা মিথ্যে কোন ইনফরমেশন দেয়নি সে। জায়গা মত গিয়ে প্রতিবারই একটা করে আর্মস ডিপো পেয়েছি আমরা।'

'সময়ের ব্যাপারটা অর্থবহ,' মন্তব্য করল রানা। 'একদিকে ডেল্টার যুদ্ধং দেহি আচরণ, আরেক দিকে নির্বাচনে জেতার আগেই হ্যালার সমর্থকদের বিজয়-উল্লাস। তার সাথে যোগ হয়েছে সবচেয়ে বড় আর্মস ডিপো আবিষ্কারের ঘটনা। আর, এ-সবের সাথে যোগ হতে যাচ্ছে সামিট এক্সপ্রেসের বাভারিয়া সেক্টর পেরোবার ঘটনা।' তিক্ত একটু হাসল রানা, আরও কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

'শেষ করুন,' ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অনুরোধ করলেন টনি শুমাখার।

'হ্যাঁ, চেপে রাখার কোন মানে হয় না, অন্তত আপনার কাছে,' বলল রানা। 'ড্যাড মুলার মারা যাবার আগে ভীতিকর একটা তথ্য দিয়ে গেছে আমাকে।'

'ভীতিকর তথ্য?' ভুরু কুঁচকে উঠল টনি শুমাখারের। 'কি সেটা?' জানালার দিকে পিছন ফিরে নিজের কাপে আরও খানিকটা কফি ঢাললেন তিনি।

'সে বলে গেছে, ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে একজন খুন হবেন...।'

'জানি।'

'কিন্তু জানেন কি কে খুনটা করবে?'

মুখ তুলে রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন টনি শুমাখার। 'কে?'

'আপনাদের চারজনের একজন।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। একেবারে স্থির হয়ে গেছে ডায়ানা, হঠাৎ বেড়ে ওঠা উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল পরিবেশ। হাতের কাপটা ধীরে ধীরে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন টনি শুমাখার। কিচিরমিচির করতে করতে এক ঝাঁক চড়ুই পাখি উড়ে এসে বসল জানালার কার্নিসে। অকস্মাৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ডায়ানার চোখ জোড়া। চারটে পাখি! বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল সামিট এক্সপ্রেসেও চারজন সিকিউরিটি অফিসার থাকবেন।

'নামটা—আপনি—বললেন—ড্যাড মুলার?' থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন টনি শুমাখার।

'হ্যাঁ।'

'মারা যাবার ঠিক আগে কথাটা বলে গেছে সে?'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে তিন দিন ধরে তথ্যটা আপনি চেপে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

হিংস্র দুটো নেকড়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, ওদেরকে দেখে তাই মনে হলো ডায়ানার। টনি শুমাখারের চেহারা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, লম্বা হাত দুটো প্রায় সেঁটে আছে শরীরের দু'পাশে। চকচকে কালো হোল্ডারে সিগারেট ভরার সময়ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। দু'জনের কারও চোখেই পলক পড়ছে না।

'বিস্তারিত বলবেন নাকি—,' শান্ত, ঠাণ্ডা গলায়, যেন খোশগল্পের রেশ ধরে

জিজ্ঞেস করল রানা, 'পূর্ব বার্লিনে যে দু'বছর গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন, কি কি ঘটেছিল ওখানে? দু'বছর লম্বা একটা সময়, নিশ্চয়ই বহু কিছু ঘটেছে। অথচ আপনি ধরা পড়েননি।'

'ঠিক কি বোঝাতে চান, মি. রানা?' মৃদু কণ্ঠে, প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন টনি শুমাখার।

'শুধু এইটুকু যে আমার আসল কাজ পচা আপেলটাকে সনাক্ত করা— উইলিয়াম হেরিক, জাস্টিন ফনটেইন, সোহেল আহমেদ, কিংবা আপনিই সেই পচা আপেল। আজ রাতে প্যারিস থেকে রওনা হচ্ছে ট্রেনটা। দেখবেন ওখানে পরিবেশটা ইলেকট্রিফায়েড হয়ে আছে। কল্পনা করুন, মি. শুমাখার, চারজনই আপনারা যার যার কাঁধের ওপর দিয়ে পরস্পরের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন।'

'ড্যাডের কথা বিশ্বাস করছেন কেন?'

নিজের বুকে একটা আঙুল রাখল রানা। 'বলতে পারেন এখানে একটা লাই-ডিটেকটর আছে, কেউ মিথ্যে বললে ধরতে পারি। আমার বিশ্বাস ড্যাড মুলার সত্যি কথা বলে গেছে।'

'আপনাকে বিদায় নিতে বললে কি আমাকে খুব অভদ্র ভাববেন? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অন্তত ট্রেনে আপনি থাকবেন না···।'

'ভদ্রলোকের সাথে এরকম করলে কেন? তুমিও জানো উনি আমাদের সাহায্য করেছেন!' খেপে গিয়ে বলল ডায়ানা।

নিজেদের হোটেলে ফিরে এসেছে ওরা। ডায়ানার বিছানায় বসে আছে রানা। মেঝেতে অস্থির পায়ে পায়চারি করছে ডায়ানা। পায়চারি থামিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল সে, গায়ের জোরে হাত চালিয়ে চুলে চিরুনি করছে, সব যেন ছিঁড়ে ফেলবে।

'ওঁদের সবাইকে একেবারে শেষ মুহূর্তে কথাটা জানানো হচ্ছে। লন্ডন এয়ারপোর্টে আমার বস্ আমাকে প্ল্যানটা দিয়েছেন। কথাটা শুনে খুনী হয়তো ঘাবড়ে যাবে, ভুল করে বসতে পারে কোথাও···।'

'ওরা সবাই জানবে? কাজটা কি উচিত হচ্ছে?'

'পরস্পরের ওপর নজর রাখবেন ওঁরা, সেটাই বা কম কি?'

'ট্রেনের পরিবেশটা কল্পনা করতে ভয় লাগছে আমার। যাই বলো, আজ তুমি একজন শত্রু তৈরি করলে।'

'যদি তিনি গিলটি হন, হ্যাঁ।'

টুলের ওপর ঝট্ করে ঘুরে বসল ডায়ানা। 'ফর গডস সেক, মনে করে দেখো তোমাকে কি বললেন তিনি। আমরা তাঁর ধারেকাছেও আর ঘেঁষতে পারব না।'

'ভাবছ আমরা ওঁর কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়লাম?'

'পড়লাম না?'

রিটার্ন ফ্লাইটে প্যারিস থেকে লন্ডনে ফিরে এসে রাহাত খান দেখলেন তাঁর অফিস

রুমে উইলিয়াম হেরিককে নিয়ে অপেক্ষা করছে সোহেল। রাহাত খান লক্ষ করলেন, তাঁর পুরানো বন্ধু বেশ একটু মুটিয়েছেন, সেই সাথে বেড়ে গেছে গুরু-গম্ভীর ভাব। হ্যান্ডশেক করার সময় মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস চীফ হাসলেন কি হাসলেন না, ছোট্ট করে বললেন, 'হ্যালো, মি. জিনিয়াস!' রাহাত খানের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে অপেক্ষায় না থেকে খোলা জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা, জানালার পাশে দাঁড়ানো শার্ট-ট্রাউজার পরিহিতা সোহানার সামনে দাঁড়ালেন, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বাউ করে বললেন, 'হ্যালো ইয়ং লেডি, ইউ আর সো বিউটিফুল!'

রাহাত খানের দিকে একটা এনভেলাপ বাড়িয়ে ধরল সোহেল, বলল, 'আপনি যখন পেলিক্যানে ছিলেন, কেউ একজন এই ফটোটা তুলেছে, স্যার।'

এনভেলাপ খুলে ফটোটা বের করলেন রাহাত খান। নিখুঁত একটা ব্লো-আপ, সম্ভবত সি.আই.এ. ল্যাবরেটরিতে ধোয়া হয়েছে। ফটোতে দেখা যাচ্ছে পেলিক্যানের ডেকে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন রাহাত খান। উইলিয়াম হেরিকের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, 'ফটোটা যে তোলা হচ্ছে, আমি টের পেয়ে যাই। তুমি এটা পেলে কিভাবে, হেরিক?'

'একজন মেসেঞ্জার ল্যাংলিতে ডেলিভারি দিয়ে গেছে,' বললেন উইলিয়াম হেরিক। 'মেসেঞ্জারকে গেটে আটকানো হয়েছিল, নরমাল প্রসিডিউর। তাকে নাকি ফোনে প্রস্তাব দেয়া হয় টিপটপ হোটেলের রিসেপশন থেকে আমার নাম লেখা এনভেলাপটা নিয়ে ল্যাংলি, সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিলে পঞ্চাশ ডলার পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে।'

'কথাটা বিশ্বাসযোগ্য?'

'চেক করে দেখেছি, সত্যি,' বললেন উইলিয়াম হেরিক। 'কে ফটোটা তুলেছে, আমরা জানি না। তবে তোলা হয়েছে...।'

'টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে, তারপর তোমাদের টেকনিশিয়ানরা এই ব্লো-আপটা তৈরি করে। প্রিন্ট আর নেগেটিভের সাথে কোন মেসেজ ছিল?'

'ছিল,' মাথা ঝাঁকালেন সিক্রেট সার্ভিস চীফ। 'তাতে লেখা ছিল, মি. হেরিক, আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন যে বিয়োগান্তক ঘটনাটা ঘটার কিছু আগে রাহাত খান নামের এই ভদ্রলোক পেলিক্যানে ছিলেন। মেসেজ এবং প্রিন্টটা প্লেনে করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ল্যাংলি থেকে।'

'বোথাম,' বিড়বিড় করে বললেন রাহাত খান।

সোহানার দিকে ফিরতে যাচ্ছিলেন উইলিয়াম হেরিক, ঝট্ করে বন্ধুর দিকে ফিরলেন। 'কি বললে?'

'বোথাম! গোটা ব্যাপারটার জন্যে সে-ই দায়ী। তার লোকেরা এয়ারপোর্ট থেকে ফ্রেড আর আমাকে অনুসরণ করেছিল।'

'কিন্তু কেন? ডোনারের সাথে বোথামের কি সম্পর্ক?'

'কোন সম্পর্ক নেই,' রাহাত খান বললেন। 'নিরীহ মানুষটাকে শুধু শুধু খুন করেছে সে—আমাদের সন্দেহ আর কারও ওপর ফেলার জন্যে। অপারেশন

ক্রাউন শুরু করার আগে সে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়াতে চায়।'

এরপর রাহাত খান দেরাজ থেকে একে একে বের করলেন একটা পয়েন্ট থারটি-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন স্পেশাল, একটা কালো বেরেট, এক জোড়া টিনটেড সান-গগলস, এবং সবশেষে গাঢ় নীল একটা উইন্ডচিটার। 'ইন্টারেস্টিং প্রশ্নটা হলো,' বললেন তিনি, 'গত শুক্রবার সকালে বোথামকে যখন পিকাডেলিতে দেখা যায়, লন্ডনে তখন কে ছিল?'

'প্যারিসে সিকিউরিটি কনফারেন্সে ছিলাম আমরা…,' শুরু করলেন উইলিয়াম হেরিক।

'হিথ্রো থেকে আমি দশটার ফ্লাইট ধরি,' বলল সোহেল।

'তোমাদের এই ব্যাখ্যা কিছুই প্রমাণ করে না,' রাহাত খান গম্ভীর গলায় বললেন। 'শুক্রবার সকালে পিকাডেলিতে দেখা গেছে বোথামকে, তারমানে এই নয় যে তার একটু আগে লন্ডনে পৌঁচেছিল সে। তার লন্ডন আসার একটাই কারণ থাকতে পারে, কারও সাথে দেখা করা। লোকটার সাথে হয়তো খুব ভোরে, বা হয়তো আগের রাতে দেখা করেছে সে…।' হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন ভেতরে ঢুকেছে পলওয়েল; রানা এজেন্সির নতুন রিক্রুট। পলওয়েল দরজা বন্ধ করছে, এই সময় হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি, 'এখন নয় পলওয়েল। আর, এরপর থেকে আগে নক করবে। সেটাই নিয়ম।'

'কিন্তু, স্যার আমাকে তো ডাকা হয়েছে!' বিস্ময় এবং বিনয়ের সাথে বলল পলওয়েল।

'এখন তোমাকে বলা হচ্ছে বেরিয়ে যেতে!'

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সোহেলের দিকে একবার তাকাল পলওয়েল, তারপর বিড়বিড় করে দুঃখ প্রকাশ করে ভিজে বেড়ালের মত কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সোহানা।

'তুমি ওকে ডেকেছিলে?' শান্ত গলায় সোহেলকে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'ঠিক ডাকিনি…বলেছিলাম একটা চিঠি লেখার কথা মনে করিয়ে দিয়ো…।'

আবার কাজের কথায় ফিরে এলেন রাহাত খান, 'পিকাডেলির সেই অদ্ভুত ঘটনা।' বেরেট, সান-গগলস, আর উইন্ডচিটারের দিকে তাকালেন তিনি। 'একজন লোককে এগুলো পরে থাকতে দেখে পুলিস তার পিছু নেয়, কারণ গুজব আছে ঠিক এ-ধরনের পোশাকই পরে বোথাম। সকাল ন'টার ঘটনা। লোকটাকে হারিয়ে ফেলে পুলিস, তার খানিক পর রাস্তার ধারের এক চেয়ারে বা বেঞ্চে এগুলো পাওয়া যায়, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন সহ। আমার প্রশ্ন হলো, কার সাথে দেখা করতে এসেছিল রহস্যময় লোকটা?'

কেউ কোন কথা বলল না।

'স্পেশাল ব্রাঞ্চকে অনুরোধ করায় এগুলো তারা পরীক্ষা করে দেখেছে, একটা পোশাকেও ম্যানুফ্যাকচারারের লেবেল নেই। তবে বেরেটটা গায়ানায় তৈরি বলে জানা গেছে, আন্দাজ করা হচ্ছে গগলস আর উইন্ডচিটার

ভেনেজুয়েলা থেকে কেনা হয়েছে। পিস্তলটা কার তাও ট্রেস করা যায়নি। স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্ট থেকে কি বুঝব আমরা?'

'বুঝব বোথাম লন্ডনে এসেছিল…।'

'সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে,' উইলিয়াম হেরিককে বাধা দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'এ-ধরনের পরিষ্কার সূত্র বা সঙ্কেত সংখ্যায় বড় বেশি পাচ্ছি আমরা। এমন হতে পারে না, বোথাম আসলে লন্ডনে আসেইনি? সে বাভারিয়ায় নেই, এটা বোঝাবার জন্যে তার কোন লোক গার্মেন্টগুলো পরে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছিল, পুলিস যাতে তাকে বোথাম বলে সন্দেহ করে?'

'কি লাভ?'

'আমরা তাকে বাভারিয়ায় খুঁজব না,' বললেন রাহাত খান। 'লন্ডনে তাকে দেখা গেছে শোনার পর সত্যি সত্যি আমরা তাকে বাভারিয়ায় খুঁজিওনি।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন উইলিয়াম হেরিক। 'সম্ভব। খুবই সম্ভব।'

এরপর ম্যাপ খুলে অপারেশন ক্রাউনের তাৎপর্যটা ব্যাখ্যা করলেন রাহাত খান। 'ম্যাক্স মরলক নয়, প্ল্যানটা হয়তো হেলমুট হ্যালারের। আমরা ধরে নিয়েছি ডেল্টা পার্টিকে সাহায্য করছে বোথাম, আসলে হয়তো সে হেলমুট হ্যালারকে সাহায্য করছে। আর হেলমুট হ্যালার হয়তো সাহায্য করছে জার্মান ইহুদিদের; হয়তো কথা দিয়েছে ওদের জন্যে একটা আলাদা প্রদেশ আদায় করে দেবে সে। স্বায়ত্তশাসিত একটা প্রদেশ পেলে, ভবিষ্যতে সেটাকে আলাদা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র বানানো ইহুদিদের জন্যে কঠিন হবে না। দুনিয়ার সব বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য তো ওদেরই কব্জায়, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢাললে কোন্ কাজটা আটকায়?'

'তোমার ধারণা যদি ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে পরিস্থিতি সত্যিই বিপজ্জনক,' অনেকটা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বললেন উইলিয়াম হেরিক। 'ইহুদিদের ওপর আমার সরকারের বিশেষ সহানুভূতি থাকলেও, এখানে তাদের জন্যে আলাদা একটা রাষ্ট্রের ধারণা আমরা সমর্থন করব না। জার্মানী একবার ভাগ হয়েছে, আবার ভাগ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'হেরিক, এবার তোমাকে একটা কথা বলি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন রাহাত খান, চুরুটের লাল ডগার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। 'আমরা জানি চার রাষ্ট্রপ্রধানের একজনকে খুন করার চেষ্টা করা হবে। ড্যাড মুলারের কাছ থেকে আরও একটা ইনফরমেশন পেয়েছি আমরা। খুনটা করবে তোমাদেরই একজন।'

সোহানার দিকে ফিরে মিটিমিটি হাসছিলেন ইউ.এস. সিক্রেট সার্ভিস চীফ, এক পলকে কে যেন তাঁর মুখে কাদা লেপে দিল। 'হোয়াট! তুমি জিনিয়াস জানতাম, কিন্তু মিস গাইডেড বা অ্যাবসেন্টমাইন্ডেড বলে তো জানতাম না। কি বলতে চাও? আমরা মানে আমেরিকানরা?'

'তুমি ভাল করেই জানো তা আমি বলতে চাইনি,' কঠিন সুরে বললেন রাহাত খান। তাঁর ভাষা এবং বলার ভঙ্গি লক্ষ করে দম আটকে এল সোহেল আর সোহানার। 'বলতে চেয়েছি, তোমাদের চারজনের একজন। তোমরা যারা

রাষ্ট্রপ্রধানদের সামিট এক্সপ্রেসে পাহারা দেবে।'

অবিশ্বাস আর বিস্ময়ে মাথাটা ঘুরে উঠল সোহেলের। বস্ তাকেও সন্দেহ করছেন, নাকি বন্ধুকে প্রবোধ দেয়ার জন্যে তিনজনের জায়গায় চারজনের কথা বললেন?

চট্ করে একবার সোহেলের দিকে তাকালেন উইলিয়াম হেরিক। সোহেলের স্তম্ভিত চেহারা দেখে কি ভাবলেন তিনিই জানেন, ঝট্ করে রাহাত খানের দিকে ফিরে থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন, 'তুমি অসম্ভব হয়ে উঠছ, খান। নাকি নিজেকে বাঁচাবার এটা তোমার একটা কৌশল?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান।

'ভেব না পেলিক্যানে তোমার উপস্থিতিটা আমরা তদন্ত করে দেখব না,' হুমকির সুরে বললেন উইলিয়াম হেরিক।

'অবশ্যই দেখবে, কিন্তু সে-ব্যাপারটা নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করছি না,' ভারী গলায় বললেন বি.সি.আই. চীফ। 'আর, তদন্ত করবে ভাল কথা, কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গেলে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে সেজন্যেও তৈরি থেকো। ফ্রেড ডোনার খুন হয়েছে ঠিক, কিন্তু তার আগে তার সাথে আমার কথা হয়েছে।'

উইলিয়াম হেরিকের চেহারা আরেক প্রস্থ কালো হলো। অনেক কষ্টে নিজেকে তিনি সামলে রাখলেন।

'জাস্টিন ফনটেইন মুলারের ইনফরমেশনটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে,' বললেন রাহাত খান। 'কাল তার সাথে আমার প্যারিসে কথা হয়েছে।'

'তোমার অভিযোগ গুরুতর। মিথ্যে হলে এর জন্যে তোমাকে খেসারত দিতে হবে। আর কারও কথা জানি না, তোমার বিরুদ্ধে আমি মানহানির কেস করব।'

'এমনভাবে কথা বলছ যেন এর আগে সিকিউরিটি চীফরা বেঈমানী করেনি,' ধমকের সুরে বললেন রাহাত খান। 'গুন্থার গুই-লাউমি-র কথা ভুলে গেছ এরই মধ্যে? চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট-এর সবচেয়ে বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ছিল লোকটা। হঠাৎ জানা গেল সোভিয়েত গুপ্তচর সে, বহু বছর ধরে জার্মানীতে রাশিয়ার হয়ে কাজ করছিল। এই ঘটনাটাই কি উইলি ব্রান্টের পতন ডেকে আনেনি?' সোহেলের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আততায়ীকে হয়তো অনেক বছর আগে রোপণ করা হয়েছে। আমার অন্তত তাই ধারণা। সামিট এক্সপ্রেসে চড়ার পর সতর্ক থাকবে···।'

নিজের অজান্তেই নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সোহেল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে। ভাবছে, বস্ কি তাহলে আমাকেও সন্দেহ করছেন?

দশ

নাম: জাস্টিন কপারনিক ফনটেইন। জাতীয়তা: ফরাসী। জন্ম-তারিখ: ১২ জানুয়ারি, ১৯২৮। জন্মস্থান: স্ট্র্যাসবার্গ।

নিজের চেম্বারে সোহানাকে নিয়ে বসে আছেন রাহাত খান। ফাইলটা এইমাত্র সোহানার কাছ থেকে পেয়েছেন তিনি। ফাইলে এরপর দেয়া আছে ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফের শারীরিক বর্ণনা—উচ্চতা, ওজন, চোখের রঙ, চুলের রঙ, ইত্যাদি। বন্ধুর লাইফ স্টোরি পড়ার জন্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সোহানা।

ক্যারিয়ার রেকর্ড: উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের এপ্রিলে ইংল্যান্ডে পালিয়ে আসেন। ফ্রী ফ্রেঞ্চ ফোর্সে লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশন পান। ভাল জার্মান ভাষা জানতেন বলে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়। যুদ্ধের শেষে তাঁকে জেনারেল ডুমাসের স্টাফ করে নেয়া হয়, ভোরার্লবার্গ আর টাইরোল দখল করার সময় ফ্রেঞ্চ বাহিনীর সাথে তাঁকেও সেখানে পাঠানো হয়। সেনাবাহিনী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে উনিশশো তিপান্ন সালে ফ্রান্সে ফিরে আসেন, তারপরই যোগ দেন ডাইরেকশন ডি লা সার্ভেইল্যান্স ডু টেরিটোইরিতে। উনিশশো আশি সালে সিক্রেট সার্ভিসে যোগ দেন।

ফাইলটা পড়া শেষ করলেন রাহাত খান, দু'কাপ চা নিয়ে ভেতরে ঢুকল সোহানা। কাপে চুমুক দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। 'জাস্টিনের বিয়ে সংক্রান্ত তথ্যগুলো কি?'

স্মরণ করার জন্যে এক সেকেন্ড সময় নিল সোহানা, 'সুরেলি মুরান্ডকে বিয়ে করেন, ভদ্রমহিলা এক টেক্সটাইল মিল মালিকের মেয়ে ছিলেন⋯।'

'থাক,' বাধা দিলেন রাহাত খান। খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে জানতে চাইলেন, 'প্রেম-ট্রেম?'

চোখ নামিয়ে নিল সোহানা, মুখে একটু লালচে আভা ফুটল। 'সাতটা মেয়ের সাথে, স্যার।'

চুরুট ধরাবার ছলে রাহাত খান যেন নিজের চেহারা আড়াল করলেন, অন্তত সোহানার তাই মনে হলো। 'তারা সবাই কি ফ্রেঞ্চ মহিলা?'

'নামগুলো তাই। এরপর কে, স্যার?'

'হেরিক।'

'নিন, স্যার,' বলে উইলিয়াম হেরিকের ফাইলটা বাড়িয়ে দিল সোহানা।

নাম: উইলিয়াম বিলফোর্ড হেরিক। জাতীয়তা: আমেরিকান। জন্ম-তারিখ: ১৯৩৩। জন্মস্থান: নিউ ইয়র্ক সিটি।

ক্যারিয়ার রেকর্ড: উনিশশো ষাট থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে ক্রিপটোঅ্যানালাইসিস সেকশনে কাজ করেছেন। উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে উনিশশো বাহাত্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট পান। উনিশশো বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীতে স্টেশন চীফ হিসেবে ছিলেন, তাঁর কন্ট্রোলার ছিলেন ফ্রেড ডোনার। স্টেশনে দু'জন লোক ছিল, আরেক সদস্যের নাম বেন ওয়াটসন। বার্লিনে থাকার সময় লুসি ডিলাইলা নামে সপ্তদশী এক জার্মান মেয়ের প্রেমে পড়েন। আমেরিকায় ফিরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অভ অপারেশনস হিসেবে প্রমোশন পান। তারপর তাঁকে বদলি করা হয় সিক্রেট

সার্ভিসে…।

পড়া থামিয়ে মুখ তুললেন রাহাত খান। 'সে কি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ।'

হাতের হলুদ কাগজটার দিকে তাকাল সোহানা। 'ডরোথি মার্গারেট সেলার্স, প্রভাবশালী ফিলাডেলফিয়া ব্যাংকারের মেয়ে।'

'প্রথম এবং একমাত্র স্ত্রী?'

'জী, স্যার। এখানে বলা হয়েছে ওনার শ্বশুরের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল হোয়াইট হাউসের সাথে। জামাইয়ের দ্রুত উন্নতি করার পিছনে এটা একটা কারণ। তাঁর পরবর্তী টার্গেট সিনেটের সদস্য পদ…।'

'ইয়েলো শীটে এ-কথা লেখা আছে?'

মাথা নাড়ল সোহানা। 'না, স্যার। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ করে জেনেছি।'

'ওয়েল ডান, মাই গার্ল।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সোহানা। বস্ এভাবে কারও প্রশংসা করতে পারেন কল্পনাও করা যায় না।

'তবে চিনি আরেকটু কম দিলেও পারতে,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাহাত খান।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে থাকল সোহানা।

রাগের মাথায় ভুল করে ফেলেছেন, এই কথা বলে ফোনে রানার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন টনি শুমাখার। সুযোগ পেয়ে রানা তাঁকে বলল, 'আপনার সাথে আমার জরুরী কথা আছে, দেখা হওয়া দরকার।'

'পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে বলছি, এখুনি চলে আসুন—সাথে আপনার বান্ধবীকে আনতে ভুলবেন না,' সহাস্যে বললেন জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ। 'পাশে সুন্দরী মেয়ে থাকলে মাথা খুব ভাল খোলে—হাহ হাহ হা…।'

দশ মিনিটের মধ্যে পুলিস হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেল ওরা। পিছনে দরজা বন্ধ হতেই রানা বলল, 'ম্যাক্স মরলকের প্রাসাদে যাচ্ছি আমি, লোকটার সাথে কথা বলব।'

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন টনি শুমাখার। তারপর রায় ঘোষণার ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি পাগল হয়েছেন।'

'আগে আমার কথাগুলো শুনুন। অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে, এটা মানেন? আমার সন্দেহ—মরলক জানে না—ডেল্টা পার্টির ভেতর উয়ে জিলার একটা পচা আপেল। গোপন একটা সেল অপারেট করছে সে।'

'গুড গড! একটা সম্ভাবনা বটে।'

'সেলটা সরাসরি কন্ট্রোল করছে বোথাম, উয়ে জিলার তার বিশ্বস্ত চর। বোথামের সাথে হেলমুট হ্যালারের চুক্তি হয়েছে, ডেল্টা পার্টির ইমেজ ধুলোয় মিশিয়ে দেবে সে। ডেল্টা জনপ্রিয়তা হারালে হেলমুট হ্যালারের দল অনায়াসে

জিতে যাবে ইলেকশনে।'

'কেন, সরকারী দল…?'

'সরকারী দল টিকে আ'ছ একমাত্র চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলারের ইমেজ নিয়ে,' বলল রানা। 'তিনি না থাকলে দলটার কোন অস্তিত্বই থাকবে না।' টনি শুমাখার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রানা তাঁকে বাধা দিল। 'আরও আছে। আমাদের বিশ্বাস, হেলমুট হ্যালারের সাথে গোপন চুক্তি হয়েছে জার্মান ইহুদিদের, হ্যালার ক্ষমতায় বসে তাদের জন্যে আলাদা একটা প্রদেশ ঘোষণা করবে। মেলে?'

'জানি না,' অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করে বললেন টনি শুমাখার। 'কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। তবে, কোথায় যেন মেলে, হ্যাঁ। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করলে কি বিশ্বাসঘাতক সিকিউরিটি চীফের পরিচয় বেরিয়ে আসে?'

'আপনিই বলুন,' আহ্বান জানাল রানা। 'তালিকাতে আপনিও আছেন।'

'যদি ধরে নেন জার্মান চ্যান্সেলর খুন হবেন, তাহলে এ-ও আপনি ধরে নেবেন যে আমিই তাঁকে খুন করব…।'

ক্ষীণ একটু হাসল রানা। 'নট নেসেসারিলি। ব্যাপারটা দুয়ে দুয়ে চারের মত, অনায়াসে কল্পনা করা যায়, সেজন্যেই বিশ্বাস করতে মন চাইছে না।'

'ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাক,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন টনি শুমাখার। 'মরলকের প্রাসাদে যেতে চাইছেন—কেন?'

'তার মনে সন্দেহের বীজ ছড়াতে,' বলল রানা।

'তাতে লাভ?'

'শেষ মুহূর্তে অপারেশন ক্রাউন প্রচণ্ড ঝাঁকি খাবে, এলোমেলো হয়ে যাবে প্ল্যানটা। আজ রাতে প্যারিস থেকে রওনা হচ্ছে সামিট এক্সপ্রেস, কাজেই এখনই শেষ সময়…।'

নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালেন টনি শুমাখার। 'এত বড় ঝুঁকি নেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে আপনার?'

'ভেবে দেখুন, এমনিতেই কি রকম ঝুঁকির মধ্যে বেঁচে থাকতে হচ্ছে,' বলল রানা। 'চার বার আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। একবার জুরিখে, দু'বার সেন্ট গ্যালেনে, একবার লিন্ডাউতে। প্রত্যেকবার খুনীদের সাথে ডেল্টা ব্যাজ ছিল—মরলকের জন্যে ব্যাপারটা সাংঘাতিক ক্ষতিকর। তারা এমন কি বাবুল আখতারের লাশের নিচেও একটা ব্যাজ রেখে গিয়েছিল।'

'কিভাবে যাবেন বলে ভাবছেন?' জানালার দিকে পিছন ফিরলেন টনি শুমাখার।

'এরইমধ্যে প্রাসাদে ফোন করেছি আমি, মনে হলো এই মাত্র ফিরেছে মরলক। ফরেন করেসপন্ডেন্ট হিসেবে যাচ্ছি আমি। মরলক পাবলিসিটি খুব ভালবাসে…।'

'কাগজ-পত্র?'

'দি লন্ডন টাইমস-এর। এ-ধরনের কিছু কাগজ সব সময় আমার সাথেই থাকে। একটা জার্মান পত্রিকারও রিপোর্টার আমি।' মিটিমিটি হাসল রানা।

'আপনার নিজের নামে?'

'ডেভিড রহমানের নামে। লোকটা আছে…।' ঝন ঝন শব্দে ফোন বেজে উঠতে থেমে গেল রানা।

টনি শুমাখার রিসিভার তুললেন, কয়েক সেকেন্ড পর সেটা বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'আপনার, লন্ডন থেকে।'

লাইনের অপরপ্রান্ত থেকে সাবধানে কথা বললেন রাহাত খান। কলটা টেপ করা হতে পারে, পরে হয়তো একান্তে বসে জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ শুনবেন। 'রানা, ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট নিয়ে এখান থেকে পাঠাচ্ছি একজনকে, তোমাকে কিছু ডকুমেন্টস দিয়ে আসবে। ওগুলোয় এমন কিছু আভাস আছে চারজনের একজনকে আলাদা করা সহজ হবে। যাকে পাঠাচ্ছি সে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। সন্ধের ফ্লাইটে মিউনিক এয়ারপোর্টে পৌঁছুবে সে। সম্ভব হলে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ো কাউকে। ফ্লাইটের সময়…।'

'ঠিক আছে,' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা, একবারও স্যার বলল না।

'এখনও আমি বলি, এ স্রেফ আপনার পাগলামি, মি. রানা,' রিসিভার রেখে রানা ঘুরতেই প্রতিবাদের সুরে বললেন টনি শুমাখার। 'মরলক আপনাকে জীবিত নাও ফিরতে দিতে পারে।'

ডায়ানার দিকে একবার তাকাল রানা, এখন পর্যন্ত কোন কথাই বলেনি সে। 'জানালাম এই জন্যে যে পরে আপনি অভিযোগ করতে পারবেন না ব্যাপারটা গোপন করে গেছি। দুঃখিত, এবার আমাকে যেতে হয়। দেরি হলে মরলক রাগ করতে পারে।'

'ফিরতে বেশি দেরি করবেন না…,' হঠাৎ থামলেন টনি শুমাখার, তারপর বললেন, 'আজ রাতের শেষ ফ্লাইটে বনে যেতে হবে আমাকে।'

'মি. শুমাখারের অফিসে কি ঘটল ঠিক বুঝলাম না,' বলল ডায়ানা। ভাড়া করা অস্টিন নিয়ে শহরতলি থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা। গাড়ি চালাচ্ছে রানা। 'মনে হলো তোমরা সঙ্কেত বিনিময় করলে…।'

হাসি চেপে রানা বলল, 'কই, না তো! তবে মি. শুমাখার নিজেকে সংযত রেখে বোঝাতে চাইলেন এর আগের বার আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তিনি অনুতপ্ত। ভাল কথা, লন্ডন থেকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী আসছে…।'

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল ডায়ানা। 'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী? তারমানে?' হঠাৎ তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কুটুস করে চিমটি কাটল রানার উরুতে। 'মতলববাজ সুপার পাওয়ার! কৌশলে পরস্পরের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে ফায়দা লুঠতে চাও, না?'

'কথাটা কি আমি মিথ্যে বলেছি?' মুখ কুঁচকে আছে রানা, খালি হাতটা দিয়ে উরুতে হাত বুলাচ্ছে। 'তোমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নও?'

'সোহানা আর আমি? কক্ষনো না! আমি বড়জোর তোমার বান্ধবী হতে পারি, কিন্তু সোহানা আরও অনেক বড় কিছু। পার্থক্য হলো—সোহানা তোমাকে ভালবাসা দিতে চায়, তাই তাকে আমার মহিয়সী নারী বলে মনে হয়, আর আমি

তোমার ভালবাসা পেতে চাই, তাই নিজেকে তোমার বান্ধবীর বড় কিছু ভাবতে পারি না। আমি অল্পে সন্তুষ্ট, তুমি দূরে সরে গেলে কিছু দিন পর ভুলে যাব। কিন্তু তোমাকে নিয়ে সোহানার চিরকালীন প্রত্যাশা আছে, অথচ তবু সে তোমাকে কোন বাঁধনে জড়াতে চায় না—সেজন্যেই সে অসাধারণ।'

'আরে রসো, তুমি দেখছি আমাকে মুগ্ধ করে ফেলবে! এত সুন্দর করে বলতে পারো? এত কথা ভাবার সময়ই বা পেলে কখন?'

'এ-সব ভাবার জন্যে সময়ের দরকার হয় না,' মৃদু কণ্ঠে বলল ডায়ানা। 'মেয়েরা মেয়েদের মন বোঝে, প্রায় অনায়াসে। এ-সব কথা থাক। উয়ে জিলার আর তার গোপন সেলের কথা মি. শুমাখারকে তুমি বলতে গেলে কেন? মি. শুমাখার যদি গিলটি হন…।'

'তাহলে তাঁর প্রতিক্রিয়া বা নির্লিপ্ত ভাব কিছু একটা বলবে আমাকে, এই ভেবে বললাম।'

'তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে কি মনে হলো তোমার?'

'এখনও বিশ্লেষণ করিনি।'

'এড়িয়ে যাচ্ছ,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল ডায়ানা। 'আচ্ছা, মরলকের প্রাসাদে না গেলেই কি নয়?'

'ডেভিড রহমানের ফোন পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছে মরলক,' বলল রানা। 'দি টাইমসের রিপোর্টার তার সাক্ষাৎকার নেবে, এটা নাকি তার জন্যে একটা দুর্লভ সম্মান। বলল, গভীর আগ্রহের সাথে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে সে।'

'সেজন্যেই আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোন ঘাপলা আছে।'

'আচ্ছা মানুষ তো আপনি! ব্রিটিশ রিপোর্টার ডেভিড রহমানের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন অথচ তার আগে আমাকে জানালেন না? ঠিক জানেন লোকটা ভুয়া নয়? তার আগে বলুন, কেন আপনি তার সাথে দেখা করতে চান?'

দস্তানা পরা হাত দিয়ে শক্ত করে রিসিভারটা ধরে আছে বোথাম। মিউনিক অ্যাপার্টমেন্টের দরজা জানালা সব বন্ধ, ঘরে শুধু বেডল্যাম্পটা জ্বলছে। ভাগ্য গুণে প্রাসাদে ফোন করেছিল সে, শিল্পপতি নিজেই তাকে কথাটা জানাল।

'কারণ, আমার বিশ্বাস এই ডেভিড রহমান মাসুদ রানা ছাড়া আর কেউ নয়। সে আমার ভাইপোকে খুন করেছে, কেন এই সুযোগে আমি তার বদলা নেব না?'

'বিশ্বাস? কোন প্রমাণ…?'

'দি টাইমসের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম,' বলল মরলক। চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। তার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে বোথামের। 'তারা আমাকে জানাল, ওই নামে তাদের কোন রিপোর্টার বাভারিয়ায় নেই।'

'ওই নামে তাদের কোন রিপোর্টার নেই?'

'আমি তা বলিনি!' মরলকের কণ্ঠে বিরক্তি। 'ওই নামে তাদের একজন রিপোর্টার আছে, সে ফরেন করেসপন্ডেন্ট, কিন্তু এই মুহূর্তে লোকটা প্যারিসে

কাজ করছে।'

'তারমানে আপনার সাথে যে দেখা করতে আসছে সে ভুয়া...।'

'সে মাসুদ রানা,' বাধা দিয়ে বলল মরলক। 'নীল একটা অস্টিন নিয়ে ডাইরেক্ট রুট ধরে প্রাসাদে আসবে সে। আপনার আর কিছু জানার আছে?'

'আছে, কিন্তু উত্তর দেবেন সাবধানে, কারও নাম-ধাম মুখে আনবেন না...।'

মিউনিক শহর থেকে বেরিয়ে এসেই তীরবেগে টয়োটা ছোটাল বোথাম। পাশের সীটে চেইন টানা গলফ ব্যাগে লুকানো রয়েছে স্নাইপারস্কোপ রাইফেলটা। বড়সড় মুখটা ঢাকা পড়ে আছে টিনটেড সান-গ্লাসের আড়ালে। মাথায় নরম একটা হ্যাট, ভুরু আর চোখ প্রায় ঢেকে রেখেছে।

মরলক প্রাসাদের প্রধান ফটক আধ মাইলটাক দূরে থাকতে গাড়ি থামাল বোথাম। স্মৃতি তাকে বরাবরের মত সাহায্য করল, আশাটা পূরণ হওয়ায় কাজটার প্রতি তার উৎসাহ বেড়ে গেল কয়েক গুণ। হ্যাঁ, পাঁচিলের গায়ে একটা গেট রয়েছে। গেটের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে অচল, পরিত্যক্ত একটা ফার্ম-কার্ট। আজকের কথা নয়, অনেক দিন আগে রাস্তার ধারে জঙ্গলের ভেতর উয়ে জিলারের সাথে গোপনে দেখা করতে এসে এই গেট আর ফার্ম-কার্টটা দেখে গিয়েছিল সে। আশাটা পূরণ হওয়ায়, অর্থাৎ ফার্ম-কার্টটা আজও এখানে রয়ে যাওয়ায় তার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল।

গেটের ভেতর দিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে একটা ঢাল, ঢালের পর শুরু হয়েছে খাড়া পাথুরে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে এবং চূড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য বোল্ডার। ফায়ারিং পয়েন্ট হিসেবে আদর্শ জায়গা।

গাড়ি থেকে নেমে লোহার গেটটা খুলল বোথাম। ফার্ম-কার্টের শ্যাফট তুলে নিয়ে রেখে দিল এক পাশে, তারপর সেটাকে ঠেলে রাস্তায় বের করে আনল। দূর থেকে দেখলে কাপড় পরা আধুনিক হারকিউলিস বলে মনে হবে তাকে, গায়ে অসুরের শক্তি। একবার তিন মণ ওজনের এক লোকের ঘাড় মটকে দিয়েছিল বোথাম। ঠেলে ঠুলে খুব সতর্কতার সাথে রাস্তার মাঝখানে ফার্ম-কার্টটাকে নিয়ে এসে দাঁড় করাল সে। ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণ রাস্তাটাই বন্ধ করে দিতে পারত, কিন্তু সেটা নেহাতই বোকামির পরিচয় দেয়া হত। রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ দেখলে গেটের কাছ থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পিছু টান দেবে মাসুদ রানা। রাস্তা আংশিক বন্ধ দেখলে গাড়ির স্পীড কমাবে সে, কার্টটাকে ধীরগতিতে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোবে। রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করার আরও একটা খারাপ দিক আছে। মাসুদ রানার আগে অন্য কেউ এ-পথে আসতে পারে। সে যদি প্রাসাদের কেউ হয়, গাড়ি থেকে নেমে কার্টটাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবে।

টয়োটা নিয়ে ঢালে উঠে এল বোথাম, খানিক দূর এগোতেই ঘন ঝোপ আর গাছপালা পাওয়া গেল। এরকম একাধিক গাড়ি লুকিয়ে রাখা যাবে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে গেটের দিকে তাকাল বোথাম। গাড়িটা ঢালে তোলার আগে গেটটা বন্ধ করে দিয়েছে সে। এরপর তাকাল রাস্তার দূর প্রান্তে,

যেদিক থেকে এসেছে সে। গেটের বাইরে ফাঁকা পড়ে আছে রাস্তাটা।

পাঁচ মিনিট পর পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল বোথাম। পাহাড়ে উঠে এসেছে সে, একটা বোল্ডারের আড়ালে তৈরি হয়ে বসে আছে, হাতে স্নাইপারস্কোপ রাইফেল। ম্যাক্স মরলকের সাথে টেলিফোনে কথা বলে তার ধারণা হয়েছে, আরেকটু দেরি হবে মাসুদ রানার পৌঁছুতে। রাইফেলের স্কোপে চোখ রেখে নিচে তাকাল সে। ক্রসহেয়ারে রাস্তাটা এত কাছে উঠে এল, মনে হলো হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে। এই সময় এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল বোথামের। আর সবাই তো হার মেনেছে, দেখা যাক সে পারে কিনা। মাসুদ রানার ওপর এটা যেন তার একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ—লোকটা কোনমতেই মরতে চায় না!

নীল অস্টিনটাকে দেখা গেল দূরে। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বোথামের চেহারা। সবচেয়ে বড় নেশা—মানুষ শিকার। এই নেশার সাথে আর কিছুর তুলনা চলে না।

'আমার কিন্তু মোটেও ভাল লাগছে না, চলো ফিরে যাই,' বলল ডায়ানা, অস্টিনে রানার পাশে বসে আছে সে।

'ঘ্যান ঘ্যান কোরো না তো,' বলল রানা। 'আবার বললে ভাবব মরলকের তুমি শুভানুধ্যায়ী।' ভাল করে ম্যাপ দেখে তারপর বেরিয়েছে রানা, হিসেবে বলে প্রাসাদের প্রধান ফটক থেকে এখনও দু'মাইল দূরে রয়েছে ওরা।

'শিষ্যা বা চর বললেও আশ্চর্য হব না, জানি তোমার মুখে কিছুই আটকায় না,' ঝাঁঝের সাথে বলল ডায়ানা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।'

চারদিকের দৃশ্য চিত্ত হরণ করে। ছোট বড় নানা আকৃতির ঢাল, রোদ লেগে আরও সবুজ দেখাচ্ছে মখমল-মসৃণ ঘাসগুলো। লাইমস্টোন চূড়া নিয়ে আকাশে হেলান দিয়ে আছে পর্বতমালা, গায়ে গিজ গিজ করছে ঝাঁকড়া মাথা অসংখ্য গাছপালা। অনেকক্ষণ হলো রাস্তায় কোন যানবাহন দেখেনি ওরা।

'ঠিক আছে, আর বাধা দেব না,' আবার বলল ডায়ানা। 'কিন্তু তোমার একা যাওয়া চলবে না।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ইন্সুরেন্স না করে বাঘের ঘরে ঢুকি না কখনও।'

'মানে?'

'তুমি আমার বীমা,' বলল রানা। 'রাস্তার ধারে কোথাও নেমে যাব আমি। এক ঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে গাড়ি নিয়ে ফিরে যাবে মিউনিকে, খবর দেবে মি শুমাখারকে···।'

'তারচেয়ে তোমার সাথে থাকলে আমি আরও বেশি কাজে আসব।'

'কিন্তু আমরা বিপদে পড়লে? কেউ আমাদের সাহায্য করার থাকবে না।'

'এ তুমি আমাকে এক ধরনের ব্ল্যাকমেইল করছ,' রেগে গিয়ে বলল ডায়ানা।

'ধরো তাই। আরে, আরে—ওটা কি?'

'দেখতেই পাচ্ছ কি। একটা ফার্ম-কার্ট, ভাঙা বলে কেউ ফেলে গেছে রাস্তায়। পাশ ঘেঁষে, ঘাসের ওপর দিয়ে যেতে হবে, সাবধান, গাড়িটা খাদে ফেলো না।'

ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে অস্টিন চালাচ্ছিল রানা। স্পীড কমাতে কমাতে ভাবল, ঠিকই বলেছে ডায়ানা, বাধাটা পেরোতে হলে ঘাসের ওপর দিয়ে এগোতে হবে। আশা করল পিছনে দু'একটা গাড়ি দেখা যাবে, কিন্তু রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে কিছুই দেখল না। চওড়া ফিতের মত রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা।

ডান দিকে তাকাল রানা। বিশাল একটা মাঠ, দূর প্রান্তে পর্বতমালার গোড়া। বাঁ দিকে তাকাল। সামনে, ফার্ম-কার্টের পাশে পাঁচিলের গায়ে একটা বন্ধ গেট। গেটের সামনে ঢাল, তারপর শুরু হয়েছে পাথুরে পাহাড়, চূড়াটা পাঁচিল আর রাস্তার ওপর ঝুঁকে আছে। পাহাড়টার ওপর চোখ বুলাল ও, গাড়ির গতি আরও কমিয়ে আনল। ঘন্টায় বড়জোর দশ মাইল গতিতে এগোচ্ছে অস্টিন।

পাহাড়ে কিছু নড়ছে না। কেউ থাকলে সে স্থির হয়েই থাকবে, নড়বে না। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ডায়ানাও সেদিকে তাকাল, রোদের ঝাঁঝ ঠেকাবার জন্যে হাত রাখল চোখের ওপর। পাহাড়ের চূড়াটা প্রায় সমতল, কিনারা থেকে চওড়া একটা কার্নিস বাড়ানো হাতের মত রাস্তা আর পাঁচিলের দিকে এগিয়ে এসেছে। কার্নিসের ওপরও অনেকগুলো বোল্ডার দেখা গেল। কয়েকটা ফাটল রয়েছে, ভেতরে গভীর ছায়া। সেই ছায়ার ভেতরই কি যেন নড়ে উঠতে দেখল ডায়ানা। নিজের অজান্তেই সীটের সাথে পিঠটা সেঁটে গেল তার, চিৎকার করে উঠল।

'পাহাড়ে কেউ আছে···।'

স্কোপের ক্রসহেয়ারে নীল অস্টিনটাকে বিশাল দেখাল। সূর্যটা এই মুহূর্তে ঠিক জায়গা মত রয়েছে, পিছন থেকে তার কাঁধে রোদ লাগছে। ফার্ম-কার্টের দিকে ধীর গতিতে এগোচ্ছে রানা, এই প্রথম ট্রিগারে একটু চাপ দিল বোথাম। মাসুদ রানার চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেল সে। দাঁত দিয়ে কামড়ে আছে সিগারেট হোল্ডারটা। পাশে বসা মেয়েটার চোখে গাঢ় রঙের চশমা, চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। তাতে কিছু এসে যায় না। অস্টিনের গতি আরও একটু কমল।

'শক্ত হও!' আদেশ করল রানা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে ও। এই অবস্থায় অন্য লোকে যা করত, ঠিক তার উল্টোটা করল। সামনে বাধা, পাহাড়ের ওপর স্নাইপার, ঘাসের ওপর দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরাই উচিত ছিল ওর। তা না করে ফার্ম-কার্টের দিকে তীর বেগে গাড়ি ছোটাল রানা।

কার্টটাকে নাক বরাবর ছুটে আসতে দেখে সভয়ে চোখ বুজল ডায়ানা, দুর্ঘটনা এড়াবার সাধ্য এখন আর নেই রানার। ঈশ্বরকে স্মরণ করল সে। জানে সংঘর্ষের পর দু'জনের কেউই বাঁচবে না। অদ্ভুত একটা দুঃখে সারাটা মন ছেয়ে গেল—এত তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হবে জানলে সময়গুলো আরও উপভোগ করে নিত। আওয়াজটা বিদায়ের ঘন্টার মতই তার কানে বাজল। ঝন ঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল কাঁচ।

রানা শুনল সম্পূর্ণ অন্য একটা শব্দ। হাই-পাওয়ারড বুলেট বাতাসে শিস

কেটে বেরিয়ে গেল ঘাড়ের পিছন দিয়ে। মাঝখানে চুল পরিমাণ ফাঁক রেখে ফার্ম-কার্ট আর গেটটাকে পাশ কাটাল অস্টিন, ঘাস মোড়া মাটি থেকে সামনে বিস্তৃত রাস্তার ওপর উঠে এল ওরা।

হাঁ করে হাতের রাইফেলের দিকে তাকিয়ে থাকল বোথাম। চিন্তার অতীত, কল্পনা করা যায় না, জীবনে এই প্রথম টার্গেট মিস করল সে। সাবধানতা অবলম্বনে জুড়ি নেই তার, সেজন্যেই আজও বেঁচে আছে সে—কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে এলাকা থেকে সরে গেল। যত তাড়াতাড়ি মিউনিকে ফিরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

এগারো

সোহানাকে সাথে নিয়ে সোহেল আহমেদের ডোশিয়েতে চোখ বুলাচ্ছেন রাহাত খান। সোহেলের ব্যাকগ্রাউন্ড প্রায় সবটুকুই তাঁর জানা, তবু কাজে কোন খুঁত রাখা তিনি পছন্দ করেন না বলে আরেকবার দেখে নিচ্ছেন। একটা বৈসাদৃশ্য এরইমধ্যে আবিষ্কার হয়েছে, আরও দু'একটা ফাঁক-ফোকর থাকলেও থাকতে পারে। ফাইলটা বন্ধ করে সোহানার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি।

'সন্দেহজনক কিছু আছে, স্যার?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল সোহানা।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' নাকের ডগা থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ ডললেন রাহাত খান। 'ছুটির দরখাস্ত দিয়ে কায়রো থেকে জর্দানে যাওয়াটা রীতিমত অস্বাভাবিক।' রুমালের আরেক কোণ দিয়ে চশমার কাঁচ মুছলেন তিনি। 'এত থাকতে জর্দানে কেন গেল, জর্দানে গিয়ে কোথায় উঠেছিল, এ-সব কিছুই রিপোর্ট করেনি সে।'

'রিপোর্ট করাটা কি তখনও নিয়মের মধ্যে ছিল?'

চোখে চশমা এঁটে কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে সোহানার দিকে তাকালেন তিনি। 'জানতাম এই প্রশ্নটাই করবে তুমি। নিয়ম-কানুন অনেক বদলেছে, তখনকার নিয়ম সব আমার মনে নেই।'

'সরাসরি সোহেলকে জিজ্ঞেস করলে হয় না, স্যার?' বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেও, পরামর্শ দেয়ার সূক্ষ্ম একটা সুর আছে প্রশ্নটার মধ্যে। 'কিংবা রেকর্ড ঘেঁটে দেখলেই তো হয় রিপোর্ট করার নিয়মটা তখনও ছিল কিনা।'

'নিয়ম ছিল কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়,' বললেন রাহাত খান, তাঁর চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। 'জর্দানে কেন গিয়েছিল সেটা জানা জরুরী।'

'ওকে জিজ্ঞেস করলে...।' আবার শুরু করল সোহানা।

'তোমারও বোঝা উচিত দুটো কারণে সরাসরি ওকে জিজ্ঞেস করা চলে না।' চেহারা আর গলার স্বর শুনেই বোঝা গেল সোহানার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন বস্। 'ও যদি গিলটি হয়, তাহলে সাবধান হয়ে যাবে। আর গিলটি না হলে মনে দুঃখ

পাবে। দুটোর কোনটাই আমরা চাই না।'

মাথা নিচু করে সোহানা বলল, 'আমার মনে হয়, স্যার, ওর অ্যাসাইনমেন্টের ফাইলগুলো একবার নেড়েচেড়ে দেখলে ভাল হয়। হয়তো জর্দানে কেন গিয়েছিল তার একটা ক্লু পাওয়া যাবে। রেকর্ডসে শুধু তো জীবন বৃত্তান্ত আর হাবিজাবি লেখা আছে। অ্যাসাইনমেন্টের ডিটেলস পাওয়া যাবে...।'

'বেশ, দেখো। এখন তাহলে বাকি থাকল একজনই—টনি শুমাখার। ওর সব তথ্য যোগাড় করতে আর ক'দিন লাগবে তোমার?'

'যাকে যা নির্দেশ দেয়ার দিয়ে রেখেছি,' বলল সোহানা, 'যে-কোন মুহূর্তে সব চলে আসবে হাতে।'

'গুড।'

প্রাসাদের প্রধান ফটকে এক নাগাড়ে যেন বজ্রপাত ঘটে চলেছে। এক পাল জার্মান শেফার্ড কুকুর রানাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল, গলার চেইনগুলো গার্ডদের হাতে না থাকলে কি ঘটত বলা যায় না। দেখার সাথে সাথে উয়ে জিলারকে চিনতে পারল রানা। দৃঢ় পায়ে আগন্তুকের সামনে এসে দাঁড়াল বিশালদেহী লোকটা। 'ইয়েস?' চোখে অমার্জিত, কঠোর দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর কর্কশ। বোঝা যায় যার তার সাথে মারমুখো আচরণ করতেই অভ্যস্ত সে।

'দি টাইমসের ডেভিড রহমান। মি. মরুলক আমাকে আশা করছেন।'

'আপনি হেঁটে এলেন কেন?' জেরা শুরু করল উয়ে জিলার।

'দু'মাইল পিছনে অচল হয়ে গেল গাড়িটা। তোমার কি ধারণা, মিউনিক থেকে হেঁটে এসেছি আমি?' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আমার সময় খুব দামী। ইন্টারভিউয়ের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সময় নষ্ট না করে...।'

'কাগজ-পত্র?' রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি উয়ে জিলার। গলা চড়িয়ে কথা বলছে সে, কুকুরগুলো থামছে না বলে তবু অস্পষ্টভাবে শোনা গেল তার কথা। রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে।

প্রেস কার্ডটা বের করে তার হাতে ফেলল রানা। তপ্ত নীল আকাশের কোথাও থেকে একটা ক্ষীণ যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এল। সম্ভবত একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল। মৌমাছির মত মৃদু গুঞ্জন, খুব ভাল কান না হলে শোনা যাবে না।

কার্ডটা ফেরত দিল উয়ে জিলার। 'ঠিক আছে, গাড়িতে উঠে এখন আমরা প্রাসাদের দিকে যেতে পারি।'

পথ দেখিয়ে গেটের দিকে এগোল সে, তার পিছু নিল রানা, গার্ডরাও কুকুরগুলোকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভারী শব্দের সাথে রানার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল ফটক। গার্ডরা সাদা পোশাকে রয়েছে, প্রত্যেকের কাঁধে ডেল্টা ব্যাজ। একটা ল্যান্ড-রোভারে উঠল উয়ে জিলার, ইঙ্গিতে সামনের প্যাসেঞ্জার সীটটা দেখাল রানাকে। গাড়ি ছাড়ার পর নিশ্চিন্ত হবার জন্যে পিছনটা একবার দেখে নিল রানা—হ্যাঁ, ব্যাক সীটে দু'জন লোক রয়েছে।

হাতঘড়ি দেখার ছলে কব্জিটা চোখের খানিক ওপরে তুলল রানা, আসলে নীল

বাভারিয়া আকাশের ওপর চোখ বুলাল। খুদে হেলিকপ্টারের আকৃতিটা বিন্দু হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

পাঁচ মিনিট ধরে ছুটল ল্যান্ড-রোভার, রাস্তার দু'পাশে চোখ জুড়ানো বাগান। বাঁক নেয়ার পর দেখা গেল প্রাসাদটা। হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, প্রাসাদ শুধু ক্ষমতা আর বৈভবের প্রতীক নয়; শোষণ, অত্যাচার, আর নিষ্ঠুরতার প্রতীকও বটে। বিশেষ করে এই প্রাসাদটার চেহারায় এমন কিছু নেই যা মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারে। প্রাসাদ না বলে এটাকে দুর্গ বলাই ভাল। প্রখর রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ কেমন যেন অশুভ একটা ভাব চলে এল মনে। দুর্গটাকে ঘিরে আছে গভীর পরিখা। গোটা কাঠামোটাই ধূসর রঙের পাথরে তৈরি। মাথার দিকে অনেকগুলো গম্বুজ আর খিলান দেখা গেল—খিলানের নিচে এককালে সম্ভবত কামান বসানো থাকত। মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে তৈরি করা হয়েছে গেট। একটা ড্রব্রিজ রয়েছে।

কাঠের ড্রব্রিজে উঠে গাড়ির গতি কমাল উয়ে জিলার। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে পরিখার নিচে তাকাল রানা। ঘন নীল পানি বয়ে যাচ্ছে। খিলান আকৃতির গেট পেরিয়ে প্রাসাদের আঙিনায় ঢুকে পড়ল ল্যান্ড-রোভার, প্রধান ভবনটা চোখে পড়ল এতক্ষণে। প্রাসাদের সামনে পাথুরে উঠান, এক জোড়া ফুটবল মাঠের সমান হবে। সিঁড়ির মাথায় অতিথিকে স্বাগত জানাবার জন্যে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে—একজন পুরুষ, একটা মেয়ে।

লোকটা ম্যাক্স মরলক। যা পরে আছে তাকে ইউনিফর্মই বলা উচিত। কাপড়ের রঙ সবুজ, দুই কাঁধে ডেল্টা ব্যাজ, ট্রাউজারের নিচের অংশ চকচকে বুট জুতোর ভেতর গোঁজা। তার ডান হাতে জ্বলন্ত সিগার। রানা ল্যান্ড-রোভার থেকে নামছে, শ্যেন দৃষ্টিতে ওর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে সে। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা খেলো রানা মেয়েটাকে দেখে।

ঘন, কুচকুচে কালো চুল মেয়েটার। ট্রাউজার স্যুট পরে আছে, তার ওপর জ্যাকেট—জ্যাকেটের বোতামগুলো খোলা থাকায় দেহ-কাঠামো পুরোপুরি টের পাওয়া যায়, কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। মুখের চেহারায় কোন খুঁত নেই, আধো হাসি লেগে আছে ঠোঁটে, চোখে বিজয়ের উল্লাস। অতিথিকে দেখে যারপরনাই খুশি হয়েছে লুসি ডিলাইলা।

খোলা একটা দরজা দিয়ে রানাকে ওরা বিশাল হলরুমে নিয়ে এল। রানার একটা অনুভূতি হলো, ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে যেন। মেঝেতে অমূল্য পারশিয়ান কার্পেট, মাথার ওপর ঝাড়বাতি, দেয়ালে ম্যাক্স মরলক, হিটলার, আর মুসোলিনির তৈলচিত্র। উয়ে জিলার আর তার সঙ্গী দু'জন পকেট থেকে ল্যুগার পিস্তল বের করল। হল থেকে আরেক দরজা দিয়ে লাইব্রেরীতে নিয়ে আসা হলো রানাকে। এই ঘরটাও বড়সড়। জানালা দিয়ে পরিখা দেখা যায়।

পিস্তলগুলো দেখে ক্ষীণ একটু কৌতুক বোধ করল রানা। হিটলারের বডিগার্ডরা যে আচরণ করত, এদের আচরণের সাথে তার বেশ মিল আছে। বোঝা

গেল, ম্যাক্স মরলক তার ক্ষমতার বহর দেখাতে কার্পণ্য করবে না। কৌতুক বোধ করায় তলপেটে ভয়ের শিরশিরে ভাবটা ভুলে থাকতে পারল রানা।—লুসি ডিলাইলাকে আশা করেনি ও।

'আমাদের সাথে থাকো, জিলার—অতিথিকে আদব-কায়দা শেখানোর দরকার হতে পারে।' সিগার ধরা হাতটা নাড়ল ম্যাক্স মরলক। 'বাকি দু'জন যেতে পারে—বাগানে মাটি কাটুক।'

জিলারের ল্যুগার সারাক্ষণ রানার দিকে তাক করা, ভারি অস্বস্তিকর। সহজ হবার জন্যে পকেটে হাত ভরে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন রানা। ধীরে সুস্থে হোল্ডারে ভরল একটা সিগারেট, তারপর আগুন ধরাল। কেউ ওকে বসতে বলেনি, তিনজনই ওর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে। বিশাল এমপায়ার ডেস্কের সামনে থেকে চামড়া মোড়া একটা চেয়ার পা দিয়ে টানল রানা, কারও অনুমতির ধার না ধেরে বসে পড়ল। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ডেস্কের কিনারায় টেনে আনল অ্যাশট্রেটা। ভেতরে এক গাদা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ।

প্রথম কথা বলল রানাই, 'জানেন তো, শেখার কোন শেষ নেই। শেখাবার ধরনেরও কোন সংখ্যা-সীমা নেই। কেউ পিস্তল দিয়ে শেখায়, কেউ চোখে আঙুল দিয়ে। কেউ আমাকে বলল না, অথচ আমি বসলাম, এতেও কিন্তু আদব-কায়দা শেখানোর একটা চেষ্টা আছে। প্রশ্নটা হলো, আপনি শিখতে পারলেন কিনা।'

'আপনি আমার শুভানুধ্যায়ী নন, মি. রানা, কাজেই আপনাকে আমি বসতে বলতে পারি না,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ম্যাক্স মরলক। 'নাকি এখনও ভান করতে চান আপনি ডেভিড রহমান?'

'এই মেয়ে,' লুসি ডিলাইলার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাল রানা, একটা চেয়ারের হাতলে বসে আছে সে, 'নাম কি তোমার?' পায়ের ওপর পা তুলে দিয়েছে মেয়েটা, ট্রাউজারের আবরণ সুগঠিত পায়ের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে পারেনি। জ্যাকেটটা খুলে রেখে দিয়েছে চেয়ারের পিঠে, সুউন্নত স্তনযুগল আরেকটু উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। 'আমি সৌন্দর্যের পূজারী,' তলপেটে ভয়ের শিরশিরে ভাব থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত করে তুলল রানা চেহারা, 'নামটা কি? নাম না জানলে তোমার প্রশংসা করব কিভাবে?'

চোখে আগ্রহ নিয়ে রানার দিকে তাকাল লুসি ডিলাইলা। কিন্তু ম্যাক্স মরলক তার দিকে কটমট করে তাকাতে চোখ নামিয়ে নিল সে। ডেস্কের পিছনে গিয়ে সিংহাসন আকৃতির রিভলভিং চেয়ারে বসল মরলক। কর্কশ কণ্ঠস্বর, কানে বাজে। 'আপনার দুঃসাহসের আমি প্রশংসা করি, মি. রানা,' বলল সে। 'জেনে শুনে ক'জনই বা পারে সিংহের গুহায় ঢুকতে? যদিও এ আপনার এক ধরনের আত্মহত্যার প্রবণতা। আপনার আসার উদ্দেশ্যটা জানতে পারলে বুঝতে পারব কে আমার শত্রু—নিরেট একটা গবেট, নাকি দুর্লভ বুদ্ধিমান?'

সহাস্যে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, বাধা দিল মরলক।

'প্লীজ, কোন রকম মিথ্যে ভয় দেখাবেন না। প্রাসাদ থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না গেলে টনি শুমাখার আপনাকে উদ্ধার করতে আসবে, এ-ধরনের প্রলাপ

শোনার কোন ইচ্ছে আমার নেই। শুমাখার যে বনে চলে গেছে, আমি জানি। কেন গেছে তাও জানি।'

'কেন গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল মরলক। 'অবভিয়াসলি, নির্বাচনে আমার বিজয় তার সহ্য হবে না, তাই।'

'আয়-হাঁয়,' বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল রানার চোখ জোড়া, 'আপনি জানেন না? কেউ আপনাকে বলেনি?'

মরলক ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'কি বলেনি? কি জানি না?'

'আপনি তো হেরে ভূত হয়ে যাবেন! জনমত সম্পূর্ণ আপনার বিরুদ্ধে চলে গেছে। আপনার লোকেরা কিছুই আপনাকে জানায়নি?' মরলককে বললেও, রানা একটা চোখ রাখল উয়ে জিলার আর লুসি ডিলাইলার ওপর। দু'জনের চেহারাতেই অদ্ভুত একটা ভাব লক্ষ করল রানা। রানার কথা শুনে কারও চেহারাতেই সতর্কতা বা অবিশ্বাসের ভাব ফুটল না, ফুটল বিস্ময়ের ভাব।

বিস্ফোরিত হলো মরলক। 'ইউ ব্লাডি ফুল! জার্মানীর পলিটিক্স সম্পর্কে কি জানেন আপনি? আমি জড় উপড়ে ফেলায় বিশ্বাস করি···।'

'যেমন হিটলার করত···।'

'হিটলার আরও একটা কাজ করত, শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখত না,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল মরলক। রাগ আর আক্রোশে নীল হয়ে গেছে চেহারা। ঠোঁটের দু'কোণে ফেনা। 'আপনি নিশ্চয়ই এখান থেকে ফিরে যাবার আশা করেন না? প্রাসাদের ভেতর তো দূরের কথা, বাউন্ডারি ওয়ালের ভেতর আপনি ঢুকেছেন, তার প্রমাণ কোথায়?'

মনের অবস্থা যাই হোক, মুখে মধুর হাসি ঝুলিয়ে জানতে চাইল রানা, 'এখনও তাহলে খোশ-গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন কি জন্যে? আমাকে খুন করতে কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে?'

'আমাকে জানতে হবে কেন আপনি এসেছেন এখানে···।'

'আপনাকে বোকা বানানো হয়েছে, এই কথাটা বলতে,' জবাব দিল রানা। এখন আর হাসছে না ও। আধ-খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে আরেকটা ধরাল ও। 'তিক্ত শোনালেও, কথাটা সত্যি—আপনাকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একেবারে সেই প্রথম থেকে কেউ একজন আপনাকে ব্যবহার করছে···।'

লাইব্রেরীর পরিবেশ হঠাৎ করে বদলে গেল। চেয়ারে এখন আর হেলান দিয়ে নেই রানা, যে-কোন আকস্মিক বিপদের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি ও। কামরার সবার দিকে সতর্ক চোখ রেখেছে। রীতিমত নার্ভাস লাগল লুসি ডিলাইলাকে, ঘন ঘন চোখ থেকে চুল সরাচ্ছে। স্থির হয়ে বসতে পারছে না সে, নড়াচড়ায় মৃদু আওয়াজ হচ্ছে চেয়ারের চামড়ায়।

উয়ে জিলারের প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হলো। প্রথমে সে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসার চেষ্টা করল, তারপর নির্লিপ্ত একটা ভাব আনার চেষ্টা করল চেহারায়।

দুটোতেই ব্যর্থ হয়ে বারবার এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার চাপাল সে। ধীরে ধীরে তার চোখে হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠছে। রানার দিক থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাল না।

হুঙ্কার ছাড়ল মরলক, 'ব্লাডি হেল! হোয়াট আর ইউ টকিং এবাউট···?'

'আপনার সাথে বেঈমানী করা হয়েছে, মি. মরলক,' কর্কশ গলায় বলল রানা। 'দুঃখের বিষয় এমন একজন বেঈমানীটা করেছে, যাকে আপনি বিশ্বাস করেন। ভেবে দেখুন না, প্রতিবার কিভাবে আপনার আর্মস ডিপোর খোঁজ পেয়ে যাচ্ছে জার্মান সিক্রেট সার্ভিস? নিশ্চয়ই একজন ইনফরমার আছে? আর কি ব্যাখ্যা সম্ভব, বলুন?'

এক পা সামনে বাড়ল উয়ে জিলার।

গুটানো স্প্রিঙের মত হয়ে গেল রানার শরীর।

হাতের পিস্তলটা নাড়ল জিলার। 'তোমার আমি সব ক'টা দাঁত ভেঙে দেব···।'

কথাগুলো শেষ করতে পারল না জিলার, ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে দ্রুত ডেস্কের সামনে চলে এল মরলক। প্রৌঢ় শিল্পপতির ক্ষিপ্রতা লক্ষ করে অবাক হলো রানা। দাঁত বের করে খেঁকিয়ে উঠল মরলক, 'চোপ, একদম চোপ! কে এখানে কর্তা, জানো না? দূর হও সামনে থেকে। আর কোন কাজ না পেলে মাছ ধরো গিয়ে।'

চোখ কুঁচকে রানার আপাদমস্তক দেখল উয়ে জিলার। বোঝা গেল, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল সে। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরুল তার মুখ থেকে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

সাথে সাথে আবার শুরু করল রানা, 'প্রশ্নটা নিজেকেই করে দেখুন না, মি. মরলক। আর্মস ডিপোর সন্ধান আপনি ছাড়া আর কেউ জানত? সেরকম কেউ থাকলে সে-ই টনি শুমাখারের ইনফরমার। সহজ অঙ্ক, দুয়ে দুয়ে চার। প্রতিবার একটা করে ফোন কল করা হয়েছে। যদি জিজ্ঞেস করেন, বেঈমানীটা কেন করা হলো, তারও সহজ উত্তর আছে। একটা করে আর্মস ডিপো আবিষ্কার হয়েছে, সেই সাথে আপনার ডেল্টা পার্টির জনপ্রিয়তা কমেছে। তবে, হ্যাঁ, স্বীকার করতে হবে, যে আপনাকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে সে একটা প্রতিভা, লোকটার ব্রেন আছে বটে···।'

বাইরে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ হলো। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো দরজা। ছিটকে ভেতরে ঢুকল একজন গার্ড। চোখ রাঙিয়ে তার দিকে তাকাল মরলক। 'কি হলো, কার্ট?'

'গেট থেকে, স্যার!' লোকটা হাঁপাচ্ছে। 'ফোন, স্যার! ফটকের দিকে, স্যার! কনভয়, স্যার! ওরা ভাবছে পুলিস, স্যার···।'

হাত ঝাপটা দিয়ে গার্ডকে চুপ করিয়ে দিল মরলক। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল সে। সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে রানার দিকে। তারপর হঠাৎ গর্জে উঠল সে। সাথে সাথে লাইব্রেরীতে দু'জন লোক ঢুকল। রানার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওকে সেলারে নিয়ে গিয়ে রাখো। চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ শুনতে পাবে

না। তার আগে সার্চ করো···।'

একটা বুককেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মরলক, মোটা একটা বই সরিয়ে চাপ দিল বোতামে। হাইড্রলিক মৃদু গুঞ্জনের সাথে বুক কেসের একটা অংশ সরে গেল, ভেতরে দেখা গেল এক প্রস্থ সিঁড়ি। হোল্ডার থেকে আধ খাওয়া সিগারেটটা বের করার সময় ইচ্ছে করেই লুসি ডিলাইলার দিকে তাকাল না রানা। অ্যাশট্রের গায়ে ঘষা দিয়ে আগুন নেভাল ও, তারপর নিভে যাওয়া সিগারেটের অবশিষ্টাংশ অ্যাশট্রেতে গুঁজে দেয়ার ভঙ্গি করল।

'দাঁড়ান!' একজন গার্ডের চিৎকার শুনে মনে হলো সাপের কামড় খেয়েছে। তার হাতে ল্যুগার।

সিঁড়িটা অন্ধকারে নেমে গেছে। একজন গার্ডের পিছু পিছু নামতে শুরু করল রানা। দ্বিতীয় গার্ড ওর পিছনে থাকল, হাতের পিস্তলটা ওর শিরদাঁড়ার ওপর ঠেকে আছে। মাত্র একটা ধাপ নেমেছে রানা, শুনতে পেল লুসি ডিলাইলা বলছে, 'কার্ট, অ্যাশট্রেটা খালি করো—সিগারেট ফেলে গেছে ও···।'

ওরে শালী!—মনে মনে গাল দিল রানা।—কিছুই তোমার চোখ এড়ায় না! সিঁড়ি বেয়ে যতই নিচে নামল রানা, ততই ভাপসা একটা গন্ধ বাড়তে লাগল। সিঁড়িটা ঘুরতে ঘুরতে নেমে গেছে, মাথার দিক থেকে হঠাৎ মরলকের গলা ভেসে এল, 'তোমার মুখ থেকে পরে কথা আদায় করব, রানা। জানো, স্লুইস গেট খুলে দেয়ার সিস্টেম আছে? যদি ইচ্ছে হয় পানিতে ডুবে মরতে পারো···।'

ধাপের নিচে একটা দরজা, দরজার ভেতর পাথুরে সেলার। পিছন থেকে গার্ডের ধাক্কা খেয়ে সেলারের ভেতর ছিটকে পড়ল রানা, তবে মেঝেতে আছাড় খাওয়ার আগেই নিজেকে সামলে নিল কোনমতে। কিন্তু তাল সামলে সিধে হবার পর দেখল সেলারে আর কেউ নেই, দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

ছয় সীটের তিনটে মার্সিডিজে করে এল জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা, নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং চীফ হ্যারল্ড টনি শুমাখার। সাদা পোশাকে ওরা সবাই সশস্ত্র। গাড়ি তিনটে একটা অর্ধ-বৃত্ত রচনা করে প্রধান ফটকের সামনে থামল। গার্ডদের লীডার আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, সগর্জনে অর্ডার দিল সে।

'কুকুরগুলোকে ছেড়ে দাও!'

গেট খোলা হলো, অমনি বজ্রকণ্ঠে হাঁক ছাড়তে ছাড়তে তীরবেগে বেরিয়ে এল জার্মান শেফার্ডের হিংস্র পালটা। চোয়াল হাঁ হয়ে আছে, লালা ঝরছে মুখ থেকে, সব ক'টা লাফ দিয়ে পড়ল গাড়ি লক্ষ্য করে। সামনের গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন টনি শুমাখার। শান্তভাবে নির্দেশ দিলেন তিনি।

'টার্গেট প্র্যাকটিস করো!'

একটা জানালার কাঁচ একটু নিচু হলো, বাইরে বেরুল মেশিন-পিস্তলের ব্যারেল, ব্রাশ ফায়ারের শব্দে কয়েক সেকেন্ড তালা লেগে গেল কানে। লাফ দিয়েছিল, শূন্যে থাকতেই গুলি খেলো কুকুরগুলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, সব ক'টা কুকুর বুকে-মাথায় বুলেটের ফুটো নিয়ে মারা গেল। ঠোঁটে ক্ষীণ

হাসি নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন টনি শুমাখার, তাঁর পিছু পিছু নামল আরও দু'জন লোক।

'গেট হাউসের কমিউনিকেশন কেটে দাও,' ওদের বললেন তিনি।

ওরা ছুটল। গেট হাউসের ভেতর একজন গার্ড কানে রিসিভার চেপে ধরে প্রাসাদের সাথে কথা বলছে, দু'জনের একজন তাকে পিছন থেকে জাপটে ধরল, অপরজন হ্যাঁচকা টানে দেয়াল থেকে ছিঁড়ে আনল ইস্ট্রুমেন্টটা। থরথর করে কাঁপছে গার্ড, প্রতিবাদের সুরে মিনমিন করে বলল, 'আপনারা বেআইনী কাজ করছেন···।'

'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। অভিযোগ—কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব পালনে বাধা দান।'

বাইরে আরেকজন গার্ড টনি শুমাখারের উদ্দেশে চিৎকার করছে, 'এর জন্যে আপনাকে পস্তাতে হবে···একেকটা কুকুরের দাম জানেন···।'

অভয় দিয়ে মিষ্টি হাসলেন শুমাখার। 'আমার জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি দেখোনি, কুকুরগুলোর মুখে ফেনা ছিল? জলাতঙ্ক বলে সন্দেহ হয়েছিল আমার। পরীক্ষা করে দেখা হবে।' গাড়ির দিকে ফিরলেন তিনি, কথা বললেন ড্রাইভারের সাথে, 'এমন জোরে গাড়ি ছোটাও যেন রাবার পোড়ার গন্ধ পাই।'

তীরবেগে ছুটল কনভয়। ফটক থেকে রওনা হবার এক মিনিট পর সামনে প্রাসাদের পাঁচিল দেখতে পেলেন শুমাখার। 'স্পীড কমিয়ো না, ওরা হয়তো পর্টকালিস নামাবার চেষ্টা করবে···।'

তাঁর কথাই ঠিক হলো। ড্রব্রিজের দিকে এগোচ্ছে গাড়ি, এমনি সময়ে হাইড্রলিক পর্টকালিস সচল হয়ে উঠল। তিনটে গাড়িই খিলানের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ল, ওগুলোর পিছনে বিকট আওয়াজের সাথে বন্ধ হয়ে গেল গেট। ধাপগুলোর মাথায় মহিমান্বিত সম্রাটের মত বুকে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে বিলিওনেয়ার শিল্পপতি ম্যাক্স মরলক। শুমাখারের পিছু পিছু লাফ দিয়ে দিয়ে ধাপ টপকাতে শুরু করল সশস্ত্র এজেন্টরা।

'ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই আপনার,' শুমাখারকে বলল মরলক। 'এবং জেনে রাখুন, আমি নির্বাচিত হলে জুতো মেরে বাভারিয়া থেকে বের করে দেয়া হবে আপনাকে!'

'এই ডকুমেন্ট সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে,' মরলকের নাকের সামনে কাগজটা নাড়লেন শুমাখার। 'মিনিস্টার-প্রেসিডেন্ট সই করেছেন এতে—যা খুশি তাই করার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাকে, দরকার হলে প্রতিটি ইঁট আর পাথর খুলে আপনার দুর্গটাকে মাটির সাথে লেভেল করে দেব। আপনি কি বাধা দেবেন, নাকি সহযোগিতা করবেন?'

চরকির মত আধ পাক ঘুরে হলরুমে ঢুকে গেল মরলক, শুমাখার তার পিছু নিলেন। হলরুমে ঢুকে বাঁ দিকের একটা কামরার দিকে এগোল ডেল্টা পার্টির নেতা। শুমাখার লক্ষ করলেন, ডান দিকের একটা দরজা খানিকটা খোলা রয়েছে।

দ্রুত সেদিকে এগোলেন তিনি, ঢুকে পড়লেন লাইব্রেরীতে। সোফায় অপরূপ সুন্দরী একটা মেয়ে বসে রয়েছে, হাতে একটা গ্লাস। গ্লাসের কিনারা দিয়ে তাঁর দিকে তাকাল মেয়েটা।

'তোমার নাম?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন শুমাখার।

'এ অসহ্য!' পিছন থেকে গর্জে উঠল মরলক, এইমাত্র লাইব্রেরীতে ঢুকেছে সে। হন হন করে ডেস্কের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, হাত দুটো কোমরে রাখল। 'মিনিস্টার-প্রেসিডেন্টকে আমি অভিযোগ জানাব···।'

'ওই তো ফোন রয়েছে, ডায়াল করুন।' আবার মেয়েটার দিকে ফিরলেন শুমাখার। 'গোটা প্রাসাদ সার্চ করব আমরা। তোমার নামটা বলো।'

'ও বোবা,' বলে বাক্স থেকে একটা সিগার তুলে নিল মরলক।

মরলককে অভয় দিয়ে হাসল লুসি ডিলাইলা, তারপর শুমাখারের দিকে ফিরে সামনের সোফাটা দেখাল চোখ ইশারায়। 'বসুন না, প্লীজ। আমি মি. মরলকের সেক্রেটারি এবং পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, লুসি ডিলাইলা। বলুন আপনাকে আর কি সাহায্য করতে পারি আমি।'

'ইংলিশ পাসপোর্টধারী মি. ডেভিড রহমানকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে বলো।' শুমাখার ভাবছেন, লুসি ডিলাইলা! নামটা রানার কাছ থেকে শুনেছেন তিনি। ফোন নম্বর চেক করতে গিয়ে জানতে পেরেছিলেন স্টুটগার্টের একটা পেন্টহাউস অ্যাপার্টমেন্টে থাকে মেয়েটা, অ্যাপার্টমেন্টের মালিক ম্যাক্স মরলক।

লুসি ডিলাইলা উত্তর দিল, 'দোতলায় আমার অফিসে কাজ করছিলাম, আপনি আসার এক মিনিট আগে নিচে নেমেছি। এখানে কি ঘটেছে না ঘটেছে কিছুই আমি বলতে পারব না। ডেভিড রহমান?' মাথা নাড়ল সে। 'উঁহুঁ, নামটা আগে কখনও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'তুমি এই প্রাসাদে বাস করো?'

'এ কি ধরনের অভদ্রতা!' ডেস্কের পিছন থেকে বিস্ফোরিত হলো মরলক।

শিল্পপতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজের কাজ করে গেলেন শুমাখার। কামরাটা ঘুরেফিরে দেখছেন তিনি, সেই সাথে প্রশ্ন করছেন লুসি ডিলাইলাকে। তাঁর লোকজন কেউ বসে নেই, গোটা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে তারা। এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেবে, মরলক তা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিল—উয়ে জিলারকে বলা আছে তার, শুমাখারের লোকজনদের ওপর নজর রাখছে সে।

শুমাখার লক্ষ করলেন, লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে যাবার কোন আগ্রহ বা ব্যস্ততা মরলকের মধ্যে নেই। ভাবলেন, সম্ভবত ঠিক জায়গাতেই প্রথমে ঢুকেছেন তিনি।

'স্টুটগার্টে আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে,' জবাব দিল ডিলাইলা, প্যাকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট গুঁজল মুখে, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে তাকাল শুমাখারের দিকে। পকেট থেকে লাইটার বের করে মেয়েটার দিকে ঝুঁকলেন শুমাখার। সিগারেটে আগুন দেয়ার সময় তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ডিলাইলা—বড়বড় চোখে পরিষ্কার আমন্ত্রণ দেখতে পেলেন তিনি। বিপজ্জনক

কালনাগিনী!

'ওটা আসলে কোম্পানীর অ্যাপার্টমেন্ট,' আবার শুরু করল ডিলাইলা। 'ধনী আর প্রভাবশালী লোকের চাকরি করার এই একটা সুবিধে।' সরাসরি শুমাখারের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'তবে আমাকে এত সব সুযোগ-সুবিধে দেয়া হয়েছে, কারণ আমার কাজে আমি দক্ষ…।'

'দক্ষ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।' ধীর পায়ে কামরার দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করলেন শুমাখার। ডেস্কের ওপর অ্যাশট্রেটা তাঁর নজরে পড়ল। তাড়াহুড়ো করে পরিষ্কার করা হয়েছে ওটা, ভেতর দিকের গায়ে ছাইয়ের দাগ লেগে রয়েছে। পায়ের আওয়াজ শুনে দরজার দিকে ফিরলেন তিনি। তাঁর দু'জন লোক ঢুকল ভেতরে।

'কিছু পেলে, ম্যাট?'

দু'জনই তারা মাথা নাড়ল। দু'জনকেই লাইব্রেরীতে থেকে যেতে বললেন শুমাখার। লক্ষ করলেন, মরুলকের চেহারায় স্বস্তির ভাব ফিরে আসছে। বেশ তৃপ্তির সাথে সিগার ফুঁকছে সে। রিভলভিং চেয়ারে বসে একটু একটু দোল খাচ্ছে, ঠোঁটে সকৌতুক হাসি। 'একটু কৌতূহল হচ্ছে,' বলল সে। 'কি যেন নাম বললেন? ডেভিড আরমান…? সে যাই হোক, কে বলল আপনাকে ওই নামের এক লোক আমার বাড়িতে এসেছে?' শব্দ করে হাসল সে। 'যেই বলে থাকুক, নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেছে আপনার সাথে। সাম কাইন্ড অভ প্র্যাকটিকাল জোক।' কাষ্ঠহাসি হেসে উঠল সে।

'এরিয়াল ক্যামেরা, তার সাথে কো-পাইলটের ফিল্ড গ্লাস—এগুলো তো আর ঠাট্টা করে না? ফিল্ম ডেভেলপ করা হচ্ছে, সত্যি-মিথ্যে সবই জানা যাবে। আমরা আবার বিশেষ ফিল্ম ব্যবহার করেছি, ছবির সাথে তারিখ এবং সময় থাকবে—সম্ভবত আপনার কারখানাতেই তৈরি।'

কর্পূরের মত উবে গেল মরুলকের হাসি। 'ক্যামেরা? পাইলট? আপনি প্রলাপ বকছেন!'

'কেন, হেলিকপ্টারের আওয়াজ পাননি?' জিজ্ঞেস করলেন শুমাখার। 'ডেভিড রহমানকে অনুসরণ করে এসেছিল। কো-পাইলট সিনে ক্যামেরা দিয়ে তার ছবি তুলেছে।' হঠাৎ মরুলকের দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি। 'মি. মরুলক, আপনার সিগারেটের ব্র্যান্ড কি?'

'আমি সিগারেট খাই না—হাভানা চুরুট খাই!' শুমাখার হঠাৎ এভাবে প্রসঙ্গ বদল করায় মরুলক অস্বস্তি বোধ করল। আড়ষ্ট ভাবটা কাটাবার জন্যে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সে।

'আর মিস ডিলাইলা খান ব্লেভ, প্যাকেটটা তো দেখলামই।' সার সার বুক কেস ঘেঁষে হাঁটছেন শুমাখার। একটা বুক কেসের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। কেসটার গোড়ার কাছে, কার্পেটের তলা থেকে কি যেন উঁকি দিচ্ছে। ঝুঁকে জিনিসটা তুললেন তিনি। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ। হাত উঁচু করে টুকরোটা সবাইকে দেখালেন। এইমাত্র তুললেন, কিন্তু লক্ষ করেছেন কয়েক মিনিট

আগেই। 'ভারি ইন্টারেস্টিং। মি. মরলক বলছেন তিনি চুরুট খান। মিস ডিলাইলা খান ব্রেন্ড সিগারেট। অথচ এই টুকরোটায় লেখা রয়েছে সিল্ক কাট—ব্রিটিশ সিগারেট। এই বুক কেসের গোড়ায় পড়ে ছিল। প্রশ্ন হলো, এখানে এটা এল কিভাবে? কেউ কি নিরেট দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেছে, যাবার সময় ফেলে গেছে টুকরোটা?'

ঘরের ভেতর পিন পতন নিস্তব্ধতা। কেউ নড়ল না।

'নাকি বুঝতে হবে দেয়ালটা আদৌ নিরেট নয়? কিংবা এখানে সত্যিকার অর্থে কোন দেয়ালই নেই?' বুক কেস থেকে একটা একটা করে বই নামাতে শুরু করলেন শুমাখার। হঠাৎ কাজ থামিয়ে পিছন ফিরলেন তিনি, নিজের লোকদের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন। দু'জনের হাতেই চোখের পলকে ওয়ালথার অটোমেটিক বেরিয়ে এল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মরলক।

'বইগুলো আমার অমূল্য সম্পদ! কোন সাহসে এবং কোন অধিকারে আপনি ওগুলো কার্পেটের ওপর ছুঁড়ে ফেলছেন?'

'তাই তো!' যেন নিজের ভুল ধরতে পেরে লজ্জা পেলেন শুমাখার। 'ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি আর কষ্ট করে খুঁজব না—আপনি বলে দিন চোরা-দরজাটা কোথায়।'

'আপনি একটা পাগল…।'

'তা যদি হই, আমার পাগলামি এখনও আপনি দেখেননি, মি. মরলক।' কথা শেষ করে বুক কেস থেকে দুটো বই তুললেন তিনি, ছুঁড়ে দিলেন উল্টোদিকের দেয়াল লক্ষ্য করে। বই দুটো যেখানে ছিল তার ঠিক পিছনেই, কেসের গায়ে লাল একটা বোতাম দেখা গেল। 'ইউরেকা!' বিজয়ের উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। বোতামে চাপ দিতেই বুক কেস স্যাৎ করে সরে গেল এক পাশে, ভেতরে দেখা গেল ঘোরানো এক প্রস্থ সিঁড়ি। 'ম্যাট, যাও তো গিয়ে দেখে এসো নিচে কি আছে। কেউ তোমাকে বাধা দিলে হাতের ওটা ব্যবহার করবে।' মরলকের দিকে তাকালেন তিনি। 'আশা করি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার দরকার নেই যে কিডন্যাপ করে কাউকে আটকে রাখা গুরুতর অপরাধ, অভিযোগ প্রমাণ হলে জেল খাটতে হবে।'

'আমি দোতলায় ছিলাম, ডিকটেশন দিচ্ছিলাম ডিলাইলাকে…,' শুরু করল মরলক।

'তাই কি, মিস ডিলাইলা?' প্রশ্ন করলেন শুমাখার। 'উত্তর দেয়ার আগে ভেবে নিন, কাউকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে না আবার ফেঁসে যান।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না…,' গলায় ধোঁয়া আটকে যাওয়ায় বিষম খেলো লুসি ডিলাইলা। আস্তিন থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চোরা-দরজা দিয়ে রানা বেরিয়ে আসায় তাকে তার কথা শেষ করতে হলো না।

ম্যাট শুমাখারকে বলল, 'সেলারে ছিলেন উনি, স্যার। ভেন্টিলেটার ভেঙে ফেলেছিলেন, আর একটু দেরি করলে আর পেতাম না। দরজায় চাবি ছিল, তালায়

গুলি করতে হয়নি।'

নিজের আঙুলের নখ পরীক্ষা করতে করতে শুমাখার প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি বলার আছে, মি. মরলক?'

'উনি মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আমার প্রাসাদে ঢুকেছেন··· কোন সন্দেহ নেই আমাকে খুন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পর দি টাইমসে ফোন করি আমি, লন্ডনে—তারা আমাকে জানায়, ডেভিড রহমান এই মুহূর্তে প্যারিসে রয়েছেন। আমার অনেক শত্রু আছে···।' মরলকের মুখে খই ফুটতে শুরু করল।

তাকে বাধা দিল রানা, 'মি. শুমাখার, আপনাকে আমি অনুরোধ করব, এই মুহূর্তে মি. মরলকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনার দরকার নেই।' মরলকের দিকে ফিরল ও। 'নিজের পতন নিজেই ডেকে আনছেন আপনি। তবে এখনও হয়তো সময় আছে, সাবধান হলে শেষ রক্ষা হলেও হতে পারে। মি. শুমাখার, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়···।'

প্রাসাদের ফটক দিয়ে মার্সিডিজ তিনটে তীর বেগে বেরিয়ে এল। বেরোবার সময় ঝাঁকি খেল গাড়িগুলো, চাকার চাপে মরা কুকুরগুলোর হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে গেল।

'একটু পরই,' রানাকে বললেন টনি শুমাখার, 'আপনার জুলি ডায়ানা আর অস্টিনকে দেখতে পাব আমরা।' চোখ কপালে তুলল রানা। 'আমার জুলি ডায়ানা!'

'আসার পথে আমাকে সে চিনতে পারে,' মুচকি হেসে বললেন শুমাখার। 'একটানা হর্ন বাজিয়ে কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। অগত্যা থামতে হলো। আমাকে বলল, আপনার কোন বিপদ হলে আমাকে সে নিজ হাতে খুন করবে। ফর গডস সেক, মেয়েটা সত্যিই আপনাকে পছন্দ করে!'

'কথাটা মনে রাখার চেষ্টা করব। আর আমার ওপর একটা চোখ রাখায়, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ···।'

'কিন্তু এখনও আমি ভাল বুঝছি না, শয়তানটার কাছে আপনি এলেন কেন?'

'প্রথম থেকেই একটা সন্দেহ ছিল আমার—আমরা আসলে দু'জন শত্রুর সাথে লড়ছি,' বলল রানা। 'এসেছিলাম দুই শত্রুর মধ্যে গোলমাল বাধাতে। মরলককে আমি বলেছি, তার সাথে বেঈমানী করা হয়েছে, কথাটা সত্যি।'

'কিন্তু দুই শত্রু মারামারি করলে আমাদের কি লাভ?'

'শেষ মুহূর্তে অপারেশন ক্রাউনের আয়োজনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।'

অস্টিন নিয়ে মিউনিকে ফিরছে রানা আর ডায়ানা। মটর শোভাযাত্রা নিয়ে অনেক আগেই সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন টনি শুমাখার। তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে হবে তাঁকে, তা না হলে বন ফ্লাইট ধরতে পারবেন না।

'সম্ভাব্য খুনী হিসেবে আমরা বোধহয় মি. শুমাখারকে তালিকা থেকে বাদ দিতে

পারি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'কেন?'

'বারে! এই মাত্র না তিনি তোমাকে শয়তান মরলকের হাত থেকে রক্ষা করলেন!'

'তোমাকে পাল্টা একটা প্রশ্ন করি,' বলল রানা। 'হবু খুনীর আসল উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত বলে মনে করো তুমি?'

'মানে? বুঝলাম না!'

'তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের বোঝানো যে আমরা যাকে খুঁজছি তিনি সে-লোক নন।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ডায়ানা। 'তারমানে তুমি বলতে চাইছ তালিকায় এখনও মি. শুমাখার থাকছেন?'

'হ্যাঁ, থাকছেন। আর সবার মত তিনিও সন্দেহমুক্ত নন। এখন দেখা যাক মিউনিক এয়ারপোর্ট থেকে কি ধরনের ডকুমেন্ট আমাদের হাতে আসে। ওগুলো দেখার পর হয়তো জানা যাবে কাকে আমরা খুঁজছি।'

বারো

হ্যারল্ড টনি শুমাখারের ফাইলটা বন্ধ করে চোখ বুজলেন রাহাত খান। কিছু বলবেন এই আশায় তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল সোহানা।

চোখ খুললেন রাহাত খান, চশমা পরলেন, তারপর ফাইলটা বাড়িয়ে দিলেন সোহানার দিকে। 'শুমাখার সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়? তুমি তাকে কখনও দেখোনি, কাজেই তার ব্যক্তিত্ব তোমাকে প্রভাবিত করতে পারছে না, ফ্যাক্টস জানার পর তোমার কি মনে হয়েছে বলো দেখি।'

'চারজনের মধ্যে তিনিই বয়সে সবচেয়ে ছোট, কিন্তু ফটো দেখে মনে হয় বয়সের আগেই বুড়িয়ে যাচ্ছেন,' বলল সোহানা। 'সারাক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে থাকেন বলে কিনা জানি না। মাত্র চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, অথচ এই বয়সেই জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের চীফ হয়ে বসেছেন।'

'চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে বাদ দিয়ে তাকে টেনে ওপরে তোলেন। চ্যান্সেলরের কানে যায় লোকটা মেধাবী, প্রতিভাবান, কাজে খুবই দক্ষ...।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, স্যার, এর মধ্যে যেন একটা কিন্তু আছে...।'

'দু'বছর পূর্ব জার্মানীতে ছিল সে, এক বছর ছিল তেল আবিবে।'

'হ্যাঁ।'

টেবিলের দিকে তাকালেন রাহাত খান। পাশাপাশি চারটে ফোল্ডার সাজানো রয়েছে, চার সিকিউরিটি চীফের ডোশিয়ে থেকে সংগ্রহ করা সারবস্তু রয়েছে

ওগুলোয়, রানার কাছে নিয়ে যাবে সোহানা। 'আমার ধারণা ওগুলো দেখার পর রানা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবে। ওরা তিনজনই আমার বন্ধু, কাকে আমি সন্দেহ করব? ভাল কথা, রানাকে একটা পার্সোনাল নোট পাঠাচ্ছি—ওখানে গিয়ে দেখো।'

সোহানা চুপ করে থাকল।

'মিউনিকে তোমাকে পাঠাচ্ছি বটে,' রাহাত খান আবার বললেন, 'কিন্তু কেন জানি মনটা সায় দিচ্ছে না। আরেকটা কথা—ইনফরমেশনগুলো তুমি যোগাড় করেছ বেআইনীভাবে। ওগুলো সীমান্ত পেরিয়ে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে জানলে ব্রিটিশ সরকার আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবে···।'

'কিন্তু জানবে কিভাবে? আমি তো ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট নিয়ে যাব। প্লেন থেকে নামলেই দেখা হবে রানার সাথে। ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কেটেছি, প্লেনে কিছু ঘটবে না। তাছাড়া···।'

সোহানা কথাটা শেষ করল না, রাহাত খান মাথা ঝাঁকালেন। 'জানি কি বলতে চাও। নিজেকে তুমি রক্ষা করতে জানো। কিন্তু তবু তোমাকে একা ছাড়তে ভয় লাগছে আমার।'

ভয়! শব্দটা এই প্রথম বসের মুখে শুনল সোহানা।

'এক কাজ করি,' বলে রিসিভার তুলে অফিসে ফোন করলেন রাহাত খান। কয়েক সেকেন্ড কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। 'পলওয়েল ছাড়া আর কাউকে এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই সে-ই যাক তোমার সাথে, অ্যাজ অ্যান আর্মড এসকর্ট।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসের সিদ্ধান্ত মেনে নিল সোহানা। কিন্তু চেহারাটা ম্লান হয়ে থাকল। তার মনের কথা যেন বুঝতে পারলেন রাহাত খান।

বললেন, 'বসে থাকলে কাজ শিখবে কিভাবে, এক-আধবার বাইরে-টাইরে যাওয়া দরকার ওর।'

'ঠিক আছে,' সায় দিল সোহানা, 'স্যার।'

সিকিউরিটি ব্যাগে ফোল্ডারগুলো ভরে নিল সোহানা। নিজের ছোট ব্যাগটা এক ঘণ্টা আগেই গুছিয়ে নিয়েছে।

'সিকিউরিটি ব্যাগের চেইনটা কি কব্জির সাথে আটকে নেবে?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'জ্বী, নেব।' সিকিউরিটি ব্যাগে তালা লাগাল সোহানা, তারপর চেইনের শেষ প্রান্তের আঙটাটা পরল বাঁ হাতের কব্জিতে, তালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল। চাবিটা ট্রাউজার স্যুটের পকেটে ভরে উঠে দাঁড়াল সে। চোখে অস্বস্তি নিয়ে সোহানার প্রতিটি কাজ লক্ষ করলেন রাহাত খান। তাঁর জানা আছে, কেউ যদি সিকিউরিটি ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে চায়, ব্যাগ ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করবে না, ধারাল ছোরা দিয়ে কেটে নেবে হাতটা।

আঠারোশো ঘণ্টা, মার্কিন দূতাবাস, গ্রসভেনর স্কয়্যার। তিন তলার অফিস কামরায়

হাতে একজিকিউটিভ কেস নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উইলিয়াম হেরিক, তাঁর সহকারী পল নিউম্যান কানে রিসিভার ঠেকিয়ে অপরপ্রান্তের কথা শুনছে—দু'বার হ্যাঁ বলল সে, একবার না, তারপর নামিয়ে রাখল রিসিভার।

'ওয়েল?' চেহারায় অধৈর্য ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন উইলিয়াম হেরিক।

'এয়ারফোর্স ওয়ান সময়মতই আটলান্টিক পাড়ি দিতে শুরু করেছে। তেইশশো ঘণ্টায় ওরলি-তে ল্যান্ড করবে, স্যার। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি গর দ্য ইস-এ পৌঁছুবে মোটর শোভাযাত্রা, সামিট এক্সপ্রেসে উঠে পড়বেন মি. প্রেসিডেন্ট···।'

'তাহলে আর দেরি নয়, পল। ওরলিতে সময়মত পৌঁছুতে হলে এখুনি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হয়।'

'আধ ঘণ্টা আগে অদ্ভুত একটা মেসেজ এসেছে, স্যার···।'

'কিসের মেসেজ?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন উইলিয়াম হেরিক।

'পটোম্যাকে মি. ফ্রেড ডোনারের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জের একজন অপারেটর জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের আগে একটা ফোন কল এসেছিল, কথাগুলো শুনেছে সে—কলটা এসেছিল···।'

'বলছি না হাতে সময় নেই!' রাগে ফেটে পড়লেন উইলিয়াম হেরিক, সহকারীকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে হন হন করে দরজার দিকে এগোলেন।

আঠারোশো ঘণ্টা, এলিসি প্রাসাদ, প্যারিস। প্রধান প্রবেশ পথের বাইরে, অর্থাৎ গ্রিল গেটের ভেতর প্রকাণ্ড উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ জাস্টিন ফনটেইন। চকমকে কালো সিট্রন গাড়িটাকে পরীক্ষা করছে অ্যান্টি-বম্ব স্কোয়াড, তাদের কাজ তদারক করছেন তিনি। আর কয়েক ঘণ্টা পর এই গাড়িতে চড়ে গর দ্য ইসে যাবেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট।

বরাবরের মত একদণ্ড কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারছেন না জাস্টিন ফনটেইন, নিজেকে ছাড়া আর কারও ওপর বিশ্বাসও রাখতে পারছেন না। বিশাল একটা আয়নার এক প্রান্তে জোড়া হাতল রয়েছে, হাতল দুটো ধরে দু'জন লোক আস্তে-ধীরে পিছু হটছে, একটু একটু করে গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আসছে আয়নাটা। একপাশে সরে দাঁড়ালেন জাস্টিন ফনটেইন, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন।

'এক সেকেন্ড থামো!' আয়নায় প্রতিফলিত দৃশ্যটা আরও কয়েক সেকেন্ড দেখলেন তিনি। চামড়ার পোশাক পরা এক লোককে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে বললেন, 'গাড়ির তলায় ঢোকো, প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার পরীক্ষা করে দেখো। আয়নায় সব কিছু ধরা না-ও পড়তে পারে···।'

তরতর করে সিঁড়ির ধাপ ক'টা বেয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে এলেন তিনি। অপারেশন রুমের দরজা খুলে দিল সশস্ত্র একজন সেন্ট্রি। দু'জন টেকনিশিয়ান একটা ট্র্যান্সিভারের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে, আরেকজন ক্রিপটোগ্রাফার ডিকোডেড সিগনাল চেক করছে। চীফ ভেতরে ঢুকতে মুখ তুলে তাকাল সে, তারপর একগাদা কাগজ বাড়িয়ে দিল।

হাত নেড়ে ওগুলো নিতে অসম্মতি জানালেন ফনটেইন। 'মুখে বলে যাও। তোমার চোখ নষ্ট হোক, সেজন্যেই তোমাকে বেতন দেয়া হয়!'

হেসে ফেলল ক্রিপটোগ্রাফার। তাদের চীফ যে সুরসিক জানা আছে তার। অপারেশন রূমের ব্যস্ত এবং উত্তেজিত পরিবেশ এক মুহূর্তে শিথিল হয়ে উঠল। জাস্টিন ফনটেইনের উপস্থিতি টনিকের মত—কাজে প্রেরণা যোগায়, প্রাণশক্তি সংক্রমিত হয়, বন্যা বয়ে যায় হাস্যরসের। অধস্তনদের দক্ষতাও বেড়ে যায় কয়েক গুণ। শান্ত মনে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

'আমেরিকান প্রেসিডেন্ট তেইশশো ঘণ্টায় ওরলিতে নামছেন···।'

'এয়ারপোর্ট থেকে ট্রেনে পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা সময় পাচ্ছেন তিনি। উচিত হবে গোটা রুটটাই সাধারণ যানবাহনের জন্যে বন্ধ করে দেয়া, ফলে মোটর শোভাযাত্রা দ্রুত বেগে চলে আসতে পারবে। যেখানে সিকিউরিটির প্রশ্ন জড়িত, আমেরিকানরা সেখানে দ্রুতগতি ভারি পছন্দ করে।'

'ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্পেশাল প্লেন নিয়ে চার্লস দ্য গল-এ ল্যান্ড করছেন বাইশশো ঘণ্টায়।'

'এই একটা ব্যাপারে ভদ্রমহিলার টনটনে জ্ঞান—হাতে সময় নিয়ে বেরোন, কোন কাজেই তাড়াহুড়ো পছন্দ করেন না। প্যাসেঞ্জার হিসেবে আদর্শ।'

'কাল সকাল নয়শো তেত্রিশ ঘণ্টায় মিউনিক হপ্টব্যানহফ থেকে ট্রেনে উঠছেন জার্মান চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার···।'

'সে আমি জানি—প্ল্যানটা অনেক আগেই ফাইনাল করা হয়েছে···।'

'কিন্তু বন থেকে অদ্ভুত একটা সিগনাল এসেছে, কিছুই বুঝছি না,' ক্রিপটোগ্রাফার বলল। 'আমাদেরকে বিশেষ একটা অনুরোধ করা হয়েছে—আমরা যেন সামিট এক্সপ্রেসের কমিউনিকেশন রূমে সতর্ক অবস্থায় থাকি, বন থেকে আর্জেন্ট একটা মেসেজ আসবে রাতে।'

'ব্যস, এইটুকু?'

'জ্বী, স্যার।'

অপারেশন রূম থেকে বেরিয়ে এলেন ফনটেইন, করিডর ধরে ধীর পায়ে হাঁটছেন। বন থেকে আসা সিগনালটা সম্পূর্ণ নতুন একটা ব্যাপার, শেষ মুহূর্তে আবার না যেন উৎকট কোন সমস্যা তৈরি করে। আর্জেন্ট মেসেজ আসবে? কি মেসেজ? ব্যাপারটা আন্দাজ করতে না পারায় উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল তাঁর।

আঠারোশো ঘণ্টা, চ্যান্সেলারি, বন। দক্ষিণ শহরতলির অত্যাধুনিক বাড়িটা থেকে রাইন নদী দেখতে পাওয়া যায়। চ্যান্সেলরের স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলেন জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ হ্যারল্ড টনি শুমাখার। দীর্ঘদেহী, একহারা জার্মান ভদ্রলোকের চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ। মিউনিক থেকে প্লেনে করে ছুটে আসা তাঁর সার্থক হয়েছে।

বনে আসার পথে তাঁর মনে সন্দেহ হলো, ব্যাপারটা তিনি ম্যানেজ করতে পারবেন কিনা। রুডি ফয়েলারের একটা কুখ্যাতি আছে, কখন যে তিনি কি করবেন

কেউ তা আগাম বলতে পারে না। উঁচুদরের ইন্টেলেকচ্যুয়াল, নিজের খেয়াল-খুশি মত চলেন। অথচ চ্যান্সেলরকে রাজি করতে মাত্র দশ মিনিট লাগল তাঁর।

সিগনালটা আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন শুমাখার, চ্যান্সেলরের স্টাডিতে থাকার সময় পাঠিয়ে দিয়েছেন সেটা। সরাসরি এলিসি প্রাসাদে, কন্ট্রোল হেডকোয়ার্টারে পৌছুবে। এতক্ষণে সম্ভবত জাস্টিন ফনটেইন পেয়েও গেছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো দ্বিতীয় সিগনালটা—পাঠাবার সময় এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে, চলন্ত ট্রেনে পৌছুবে।

'প্ল্যানটা দারুণ,' স্বগতোক্তি করলেন টনি শুমাখার। 'ভাল কাজ দেবে···।'

আঠারোশো ঘণ্টা, হিথ্রো এয়ারপোর্ট, লন্ডন। সময় মতই ফ্লাইট এল. এইচ. জিরো-থ্রী-সেভেন মিউনিকের উদ্দেশে টেক-অফ করল। সন্ধ্যার স্বচ্ছ নীল আকাশে প্রায় খাড়া ভাবে উঠে গেল প্লেনটা, পিছনে রেখে গেল বাষ্পের একটা ধারা। একেবারে শেষ মুহূর্তে দু'জন আরোহী উঠেছে প্লেনে, ফার্স্ট ক্লাস সেকশনে বসেছে তারা। ওদের দু'জনকে প্লেনে তুলে নেয়ার জন্যে বিশেষ আয়োজন আগে থেকেই করা ছিল।

সোহানা এবং পলওয়েল, দু'জনের কাছে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট রয়েছে, কাজেই কাস্টমস চেকিঙের ঝামেলা পোহাতে হয়নি ওদের। পরিচয় দেয়ার সাথে সাথে একটা অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় দু'জনকে, দরজায় লেখা—পজিটিভলি নো অ্যাডমিট্যান্স। সোহানার কব্জির সাথে আটকানো একটা চেইন, চেইনের অপরপ্রান্ত সিকিউরিটি ব্যাগের সাথে আটকানো। পলওয়েল শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে, তাতে একটা পয়েন্ট থ্রী-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন।

কামরার ভেতর একটা ফোন, আর একজন পুলিস অফিসার। বাইরে থেকে আগেই তালা দেয়া হয়েছে দরজায়। বেশ খানিকক্ষণ পর ফোন এল, পুলিস অফিসারকে জানানো হলো, বাকি সব আরোহী প্লেনে উঠেছেন। দু'দিক ঢাকা একটা পথ ধরে রানওয়েতে বেরিয়ে এল সোহানা আর পলওয়েল। প্লেনের গোড়ায় ওদের জন্যে একজন স্টুয়ার্ডেস অপেক্ষা করছিল, সে-ই ওদেরকে পথ দেখিয়ে ফার্স্ট ক্লাস সেকশনে নিয়ে গিয়ে বসায়।

প্লেন তখনও আরও ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, শ্যাম্পেনের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিয়ে সোহানা বলল, 'ফার্স্ট ক্লাসে চড়ার মজাই আলাদা, কি বলো, পলওয়েল?'

'ইয়েস, ম্যাডাম, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

কি ব্যাপার, ভাবল সোহানা, এত গদগদ ভাব কেন? আড়চোখে পলওয়েলের দিকে তাকাল সে। রানা এজেন্সির নতুন রিক্রুটের চেহারায় কোন ভাব নেই, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত সে, যেন পাথরের একটা মূর্তি। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে, মেঘের দিকে তাকাল সোহানা।

উনিশশো ত্রিশ ঘণ্টা, হিথ্রো এয়ারপোর্ট, লন্ডন। সময়মতই ফ্লাইট বি.ই. জিরো-টু-সিক্স প্যারিসের উদ্দেশে টেক-অফ করল। ইচ্ছে করেই ইকোনমি ক্লাসে ভ্রমণ

করছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। কিন্তু প্লেনে চড়া নিয়ে তিনি একটা সমস্যায় পড়লেন। সোহানার কাছ থেকে আগেই তিনি জেনেছেন, এই একই প্লেনের টিকেট কেটেছে সোহেল, তবে ফার্স্ট ক্লাসের। যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে সোহেলও একজন, কাজেই তিনি প্যারিসে যাচ্ছেন এটা ওর কাছে গোপন রাখতে চান। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোকটি প্লেনে উঠে পড়ার পর ফাইনাল ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে বেরুলেন তিনি; লক্ষ করলেন স্টুয়ার্ড প্লেনের দরজা থেকে তাঁর উদ্দেশে ঘন ঘন হাতছানি দিচ্ছে।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুলেন রাহাত খান, ওপর থেকে স্টুয়ার্ড বলল, 'আরেকটু হলে প্লেন তো ছেড়ে যেত, স্যার!'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে রাহাত খান মৃদু হাসলেন, 'আরও ত্রিশ সেকেন্ড বাকি আছে।' সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে এলেন তিনি। বৃদ্ধের ক্ষিপ্র ভাবটুকু লক্ষ করে বেশ একটু অবাকই হলো স্টুয়ার্ড।

প্লেনের ভেতর ঢুকলেন তিনি। একজন স্টুয়ার্ডেস তাঁকে পথ দেখিয়ে ইকোনমি সেকশনে নিয়ে চলল। যাবার পথে বাঁ দিকে একবার তাকালেন তিনি, ফার্স্ট ক্লাস সেকশনের একটা সীটে সোহেলের মাথার পিছন দিকটা মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলেন। তিনি ইকোনমি সেকশনে আছেন দেখলে সোহেল প্রথম লজ্জা পাবে, তারপর তার মন খারাপ হয়ে যাবে—বসের আত্মগোপন করার কারণটা আন্দাজ করতে পেরে।

নামার সময় অবশ্য কোন সমস্যা না হবারই কথা। নিয়ম হলো প্রথমে ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জাররা নামবে, কাস্টমস চেকিঙও আগে হবে তাদের। বরাদ্দ সীটটা মোটেও পছন্দ হলো না তাঁর—প্লেনের একবারে পিছন দিকে। বিরক্ত চেহারা নিয়ে জানালা দিয়ে নিচে তাকালেন তিনি। উইন্ডসর দুর্গ ধীরে ধীরে ঘুরছে নিচে। সন্ধের উজ্জ্বল রোদ সোনালি আভা মাখিয়ে দিয়েছে দুর্গের গায়ে। ধীরে ধীরে চোখ বুজলেন রাহাত খান। টেলিফোনে কে. জি. বি. চীফের সাথে কথা হয়েছে তাঁর। সংলাপগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন তিনি।

ফ্লাইট এল. এইচ. জিরো-থ্রী-সেভেন জার্মান বর্ডার পেরিয়ে এল, খানিক পর সীট ছেড়ে সোহানাকে বলল পলওয়েল, 'মি. রানাকে একটা মেসেজ পাঠানো দরকার বলে মনে করছি। তাঁকে বলা দরকার এই ফ্লাইটে আসছি আমরা। আমাদের হয়ে পাইলট মেসেজটা রেডিওর সাহায্যে পাঠাতে পারে…।'

'কেন? রানা তো জানেই আমরা আসছি।'

'উনি আশা করছেন, ম্যাডাম, কিন্তু প্লেনে আমরা আছি কিনা জানেন না,' বিনয়ের সাথে বলল পলওয়েল। 'আপনার সাথে এমন একটা জিনিস রয়েছে, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।' পাইলটের কেবিনের দিকে এগোল সে, একজন স্টুয়ার্ডেস বাধা দিল তাকে। পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করল পলওয়েল।

কার্ডটা নিয়ে ভাল করে দেখল স্টুয়ার্ডেস।

পলওয়েল বলল, 'পাইলটকে দেখান ওটা। জরুরী একটা রেডিও সিগনাল পাঠাতে হবে আমাকে। পাইলট জানেন আমরা প্লেনে আছি…।'

খানিক পর কেবিনে ঢুকতে দেয়া হলো পলওয়েলকে, ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। নিজের পরিচয় দিল পলওয়েল, তারপর ফিরল অয়্যারলেস অপারেটরের দিকে। মাথা ঝাঁকিয়ে অপারেটরকে অনুমতি দিল পাইলট। মেসেজ লেখার জন্যে একটা প্যাড চাইল পলওয়েল। ঠিকানার জায়গায় মিউনিকের একটা ফোন নম্বর লিখল সে।

'সইটা আসলে কোড-নেম,' অপারেটর মেসেজটা পড়ছে, এই সময় ব্যাখ্যা করল পলওয়েল। পাইলটের উদ্দেশে ধন্যবাদ সূচক মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। ইতোমধ্যে মেসেজ ট্র্যান্সমিট করতে শুরু করেছে অপারেটর— 'টেলিফোন নম্বর… সোহানা অ্যান্ড আই আর অ্যাবোর্ড ফ্লাইট এল. এইচ. জিরো-থ্রী-সেভেন ফ্রম লন্ডন। ই-টি-এ…প্লীজ অ্যারেঞ্জ রিসেপশন। টোটো।'

মিউনিক অ্যাপার্টমেন্টে ঝন ঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। দস্তানা পরা হাত দিয়ে রিসিভার তুলল বোথাম। মহিলা অপারেটর প্রথমে জেনে নিল নম্বরটা ঠিক আছে কিনা, তারপর মেসেজটা দিল, 'সোহানা অ্যান্ড আই আর অ্যাবোর্ড ফ্লাইট এল. এইচ…।'

'ধন্যবাদ,' বলল বোথাম। 'মেসেজ টুকে নিয়েছি। গুডবাই।'

দস্তানা পরা হাত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল, আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করল মিউনিকের একটা নম্বরে। অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল উয়ে জিলারের। বোথামের গলা পেয়ে তার ভাষা এবং কণ্ঠস্বর বদলে গেল।

'বাছাই করা লোকদের একটা দল নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবে তুমি…,' বোথাম নির্দেশ দিল তাকে। পুরো নির্দেশটা সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষায় দিল সে, সাঙ্কেতিক শব্দগুলো জানা না থাকলে মর্মোদ্ধার করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কথা শেষ করে হাতঘড়ি দেখল সে। এয়ারপোর্টটা শহরের কাছাকাছি হওয়ায় বিরাট সুবিধে হয়েছে—ফ্লাইট এল. এইচ. জিরো-থ্রী-সেভেন ল্যান্ড করার আগেই ওখানে পৌঁছে পজিশন নিতে পারবে উয়ে জিলার আর তার দল।

পলওয়েল এখনও মাটি থেকে বিশ হাজার ফিট ওপরে। বোথাম কি নির্দেশ দিল তার জানার কথা নয়। জানলে কি করত বলা মুশকিল।

উয়ে জিলারকে দেয়া বোথামের শেষ নির্দেশটা ছিল, 'ওদের দু'জনকেই বিদায় করে দাও—মেয়েটাকেও, ছেলেটাকেও।'

মিউনিক এয়ারপোর্ট। এগজিট এরিয়ার ভেতর একটা বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা, দেখে মনে হবে হাতের পেপারব্যাকটার ভেতর তন্ময় হয়ে ডুবে আছে। আশপাশে আর কেউ নেই, যেন একা সে। বিশাল হলের আরেক প্রান্তে, চোখে রঙিন চশমা পরে, আরোহীদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলি ডায়ানা,

পায়ের কাছে ছোট একটা সুটকেস। ভুলেও সে একবার রানার দিকে তাকাল না।

লাউডস্পীকারে ফ্লাইট এল. এইচ. জিরো-থ্রী-সেভেনের পৌছুনোর খবর ঘোষণা করা হয়েছে একটু আগে। এতক্ষণে হলে ঢুকল সদ্য প্লেন থেকে নামা আরোহীরা। হল থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে তারা, ট্যাক্সি বা বাস ধরতে হবে। ছোটখাট দলটার ওপর চোখ বুলাল রানা, হঠাৎ করেই চোখ পড়ল সোহানার ওপর।

সোহানার এক হাতে ব্রীফকেস, আরেক হাতে সুটকেস। তার পাশে পলওয়েলকেও দেখতে পেল রানা।

'ওহো, ম্যাডাম, একদম ভুলে গেছি,' সোহানাকে বলল পলওয়েল। 'অপেক্ষা করার দরকার নেই, প্লীজ, আপনি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে যান। এক ছুটে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আমিও আসছি···তাহলে আর শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে না···।'

'কিন্তু ওরা তো আমাদের নিতে এসে···,' সোহানা থেমে গেল, কারণ ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে পলওয়েল, দ্রুত পায়ে টোবাকো শপের দিকে ছুটছে সে।

ওদের দু'জনকে আলাদা হতে দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। হাত থেকে পড়ে গেল পেপারব্যাক বইটা, তাড়াতাড়ি আবার সেটা তুলে নিল সে—তারপর রেখে দিল র‍্যাকে। সঙ্কেতটা পেয়ে গেল ডায়ানা। সোহানাকে চিনতেও পেরেছে সে। চেহারার বর্ণনা রানার কাছ থেকে আগেই শোনা আছে তার।

রানার সঙ্কেত সতর্ক করে তুলল ডায়ানাকে। রানা যদি শুধু র‍্যাকে রেখে দিত বইটা, তার মানে দাঁড়াত সোহানাকে দেখতে পেয়েছে সে। কিন্তু বইটা ফেলে দিয়ে তুলে নেয়ার অর্থ, এখুনি গুরুতর কোন বিপদ আশঙ্কা করছে রানা। হ্যান্ড ব্যাগটা খুলে ভেতরে হাত গলাল ডায়ানা। নাইন এম. এম. পিস্তলটা শক্ত করে ধরল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে এগজিটের দিকে পা বাড়াল সোহানা।

সোহানাকে খুঁটিয়ে দেখল ডায়ানা। জীবনে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে সে, নিজেও সুন্দরী, কিন্তু এমনটি যেন আগে কখনও চোখে পড়েনি। শুধু রূপ নয়, দৃষ্টি কাড়ে দেহ-সৌষ্ঠব, পা ফেলার মার্জিত ভঙ্গি, হাত নাড়ার ছন্দোবদ্ধ দোলা, রাজহাঁসের মত রাজকীয় ঢঙে গ্রীবা বাঁকানো, পটলচেরা চোখে গভীর মায়াময় দৃষ্টি, সুগঠিত নিতম্বের মৃদু কাঁপন। মেয়ে নয়, যেন আভিজাত্যের প্রতীক। ঈর্ষা হলো ডায়ানার, একই সাথে অদ্ভুত একটা পুলক অনুভব করল সে। এই রূপসী যাকে ভালবাসে, আমি তার ভালবাসার কিছুটা হলেও ভোগ করেছি, এই উপলব্ধি আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিল তার সারা শরীরে।

লুফথানসা পাইলটের ইউনিফর্ম পরা এক লোক প্রবেশ পথের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ব্রীফকেস খুলে সাইলেন্সার বের করল সে, লোকজনদের দিকে পিছন ফিরে ল্যুগারে ফিট করে নিল দ্রুত। হাতের ভাঁজে হালকা রেনকোট নিয়ে হলরুমে ঢুকল উয়ে জিলার। রেনকোট হঠাৎ ফেলে দিতেই বেরিয়ে এল মেশিন-পিস্তলটা।

চিৎকার করে উঠল রানা, 'সোহানা! শুয়ে পড়ো!!'

সামনের দিকে তীব্র এক ঝটকা খেলো সোহানার গোটা শরীর, পরমুহূর্তে দেখা

গেল হাতের সুটকেস ফেলে দিয়ে মেঝেতে শুয়ে রয়েছে সে, সম্পূর্ণ স্থির। এ-ধরনের রিফ্লেক্স অ্যাকশন সচরাচর চোখে পড়ে না, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল ডায়ানা।

সোহানাকে সাবধান করেই শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটানে কোল্ট বের করল রানা। পরপর কয়েকবার ঝাঁকি খেলো ওর হাত। প্রচণ্ড হাতুড়ির বাড়ির মত উয়ে জিলারের বুকে আঘাত করল তিনটে বুলেট, পিছন দিকে ছিটকে পড়ল সে। মেঝেতে দড়াম করে আছাড় খাওয়ার আগেই টকটকে লাল হয়ে উঠল শার্ট। হাতে এখনও ধরা রয়েছে মেশিন-পিস্তল। একটা গুলিও করতে পারেনি সে।

লুফথানসা 'পাইলট' তার ল্যুগার তাক করেছিল টোবাকো শপের সামনে দাঁড়ানো পলওয়েলের দিকে। পরপর দুটো বুলেট বিদ্ধ হয়ে ছিটকে টোবাকো শপের কাউন্টারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পলওয়েল, সেখান থেকে কাউন্টারের গায়ে ঘষা খেতে খেতে মেঝেতে ঢলে পড়ল। এবার টার্গেট প্র্যাকটিস করছে ডায়ানা, বাঁ হাতের ওপর রেখে স্থির করেছে পিস্তলটা। চমৎকার শূটিং—হলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। বুকে এবং মাথার বুলেট নিয়ে পরপারে ফ্লাই করল 'পাইলট'।

আবার রানার চিৎকার শোনা গেল, 'শুয়ে থাকো সোহানা, শুয়ে থাকো…।'

তিনজন লোক, দেখে মনে হচ্ছিল সদ্য আগত আরোহীদের জন্যে অপেক্ষায় আছে—অকস্মাৎ তাদের হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল।

উয়ে জিলারকে এইমাত্র গুলি করেছে রানা…'পাইলট'কে গুলি করছে ডায়ানা…ঠিক এই সময় ডেল্টার আরও তিনজন লোক মেঝেতে শুয়ে থাকা সোহানার দিকে তাদের হ্যান্ডগান তাক করল। এরইমধ্যে ছুটোছুটি ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে, চারদিক থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করছে মেয়েরা। সমস্ত হৈ-চৈ চাপা দিয়ে আবার বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। রানা শুধু লক্ষ্য স্থির করেছে, গুলি করেনি, তার আগেই সবিস্ময়ে দেখল ডেল্টার লোক তিনজন প্রায় একই সাথে বুলেট বিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হলো। হাতে ধূমায়িত ওয়ালথার অটোমেটিক নিয়ে সাদা পোশাক পরা একাধিক লোক হলরুমের বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে এল। তাদের একজন সরাসরি রানার সামনে এসে দাঁড়াল, ঝট্ করে বাড়িয়ে দিল একটা কার্ড।

'জার্মান সিক্রেট সার্ভিস, মি. রানা—ব্রান্ট হাইঞ্জ অ্যাট ইওর সার্ভিস। ওদের যাদের দেখছেন সব আমার লোক।'

'তোমরা জানলে কিভাবে…!'

'ফ্লাইট এল. এইচ. জিরো-থ্রী-সেভেনের রেডিও অপারেটরকে দিয়ে পলওয়েল নামে একজন প্যাসেঞ্জার মিউনিকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল,' বলল ব্রান্ট হাইঞ্জ। 'মেসেজটা আমাদের চীফ মি. শুমাখারও পান। পাইলটের ওপর নির্দেশ ছিল…।'

'কার নির্দেশ?'

'লন্ডন থেকে—মি. রাহাত খান নামে এক ভদ্রলোকের। প্লেন থেকে পলওয়েল কোন মেসেজ পাঠালে, সাথে সাথে সেটা আমাদের চীফ মি. শুমাখারের কাছে পাঠাতে হবে। বন থেকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদেরকে এখানে আসতে বলেন বস।' ব্রান্ট হাইঞ্জ ছোটখাট মানুষ, কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল। পিছনে

লাশ আর রক্তের স্রোত। 'কাজ হয়নি এ-কথা বলা চলবে না।'

'ধন্যবাদ...।'

সোহানাকে সাহায্য করতে গেল ডায়ানা, মৃদু হেসে নিজেই উঠে দাঁড়াল সে, কিন্তু তারপরই মুখ কুঁচকে উঠল ব্যথায়। মেঝেতে ঘষা খেয়ে হাঁটুর চামড়া ছড়ে গেছে। পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল সে, রানাকে দেখে গোলাপী একটা আভা ফুটল চেহারায়। বলল, 'হাই, রানা! রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে নাকি! কী শুরু করলে তোমরা?'

হোটেলে, রানার কামরায় বসে রয়েছে ওরা। মেয়েরা চা খাচ্ছে, রাহাত খানের পাঠানো ডোশিয়ে-র ফটোকপিগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। ডায়ানার পাশের চেয়ারে বসে আছে সোহানা, সামনের টেবিলে আস্তে করে কাপটা নামিয়ে রাখল। 'আমাকে খুন করানোই তাহলে উদ্দেশ্য ছিল পলওয়েলের, তাই না?'

'হ্যাঁ,' ফটোকপির ওপর চোখ রেখে বলল রানা। 'আর পলওয়েলকে ওরা খুন করল, কারণ ওকে আর তাদের প্রয়োজন নেই। সে-ই যে আমাদের লন্ডন শাখার অফিসে আড়িপাতা যন্ত্র লাগিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বোথামের কাপড়-চোপড় পরে পুলিসের চোখে পড়ার কৃতিত্বটাও তারই বলে আমার ধারণা...।'

'কেন?'

'আমাদের কনফিউজ করার জন্যে। লন্ডনের একশো মাইলের মধ্যেও যায়নি বোথাম। পলওয়েলের আরও কৃতিত্ব আছে।'

'যেমন?'

'বস্ কংকর্ড ফ্লাইট ধরার জন্যে এয়ারপোর্টে গেলেন, পলওয়েল তাঁকে অনুসরণ করে। ঘটনাটা বোথামকে রিপোর্ট করে সে। সোহেল এরকম একটা লোককে কেন যে চাকরি দিল...।'

'ভুল মানুষেরই হয়,' মৃদু গলায় বলল সোহানা।

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল রানা। 'আমি কোন অভিযোগ করছি না।'

'জানি।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। শেষ ফটোকপিটা পড়ার সময় ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'বস্ এখানে একটা নোট লিখে পাঠিয়েছেন,' মুখ তুলে বলল রানা। 'কে. জি. বি. চীফের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা হয়েছে তাঁর। তিনিই বসকে ফোন করেছিলেন।'

'নোট একটা আছে জানি, কিন্তু কি লেখা আছে জানি না,' বলল সোহানা। 'শেষ মুহূর্তে ওটা ফটোকপির সাথে গেঁথে দেন উনি। কি আছে?'

'কে. জি. বি. চীফ যোগাযোগ করার কারণ হিসেবে বলেছেন, তাঁরা জানতে পেরেছেন রানা এজেন্সি নাকি সন্দেহ করছে হবু খুনী রুশ গুপ্তচর হতে পারে। সন্দেহটা খণ্ডন করার জন্যেই বসকে ফোন করেন তিনি। জোর দিয়ে বলেছেন,

সামিট এক্সপ্রেস বা বাভারিয়ার ইলেকশন নিয়ে তাঁদের কোন মাথাব্যথা বা ইনভলভমেন্ট নেই। আরও একটা বিচিত্র তথ্য দিয়েছেন তিনি, সম্ভবত তিনি যে সত্য কথা বলেছেন সেটা প্রমাণ করার জন্যে।'

'বিচিত্র তথ্য?'

'তাছাড়া কি বলব! কে. জি. বি. চীফ বলেছেন, চার সিকিউরিটি অফিসারের মধ্যে একজন এককালে তাঁদের হয়ে কাজ করত, কিন্তু কয়েক বছর হলো এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তাকে। সেই থেকে তাঁরা তার সাথে কোন রকম যোগাযোগ রাখছেন না, ভবিষ্যতেও রাখবেন না।'

'বলো কি!' চোখ কপালে তুলল সোহানা। 'এরকম একটা তথ্য যেচে পড়ে দিলেন ভদ্রলোক!'

সবজান্তার ক্ষীণ হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'তোমার বোধহয় জানা নেই যে নতুন কে. জি. বি. চীফ লন্ডনে আমাদের বসের সাথে একসাথে এক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন। বসের মুখে শুনেছি, অন্যান্য ছাত্ররা ওঁদেরকে মাণিকজোড় বলত। তাছাড়া,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা, 'তথ্যটা দিয়ে তেমন কোন ঝুঁকিও নেননি ভদ্রলোক। চারজনের মধ্যে কে তাঁদের হয়ে কাজ করত সেটা বের করা নিশ্চয় সহজ কাজ নয়, তিনি জানেন।' হঠাৎ মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির, একেবারে পাথরের মূর্তির মত অনড় হয়ে গেল রানা।

'কি হলো?' এতক্ষণ চুপ করে ছিল ডায়ানা, মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছিল, রানাকে ঝাঁকি খেতে দেখে সে-ই প্রশ্নটা করল।

'সোহানা!' সবিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'বুঝতে পারছ না? কে. জি. বি. চীফের মত একজন ব্যক্তিত্ব কোন কারণ ছাড়া এ-ধরনের তথ্য দিতে পারেন না! নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন তাৎপর্য আছে!'

'তাই তো!' সোহানা ওপর-নিচে মাথা দোলাল।

'কিন্তু কি সেই তাৎপর্য?' প্রশ্ন করল ডায়ানা।

'চিন্তা করো...,' বলে চোখ বুজল রানা।

চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল সোহানা।

সিলিঙের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ডায়ানা।

'এককালে কে. জি. বি. এজেন্ট ছিলেন, এখন নেই,' মৃদু কণ্ঠে, যেন নিজের সাথে কথা বলছে রানা। 'চার সিকিউরিটি চীফের একজন। কেউ জানে না, কে. জি. বি.-র হাই অফিশিয়ালরা ছাড়া... কিন্তু কেউ যদি জানে? ব্ল্যাকমেইল...।'

সোহানা আর ডায়ানা এক সাথে চেঁচিয়ে উঠল।

সোহানা বলল, 'দ্যাট'স ইট!'

'ইয়েস, ইয়েস!' ডায়ানার গলায় বিজয়ের উল্লাস।

'কেউ তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে, অন্তত এখানে ব্ল্যাকমেইল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে, তথ্যটা জানিয়ে এই আভাসই আমাদেরকে দিতে চেয়েছেন রুশ ভদ্রলোক,' বলল রানা।

'কে হতে পারে?'

তিনজন প্রায় একই সাথে একটা নাম উচ্চারণ করল, 'বোথাম!'

'ধরা যাক, স্রেফ তর্কের খাতিরে, মি. টনি গুমাখারকে ব্ল্যাকমেইল করছে বোথাম,' বলল রানা। 'এককালে কে. জি. বি.-র কাজ করতেন, অর্থাৎ ডাবল এজেন্ট ছিলেন। এক সময় তিনি কাজটা করতে অস্বীকার করলেন। কে. জি. বি.-ও সিদ্ধান্ত নিল, তাঁকে নিষ্কৃতি দেবে। অনেক বছর পর হঠাৎ বোথাম যোগাযোগ করল তাঁর সাথে, বলল, আপনি যে ডাবল এজেন্ট ছিলেন, আমি তা জানি, আপনার কীর্তিকলাপের প্রমাণও আমার কাছে আছে। রাশিয়ানরা আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছে, কিন্তু আমার কথা মত কাজ না করলে আমি আপনার পরিচয় ফাঁস করে দেব। এই পরিস্থিতিতে মি. গুমাখার কি করবেন? কি করার থাকবে তাঁর?'

'তিনি বোথামের কথা মত কাজ করবেন।'

'তা না হলে বোথাম তাঁর পরিচয় ফাঁস করে দেবে, এবং সব জানাজানি হয়ে গেলে তাঁকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে,' বলল ডায়ানা।

সোহানা বলল, 'কে. জি. বি. চীফ এখন শুধু ভদ্রলোকের পরিচয়টা জানালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

ঠোঁটে তিক্ত হাসি নিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

'চুপ করে আছ যে?' অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল সোহানা।

'আমরা যা বুঝেছি, বস্ আমাদের আগেই তা বুঝেছেন,' বলল রানা। 'সেজন্যেই প্রাক্তন কে. জি. বি. স্পাইয়ের পরিচয় জানার চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু কে. জি. বি. চীফ ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর পরিচয় ফাঁস করা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়।'

সোহানা এবং ডায়ানা, দু'জনেই চুপসে গেল। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

তারপর হঠাৎ ঝলসে উঠল সোহানার চোখ জোড়া। 'আচ্ছা, রওনা হবার সময় বস্ আমাকে কি বললেন জানো? বললেন, ফটোকপিগুলোতে এমন কিছু আভাস আছে যা দেখে রানা হয়তো আন্দাজ করতে পারবে কাকে আমরা ট্রেস করার চেষ্টা করছি। সেরকম কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ নাকি?'

চট করে ডায়ানার দিকে একবার তাকাল রানা।

ফিক্ করে হেসে ফেলে ডায়ানা বলল, 'বাথরূম আমাকে ডাকছে।' ত্রস্ত পায়ে বাথরূমের দিকে চলে গেল সে।

প্যাড টেনে নিয়ে কিছু একটা লিখল রানা, কাগজটা রানার হাত থেকে নিয়ে পড়ল সোহানা, তারপর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে অ্যাশট্রেতে গুঁজে আগুন ধরাল।

'তোমার কি ধারণা?'

'মেলে,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সোহানা। 'বস্ আর আমি এই নামটাই ভেবেছি।'

প্রসঙ্গ বদলে রানা বলল, 'বসের নির্দেশ, তোমার চাঁদ মুখ বাইরে শো করা যাবে না। সোহেল আর আমি এই কাজটায় জড়িয়ে পড়ায় হাতের পাঁচ হিসেবে তোমাকে তিনি অন্য কোন বড় ধরনের ইমার্জেন্সির জন্যে রিজার্ভ রাখতে চান।

কাজেই বন্দীত্ব বরণ করা ছাড়া তোমার কিছু করার নেই, দরজায় জার্মান সিক্রেট সার্ভিস পাহারায় থাকবে।'

'বুড়োর চোখে ছানি পড়ুক, পিছনে বিষফোঁড়া হোক, খোস-পাঁচড়ায় ভরে যাক গা…।'

'তোমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে আমরাও কেউ থাকতে পারছি না,' হাসি চেপে বলল রানা। 'ডায়ানাকে অনেক দূর যেতে হবে, আমিও চলে যাব আরেক দিকে…।'

রাগের জায়গায় সোহানার চেহারায় কৌতূহল আর আগ্রহ ফুটে উঠল, বাথরূমের দিকে একবার তাকাল সে। 'মেয়েটা কেমন?'

'তোমার মত টক-ঝাল-মিষ্টি নয়,' বলল রানা। 'শুধু মিষ্টি।'

'ওরে অবোধ শিশু,' অসহায় ভঙ্গি করল সোহানা। 'কিছুতেই মন ভরে না, না?'

চোখ কপালে তুলল রানা। 'কি বললে?'

শান্ত হেসে সোহানা বলল, 'মেয়েদের কাছে সব পুরুষমানুষই তাই, অবোধ শিশু। বুঝতে পারো না, সেজন্যেই তো তোমাদের এত রকম অত্যাচার সহ্য করি আমরা।'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল রানা। যেন টের পেয়ে গেছে সোহানার মনের গভীরে কোথাও করুণ সুরে কাঁদছে একটা বাঁশি। 'সোহানা!' অস্ফুটে ডাকল ও।

ক্ষীণ, তিক্ত একটু হাসি ফুটল সোহানার পাতলা ঠোঁটে। রানার ডাক শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। 'না, রানা, আজ আর ভালবাসা নিয়ে কোন কথা নয়। সময়ের সাথে সাথে কত কিছুই তো বদলে যায়, আমাদের ভালবাসার ব্যাপারটাও বোধহয় আগের মত নেই আর। আজও তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, তুমি বিপদের মধ্যে থাকলে রাতে ঘুমাতে পারি না, এখনও উপলব্ধি করি তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি বাঁচব না, কিন্তু এ-ও সত্যি যে তোমাকে এখন আর আমি আগের মত একান্তভাবে নিজের বলে কামনা করি না। তোমাকে চাওয়ার বদলে এখন আমি তোমার মঙ্গল চাই। প্রার্থনার সময় প্রতিবারই তোমার জন্যে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে করুণা ভিক্ষা করি। খোদাকে বলি; হে খোদা, আমার সব আয়ু তুমি ওকে দিয়ে দাও…।'

নিজেও জানে না কখন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে সোহানার সামনে, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসেছে রানা। সোহানার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে।

'আজ হঠাৎ এ-সব তুমি আমাকে কেন বলছ, সোহানা?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হঠাৎ নয়, রানা। অনেক দিন ধরে একটু একটু করে ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছি আমি,' মৃদু গলায় বলল সোহানা। 'ফ্রয়েডের যুক্তি খুব জোরাল—কামহীন প্রেম বলে কিছু নেই, সব প্রেমই সকাম। তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তোমাকে আমি ভালবাসব, কিন্তু দূর থেকে…।'

'কিন্তু কেন, সোহানা? কেন?' সোহানার হাত দুটো প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরল রানা।

ব্যথায় পানি এসে গেল সোহানার চোখে। মোচড় দিয়ে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল সে। 'আমি পবিত্র হতে চাই, রানা—শুধু এই একটা কারণে। পবিত্র হতে চাই তোমার জন্যে প্রার্থনা করব বলে। তোমাকে যে ভালবাসি সেটা আমি অন্তর্যামীকে জানাতে চাই। তোমাকে আমার আর দরকার নেই রানা।'

'তারমানে কি আমার পাপ-স্খালনের দায়িত্ব নিতে চাও তুমি?'

'যদি চাই, তাতে তুমি বাধা দেয়ার কে?'

পাথর হয়ে গেল রানা, কি বলবে ভেবে পেল না। পাপ-পুণ্যে বিশ্বাসী নয় ও, স্তম্ভিত হয়ে গেছে সোহানার বিশ্বাসের গভীরতা দেখে।

বাথরুমের দরজা খোলা হয়েছিল, কেউ ওরা টের পায়নি। ওদেরকে এই অবস্থায় দেখে পরিবেশটা বুঝতে পারে ডায়ানা, সেটা নষ্ট হতে দিতে চায়নি বলে নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে গেছে সে। এই মুহূর্তে ওদেরকে একা থাকতে দেয়া উচিত।

তেরো

চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্ট। দু'হাজার ত্রিশ ঘণ্টা। ফ্লাইট বি. ই. টু-জিরো-সিক্স সময়মত ল্যান্ড করল। আরোহীদের প্রথম দলটার সাথে প্লেন থেকে নামল সোহেল। বিশেষ পাস থাকায় কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন বিভাগে ঢুকেই বেরিয়ে গেল সে, প্রকাণ্ড একটা সিট্রন নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ জাস্টিন ফনটেইন।

শোফার গাড়ি ছেড়ে দিল, পিছনের সীটে হেলান দিল সোহেল, বলল, 'মশিয়ে ফনটেইন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের খাতির-যত্ন সত্যি ভোলবার নয়।'

অমায়িক হেসে ফনটেইন বললেন, 'গর্ব করার মত এই দু'একটা জিনিস বাদে আর কি-ই বা আছে ফরাসী জাতির! খাতির-যত্ন যদি অত্যাচারের মত হয়ে ওঠে, নিজ গুণে ক্ষমা করবেন, প্লীজ।' ফ্রেঞ্চ চীফ আগের মতই হাসিখুশি এবং প্রাণচঞ্চল।

হেসে উঠল সোহেল। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'সব প্ল্যান মত এগোচ্ছে তো?'

'একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝছি না। আর এ-ধরনের সিরিয়াস পরিস্থিতিতে কিছু বুঝতে না পারলে আমি নার্ভাস বোধ করি,' বললেন ফনটেইন, যদিও তাঁর চেহারায় নার্ভাসনেসের কোন লক্ষণ দেখল না সোহেল।

'কোন্ ব্যাপারটা বলুন তো?'

'বন থেকে একটা সিগনাল পেয়েছি। রাতে কোন এক সময় জরুরী একটা মেসেজ আসবে বলে আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মি. টনি শুমাখার

পুল্যাকে নেই…।'

'সেটা তাঁর সমস্যা…,' হাত নেড়ে গোটা ব্যাপারটাই বাতিল করে দিল সোহেল।

'মশিয়ে, তার সমস্যা আমাদের সমস্যাও হয়ে দাঁড়াতে পারে…।'

'মেসেজটা আগে আসুক তো, তারপর দেখা যাবে। আপনার এদিকের খবর সব ভাল তো?'

'নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত যা করার করছি,' ফ্রেঞ্চ সিকিউরিটি চীফ বললেন। 'তারপর সব ওপরওয়ালার ইচ্ছে। এ এমন একটা ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত কি হবে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না।'

'আপনি যেন সংশয়ে ভুগছেন, মশিয়ে?'

'মানুষের বাইরের চেহারাটাই সব নয়, মশিয়ে আহমেদ,' সকৌতুকে বললেন ফনটেইন। 'আমাকে হাসিখুশি দেখালে কি হবে, আমি আসলে জন্ম-উদ্বিগ্ন। সমস্ত ব্যাপারটা ভালয় ভালয় না মেটা পর্যন্ত টেনশন থেকে আমার মুক্তি নেই। ঈশ্বর না করেন, রাষ্ট্রপ্রধানদের কেউ যদি ফ্রান্সের মাটিতে মারা যান, আমরা মুখ দেখাব কিভাবে!'

জাস্টিন ফনটেইনের নির্দেশে চার্লস দ্য গল এবং ওরলি এয়ারপোর্টে কড়া চেকিঙের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল এক আরোহী। মিউনিক থেকে ভায়া ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, এল. এইচ. থ্রী-টু-থ্রী ফ্লাইটে চড়ে এল সে। ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার, সিকিউরিটি চেকিঙের সময় কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করল না।

কালো একটা সিল্ক ড্রেস পরেছে মেয়েটা, মুক্তোর অনেকগুলো মালা গলা থেকে ঝুলে আছে বুকের ওপর, শেষ মালার নিচে ঝুলছে হীরে বসানো মস্ত এক লকেট। গুঁই সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি বড় সুটকেসটা বয়ে নিল পোর্টার, বাইরে একটা লিমুসিন অপেক্ষা করছে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম পরা শোফার।

'নিশ্চয়ই কোন ধনীর দুলালী,' ইরিনা গার্বো-র সুইস পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে পাসপোর্ট অফিসার তার সঙ্গীকে ফিসফিস করে বলল। 'নিশ্চয়ই কয়েক টন সোনার ওপর বসে আছে।'

'আমার কোলে বসলেও আমি কিছু মনে করব না,' সহকর্মী মন্তব্য করল। 'যাকে বলে রিয়েল বিউটি।'

লিমুসিনের ব্যাকসীটে বসে মাথার স্কার্ফটা খুলে ফেলল ইরিনা গার্বো ওরফে লুসি ডিলাইলা। ইতোমধ্যে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে শোফার। ডিলাইলা তাকে বলল, 'ট্রেন ছাড়তে এখনও এক ঘণ্টা দেরি আছে, কাজেই আরও আস্তে চালাতে পারো। বরং এদিক ওদিক ঘুরে খানিকটা সময় নষ্ট করো, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা এই সুযোগে সেটাও দেখা হয়ে যাবে। ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে সামিট এক্সপ্রেসে চড়তে চাই আমি।'

'আমাকে আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ম্যাডাম,' বলল শোফার। 'কোন

সমস্যা হবে না।'

'সমস্যা হতে পারবে না।' অধ্যাদেশ জারি করে হেলান দিল লুসি ডিলাইলা, পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে লাগল। ম্যাক্স মরলকের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে মিউনিক এয়ারপোর্টে পৌঁছুতেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল সে। কারণটা আর কিছুই নয়, উদ্বেগ। এক লোক তাকে অনুসরণ করেছিল। নিশ্চয়ই টনি শুমাখারের চর। নাছোড়বান্দার মত লেগে ছিল পিছনে, অনেক কষ্টে তাকে খসানো গেছে। হাতঘড়ি দেখে নিয়ে চোখ বুজল সে, ক্লান্ত হলে চলবে না, সামনে অনেক বড় দায়িত্ব। সফল হলে বিরাট পুরস্কার। বাকি জীবন বসে খেতে পারবে।

গর দ্য ইস। তেইশশো ঘণ্টা। বারোটা কোচ নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে সামিট এক্সপ্রেস। মহামূল্যবান কার্গো বয়ে নিয়ে যাবে যে লোকোমোটিভ, সেটা যেমন প্রকাণ্ড তেমনি চকচকে। বারবার পালিশ করে ঝলমলে করে তোলা হয়েছে ওটাকে। চীফ এঞ্জিন-ড্রাইভার, ওনার্দ পিনু, গোটা ফ্রান্সে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ড্রাইভার। সার সার ডায়াল আর কন্ট্রোল চেক করে ক্যাব থেকে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল সে।

এঞ্জিনের পিছনে ছয়টা কোচ সম্মানীয় রাষ্ট্রীয় মেহমান এবং প্রেসিডেন্টের জন্যে। সবচেয়ে আগে পৌঁচেছেন গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। দেরি না করে কমফোর্ট ওয়ানে শুয়ে পড়েছেন তিনি, লোকোমোটিভের সাথে লাগানো কোচ।

কমফোর্ট টু ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই মাত্র এলিসি প্রাসাদ থেকে পৌঁচেছেন তিনি, এই মুহূর্তে কমফোর্ট টু-তে উঠছেন। তেমন লম্বা নন, শক্ত-সমর্থ শরীর, দরজা দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন জাস্টিন ফনটেইন, সন্ধানী চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রেসিডেন্টকে অদৃশ্য হতে দেখে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন ভদ্রলোক।

'একটা বোঝা কাঁধ থেকে নামল,' ডেপুটি পিয়েত্রো সার্জ-কে বললেন তিনি, কাঁধ ঝাঁকালেন। 'সেই সাথে নতুন একটা চেপে বসল ঘাড়ে।'

'কিন্তু উনি তো এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, মশিয়ে,' অবাক হয়ে বলল ডেপুটি। 'বিপদের আশঙ্কা ছিল এলিসি থেকে আসার পথে...।'

'সামনের সাতশো মাইল? গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারো, কিছু ঘটবে না?' ডেপুটির কাঁধ চাপড়ে দিলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ। 'তৈরি থাকো, পিয়েত্রো। রাতটা খুব কঠিন হবে, আর লম্বা—দিনটাও।'

নিরাপত্তার দিকগুলো মনে রেখে এলিসি প্রাসাদে বিস্তর গবেষণার পর ঠিক করা হয়েছে সামিট এক্সপ্রেসে কে কোথায় থাকবেন। সিকিউরিটি অফিসারদের কাছ থেকে ম্যাক্সিমাম সেফটির নিশ্চয়তা চাওয়া হয়েছিল। কমফোর্ট থ্রী রিজার্ভ রাখা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্যে, তিনি সবার পরে একেবারে শেষ মুহূর্তে ওরলি থেকে আসবেন। কমফোর্ট ফোর জার্মান চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলারের জন্যে, মিউনিক থেকে স্থানীয় সময় কাল সকাল ন'টা তেত্রিশ মিনিটে ট্রেনে চড়বেন তিনি।

এই চারটের পর রয়েছে কমিউনিকেশন কোচ, সম্ভাব্য সফিসটিকেটেড

ইকুইপমেন্ট দিয়ে সাজানো। কোচটার একটা সেকশন ছেড়ে দেয়া হয়েছে আমেরিকানদের, ওখান থেকে সারাক্ষণ ট্রেনের সাথে হোয়াইট হাউসের সরাসরি যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা থাকছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে একজন অফিশিয়াল থাকবেন, তাঁর হাতে থাকবে বিখ্যাত সেই কালো বাক্সটি। প্রেসিডেন্ট যেখানেই যান, কালো বাক্সটা সাথে রাখেন তিনি। ওটা একটা সঙ্কেত পাঠানোর ডিভাইস। জরুরী অবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সঙ্কেত পাঠাতে পারবেন তিনি—সবগুলো আণবিক যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি সংক্রান্ত।

কোচের বাকি অংশ সাজিয়েছেন জাস্টিন ফনটেইন আর তাঁর টেকনিশিয়ানরা, ইকুইপমেন্ট দিয়ে তাঁদেরকে অবশ্য সাহায্য করেছে আমেরিকানরা।

তারপরের কোচটা রেস্টুরেন্ট, শুধুমাত্র নেতৃবৃন্দ ব্যবহার করতে পারবেন। ধরেই নেয়া হয়েছে, দিনের বেলাটা বেশিরভাগ সময় এই রেস্টুরেন্টেই কাটাবেন তাঁরা, ভিয়েনায় সোভিয়েত ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে বৈঠকে বসার আগে নিজেদের মধ্যে তাঁরা এই সুযোগে আলোচনা সেরে নিতে পারবেন।

'এদিকের ব্যারিয়ারে আরও লোক চাই আমি,' প্ল্যাটফর্মের দ্বিতীয় অস্থায়ী ব্যারিয়ারটা টপকাবার সময় বললেন জাস্টিন ফনটেইন। এই ব্যারিয়ারটাই ট্রেনের বাকি অংশ থেকে ভি. আই. পি. সেকশনটাকে আলাদা করেছে।

পিয়েত্রো সার্জ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কিন্তু মশিয়ে, এখানে আমাদের চারজন লোক রয়েছে!'

'নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট, হ্যাঁ,' সকৌতুকে বললেন ফনটেইন। 'কিন্তু পাবলিক রিলেশন্সের জন্যে যথেষ্ট নয়। আমেরিকানরা সংখ্যার খুব ভক্ত। স্টেশনের বাইরে থেকে আরও দশজনকে আনাও। বেশি লোক দেখলে ওরা খুশি হবে…!'

'আপনি যদি বলেন, মশিয়ে…।'

'হেরিককে আমি চিনি। শুনতে যদি ভুল না হয়, গ্রেট ম্যান বোধহয় পৌঁছুলেন…।'

'আমেরিকান প্রেসিডেন্ট?'

'না—উইলিয়াম হেরিক! তার পিছনে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট।'

দ্বিতীয় ব্যারিয়ারের সামনে ট্রেনের বাকি অংশ, ছ'টা কোচ নিয়ে পাবলিক সেকশন। দুটো কোচ ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্যে (একটা স্লিপিং কার), তিনটে সেকেন্ড ক্লাস, ট্রেনের শেষ কোচটা পাবলিক রেস্টুরেন্ট।

ব্যারিয়ারের কাছে আরও লোক আনানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল পিয়েত্রো, জাস্টিন ফনটেইন একা সামনে এগোচ্ছেন। প্রতিটি জানালার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। ফার্স্ট ক্লাস স্লিপিং কারের প্রতিটি জানালার পর্দা ফেলা রয়েছে। নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে থেকে কয়েকশো লোক উৎসুক চোখে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু প্রতিটি ভি. আই. পি. কোচের সব জানালাই বন্ধ। মেইন টিকেট ব্যারিয়ারের দিকে হাঁটছেন তিনি, ফার্স্ট ক্লাস কোচের একটা জানালা থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক উঁকি দিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। মাথা নেড়ে তিনি বললেন,

'আমি নেতা নই, মশিয়ে, নেহাতই অভাগাদের একজন।' ভদ্রলোক আরোহীরা হেসে উঠলেন। ফনটেইন ওঁদেরকে জানালাটা বন্ধ করে দেয়ার অনুরোধ জানালেন। আগেই সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, পাবলিক সেকশনের প্রতিটি জানালায় ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত পর্দা ফেলা থাকবে, এবং ভি. আই. পি. সেকশনের কোন জানালাই খোলা চলবে না।

ট্রেনের অপর প্রান্তে, করিডরের ওপর, টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে একদল সশস্ত্র গার্ড, আরেকটা দল পজিশন নিয়ে অটল দাঁড়িয়ে আছে। তারা সবাই ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন। মেইন ব্যারিয়ারের কাছে সোহেলকে দেখতে পেলেন ফনটেইন, ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব সরাসরি সোহেলের কাঁধে চেপেছে, তিনি নিরাপদে ট্রেনে উঠে পড়ায় অনেকটা হালকা বোধ করছে সে। এখানে দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পৌঁছুবার সময় উপস্থিত থাকতে চায় বলে।

আগেই অস্পষ্টভাবে শোনা গিয়েছিল, এতক্ষণে পরিষ্কার শোনা গেল সাইরেনের আওয়াজ।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে সোহেল বলল, 'একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছুলেন ভদ্রলোক। কেন, উনি সবার শেষে এলেন কেন?'

'বলতে পারেন আমেরিকানদের একটা স্বভাব, সবখানেই ওরা দেরি করে পৌঁছায়। হয়তো অপেক্ষা করতে রাজি নয় বলে। সময় বাঁচিয়ে কি অর্জন করে সেটা অবশ্য আলাদা প্রসঙ্গ...।'

ফনটেইন যেমন ধারণা করেছিলেন, উইলিয়াম হেরিকের আচরণ গোটা পরিবেশে নাটকীয়তার একটা ছোঁয়া এনে দিল। সবেগে স্টেশনে ঢুকল মোটর শোভাযাত্রা। সামনের গাড়িটা থেকে ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে নিচে নামলেন হেরিক, গাড়ি তখনও পুরোপুরি থামেনি। তাঁকে অনুকরণ করল আরও কয়েকজন লোক, সবাই সশস্ত্র। হাতে পিস্তল নিয়ে মারমুখো ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মের চারদিকে তাকাল তারা। কিন্তু তাদের প্রশংসা করা তো দূরের কথা, প্রেসিডেন্ট বরং তাদেরকে নিরুৎসাহিত করলেন।

'আমি চাই নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে পাবলিক যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সরিয়ে দেয়া হোক,' হুঙ্কার ছাড়লেন হেরিক। 'আমি চাই ট্রেনের পাবলিক সেকশনের প্রতিটি জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকুক একজন করে সশস্ত্র গার্ড—তবেই প্ল্যাটফর্ম ধরে এগোবেন আমার প্রেসিডেন্ট।'

সঙ্গত কারণেই গভর্নর মোনায়েম খানের কথা মনে পড়ে গেল সোহেলের।

উইলিয়াম হেরিককে হতচকিত করে দিয়ে নিজের গাড়ি থেকে নেমে এলেন প্রেসিডেন্ট। 'উইলিয়াম, ওরা যদি আমাকে গুলি করার প্ল্যান করে থাকে, সেটা ঠিকই ছুঁড়বে।' তিনি হাসছেন, উদ্বেগ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নেই চেহারায়। ধীর পায়ে ট্রেনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি, যেন কাজ শেষে বাড়ি ফিরছে একজন কেরানী। 'আর তাছাড়া, তুমি যা বললে তাতে মি. জাস্টিন ফনটেইনের জন্যে কোন প্রশংসা ছিল না...।' একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'আপনিই

তো, স্যার?'

'অ্যাট ইওর সার্ভিস, মি. প্রেসিডেন্ট···।'

ওঁরা হ্যান্ডশেক করছেন, ওদিকে ওদেরকে ঘিরে পাগলের মত চক্কর দিচ্ছেন উইলিয়াম হেরিক। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের ইঙ্গিত করলেন তিনি প্রেসিডেন্ট আর জাস্টিন ফনটেইনকে ঘিরে একটা বৃত্ত রচনার জন্যে।

'আমাদের বোধহয় আগেও একবার দেখা হয়েছে, তাই না, মি. ফনটেইন?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'জ্বী, স্যার! দু'বছর আগে, ওয়াশিংটনে···,' প্রেসিডেন্টকে পথ দেখিয়ে এগোলেন ফনটেইন, তাঁদের সাথে সাথে এগোল বৃত্তটাও।

'এভাবে ঘেরাও-এর মধ্যে থাকাটা পছন্দ করছি না···।' থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। 'উইলিয়াম, সিকিউরিটি অপারেশনের কমান্ড মি. ফনটেইনের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। এটা যেহেতু তাঁর এলাকা।' হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

'মোর স্পেস, প্লীজ!' উইলিয়াম হেরিককে বললেন ফনটেইন। 'একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে বলুন ওদের, প্লীজ।'

নিজের কোচের পাশে, ধাপের সামনে আবার একবার থামলেন প্রেসিডেন্ট। ফ্রেঞ্চ সিকিউরিটি চীফকে বললেন, 'শুধু এই কথাটা বলতে চাই, অনুভব করছি, আপনার যোগ্য হাতে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকব। এবং যদি ক্ষমা করেন, আজ রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চাই···।'

ট্রেন ছাড়ার তিন মিনিট আগে দুটো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। শোফার চালিত একটা লিমুসিন এসে থামল স্টেশনের সামনে। কালো ড্রেস পরা সুন্দরী একটা মেয়ে নামল। ব্যারিয়ারে সে তার টিকেট দেখাল, সুটকেসটা বয়ে নিয়ে এল শোফার। টিকেট কালেক্টর লক্ষ করল, মেয়েটার জন্যে একটা স্লিপিং কমপার্টমেন্ট রিজার্ভ করা আছে। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল পাসপোর্ট কন্ট্রোলার, সাধারণ আরোহীদের পাসপোর্ট চেক করার জন্যে আনানো হয়েছে তাকে। চাওয়ার আগেই তার হাতে নিজের পাসপোর্ট ধরিয়ে দিল মেয়েটা। একটা সুইস পাসপোর্ট।

'তাড়াতাড়ি করুন, ম্যাডাম,' কন্ট্রোলার বলল। 'তিন মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে যাবে।'

প্ল্যাটফর্মের আরেক প্রান্ত থেকে মেয়েটাকে লক্ষ্য করছে সোহেল। কে এই সুন্দরী? একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছুবার কারণ কি? সুটকেস নিয়ে পিছনে রয়েছে শোফার, সে-ও কি ট্রেনের আরোহী? স্লিপিং কারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা। সুটকেসটা স্লিপিং কারে তুলে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে গেল শোফার। নিজের সহকারী ইলিয়াসের দিকে তাকাল সোহেল, বলল, 'মেয়েটাকে দেখলে?' সোহেলের জরুরী বার্তা পেয়ে সুইডেন থেকে আজ দুপুরে প্যারিসে এসে পৌঁচেছে ইলিয়াস, রানা এজেন্সির ডেনমার্ক শাখার চীফ সে।

'জ্বী, সোহেল ভাই, দেখলাম—হাঁটার ভঙ্গিটা অদ্ভুত সুন্দর।'

'আমি তোমাকে ওর রূপ বিচার করতে বলিনি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সোহেল। 'জানতে চাইছি, ওর আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেয়েছ কিনা।'

'জ্বী, সোহেল ভাই—কোন দিকে তাকাল না, সোজা উঠে পড়ল স্লিপিং কারে। অথচ জানে এই ট্রেনে চারজন রাষ্ট্রপ্রধান ভ্রমণ করছেন···।'

'হ্যাঁ,' সন্তুষ্ট হলো সোহেল। 'তার এই কৌতূহলের অভাব সত্যিই সন্দেহজক।'

টিকেট কালেক্টর ব্যারিয়ার বন্ধ করে দিচ্ছে, এই সময় একটা ট্যাক্সি এসে থামল। মাঝারি আকৃতির বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক নামলেন। ড্রাইভারকে আগেই ভাড়া দিয়ে রেখেছেন, হাতের ছোট সুটকেসটা নিয়ে গট গট করে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোলেন তিনি।

ভদ্রলোকের চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা, পরনে অ্যাশ কালারের কমপ্লিট স্যুট, আপাত দৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়াই কুঁচকে আছে কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া। টিকেট এবং একটা প্লাস্টিক কার্ড বের করলেন তিনি। টিকেটটা দিলেন কালেক্টরকে, কার্ডটা কন্ট্রোলারকে। পাসপোর্টের বদলে কার্ড পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল কন্ট্রোলার। ভদ্রলোকের মুখের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে। তারপর কার্ডের ওপর চোখ বুলাল। ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে গেল তার পেশী, তারপর হঠাৎ কেতা দুরস্ত ভঙ্গিতে ভদ্রলোককে স্যালুট করল সে।

কন্ট্রোলার নিজে একজন প্রাক্তন মেজর, আর ভদ্রলোক মেজর জেনারেল, তার ওপর হার ম্যাজেস্টির নিজ হাতের লেখা পাস নিয়ে এসেছেন, অনেকটা ঝোঁকের মাথায় স্যালুট করে বসল সে। দূরে দাঁড়ানো কৌতূহলী দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন উঠল। সবার মনেই প্রশ্ন, না জানি কে এই ভদ্রলোক!

প্ল্যাটফর্মে উঠে এসে ভদ্রলোক দ্বিতীয় ব্যারিয়ারের দিকে এগোলেন। ট্রেনের একটা খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে শেষ মুহূর্তে তাজা বাতাস টানছিল সোহেল। নবাগত আরোহীকে দেখে দম আটকে এল তার, বিস্ময়ে নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলল। তিন সেকেন্ড পর সংবিৎ ফিরল তার। লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল সে। 'স্যার! আপনি?'

কার্ডটা তখনও রাহাত খানের হাতে ধরা। 'ভাবলাম অতিরিক্ত এক জোড়া চোখ তোমাদের কাজে আসতে পারে, তাই চলে এলাম,' বললেন তিনি।

'ঘটনাটা কি, অ্যাঁ?' সোহেলের পিছনে ট্রেনের দরজায় উদয় হলেন উইলিয়াম হেরিক। কোচের আরেক প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এলেন এবার জাস্টিন ফনটেইন, রাহাত খানকে চিনতে পেরে ছুটলেন তিনি।

'পালাচ্ছে, ধরো ওকে!' ভারী গলায় বললেন রাহাত খান।

হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে থামলেন জাস্টিন ফনটেইন। সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে আছে উজ্জ্বল হাসিতে। বললেন, 'পালাচ্ছি বটে, তবে তোমার দিকে। হ্যালো ওল্ড ম্যান, এখনও তুমি একটা বেঢপ সাইজের ভুঁড়ি বাগাওনি কি মনে করে?'

'খান, তোমার হাতে ওটা কি?' সবিনয়ে জানতে চাইলেন উইলিয়াম হেরিক। 'একটু দেখতে পারি?' যদিও অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করে বন্ধুর হাত

থেকে কার্ডটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন। কার্ডে চোখ বুলিয়ে হাঁ হয়ে গেলেন তিনি। 'মাই গড!'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম,' রাহাত খানের কাঁধে হাত রেখে বললেন জাস্টিন ফনটেইন। 'তবে আগে একটা খবর দিলে পারতে।'

'আগে খবর দিলে পুনর্মিলনে এতটা মজা পেতে কি?' পুরানো দুই বন্ধুর সান্নিধ্যে ভারি আনন্দ বোধ করছেন রাহাত খান।

শুধু সোহেল লক্ষ করল, যতই হাসিখুশি দেখাক বসকে, তাঁর চোখ দুটোয় আনন্দের লেশমাত্র নেই, বরং কেমন যেন বিষাদের একটা ছায়া পড়েছে সেখানে।

'এসো, ট্রেনে উঠি,' বলে রাহাত খানের কনুই চেপে ধরলেন জাস্টিন ফনটেইন। বন্ধুকে আগে উঠতে দিলেন তিনি, তারপর ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সঙ্কেত দিলেন গার্ডকে। গার্ড মাথা ঝাঁকাল।

ট্রেনে উঠে দরজা বন্ধ করলেন ফনটেইন, রাহাত খান বললেন, 'টপ প্রায়োরিটি—ব্যাপারটা চেক করে দেখো। আমার এক মিনিট আগে সুইস পাসপোর্ট নিয়ে একটা মেয়ে উঠেছে ট্রেনে, নাম ইরিনা গার্বো...।'

'কিভাবে জানলে?'

'পাসপোর্ট কন্ট্রোলারের কাছ থেকে,' বললেন রাহাত খান। 'তোমার কমিউনিকেশন সেট-আপটা ব্যবহার করো—সুইস সিক্রেট সার্ভিস চীফ জোসেফ হুগিকে জিজ্ঞেস করো ওখানে ওই নামের কোন মেয়ের অস্তিত্ব আছে কিনা, এবং মেয়েটা ওদের কোন এজেন্ট কিনা...।'

'আমারও মনে হয়েছে, স্যার...' শুরু করল সোহেল।

'আমি সন্দেহ করছি এই জন্যে যে স্টেশনে আসার আগে সরু একটা গলিতে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল গাড়িটা।'

কোন ঝাঁকি ছাড়াই চলতে শুরু করেছে ট্রেন। লোকোমোটিভের চাকা দ্রুত থেকে দ্রুততর ঘুরছে। গর দ্য ইসের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে পুবদিকে এগোচ্ছে সামিট এক্সপ্রেস। গন্তব্য: সাতশো মাইল দূরের ভিয়েনা।

চোদ্দ

'এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে নাকি, ইলিয়াস?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'অস্বাভাবিক, স্যার?' সাবধানে মুখ খুলল ইলিয়াস। রাত বাজে একটা, অথচ ঘুম আসছে না, চেহারা ম্লান হয়ে আছে তার।

'কিংবা অপ্রত্যাশিত কিছু?'

কমিউনিকেশন কোচের এক প্রান্তে বসে আছেন রাহাত খান। দুটো বিছানা পাতা হয়েছে এখানে, সিকিউরিটি চীফ যারা ডিউটি করবেন না তাঁদের বিশ্রামের

জন্যে। কোচের আরেক প্রান্তের দিকে তাকাল ইলিয়াস, ওখানে তিন দেশের তিন সিকিউরিটি চীফ বসে আছেন টেলিপ্রিন্টারকে ঘিরে।

প্যারিস থেকে নব্বই মিনিট হলো রওনা হয়েছে সামিট এক্সপ্রেস, অন্ধকার চিরে ঘণ্টায় আশি মাইল গতিতে ছুটে চলেছে অবিরাম। একটা বাঁক নেয়ার সময় কোচগুলো দুলতে লাগল। কারও চোখে ঘুম নেই, ঘুমোবার ইচ্ছেও বোধহয় নেই।

'অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার ঘটেছে, স্যার,' বলল ইলিয়াস। 'এলিস প্রাসাদে থাকার সময় মি. ফনটেইন বন থেকে একটা সিগনাল পেয়েছেন—রাতে ট্রেনে একটা আর্জেন্ট মেসেজ আসবে বলে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এদিকে, মি. টনি শুমাখারের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না…।'

'খবর পাওয়া যাচ্ছে না মানে?'

'রীতিমত অদৃশ্য হয়ে গেছেন, স্যার,' নিচু গলায় বলল ইলিয়াস। 'কোথায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে হবে কেউ আমরা তা জানি না। এই রাখ রাখ ঢাক ঢাক মি. ফনটেইন একদম পছন্দ করছেন না, স্যার।' আবার একবার কোচের শেষ প্রান্তে তাকাল সে। 'মনে হচ্ছে, স্যার, টেলিপ্রিন্টার থেকে কিছু একটা বেরুচ্ছে…।'

মাথার চুল এলোমেলো হয়ে আছে সোহেলের, হাতে টেলেক্স পেপারটা নিয়ে হন হন করে এগিয়ে এল। 'মি. জোসেফ হুগির টেলেক্স, স্যার। খুব তাড়াতাড়ি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি। ইরিনা গার্বোকে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় চার বছর আগে। এক সুইস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেটের স্ত্রী। মহিলা ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছেন…।'

'দেখি দাও আমাকে।'

রাহাত খানের হাতে টেলেক্সটা ধরিয়ে দিয়ে ঘুরল সোহেল, কার যেন পা মাড়িয়ে ফেলল। মুখ তুলে উইলিয়াম হেরিককে দেখে মেজাজ চড়ে গেল তার, তবে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। শুধু নিচু গলায় বলল, 'সব জায়গায় দেখছি আপনি আমার পিছু পিছু আসছেন। ফলো করছেন ভাল কথা, কিন্তু সেটা কৌশলে সারা যায় না, মি. উইলিয়াম হেরিক?'

'আমার সাথে ধাক্কা খেলে লোকে মাফ চায়,' গম্ভীর সুরে বললেন উইলিয়াম হেরিক।

টেলেক্সে চোখ রেখে ওদের কথা শুনছেন রাহাত খান। সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিজেদের কাজ শুরু করেছে। সিকিউরিটি চীফরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সবাই জানে, নিজেদের মধ্যে পচা একটা আপেল আছে—চারজনের কেউ রাষ্ট্রপ্রধানদের কাউকে খুন করবে। কমিউনিকেশন এক্সপার্টদের অনুরোধে জানালাগুলো বন্ধ রাখতে হয়েছে, কোচের ভেতর গুমোট হয়ে উঠেছে পরিবেশ। যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় এয়ার-কন্ডিশনার ঠিকমত কাজ করছিল না, কিছুক্ষণ আগে একেবারে অচল হয়ে গেছে।

দূর থেকে ফনটেইনও ব্যাপারটা চাক্ষুষ করলেন। এগিয়ে এলেন তিনি।

'জেন্টলমেন, প্রত্যেকেই আমরা সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাকর অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করছি—আসুন, মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরস্পরকে সাহায্য করি আমরা...।'

'সাহায্য করার কথা যদি বলো,' গম্ভীর সুরে বললেন রাহাত খান। 'আমার একটা অদ্ভুত প্রস্তাব আছে।'

'অদ্ভুত?' একযোগে জানতে চাইলেন উইলিয়াম হেরিক এবং জাস্টিন ফনটেইন।

'অদ্ভুত, কিন্তু আন্তরিক,' ভারি গলায় বললেন রাহাত খান। 'পরস্পরকে সাহায্য করা, সে খুব ভাল কথা। কিন্তু আমি হবু খুনীকেও সাহায্য করতে চাই।'

'হবু খুনী?' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন উইলিয়াম হেরিক। 'হবু খুনীকে তুমি সাহায্য করতে চাও? রাত দুপুরে তুমি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ, খান?'

'মোটেও না। কারণ আমি জানি, হবু আততায়ীকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে, সেজন্যেই রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করতে রাজি হয়েছে সে। এখন, সে যদি ব্ল্যাক-মেইলারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমাদের সাহায্য চায়, আমাদের উচিত নয় তাকে সাহায্য করা?'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। এক এক করে সোহেল, ফনটেইন, এবং হেরিকের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন রাহাত খান। 'কে ব্ল্যাকমেইল করছে জানি, কেন করছে জানি, কিন্তু কাকে করছে জানি না। এখানে টনি গুমাখার উপস্থিত নেই, আমার প্রস্তাবটা তাকেও আমি দিতে চাই—কারণ ব্ল্যাকমেইলের শিকার সে-ও হতে পারে।'

'তোমার উদ্দেশ্য যে মহৎ সেটা বুঝলাম,' স্বভাবসুলভ কৌতুকের সুরে বললেন ফনটেইন। 'কিন্তু হবু খুনী তোমার সাহায্য যদি না নিতে চায়? কিংবা সে যদি মনে করে তুমি তাকে সাহায্য করতে পারবে না?'

'হ্যাঁ—তাহলে? হবু আততায়ী যদি মনে করে ব্ল্যাকমেইলারকে খুশি না করে উপায় নেই তার?' ফনটেইনের কথায় সায় দিয়ে একই প্রশ্ন করলেন উইলিয়াম হেরিক।

'আমাদের সাহায্য নেবে কিনা, সে তার ব্যাপার,' রাহাত খান বললেন। 'কিন্তু সাহায্যের প্রস্তাবটা দেয়া আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। আমি তাকে জানাতে চাই, আমরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল। টনির সাথে দেখা হোক, তাকেও আমি এই কথা বলব—খুনী আমার সাথে গোপনে কথা বলতে পারে, কেউ জানবে না। সে যদি নিজের পরিচয় দেয়, খুন করার প্ল্যানটা ফাঁস করে, আমি তাকে তার জীবন রক্ষার গ্যারান্টি দেব। অতীতে সে যে অপরাধই করে থাকুক, আমি কথা দেব তাকে কোথাও কোন বিচারের সামনে দাঁড়াতে হবে না।'

'ব্যাপারটা নির্ভর করবে, স্যার,' একটা ঢোক গিলে বলল সোহেল, 'আপনার ওপর তার কতটা আস্থা আছে তার ওপর...।'

'তাতো বটেই,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু তোমরা কেউ বলতে পারবে, কথা দিয়ে কথা রাখিনি আমি?'

'কিন্তু, ধরো, এমন যদি হয়,' উইলিয়াম হেরিক বললেন, 'তোমার সাহায্য চাইলে হবু আততায়ীর মস্ত একটা ক্ষতি হয়ে যাবে?'

'যেমন?'

'যেমন ধরো, তার হয়তো একজন প্রেমিকা আছে, কিংবা সন্তান আছে—তোমার সাহায্য চাওয়া হয়েছে শুনলে ব্ল্যাকমেইলার সেই প্রেমিকা বা সন্তানকে যদি খুন করে? ধরো তার প্রেমিকা, স্ত্রী, বা সন্তানকে জিম্মি করে রেখেছে ব্ল্যাকমেইলার।'

ভুরু কুঁচকে হেরিকের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান। 'সততার খাতিরে সত্যি কথাই বলতে হবে আমাকে। ব্ল্যাকমেইলার কাউকে জিম্মি রেখে থাকলে, তার প্রাণ বাঁচানোর গ্যারান্টি আমি দিতে পারব না। কারণ ব্ল্যাকমেইলারকে আমি চিনলেও, তার সন্ধান এখনও আমার জানা নেই। এক্ষেত্রে আমার একটা কথাই বলার আছে, হবু খুনীকে ঝুঁকিটা নিতে হবে। তবে সে যদি ব্ল্যাকমেইলারের হদিস আমাকে জানাতে পারে, জিম্মিকে উদ্ধার করার জন্যে আমার সমস্ত মেধা ও ক্ষমতা আমি ব্যবহার করব।'

'অতীতে যে অপরাধই করে থাকুক, তার বিচার হবে না,' হেরিক বললেন, 'তুমি এ-ধরনের কথা বলো কি করে? তোমার অথরিটি সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।'

ক্ষীণ, তিক্ত একটু হেসে রাহাত খান বললেন, 'রাখতে পারব জেনে তবেই আমি কথাটা দিয়েছি, হেরিক। তোমাদের আমি একটা নতুন তথ্য দিই তাহলে। রাষ্ট্রপ্রধানদের চারজনের সাথেই ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করেছি আমি। কোত্থেকে, কিভাবে, অতোশতো জানতে চেয়ো না। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার অনুরোধ রাখবেন বলে কথা দিয়েছেন। হবু আততায়ী সব স্বীকার করে আমার সাহায্য চাইলে, তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হবে।'

'আমি তো চিরকাল বলে এসেছি,' গালভরা হাসি নিয়ে বললেন ফনটেইন, 'তুমি গভীর জলের মাছ।'

'কিন্তু তোমার এক জায়গায় ভুল হয়েছে, খান,' উল্লাসে প্রায় নেচে উঠলেন উইলিয়াম হেরিক। 'মারাত্মক ভুল। তোমার আসলে উচিত ছিল পাঁচ জন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে আলাপ করা। নাকি মি. সোহেলের কথা ভুলে গেছ তুমি?'

'ভুল তুমি করছ,' মৃদু হেসে রাহাত খান বললেন। 'সামিট এক্সপ্রেসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভ্রমণ করছেন বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলিনি আমি। কথা বলেছি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সাথে।'

মাথার পিছনটা চুলকাতে শুরু করে উইলিয়াম হেরিক লজ্জিত হাসি হাসলেন। 'ধ্যেৎ, ভুলেই গিয়েছিলাম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ পাহারা দিচ্ছে না।' তারপরই তাঁর চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটল। জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আরেকটা প্রশ্ন ওঠে।'

'করো।'

'এখানে তোমরা দু'জন কর্তা রয়েছ,' বললেন হেরিক। 'ব্রিটিশ সিকিউরিটি

চার্জে কে—তুমি, না মি. সোহেল?'

'আমি বলব, আপাতত সুপ্রীম কন্ট্রোল থাকছে জাস্টিন ফনটেইনের হাতে,' বললেন রাহাত খান। 'কারণ ফরাসী এলাকা পেরোচ্ছি আমরা…।'

'কিন্তু তারপর?'

'সোহেল ব্রিটিশ স্বার্থ দেখছে,' রাহাত খান বিরক্তির সাথে বললেন। 'আর আমাকে তুমি রানা এজেন্সির এজেন্ট ধরে নিতে পারো—রানার মত। কি ব্যাপার, হেরিক, তুমিই সেই হবু খুনী নাকি? তা না হলে সব গুলিয়ে ফেলছ কেন? সামিট এক্সপ্রেসের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব রানা এজেন্সিকে দেয়া হয়েছে, তুমি যেন জানোই না!'

রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়ালেন হেরিক, গট গট করে কোচের আরেক দিকে চলে গেলেন।

টেলেক্সে চোখ রেখে রাহাত খান বললেন, 'একটা ব্যাপার তুমি আমাকে বলোনি, সোহেল। জোসেফ হুগি সব শেষে জানিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইরিনা গার্বো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য পাঠাচ্ছি।'

'আর কি তথ্য আমাদের দরকার, স্যার?'

'মেয়েটার চেহারার বিস্তারিত বর্ণনা,' বললেন রাহাত খান।

রাত আরও বাড়তে লাগল, কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই। কোচের পরিবেশ আগের চেয়ে অনেক বেশি গুমোট এবং থমথমে। নিচের বাঙ্কে শুয়ে একের পর এক সিগার ফুঁকছেন উইলিয়াম হেরিক, অথচ ধোঁয়া বেরুবার কোন পথ খোলা নেই।

বিছানা থেকে উঠে একটা সুইভেল চেয়ারে বসেছেন রাহাত খান, চেয়ারটার পায়াগুলো মেঝের সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকানো। তাঁর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, দেখে মনে হবে ঘুমোচ্ছেন। আসলে কোচের ভেতর কি ঘটছে না ঘটছে সমস্ত ব্যাপারে সচেতন দৃষ্টি রেখেছেন তিনি। ট্রেনের দোলা আর একঘেয়ে শব্দ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারেনি। টনি শুমাখারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছেন।

সিকিউরিটি চীফরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন সময়। চারটে কোচে যখন রাষ্ট্রপ্রধানরা ঘুমোচ্ছেন, বাইরের লম্বা করিডরে সে-সময় সারাক্ষণ একজন সিকিউরিটি চীফ টহল দিয়ে বেড়াবেন। প্রতিটি ভি. আই. পি. কোচের সামনের করিডরে একজন করে সশস্ত্র গার্ড আছে। তবু জাস্টিন ফনটেইনের প্রস্তাবটা বাকি সিকিউরিটি চীফরা বিনা তর্কে মেনে নেন। এই মুহূর্তে ফনটেইন স্বয়ং ডিউটিতে রয়েছেন।

বন থেকে সিগনাল পৌঁছুল ০৪৩১ ঘণ্টায়—সামিট এক্সপ্রেস স্ট্রাসবার্গ ছেড়ে আসার পর, এবং জার্মান সীমান্ত স্টেশন কেল-এ পৌঁছুবার দশ মিনিট আগে। চেয়ারের ওপর সিধে হয়ে বসলেন রাহাত খান, কারণ, দেখতে পেয়েছেন, এই মাত্র আসা সিগনালটার কোড ভাঙতে শুরু করেছে সাইফার ক্লার্ক। খানিক পর মুখ তুলে রাহাত খানের দিকে তাকাল লোকটা।

চুরুট নিভিয়ে উইলিয়াম হেরিক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সাইফার ক্লার্ক এগিয়ে এল। হাত বাড়ালেন রাহাত খান।

'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ো না, খান,' বাঙ্কের ওপর উঠে বসে গম্ভীর গলায় বললেন উইলিয়াম হেরিক, রাহাত খানের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালেন তিনি। ভদ্রলোক শুধু শার্ট পরে শুয়েছিলেন, তাঁর বাঁ বগলের নিচে হোলস্টার সহ আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যাচ্ছে। নাকে ঘামের গন্ধ পেয়ে ভুরু কোঁচকালেন রাহাত খান। ঠিক এই সময় কোচে ঢুকল সোহেল। সে-ও টেলেক্স মেসেজটার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

রুদ্ধশ্বাসে তিনজনই পড়লেন মেসেজটা:

'আর্জেন্ট চেঞ্জ অভ শিডিউল। রুডি ফয়েলার উইল বোর্ড সামিট এক্সপ্রেস অ্যাট কেল, নট মিউনিক। রিপিট কেল, নট মিউনিক। শুমাখার।'

অনিদ্রা, উদ্বেগ, সন্দেহ, আর অবিশ্বাস কুরে কুরে খাচ্ছে তিন সিকিউরিটি চীফকে। মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকলেও সবাই শক্ত হাতে লাগাম ধরে আছে, কিন্তু চেহারা থেকে মনের ভাব লুকাতে পারছে না কেউ। ভি. আই. পি. করিডর থেকে ফিরে এসে বারবার সিল্কের রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন জাস্টিন ফনটেইন, কিন্তু মুছতে না মুছতে আবার ঘামে ভিজে যাচ্ছে টকটকে লাল চামড়া। সবারই একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো, চারদিক বন্ধ এই ছোট্ট কোচ যেন একটা বন্দীখানা, পালাবার কোন পথ নেই। একমাত্র রাহাত খান শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন, চেয়ারে দোল খেতে খেতে টেলেক্স মেসেজটা আরেক বার পড়ছেন তিনি।

'আমাদের স্রেফ দুঃস্বপ্নের মধ্যে ফেলে দেয়া হলো,' বলল সোহেল। কোচের এক প্রান্তে বাকি দুই সিকিউরিটি চীফের সাথে বসে আছে সে প্রথম বাঙ্কের কিনারায়। 'মি. শুমাখার সাবধান করলেন ঠিকই, কিন্তু তাতে দশ মিনিট সময়ও নেই। এর মানেটা কি?'

সোহেল ভাবেনি বস্ এত দূর থেকে কথাগুলো শুনতে পাবেন। রাহাত খান টেলেক্স থেকে মুখ তুললেন না, কিন্তু উত্তর দিলেন, 'মানে হলো, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চ্যান্সেলরকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে শুমাখার। ওর জায়গায় আমি হলেও তাই করতাম। ও ধরে নিয়েছে, রুডি ফয়েলারকেই টার্গেট করা হয়েছে···।' কথা বলার সময় তিনজনের দিকে পালা করে তাকালেন তিনি, প্রত্যেকের চেহারায় কি যেন খুঁজছেন। আমেরিকান হেরিক চুরুট ধরিয়েছেন আবার, শার্টের সামনেটা কালচে হয়ে গেছে ছাইয়ের দাগে। বাঙ্ক থেকে নেমে পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

'ব্যাখ্যা করো, খান,' গম গম করে উঠল তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'দেখা যাক তোমার ওকালতি গ্রহণযোগ্য হয় কিনা।'

'ভিয়েনা সফরের টাইমটেবল অনেক আগে থেকে প্রচার করা হয়েছে,' শান্ত গলায় বললেন রাহাত খান। 'সবাই জানে রুডি ফয়েলার মিউনিক থেকে ট্রেনে ওঠার আগে হপ্টব্যানহফের বাইরে ছোট্ট একটা ভাষণ দেবেন। কাজেই আততায়ী যদি ওখানে চ্যান্সেলরকে খুন করার প্ল্যান করে থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেক্ষেত্রে মিউনিকের আগে যদি চ্যান্সেলর ট্রেনে ওঠেন, আততায়ী ভ্যাবাচ্যাকা

খেয়ে যাবে—যেমন তোমরা খাচ্ছ।'

'আপনি ধরে নিচ্ছেন জার্মান চ্যান্সেলরই টার্গেট, স্যার?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল সোহেল।

'হ্যাঁ, ধরে নিচ্ছি। কিংবা টার্গেট হয়তো এই মুহূর্তে ট্রেনে রয়েছেন। সঠিক জানা নেই আমার…।'

'যেমন সঠিক তোমার জানা নেই আমাদের মধ্যে কে হবু খুনী, তাই না?' সকৌতুকে জানতে চাইলেন জাস্টিন ফনটেইন।

'ঠিক তাই। ভাল কথা, ট্রেনের গতি কমছে। কেল-এ পৌঁছে গেছি আমরা। তারমানে তোমাদের দলে আরেকজন বাড়ল, টনি শুমাখার।'

ট্রেন থামল। ওঁদের জন্যে আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। কমপার্টমেন্ট-এর দরজা খুলতেই সামনে চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলারকে দেখতে পেলেন জাস্টিন ফনটেইন। ভদ্রলোকের সরু মুখে তৃপ্তির হাসি। ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফের মত তিনিও অনর্গল ইংরেজী বলতে পারেন, সুন্দর ফিট করা বিজনেস স্যুট পরে থাকায় অনায়াসে একজন ইংরেজ বলে চালিয়ে দেয়া যাবে তাঁকে।

'জাস্টিন ফনটেইন, আবার দেখা হওয়ায় কি খুশিই না হলাম। জানি ভোর রাত নিঃসন্দেহে অসময়, আপনাকে বোধহয় বিছানা থেকে তুললাম…।'

'জ্বী-না, স্যার,' ফনটেইন হাসলেন। 'আমরা কেউ তেমন ঘুমাতে পারিনি…।' ফনটেইন তাড়াতাড়ি ট্রেনে তুলে নিলেন চ্যান্সেলরকে, তাঁকে প্রায় আলিঙ্গন করে খোলা দরজার সামনে থেকে সরিয়ে আনলেন। এই সুযোগে বাইরেটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিতে ভুল করলেন না। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। নিওনের আলোয় ঝলমল করছে প্ল্যাটফর্ম, এক্সপ্রেসের দিকে পিছন ফিরে সার সার দাঁড়িয়ে রয়েছে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের সশস্ত্র এজেন্টরা। ভুরু কুঁচকে উঠল ফনটেইনের। কথা বলার জন্যে চ্যান্সেলরের দিকে ফিরলেন তিনি। 'মি. শুমাখার কোথায়, স্যার? তিনিও নিশ্চয় আপনার সাথে…?'

'আমার কোন ধারণাই নেই তিনি কোথায়,' মিটিমিটি হেসে বললেন রুডি ফয়েলার। 'মূর্তিমান এক মরীচিকা, আমাদের এই ভদ্রলোক—এই আছে, এই নেই। আপনারা তৈরি হলেই ট্রেন আবার চলতে শুরু করতে পারে। কোন্ দিকে যেন যেতে হবে আমাকে?' করিডরের দিকে তাকালেন তিনি। 'ধন্যবাদ…।'

গার্ডকে সঙ্কেত দিয়ে দরজা বন্ধ করলেন ফনটেইন। প্রায় সাথে সাথে আবার চলতে শুরু করল ট্রেন। জার্মান সীমান্ত পেরিয়ে এসেছেন ওঁরা। বাভারিয়ার দিকে ছুটল ট্রেন।

প্রায় কোন সময় নষ্ট না করেই চ্যান্সেলর আরামে আছেন কিনা দেখে এলেন ফনটেইন। সবারই জানা, অতিরিক্ত খাতিরযত্ন পছন্দ করেন না রুডি ফয়েলার। খানিক পরই কমিউনিকেশন কোচের গুমোট পরিবেশে ফিরে এলেন ফনটেইন, বাকি সবাই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

'মি. শুমাখার ট্রেনে ওঠেননি,' কোচে ফিরেই ঘোষণা করলেন তিনি। 'এবং চ্যান্সেলর জানেন না তিনি কোথায়।'

'কি অদ্ভুত!' অবিশ্বাসের সুরে বললেন হেরিক।

'ব্যাপারটা সিরিয়াস,' মন্তব্য করলেন রাহাত খান।

সোহেল বলল, 'চ্যান্সেলর হয়তো জানেন না, কিন্তু আমার বিশ্বাস মি. শুমাখার ট্রেনে উঠেছেন। কোন কারণে তিনি হয়তো আপাতত তাঁর উপস্থিতি গোপন রাখতে চাইছেন।'

'কিন্তু সন্দেহের তালিকায় সে-ও একজন,' বললেন ফনটেইন, 'তারও আমাদের সাথে থাকা দরকার।'

রাহাত খান সোহেলকে মনে করিয়ে দিলেন, 'করিডরে বোধহয় এখন তোমার ডিউটি।'

কোচ থেকে করিডরে বেরিয়ে গেল সোহেল।

রাহাত খান কারও দিকে তাকালেন না, তাঁর চেহারা নির্লিপ্ত। বাকি দু'জনের মনে হলো, তিনি যেন কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় আছেন।

নিস্তব্ধতা যখন জমাট বাঁধতে শুরু করছে, এই সময় বার্ন থেকে দ্বিতীয় সিগনালটা এল।

'সাবজেক্ট: ইরিনা গার্বো। হাইট: ফাইভ ফিট ফোর ইঞ্চেস। ওয়েট: ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি পাউন্ডস। কালার অভ আইজ: ব্রাউন। এজ: সিক্সটি ফোর। ম্যারিড টু ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, অ্যাক্সেল গার্বো, থারটি ফোর ইয়ারস। ডেসটিনেশন: লিসবন। হুগি, বার্ন।'

০৮০৫ ঘণ্টায় সামিট এক্সপ্রেস যখন উলম হপ্টব্যানহফে ঢুকছে, এই সময় প্রতিশ্রুত এই দ্বিতীয় সিগনালটা এল বার্ন থেকে। মেসেজটা পড়া শেষ করে মুখ তুললেন রাহাত খান, সামনে দাঁড়ানো সোহেলের দিকে টেলেক্স পেপারটা বাড়িয়ে দিলেন। 'শেষ মুহূর্তে যে মেয়েটা ট্রেনে উঠল, তার সাথে চেহারার কোন মিলই নেই।'

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন জাস্টিন ফনটেইন। 'স্লিপার কোচে এই মুহূর্তে হানা দেয়া উচিত। সশস্ত্র গার্ড নিয়ে।' বাঙ্ক থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। রাহাত খানের দিকে তাকালেন। 'আসছ?'

রেস্টুরেন্ট কোচের ভেতর দিয়ে এগোলেন ওঁরা। রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্যে টেবিলে ব্রেকফাস্ট সাজানো শুরু হয়েছে। শেষ মাথার দরজার সামনে দু'জন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, দরজাটা এদিক থেকে বন্ধ। দরজার ওপারেই স্লিপিং কোচ। একজন গার্ডকে হুকুম করতেই পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে দিল। স্লিপিং কারে ঢুকেই সামনে আরও দু'জন গার্ডকে দেখতে পেলেন ফনটেইন। পাশ কাটাবার সময় চাপা গলায় বললেন, 'তোমরাও এসো। হাতে পিস্তল নাও। গুড। অ্যাটেনড্যান্ট কোথায়…ওই যে…।'

স্লিপারের অ্যাটেনড্যান্ট সকালের কফি তৈরি করছিল, ফনটেইন তাকে একের পর এক প্রশ্ন করে নার্ভাস করে তুললেন। হড়বড় করে সে যা বলল তার অর্থ হলো: অসুস্থ বোধ করছেন, এই কথা বলে এক্সপ্রেস থেকে স্টুটগার্টে নেমে গেছেন ইরিনা গার্বো।

স্টুটগার্ট···রাহাত খানের চোখের সামনে টাইমটেবলটা ভেসে উঠল। পৌঁচেছে ০৬৫১ ঘন্টায়, ছেড়ে এসেছে ০৭০৩ ঘন্টায়। বারো মিনিটের বিরতি ছিল, মিউনিক বাদ দিলে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের বিরতি। রাহাত খানের দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকালেন ফনটেইন। 'কি বুঝব?'

উত্তর না দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'মেয়েটার কমপার্টমেন্ট চেক করা দরকার।'

'ইয়েস, অফকোর্স!'

ইরিনা গার্বো চলে যাবার পর কমপার্টমেন্টের দরজায় তালা দিয়ে রেখেছিল অ্যাটেনড্যান্ট। তালা খোলার পর প্রথমে রাহাত খান, তারপর ফনটেইন ঢুকলেন ভেতরে। ওয়াশ-বেসিনের ঢাকনিটা তুললেন বি. সি. আই. চীফ। 'সাবানটা ব্যবহারই করা হয়নি। নামে মাত্র ছিল এখানে···।'

'বিছানাটা দেখো, ওটাও ব্যবহার করা হয়নি,' বললেন ফনটেইন। 'তারমানে সারারাত বসে ছিল সে।'

'হ্যাঁ, ট্রেন স্টুটগার্টে পৌঁছুবার অপেক্ষায় জেগে ছিল,' চিন্তিতভাবে বললেন রাহাত খান। 'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না, জাস্টিন। কেন মেয়েটা স্লিপার বুক করল, প্যারিস থেকে স্টুটগার্ট পর্যন্ত সারারাত কেন জেগে বসে থাকল, তারপর কেনই বা নেমে গেল ট্রেন থেকে? গোটা ব্যাপারটাই অর্থহীন, আর তাই এর মধ্যে বিশেষ কোন অর্থ না থেকে পারে না।'

'কি হতে পারে সেই বিশেষ অর্থটা?' হাসলেন ফনটেইন। 'আমার তো মনে হয়, একটা বিপদ কাটল। নেমে গেছে, বেঁচেছি। ট্রেনও থেমে নেই। তবে এই যে মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে থামছে, এটা আমার একদম ভাল লাগছে না। চলো, ওরা দু'জন কি করছে দেখি গিয়ে।'

উলমে মাত্র দু'মিনিটের বিরতি। আগেই ঠিক করা হয়েছে, যখনই কোন স্টেশনে ট্রেন থামবে সিকিউরিটি চীফদের একজন প্ল্যাটফর্মে নেমে চেক করবেন ট্রেনের পাবলিক সেকশন থেকে কে নামল বা উঠল। রেস্টুরেন্ট কারের ভেতর দিয়ে ফেরার সময় রাহাত খান জিজ্ঞেস করলেন, 'স্টুটগার্টে প্ল্যাটফর্মের ওপর চোখ রাখছিল কে?'

'হেরিক। সে নিজেই চেক করার জন্যে যেতে চাইল···।'

'হেরিকের তো ইরিনা গার্বোকে চেনার কথা নয়,' মন্তব্য করলেন রাহাত খান। 'মেয়েটাকে সে দেখেইনি।'

'তাছাড়া স্টুটগার্টে অনেক প্যাসেঞ্জার ওঠানামা করেছে। ব্যাপারটা রহস্য হয়ে থাকল।'

ফার্স্ট ক্লাস কোচ। সুইভেল চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে সুন্দরী মেয়েটা। কোলের ওপর আমেরিকান ভোগ পত্রিকা, ফ্যাশনের ওপর লেখাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে সে। তার চুল আর চশমার রঙ একই রকম—হালকা নীল। চশমার ফ্রেমটা শিঙের তৈরি, এত বড় যে চেহারা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। ছাই রঙের আমেরিকান ট্রাউজার স্যুট

পরেছে সে। মাথার ওপর লাগেজ র‍্যাকে রয়েছে চামড়ার কাভার সহ ছোট একটা ব্যাগ। সাথে আমেরিকান পাসপোর্ট, নাম রিনা ট্যাগার্ড। পেশা হিসেবে পাসপোর্টে বলা হয়েছে—সাংবাদিক। লাকি স্ট্রাইক-এর প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল মেয়েটা। পাশের ছোট টেবিলে রয়েছে অ্যাশট্রে, ভেতরটা গিজগিজ করছে আধ খাওয়া সিগারেটে—তবে ওপরের দিকে প্রতিটি অবশিষ্টাংশই পুরোপুরি, ফিল্টারের গোড়া পর্যন্ত খাওয়া হয়েছে।

অ্যাটেনড্যান্টকে অসুস্থতার অজুহাত দেখাবার পর, ম্যাক্স মরলকের রক্ষিতা লুসি ডিলাইলা স্টুটগার্টে ট্রেন থেকে নেমে যায় ঠিকই, কিন্তু স্টেশন থেকে বেরোয়নি সে। গুই সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি সুটকেসটা হাতে নিয়ে লেডিস রূমে ঢুকেছিল। জানত, স্টুটগার্টে বারো মিনিটের বিরতি।

টয়লেটের দরজা বন্ধ করে ড্রেস বদল করে ডিলাইলা। চুলের রঙ পাল্টাতেই বেশিরভাগ সময় বেরিয়ে যায়। বড়সড় সুটকেসের ভেতরই ছিল চামড়ার কাভার মোড়া ছোট ব্যাগটা। আমেরিকান ট্রাউজার স্যুটটা তো ছিলই। চেহারা এবং কাপড় পাল্টাবার পর সুটকেসটা বন্ধ করে সে, তারপর নেইল-ফাইল দিয়ে তালাটা ভাঙে। কেউ দেখলে ভাববে, সুটকেসটা চুরি গিয়েছিল, জিনিস-পত্র বের করে নেয়ার পর টয়লেটে ফেলে রেখে গেছে চোর। সুটকেসে এমন কিছু পাওয়া যাবে না যা মালিকের পরিচয় ফাঁস করে দিতে পারে। সবশেষে ব্যাগটা আরেকবার চেক করে লুসি ডিলাইলা। রিনা ট্যাগার্ডের নামে আমেরিকান পাসপোর্ট, স্টুটগার্ট থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত আগাম কেনা ট্রেনের টিকেট, অতিরিক্ত কিছু কাপড়চোপড়, ভোগ পত্রিকা, কসমেটিকস—সব ঠিক আছে। টয়লেটের আয়নার দিকে তাকায় সে। ধীরে ধীরে চশমাটা পরে চোখে। আপনমনে হাসে ডিলাইলা, নিজেকে সে চিনতে পারছে না।

ভোগ পত্রিকার পাতা ওল্টাকে ওল্টাতে নিজের বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না ডিলাইলা। ভাগ্যিস সময় থাকতে চেহারা আর পরিচয় বদলে নিয়েছিল! জানত, স্লিপিং কারের প্যাসেঞ্জারদেরকে কেউ না কেউ একবার চেক করতে আসবেই। তার ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়নি।

এখন সে পরবর্তী অপারেশনের জন্যে তৈরি। চূড়ান্ত সময় এগিয়ে আসছে দ্রুত।

উলমে দু'মিনিটের জন্যে থামবে ট্রেন। প্ল্যাটফর্মে রাহাত খান থাকলে ভাল হত। দেখামাত্র জুলি ডায়ানাকে চিনতে পারতেন তিনি। রানার কাছ থেকে মেয়েটার শুধু যে চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন তাই নয়, ডায়ানার ফটোও দেখেছেন তিনি। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্ল্যাটফর্মে থাকতে হলো সোহেলকে।

সামিট এক্সপ্রেস স্টেশনে ঢোকার আগে থেকেই প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিল ডায়ানা। হাতে ছোট একটা সুটকেস, আর হ্যান্ড ব্যাগ। সাদা লেন্সের চশমা পরেছে, তাতে পড়ুয়া একটা ভাব এসে গেছে চেহারায়। ট্রেন থামতে ফার্স্ট ক্লাস কোচের দিকে এগোল সে, অপেক্ষারত অফিসারকে টিকেট দেখাল।

'আপনার পাসপোর্টটা দিন, ম্যাডাম—কিংবা অন্য যে-কোন ধরনের আইডেনটিটি,' টিকেট অফিসারের পাশে দাঁড়ানো ইউনিফর্ম পরা আরেকজন লোক বলল।

ডায়ানার সুইস পাসপোর্ট দেখে সন্তুষ্ট হলো জার্মান লোকটা। আর কোথাও কোন বাধা না পেয়ে ট্রেনে চড়ল ডায়ানা, করিডর ধরে এগোবার সময় প্রতিটি কমপার্টমেন্টে একবার করে উঁকি দিচ্ছে। একটা কমপার্টমেন্টে একজনই মাত্র আরোহী, ভদ্রলোক বেশ লম্বা, মাথায় মোচা আকৃতির চামড়ার হ্যাট—বাভারিয়ায় আজকাল খুব বেশি পরতে দেখা যায়। হ্যাটটা মুখের অর্ধেক ঢেকে রেখেছে, মনে হলো চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ডায়ানা, সুটকেসটা র‍্যাকে তুলে রাখল। এটা একটা স্মোকার কমপার্টমেন্ট, পছন্দ হবার সেটাও একটা কারণ। আরও একটা কারণ, যতটা সম্ভব নির্জনতা দরকার তার। ভিড়ের মধ্যে তার মাথা ভাল খোলে না।

পাশের কমপার্টমেন্টে, করিডর ধরে মাত্র কয়েক ফিট দূরে, আরেকজন নির্জনতাপ্রিয় প্যাসেঞ্জার চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে, কোলের ওপর একটা পত্রিকা।

'সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ, মিস লুসি ডায়ানা…।'

চমকে উঠল ডায়ানা, চোখের পলকে হাতটা ঢুকে গেল হ্যান্ড-ব্যাগের ভেতর। কিন্তু দীর্ঘদেহী ভদ্রলোককে হাসতে দেখে পিস্তলটা বের করল না। হ্যাটটা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলেছেন তিনি।

'আতঙ্কিত হবার কিছু নেই,' অভয় দিয়ে আবার বললেন ভদ্রলোক। 'আমি অত্যন্ত নিরীহ একটা প্রাণী।'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ টনি শুমাখারের দিকে তাকিয়ে থাকল ডায়ানা। ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। সময় তখন সকাল আটটা সাত মিনিট।

পনেরো

'ব্লুমেন স্ট্রাসে কবরস্থান, যত তাড়াতাড়ি পারো!' শিখ ড্রাইভারকে তাগাদা দিল রানা। লোকটার মাথার পিছনে মস্ত এক খোঁপা। এর আগেও ব্রেগেঞ্জে শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার দেখেছে রানা।

এক গাল হাসল ড্রাইভার। 'দেশী ভাইরা এখানে এসে এদের মত হয়ে যায়, সব কাজেই খালি তাড়াহুড়ো।' তবে হুকুম পালন করল সে, লেকের ধারে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে খুব জোরে ছাড়ল ট্যাক্সি।

'আমি তোমার দেশী ভাই নই,' বলল রানা। 'বাংলাদেশী।'

ড্রাইভারের চেহারায় উজ্জ্বল রোদ ফুটল, তারপরই মুখটা মেঘলা আকাশ হয়ে উঠল। 'আপনারা স্বাধীন, আপনারা ভাগ্যবান।' একটু থেমে আবার সে বলল,

'আর আমরা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করছি।'

কিন্তু রানার মন তখন অন্য দিকে, শুনেও শুনল না। অনেক কষ্টে অস্থিরতার লাগাম টেনে ধরে আছে ও। বহু দূর উত্তরে জার্মানীর ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে সামিট এক্সপ্রেস। শিডিউলে যদি কোন রদবদল না হয়ে থাকে, উলমের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ট্রেনটা।

লেক কনস্ট্যান্সের পুব দিকে বাদামী রঙের কুয়াশা পাহাড়গুলোকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। খোলা জানালা দিয়ে কুয়াশার মিহি কণা ভেতরে ঢুকে রানার চোখে মুখে বসছে।

কবরস্থানের গেটে নামল রানা। ড্রাইভারকে ভাড়া এবং মোটা বকশিশ দিয়ে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকল ও। চারদিকে পাথরে বাঁধানো সমাধি, গোলকধাঁধার মত সরু সরু অলিগলি। সূত্রটা পরিষ্কার কিছু নয়, ক্ষীণ একটু আভাস দেয় মাত্র—কারো পরিচয় লুকানোর চেষ্টা। তবে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়া বিচিত্র নয়। প্রৌঢ় লোকটার কথা মনে পড়ে গেল রানার, কবর খোঁড়া যার পেশা। শেষবার ব্রেগেঞ্জে এসে সূত্রটা তার কাছ থেকেই পেয়েছিল ও।

আজই সেই নির্দিষ্ট দিন, বুধবার। সময়টাও সকাল আটটা। বৃদ্ধা এই দিনে, এই সময়েই লোথার ম্যাথিউসের কবরে ফুল দিতে আসেন। এমন একটা সময়, কবরস্থানে সাধারণত কেউ থাকে না।

ঠিক অপেক্ষার সময়টাতে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। রেনকোটের বোতামগুলো গলা পর্যন্ত লাগিয়ে ঠাণ্ডায় হি হি করতে লাগল রানা। বাতাসের টানা আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই, কবরস্থানে জমাট বেঁধে আছে কবরের নিস্তব্ধতা। আকাশের দিকে তাকাল রানা। ঘন কালো ভারি মেঘ এত নিচে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

কুয়াশা সরে গেলে মাঝে মধ্যে দূর পাহাড়ের গায়ে কালচে সবুজ বনভূমি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ করেই সেই প্রৌঢ় লোকটাকে দেখতে পেল রানা, একটা পাথুরে সমাধির পাশে, মাটি খুঁড়ছে। একটু পরই কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল লোকটা। চোখাচোখি হতে জিজ্ঞেস করল, 'আবার এসেছেন, স্যার?'

দাঁড়িয়ে রানার দিকে ফিরল প্রৌঢ়। তার সাদা গোঁফে বৃষ্টির স্বচ্ছ ফোঁটা আটকে আছে, ভিজে ক্যাপটা কাদা মাখা। রানার অবাক চেহারা দেখে কৌতুক বোধ করল যেন।

'আপনি আমাকে চমকাতে পারেননি, স্যার,' আবার বলল লোকটা। 'আগেই আপনাকে আমি ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখেছি।' এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সে।

মানিব্যাগ থেকে কয়েকটা অস্ট্রিয়ান ব্যাঙ্ক-নোট বের করে লোকটার হাতে গুঁজে দিল রানা। টাকাগুলো তাড়াতাড়ি পকেটে ভরে কোদালের লম্বা হাতলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল প্রৌঢ়। রানার একটা হাত পিছন দিকে, শক্ত মুঠো হয়ে আছে, আঙুলগুলো ডেবে গেছে তালুতে। মনের ভেতর তাড়া অনুভব করলেও সরাসরি প্রশ্ন করা উচিত হবে না, জানে। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এই বৃষ্টিতেও

কাজ করতে হয় তোমাকে?'

'মৃত্যু কি রোদ-বৃষ্টি মানে, স্যার?' পরের প্রশ্নটা অবাক করল রানাকে। 'ফি হপ্তায় যে ভদ্রমহিলা আসেন, তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন, তাই না? উনি আসছেন, স্যার। ঘুরবেন না। কবরস্থানে লোকজন থাকলে ভারি অস্বস্তি বোধ করেন উনি।'

খানিক অপেক্ষা করল রানা। তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল একবার। মাত্র গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছেন বৃদ্ধা। ধীর পায়ে হেঁটে আসছেন তিনি, মাথাটা নিচু করে আছেন। ফার কোট পরেছেন, হাতে ফুলের একটা তোড়া। ঘুর পথে আসতে হচ্ছে বলে এই মুহূর্তে ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন তিনি।

'টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই তাঁর,' ফিসফিস করে বলল প্রৌঢ়। 'শহরে একবার দেখেছিলাম—আমার স্ত্রী বলল, আমার তিন বছরের বেতন দিয়েও নাকি ওই ফার কেনা যাবে না।'

'ব্রেগেঞ্জের কোথায় থাকেন বলতে পারবে?'

'গ্যালুজ-স্ট্রাসে, অভিজাত এলাকা, সুন্দর একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে বেরুতে দেখেছিলাম। নিন, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখুন। সাধারণত উনি কারও সাথে কথা বলতে চান না…।'

ওদের দিকে পিছন ফিরে লোথার ম্যাথিউসের কবরে ফুলের তোড়াটা রাখলেন বৃদ্ধা। কয়েকটা পাথুরে কবর পেরিয়ে তাঁর পিছনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বৃদ্ধা সিধে হলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন রানাকে। 'ডিয়ার গড!'

মুহূর্তে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল বৃদ্ধার চেহারা। মুখের ওপর একটা হাত চেপে ধরে চিৎকারটা থামালেন তিনি। বড়বড় চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, গোপন কি যেন একটা জেনে ফেলেছে রানা।

জার্মান ভাষায় কথা বলল রানা। 'ম্যাডাম, আপনাকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে।'

'প্রশ্ন?'

'পুলিস।' পকেট থেকে সামিট এক্সপ্রেসের কার্ডটা বের করে মুহূর্তের জন্যে দেখাল রানা, তারপর ভরে রাখল পকেটে। 'সিকিউরিটি, ভিয়েনা।'

'ভিয়েনা!' বৃদ্ধা আঁতকে উঠলেন।

'লোথার ম্যাথিউস সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার—ফলকে তো এই নামই লেখা রয়েছে।'

'কেন, এ-কথা বললেন কেন?' বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। রানার চেহারায় ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি কি যেন খুঁজে ফিরছে। রানা আন্দাজ করল, পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর বয়স হবে বৃদ্ধার। বয়সের তুলনায় যেন অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছেন। আঠারো বছর বয়সে নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিলেন। উনিশশো পঞ্চান্ন সালে, লোথার ম্যাথিউসকে যখন কবর দেয়া হয়। 'আমি আসি পুরানো এক বন্ধুর কবরে ফুল দিতে…।'

'কেমন বন্ধু, ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে মারা গেছে, এখনও ভুলতে পারেননি? এতগুলো বছর ধরে প্রতি হপ্তায় আসছেন আপনি। আপনার বন্ধু যখন মারা যান, ভোরার্লবার্গ তখন ফ্রেঞ্চদের দখলে···।'

রানা উপলব্ধি করল, ঠিক পথ ধরেই এগোচ্ছে সে। আতঙ্ক নয়, বৃদ্ধার চেহারায় সতর্ক একটা ভাব ফুটে উঠল।

'আপনি তাহলে জানেন?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধা।

'তা না হলে এসেছি কেন,' বলল রানা। বেফাঁস কিছু বলে ফেললে ভদ্রমহিলাকে হারাতে হবে।

'আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি···,' ঝুঁকে সেলোফিনের প্যাকেটটা তুললেন বৃদ্ধা। 'আমার সাথে শহরে ফিরতে চান?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'এখানে···,' চারদিকে চোখ বুলালেন তিনি, চেহারায় বিষণ্ন একটা ভাব ফুটে উঠল, '···এটা কথা বলার জায়গা নয়···।'

'হ্যাঁ, প্লীজ।'

গেটে দুটো ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, আরও বকশিশ দিয়ে শিখ ড্রাইভারকে বিদায় করে দিল রানা। অপর ট্যাক্সিতে উঠে বৃদ্ধার পাশে বসল ও। বৃদ্ধা ড্রাইভারকে বললেন, 'গ্যালুজ-স্ট্রাসে।'

ক্রিম কালারের পাঁচিল ঘেরা চারতলা একটা ভিলা। কাঁচের জানালা, ফ্রেমগুলো বাদামী। আটটা মার্বেল পাথরের ধাপ টপকে সদর দরজা। দরজার গায়ে আটটা প্লাস্টিক নেম-প্লেট, প্রতিটি নামের নিচে একটা করে বোতাম। দরজার মাঝখানে গ্রিল আছে, সেটায় মুখ রেখে ভেতরের লোকের সাথে কথা বলা যায়। নামগুলো সবই পুরুষের, একটা বাদে—নোরা অড্রিক।

তিনতলায় সুন্দর, ছিমছামভাবে সাজানো তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট। কফির প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল রানা। মাথা থেকে স্কার্ফ খুললেন বৃদ্ধা, কোট খুলে চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখলেন। ম্যান্ডারিন কলার সহ কালো একটা ড্রেস পরে আছেন ভেতরে। মুখের চেহারায় অনেক রেখা আর ভাঁজ পড়লেও, শরীরটা এখনও শক্ত-সমর্থ।

'বলতে পারেন সারাটা জীবনই আমি আপনার আসার অপেক্ষায় বসে আছি—ব্যাপারটা শুরু হবার পর থেকেই···।'

'সিগারেট খেলে অসুবিধে হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্লীজ। আমাকেও দিন একটা।'

প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে আধ খোলা দরজার দিকে তাকাল রানা। ওটা বোধহয় বেডরুম।

'টাকা দেয়া তো আপনারা বন্ধই করে দিয়েছেন,' হঠাৎ বললেন বৃদ্ধা, রানার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। 'আপনি আসায় আমি কি ধরে নেব, কোথাও কোন ভুল হয়েছিল, আবার আপনারা টাকা দেবেন?'

রানা ভান করল চোখে সিগারেটের ধোঁয়া লেগেছে।

'ভাববেন না আপনাদের টাকার ওপর আমার লোভ আছে। আঠাশ বছর, হ্যাঁ। প্রতিবার পোস্টাফিস থেকে টাকাগুলো আনার সময় মনে হত, এ আমার নেয়া উচিত নয়, এ নিশ্চয়ই নোংরা টাকা। বন্ধ করে দিয়ে ভালই করেছেন। ব্যাংকে যা জমেছে, তার সুদে আমার খরচ মিটে যায়। আপনি কথা বলছেন না কেন, মি.…?'

'কোলজ, আর্নেস্ট কোলজ।'

'আমি কিন্তু আজও আমার কুমারী নাম ব্যবহার করছি। দরজায় নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনি।'

'হ্যাঁ। টাকাগুলোকে নোংরা মনে হবার কারণটা আমি বুঝতে পারি…,' সাবধানে বলল রানা। বুড়ি কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছে না ও। শুধু জানে, নিজে কথা না বলে ওঁকে দিয়ে কথা বলাতে হবে। 'তবে আপনার ধারণাটা ভুল…।'

'আমরা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসতাম, মি. কোলজ। দুর্ঘটনাটা ঘটল বিয়ের ঠিক পরপরই…।'

'ব্যাপারটা দুর্ঘটনা ছিল?'

'অবশ্যই। বিপজ্জনক একটা রাস্তায় আমার স্বামী আমেরিকান একটা জীপ চালাচ্ছিলেন। রাস্তার পাশে খাদ, সময়টা শীতকাল। তুষারে পিছলে গেল চাকা…।'

'কে প্রমাণ করল ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল?'

কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। 'সিকিউরিটির দু'জন লোক, তারাই তো খবরটা দেয় আমাকে।'

'সাদা পোশাক পরে এসেছিল তারা? আগে কখনও তাদের আপনি দেখেছিলেন? আপনি ফ্রেঞ্চ বলতে পারেন?'

'ঈশ্বরের দোহাই, কি বলতে চান আপনি?'

'আপনি শুধু প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্লীজ।'

'হ্যাঁ! সাদা পোশাক পরে ছিল তারা। না! তাদের আমি আগে কখনও দেখিনি। না! আমি ফ্রেঞ্চ জানি না!'

'কাজেই আপনার জানার কথা নয় ওরা ফরাসী ছিল কিনা, কারণ আপনারা স্বভাবতই কথা বলেছেন জার্মান ভাষায়।'

'তা ঠিক। আমার স্বামীর মৃত্যুটা গোপন রাখা কেন, কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তারা আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাল। সে নাকি দীর্ঘমেয়াদী রাশিয়ান বিরোধী একটা অপারেশনের অংশ ছিল। তারা বলল, স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্যেই আমার উচিত তার মৃত্যুর পরও আমি যেন চাই তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হোক। আমাকে ওরা নির্দিষ্ট কোন সময় দিতে পারল না, শুধু বলল ব্যাপারটা বেশ কয়েক বছর গোপন রাখতে হতে পারে।

'আমার স্বামী লেফটেন্যান্ট ছিল, কিন্তু ওরা আমাকে বলল, আসলে তার পদ নাকি আরও অনেক বড় ছিল—আর তাই, প্রতি মাসে পেনশন হিসেবে পোস্টাফিসের মাধ্যমে মোটা একটা টাকা পেতে থাকব আমি…।'

'পেতে শুরুও করলেন,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, একটানা আঠাশ বছর, কোন মাসে বাদ পড়েনি,' বললেন বৃদ্ধা। চোখ ছলছল করছে তার। 'টাকার অংশ দেখে বুঝলাম, কমপক্ষে একজন কর্নেলের পেনশন পাচ্ছি আমি।'

'কিভাবে কবর দেয়া হয়? লাশ সনাক্ত করে কে?'

'কেন, আমি, অবশ্যই। পাহাড়ের ওপর একটা লাশ কাটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। ওর ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল, আরও কয়েক জায়গায় আঘাত পেয়েছিল।'

'কিন্তু কবর দেয়া হলো কাকে? লোথার ম্যাথিউসকে?'

'আমার স্বামীকে, অবশ্যই!' বৃদ্ধা কাঁপছেন। 'সোভিয়েত বিরোধী অপারেশনের স্বার্থে অন্য নামে কবর দেয়া হয় তাকে, কারণ অপারেশনের সাফল্য নির্ভর করছিল সে বেঁচে আছে এটা ভান করার ওপর। তারা আমাকে বলল, তাদের সাথে আমি সহযোগিতা করলে আমার স্বামীর আত্মা সন্তুষ্ট হবে···।'

তারমানে তারা দু'জনকে খুন করে, ভাবল রানা। ঘাড় ভাঙা লোকটাকে, এবং নিরীহ কোন দুর্ভাগা অস্ট্রিয়ানকে—যার লাশ সম্ভবত পাথরের সাথে বেঁধে কোন লেকে ডুবিয়ে দেয়া হয়। তারই নাম লোথার ম্যাথিউস। ডেথ সার্টিফিকেট রেগুলেশন ছাড়াও আরও নানা কারণে তাকে খুন করার দরকার হয়। অথচ শুধু তার নামটা দরকার ছিল তাদের।

স্বামীর সাথে স্ত্রীকেও খুন করা হত, কিন্তু করা হয়নি মাত্র একটা কারণে—তিন তিনটে খুন করলে ষড়যন্ত্রকারীদের ধরা পড়ার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যেত। খুন না করে তাকে তারা মিথ্যে গল্প শোনায়, আর মুখ বন্ধ রাখার জন্যে মোটা টাকা দিতে থাকে। পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করল রানা। কয়েকটা ফটো দিল বৃদ্ধাকে। 'এগুলো ভাল করে দেখুন, প্লীজ। কাউকে চিনতে পারলে বলবেন। তার আগে মনটাকে শক্ত করে নিন। ফটোগুলো ইদানীং তোলা হয়েছে।'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল রানা। দু'এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত রহস্যের সমাধান পেয়ে যাবে সে। ফটোগুলো কোলের ওপর ছড়িয়ে রাখল বৃদ্ধা। তারপরই আঁতকে ওঠার শব্দ বেরুল তাঁর গলা থেকে। একটা মাত্র ফটো ধরে আছেন তিনি, হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তাঁর চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল। ভাবাবেগে কেঁদে ফেললেন তিনি। 'মি. কোলজ, ইনি আমার স্বামী। বুড়ো, হ্যাঁ, কিন্তু আমি তাঁকে চিনতে পারছি। তাহলে এতগুলো বছর ধরে যে সন্দেহে ভুগছি তা মিথ্যে নয়। এ-সবের মানে কি, মি.···?'

'আপনি ঠিক জানেন,' বৃদ্ধার হাতের ফটোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রানা, 'ইনিই আপনার স্বামী?'

'নিজের স্বামীকে আমি চিনতে পারব না?' রানার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধা। 'দয়া করে সব আমাকে খুলে বলুন—প্লীজ, প্লীজ! কেন?' উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল তাঁকে। 'কি আমার অপরাধ ছিল? ও কি···ও কি···আর কাউকে ভালবাসত? কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব! মাত্র বিয়ে হয়েছিল আমাদের···।'

'শান্ত হোন, প্লীজ,' বলল রানা। 'আপনি শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন···।'

'কেন আপনারা বারবার আসছেন আমার কাছে, আমি জানি না। তবে এতগুলো বছর ধরে আমার ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে আজ তা বুঝলাম···।'

'আপনারা আসছেন মানে?'

'এর আগেও এক ভদ্রলোক আমার স্বামীর ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলেন,' বললেন বৃদ্ধা। 'কিন্তু তাকে আমি বিশেষ কিছু বলিনি···।'

রানা বুঝল, বাবুল আখতারের কথা বলছেন বৃদ্ধা। 'আপনার ভুল হয়েছে। উনি আপনার স্বামী নন,' নরম সুরে বলল ও। ফটোগুলো ফেরত নিয়ে এনভেলাপে ভরল। 'তবে দু'জনের চেহারায় হুবহু মিল আছে। আর, আপনার সন্দেহরও কোন ভিত্তি নেই—আপনার স্বামী সে-সময়ই মারা গেছেন, লাশ আপনি নিজ চোখে দেখেছেন।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'আমি আপনার সাথে দেখা করায় গুরুতর বিপদের মধ্যে পড়ে গেলেন আপনি। একটা ব্যাগে দরকারী জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে আমার সাথে আসতে পারেন? মাত্র দু'এক দিনের ব্যাপার, তারপর বিপদ কেটে যাবে।'

বিস্ময়ের ধাক্কায় কি করবেন বুঝতে পারলেন না বৃদ্ধা, রানার দরদ ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকালেন। তৈরিও হয়ে নিলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

ষোলো

সামিট এক্সপ্রেস উলম স্টেশন ছাড়ার একটু পরই কমিউনিকেশন কোচে হাজির হলেন জার্মান সিক্রেট সার্ভিস চীফ টনি শুমাখার। সাথে সাথে একটা হৈ-চৈ বেধে গেল। এমন রাগাই রাগল সোহেল, কূটনৈতিক ভব্যতার সীমা লংঘন করে বসল।

'জানতে পারি কোথায় ছিলেন আপনি? চ্যান্সেলরের দায়িত্ব আমাদের তিনজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন!'

'এই মুহূর্তে তিনি কোথায়?' স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইলেন শুমাখার।

'তাঁর নিজের কমপার্টমেন্টে—এখনও। তাঁকে বাদ দিয়ে আর সব ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জাররা ব্রেকফাস্ট খেতে যেতে পারছেন না। অথচ ওনার কমপার্টমেন্টে ভেতর থেকে তালা···।'

'পিছু নিন,' পরামর্শ দিলেন শুমাখার। 'কিন্তু তিন জন নয়, আসলে আপনি বলতে চেয়েছেন চারজন, তাই না, মি. সোহেল আহমেদ?' রাহাত খানের দিকে তাকালেন তিনি, বি. সি. আই. চীফ মৌনব্রত পালন করছেন। 'তাহলে, কেউ যদি বারো নম্বর কমপার্টমেন্টে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিত, আপনারা আমাকে দায়ী করতেন, ঠিক কিনা?'

'অবশ্যই,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন উইলিয়াম হেরিক। 'যে যার দায়িত্ব

ঠিকমত পালন না করলে··· ।'

জার্মান ভদ্রলোকের পিছু পিছু কমফোর্ট ফোর-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন সবাই। কমপার্টমেন্ট ষোলোর সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় ঠকাঠক, ঠকাঠক করে বার কয়েক নক করলেন তিনি।

'বোঝো!' ফোড়ন কাটলেন হেরিক। 'কমপার্টমেন্টের নম্বর পর্যন্ত ভুলে গেছেন উনি।'

দরজা খুলে গেল, দোরগোড়ায় দেখা গেল জার্মান চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলারকে। কমপ্লিট ড্রেস পরে আছেন তিনি, ঠোঁটে হাসি আর চুরুট। সদ্য ভাঁজ ভাঙা বিজনেস স্যুট পরেছেন। চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। 'ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে, জেন্টলমেন? সুস্বাদু জার্মান নাস্তার জন্যে বাকি সবাই তৈরি? মাটিটা যখন জার্মানীর, ওদের আমি নিজে গিয়ে ডেকে আনতে পারি?'

হেরিক, সোহেল, আর ফনটেইন রাহাত খানের পিছু পিছু আসছিলেন, ষোলো নম্বর কমপার্টমেন্টের দরজায় চ্যান্সেলরকে দেখে বিস্ময়ে বোবা বনে গেলেন। ভিড় ঠেলে এগোলেন চ্যান্সেলর, সবারই কুশলাদি জানতে চাইছেন। রেস্টুরেন্ট কারের দিকে এগোল ছোটোখাটো মিছিলটা।

আবার যখন একা হলেন ওঁরা, সোহেল জেদের সাথে বলল, 'মি. শুমাখার, আমাদের একটা ব্যাখ্যা পাওনা হয়েছে।'

'আমাদের কিছুই পাওনা হয়নি,' এতক্ষণে মুখ খুললেন রাহাত খান। 'আমরা জার্মানীতে রয়েছি, কাজেই নিজের খুশি মত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন শুমাখার। তবে, ইচ্ছে হলে তিনি আমাদেরকে ঘটনাটা শোনাতে পারেন। সম্ভবত পাবলিক সেকশন তোমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল, তাই না, শুমাখার?'

'বনে গিয়ে প্ল্যানটা আমি চ্যান্সেলরকে বোঝাই,' বললেন শুমাখার। কমিউনিকেশন কোচে ফিরে এসেছেন ওঁরা। 'কেলে সাধারণ একজন প্যাসেঞ্জার হিসেবে ট্রেনে চড়ি আমি, আর চ্যান্সেলর কমপার্টমেন্ট বদলে··· ।'

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কারণ,' আবার মাঝখান থেকে কথা বললেন রাহাত খান, 'শুমাখার সন্দেহ করেছিলেন পাবলিক সেকশন থেকে বিপদ হতে পারে। আমার ধারণা ওখানে উনি চুপ করে বসে থাকেননি, প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জারকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছেন··· ।'

'হ্যাঁ, তাই,' মাথা ঝাঁকালেন শুমাখার।

'আশা করি স্লিপারটা চেক করেছ?'

মাথা ঝাঁকালেন শুমাখার। 'আমার সাথে একটা ইউনিফর্ম ছিল। সাতটা তিন মিনিটে ট্রেন স্টুটগার্ট ছাড়ার পরপরই ইউনিফর্মটা পরে সবার কাগজ-পত্র চেক করি।'

'সন্দেহজনক কিছু···?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন শুমাখার। 'অদ্ভুত একটা ব্যাপার জানতে পারলাম, সুন্দরী এক মেয়ে অসুস্থতার কথা বলে স্টুটগার্টে নেমে গেছে। তার জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে··· ।'

'আমরা সবাই দুঃখিত,' বললেন রাহাত খান। তারপর তিনি ব্যাখ্যা করলেন—ইরিনা গার্বো নয়, তার ছদ্মবেশ আর পরিচয় নিয়ে অন্য একজন উঠেছিল ট্রেনে। হঠাৎ করে তার এই অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা সত্যি রহস্যময়।

শুমাখার উদয় হবার পর সিকিউরিটি চীফদের মধ্যেকার সম্পর্কে সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। তিনি আসার আগে গ্রুপটার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জাস্টিন ফনটেইন। এখন, কোন ঘোষণা ছাড়াই, নেতৃত্ব চলে গেছে রাহাত খানের হাতে।

'ব্রেকফাস্ট কারে যাচ্ছি, দেখা দরকার ওদিকে সব ঠিক আছে কিনা,' বলল সোহেল। 'আসছেন নাকি, মি. হেরিক?'

রাহাত খান বললেন, শুমাখারের সাথে থাকবেন তিনি। সবাই কোচ ছেড়ে না বেরুনো পর্যন্ত চুপ করে থাকলেন শুমাখার, তারপর মেজর জেনারেলকে এক ধারে টেনে এনে নিচু গলায় বললেন, 'জুলি ডায়ানা। উলম থেকে ট্রেনে উঠেছে। ফার্স্ট ক্লাস কোচে একা। তার ব্যাপারে আমি একটু চিন্তিত···।'

'এক মিনিট পরই তার সাথে দেখা করব আমি।'

'রানা কোথায় আপনি জানেন? তার কোন খবর পাচ্ছি না।'

মাথা নাড়লেন রাহাত খান। 'কোন ধারণাই নেই। কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমার মাথায় কোন আইডিয়া···।'

'কাকে টার্গেট করা হয়েছে আমি জানি,' শুমাখার বললেন। 'চিন্তা করলে যে-কেউ বুঝতে পারবে, তাই না?'

'মানলাম। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই—কেনই বা তুমি তাকে টার্গেট ভাবছ।'

'আমাদের চ্যান্সেলর। বাভারিয়ার ইলেকশনটাকে খাটো করে দেখতে পারছি না। পরিবেশ কেমন তন্দুর হয়ে আছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। হেলমুট হ্যালার মুখে যাই বলুক, লোকটা পাঁড় কমিউনিস্ট। ক্রেমলিনের মানসপুত্র বলি তাকে আমি। গোটা হাঙ্গামার পিছনে রাশিয়ানদের হাত আছে। তারা হেলমুট হ্যালারকে বাভারিয়ার প্রভু হিসেবে দেখতে চায়। আজ যদি রুডি ফয়েলার মারা যান, আপনিই বলুন কে জিতবে ইলেকশনে? ডেল্টা বা ম্যাক্স মরলকের তো ইমেজ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই···।'

'অনেকটা ঠিকই আন্দাজ করেছ তুমি,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু বাকিটুকু ভুল। রাশিয়ানদের সাথে কথা হয়েছে আমার। তারা আমাকে জানিয়েছে, কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করার প্ল্যান কে. জি. বি.-র নেই। চার সিকিউরিটি চীফের মধ্যে একজন তাদের লোক—এককালে ছিল—এটা স্বীকার করার পর বলেছে, এখন তার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ নেই। আমার ধারণা, যে-ই হোক সে, রাষ্ট্রপ্রধানদের একজনকে সে-ই খুন করার চেষ্টা করবে।'

'কারণ?' একদৃষ্টে রাহাত খানের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন খুঁজছেন শুমাখার।

'কারণ, কেউ তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে,' বললেন রাহাত খান। 'ওদের তিনজনকে আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছি, তোমারও সেটা শোনা উচিত,

কারণ সিকিউরিটি চীফদের তুমিও একজন, এবং তোমাদেরই একজন কেউ হবু আততায়ী।'

'ইন্টারেস্টিং,' জোর করে একটু হাসলেন শুমাখার। 'প্রস্তাবটা কি শুনি?'

হবু খুনীকে সাহায্য করার প্রস্তাবটা ব্যাখ্যা করলেন রাহাত খান। সবশেষে বললেন, 'সে যদি বুদ্ধিমান হয়, তার যদি আমার ওপর আস্থা থাকে, তাহলে এই প্রস্তাব লুফে নেবে সে। আর যদি…।'

'যদি আস্থা থাকে, হ্যাঁ,' চিন্তিত ভাবে বললেন শুমাখার। তারপরই তিনি প্রসঙ্গটা বদলে ফেললেন, 'আপনি বলছেন হেলমুট হ্যালারকে সোভিয়েতরা সাহায্য করছে না?'

'না, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। তাকে সাহায্য করছে ইহুদিরা। বাভারিয়াকে তারা নিজেদের জন্যে একটা আলাদা প্রদেশ হিসেবে চায়। ব্যাপারটা ভারি গোপনীয়তার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, টনি। হেলমুট হ্যালার স্পটে একবারও আসছেন না। তাঁর হয়ে যা করার সব করছে বোথাম।'

'বোথাম তাহলে জার্মান ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে, রাশিয়ানদের নয়?'

'আমার তাই ধারণা।'

খানিক চিন্তা করে শুমাখার বললেন, 'সম্ভব। কিন্তু তাহলে বলুন, চ্যান্সেলরকে কোথায় খুন…।'

'মিউনিকে, জানা কথা,' বললেন রাহাত খান।

'এই জন্যে যে চ্যান্সেলর জেদ ধরে বসেছেন, হুমকি-টুমকি যাই থাক, মিউনিক হপ্টব্যানহফের সামনে সংক্ষিপ্ত একটা ভাষণ তিনি দেবেনই।'

'তুমি চেষ্টা করে দেখেছ নিশ্চয়ই…?'

'ওর জেদ কি রকম তা তো আপনি জানেন না! চেষ্টা করিনি মানে!' যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, এমন সুরে জিজ্ঞেস করলেন শুমাখার, 'হবু আততায়ী কে, সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা আছে আপনার?'

'নেই,' মিথ্যে বললেন রাহাত খান। 'এখন আমি যাই, ডায়ানার সাথে কথা বলে আসি। তোমাদের বিজ্ঞানীরা নাকি নতুন অ্যালার্ম ডিভাইস আবিষ্কার করেছে, সাথে দু'একটা আছে নাকি হে?'

'সব খবরই রাখেন দেখছি। আছে—ছ'টা। আপনাকে একটা দিচ্ছি, দাঁড়ান।' কোচের আরেক প্রান্তে হেঁটে গেলেন শুমাখার, হাতল ধরে চৌকো একটা প্লাস্টিকের বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন তখুনি, জিনিসটা দেখতে অনেকটা টর্চের মত। 'দেখতে যাই হোক, এটা থেকে আপনি আলো পাবেন না, পাবেন শব্দ। ইংরেজীতে যাকে বলে ওয়েলার। সাইরেনও বলতে পারেন। এই যে, এই বোতামটা টিপতে হবে।'

ওয়েলার নিয়ে কমিউনিকেশন কোচ থেকে বেরিয়ে এলেন রাহাত খান, রেস্টুরেন্টের ভেতর দিয়ে এগোলেন তিনি। চার রাষ্ট্রপ্রধানই ব্রেকফাস্টে বসেছেন। এইমাত্র একটা জোক শোনালেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, কিন্তু নিজে এক ফোঁটা

হাসলেন না, অথচ হাসির দমকে বিষম খাওয়ার দশা হলো বাকি তিনজনের। টেবিলের পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছেন রাহাত খান, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মুখ তুলে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন। মৃদু হেসে এগিয়ে চললেন রাহাত খান, থামলেন গার্ডের সামনে। কার্ড দেখে দরজা খুলে দিল গার্ড। দরজা টপকে ফার্স্ট ক্লাস কোচে চলে এলেন বি. সি. আই. চীফ। করিডর ধরে ধীর পায়ে হাঁটার সময় প্রতিটি কমপার্টমেন্টের দিকে একবার করে তাকালেন।

একটায় একটা মেয়েকে দেখলেন, পরে আছে আমেরিকানরা যেটাকে প্যান্ট স্যুট বলে। র‍্যাকের ওপর একবার দৃষ্টি বুলালেন তিনি। চামড়া মোড়া একটা ব্যাগ রয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, হাতে সিগারেট।

পাশের কমপার্টমেন্টটাই জুলি ডায়ানার। সময় নষ্ট না করে নিজের ফটো সহ আইডেনটিটি কার্ডটা তাকে দেখালেন বি.সি.আই. চীফ, বললেন, 'মিস ডায়ানা, আমার নাম রাহাত খান। মাসুদ রানা তোমার কথা বলেছে আমাকে। সে কোথায় জানো?'

ফিরিয়ে দেয়ার আগে কার্ডটা ভাল করে পরখ করল ডায়ানা। 'কাল সন্ধ্যায় প্লেনে ব্রেগেঞ্জ গেছে রানা। আমাকে বলল আমি যেন উলম থেকে সামিট এক্সপ্রেসে উঠি।'

'ব্রেগেঞ্জ? মনে হচ্ছে ঠিকই অনুমান করেছি। হ্যাঁ, তথ্য প্রমাণ যোগাড় করা দরকার। কোত্থেকে ট্রেনে উঠবে সে?'

'মিউনিক থেকে। প্লেনে করে সকালে ফিরে আসার কথা তার। তবে কিছুই বলা যায় না···।'

'বলেছে যখন, আসবে। চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার টার্গেট। গুলিটা ছোঁড়া হবে মিউনিকে। ওখানে তেরো মিনিটের বিরতি। হপ্টব্যানহফের সামনে ভাষণ দেবেন চ্যান্সেলর, চারদিকে লোকজনের ভিড় থাকবে। কি বলছি, বুঝতে পারছ?'

রাহাত খানের কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছিল ডায়ানা, প্রশ্নটা শুনে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। 'ইয়েস, স্যার! চ্যান্সেলর স্টেজে ওঠার আগেই আততায়ীকে গ্রেফতার করতে হবে আমাদের···।'

'গ্রেফতার?' কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন রাহাত খান। 'গ্রেফতার করার সময় পাচ্ছ কোথায়?'

'জ্বী, বুঝেছি, আততায়ী অ্যাকশন নিতে শুরু করলে তবে না আমরা তার পরিচয় জানতে পারব, তখন আর সময় থাকবে না। রানাকে প্ল্যাটফর্মে দরকার হবে, স্যার।'

'দরকারের সময় তাকে তুমি পাবে। এটা রাখো,' হাতের ওয়েলারটা ডায়ানাকে দিলেন রাহাত খান। বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে অপারেট করতে হয়। 'কোথাও গোলমেলে কিছু একটা দেখলেই বোতামটা টিপে দেবে।'

রাহাত খান চলে যাবার পর কমপার্টমেন্টে পায়চারি শুরু করল ডায়ানা। সাংঘাতিক অস্থির বোধ করছে। গোলমেলে কি দেখার আশা করতে পারে সে? কোন্‌টা গোলমেলে কোন্‌টা নয়, বুঝবে কিভাবে?

*

'ফর গডস সেক, জোরে চালাও! চার গুণ ভাড়া দিচ্ছি, শুধু তাড়াতাড়ি পৌঁছুবার জন্যে।' ড্রাইভারের কাঁধ খামচে ধরল রানা। 'সাইড রোড ব্যবহার করতে পারছ না?'

সর্বংসহা ধরণীর মত প্রকৃতি ড্রাইভারের, রানার তিক্ত সমালোচনা মুখ বুজে সহ্য করে গেল। চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না বেচারা, কিন্তু ওয়ান ওয়ে রাস্তায় যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়, কিছুই তার করার নেই। লাইন দিয়ে শম্বুকগতিতে এগোচ্ছে গাড়ির মিছিল, মিছিল থেকে বেরিয়ে সাইড রোডে ঢোকাও এখন আর সম্ভব বলে মনে হয় না। আকস্মিক ভিড়ের কারণ অবশ্য জানা আছে তার। ফলে বুঝতে পারছে, স্টেশন পর্যন্ত এই ভিড় এড়াবার কোন উপায় নেই। যে যার বাহন নিয়ে ইস্টব্যানহফের দিকে যাচ্ছে, চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলারের বক্তৃতা শুনবে বলে। গোটা মিউনিক শহরে ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে।

বৃদ্ধা নোরা অড্রিককে একটা হোটেলে রেখে এসেছে রানা। তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেছে অমূল্য বেশ খানিকটা সময়। সময় মত স্টেশনে পৌঁছুতে পারবে না বুঝতে পেরে অসহায় বোধ করছে সে, অকারণ রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

আইজার নদী পেরোল ট্যাক্সি। ব্রিজের নিচে জটিল স্লুইস সিস্টেম। নাথাল নামে এক লোকের কথা মনে পড়ে গেল রানার, সেন্ট গ্যালেনের এমব্রয়ডারি মিউজিয়ামে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল ও, কিন্তু লোকটা আসেনি। তার বদলে এসেছিল একজন খুনী, তবে রানার হাতে খুন হয়ে যায় সে। পরে টনি শুমাখারের কাছ থেকে জানা গেল, নাথালের লাশ এই আইজার নদীতে, একটা স্লুইসে আটকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে।

একবার ইচ্ছে হলো ট্যাক্সি থেকে নেমে বাকি রাস্তাটুকু দৌড়ে পার হয়ে যায়। এক পাশে ফোর সিজন হোটেল দেখল ও। স্টেশন এখনও অনেক দূর। শুধু যে রাস্তায় ভিড় তা নয়, ফুটপাথও লোকে লোকারণ্য। ফয়েলার সমর্থকদের ঠেলে সামনে এগোনো অসম্ভব ব্যাপার।

আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। ভিউ মিররে দৃশ্যটা দেখল ড্রাইভার। ন'টা তেইশ মিনিট। সামিট এক্সপ্রেস স্টেশনে আসতে আর দশ মিনিট বাকি।

চ্যান্সেলর খুন হলে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হতে পারে, তবে সম্ভাবনা নেহাতই কম। পশ্চিমা জগতে গণতন্ত্র এমন একটা সাবলীল গতি পেয়ে গেছে যে কারও মৃত্যু সে-গতিকে থামাবার জন্যে যথেষ্ট নয়। নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা না হলে নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেয়ে জিতে যাবে হেলমুট হ্যালার। এককালে কমিউনিস্ট ছিল, এই একটা ব্যাপার ছাড়া জার্মান ভোটারদের মনে তার সম্পর্কে আর কোন ক্ষোভ নেই। রুডি ফয়েলারের অনুপস্থিতিতে ম্যাক্স মরলককে নয়, হেলমুট হ্যালারকেই ভোট দেবে তারা। ডেল্টার জনপ্রিয়তা এই মুহূর্তে প্রায় শূন্যের কোঠায়। বোথামের এই প্ল্যানটা পুরোপুরি সফল হয়েছে। এখন শুধু হেলমুট হ্যালার জিতলেই জার্মান ইহুদিদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। আর হেলমুট

হ্যালারকে জেতাবার জন্যে চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলারকে খুন করতে হবে বোথামের। সন্ত্রাস সৃষ্টিতে বিশেষজ্ঞ এই লোকের বুদ্ধির নাগাল পাওয়া সত্যি কঠিন। প্রফেশনাল প্ল্যানার, একান্ত বাধ্য না হলে কোন কাজ নিজের হাতে করে না, দক্ষ লোকদের দিয়ে করায়। তিন যুগেরও বেশি আগে কোন এক দেশের সিক্রেট সার্ভিসে একজন গুপ্তচরকে রোপণ করেছিল সোভিয়েট রাশিয়া, বছর কয়েক হলো সেই গুপ্তচর সাহস করে রাশিয়ানদের জানিয়ে দেয়, রাশিয়ার পক্ষে সে আর কাজ করতে পারবে না। বলতে গেলে দয়া দেখিয়েই রাশিয়ানরা দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয় তাকে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা কিভাবে যেন জেনে ফেলে বোথাম। সম্ভবত রাশিয়ান কোন ইহুদি গোপন তথ্যটা চড়া দামে বিক্রি করে বোথামের কাছে। রাশিয়ানদের রোপণ করা সেই আর্মেনিয়ান গুপ্তচর এখন একটা দেশের সিক্রেট সার্ভিস চীফ। তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে বোথাম। রুডি ফয়েলারকে খুন না করলে তোমার পরিচয় ফাঁস করে দেব। সম্ভবত সিক্রেট সার্ভিস চীফের প্রিয় কোন আপনজনকে জিম্মি করে রেখেছে বোথাম। এবং হয়তো চ্যান্সেলরকে খুন করলেও তাকে ধরা হবে না, বা বিচার করা হবে না, এ-ধরনের আশ্বাসও দিয়েছে। অগত্যা বাধ্য হয়েই সিক্রেট সার্ভিস চীফকে রাজি হতে হয়েছে—খুনটা করবে সে।

রাহাত খানের বন্ধুদের একজন। হবু খুনীর পরিচয় রানা জানে। তাই একমাত্র সে-ই পারে খুনটা ঠেকাতে।

কিন্তু আগে তো পৌঁছুতে হবে!

ভিউ মিররে ড্রাইভারের চোখ, বলল, 'একটা সাইড রোড দেখতে পাচ্ছি, স্যার। চেষ্টা করে দেখি ঢোকা যায় কিনা। কয়েক মিনিট বাঁচবে।'

কয়েক মিনিট! এই কয়েক মিনিটের ওপরই নির্ভর করছে পশ্চিম ইউরোপের ভবিষ্যৎ। বাভারিয়া ইহুদিদের জন্যে আলাদা প্রদেশ হলে কালে সেটা স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে উঠবে। বদলে যাবে বিশ্ব রাজনীতি, ইউরোপের মানচিত্র।

ফোন বাজতেই নাইলনের দস্তানা পরা হাতটা রিসিভার তুলল। হাতের পেশীগুলো কিলবিল করে উঠল, মুঠোর ভেতর রিসিভারটা যেন ভেঙে ফেলবে। মিউনিক অ্যাপার্টমেন্টের দরজার পাশে সুটকেসটা তৈরি অবস্থায় রয়েছে। মিউনিক ছেড়ে চলে যাবে বোথাম।

'কুর্ট ময়নিহান বলছি,' উত্তেজিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে। 'পজিশন নিয়েছি···।'

'সময়ের দিকে নজর রেখো—এক চুল এদিক ওদিক হওয়া চলবে না···।'

'জানি, হাজার বার আলোচনা করেছি আমরা···।'

'কাজেই যেন ভুল না হয়, এটা রিহার্সেল নয়···।'

ত্রিশ বছর বয়স ময়নিহানের, শক্ত-সমর্থ চেহারা, মিউনিক হপ্টব্যানহফের একটা ফোন বুদ থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল।

মিউনিক অ্যাপার্টমেন্টে রিসিভার নামিয়ে রেখে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বোথাম। সুটকেসটা তুলে নিয়ে দরজা খুলল সে, বন্ধ করল, তারপর তালা

লাগাল। দরজার দিকে মুখ করে আরও কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে, দস্তানা জোড়া খুলে ভরে নিল কোটের পকেটে। মাথার ভেতর চিন্তা-ভাবনা চলছে। ময়নিহান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। লোকটার পজিশন নেয়ার খবর শুনে স্বস্তি বোধ করছে সে। ময়নিহান চ্যান্সেলরকে খুন করবে না, তবে চ্যান্সেলরের দিকে খুনী যখন গুলি করবে, ময়নিহানও একই সময়ে চ্যান্সেলরকে লক্ষ্য করে পিস্তলের ট্রিগার টানবে। তার পিস্তলে আসল গুলি থাকবে না। মাত্র একটা কি দুটো গুলি করেই ঝেড়ে দৌড় দেবে সে, একবার ইউ-বানে ঢুকে পড়তে পারলে তাকে আর পায় কে। এমন একটা জায়গায় পজিশন নিয়েছে, ওখান থেকে ইউ-বান মাত্র পনেরো বিশ গজ দূরে। এই ঝুঁকিটার বিনিময়ে এক লাখ মার্কিন ডলার পারিশ্রমিক পাচ্ছে ময়নিহান। যদি ধরা পড়ে যায়, সে আশঙ্কা নেই বললেই চলে, তার ছেলে আর স্ত্রী পাবে টাকাটা।

প্ল্যানের এই অংশের উদ্দেশ্য হলো, আসল খুনীর ওপর থেকে লোকজনের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দেয়া। সবাই যখন ময়নিহানকে নিয়ে ব্যস্ত, চার সিকিউরিটি চীফের একজন ধীরে-সুস্থে চ্যান্সেলরের দিকে পিস্তল তাক করবে, তারপর গুলি করেই পাশের স্টেশনে স্টার্নবার্গার হফের দিকে ছুটে পালাবে। সময়ের চুল চেরা বিশ্লেষণ করার পর প্ল্যানটা কাজে লাগানো হচ্ছে। পাশের স্টেশনে প্রতি মুহূর্তে ট্রেন আসছে আর যাচ্ছে। ঠিক এই সময় পাহাড়ী এলাকার দিকে ছাড়বে একটা ট্রেন। আততায়ী তাতে উঠে বসবে। পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছুবার আগেই চেইন টেনে একটা রোড-ক্রসিঙে নেমে যাবে সে, ওখানে তার জন্যে অপেক্ষা করবে গাড়ি। তারপর এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়।

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল বোথাম। চশমাটা নাকের ওপর ঠিকমত বসিয়ে নিয়ে স্টার্ট দিল সে। আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে ম্যাক্স মরলকের সাথে শেষ দেখা করতে যাচ্ছে।

এই দেরি আর সহ্য করা যায় না। হন্টব্যানহফের দিকে যতই এগোচ্ছে ওরা, যানবাহনের ভিড় ততই বাড়ছে। ড্রাইভারকে থামতে বলে সামনে সীটের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, লম্বা করা হাতের মুঠো আলগা করল, দোমড়ানো-মোচড়ানো কয়েকটা নোট পড়ল লোকটার কোলে।

'তবু আপনি ট্রেন ধরতে চান, স্যার? এই ভিড় ঠেলে পৌঁছুতে পারবেন বলে মনে করেন?'

'পৌঁছুতে আমাকে হবেই।' দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল রানা, ট্যাক্সি তখনও পুরোপুরি থামেনি। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ও। রাস্তা পেরোতে গিয়ে দশ সেকেন্ডের মধ্যে পাঁচটা গাড়ির সামনে পড়ল, ব্রেক করার তীব্র আওয়াজ একটানা বাজতে লাগল কানে, মনে হলো দুঃস্বপ্নের মধ্যে ছুটছে। ফুটপাথে ধস্তাধস্তি করছে মানুষ, প্রায় কেউই এক ইঞ্চি এগোতে পারছে না। অদূরে দেখা যাচ্ছে হন্টব্যানহফ, কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার কোন উপায় দেখল না রানা। ভিড়ের ভেতর ঢুকতে চেষ্টা করে পিছিয়ে এল ও, যেন নিরেট পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে ফেরত চলে এল। রাগে

দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওর, বোকার মত তাকিয়ে থাকল নিশ্ছিদ্র ভিড়ের দিকে। কোন মানুষের সাধ্য নেই বাধাটা পেরিয়ে দুশো গজ এগোয়।

অগত্যা বাধ্য হয়েই ভয় দেখাবার পথ বেছে নিল রানা। পুলিস পুলিস বলে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু এ কি আর বাংলাদেশ নাকি যে পুলিসের নাম শুনলে আঁতকে উঠবে মানুষ! বরং অপ্রত্যাশিত সমস্যা দেখা দিল—ওর মুখে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে কিছু লোক দাবি করতে লাগল, যেভাবে হোক আরও সামনে এগোবার সুযোগ করে দেয়া হোক তাদের। 'দিচ্ছি,' বলে হাতের পিস্তলটা মাথার ওপর তুলে ফাঁকা একটা আওয়াজ করল রানা।

পরাজিত হলেও, জার্মানরা যোদ্ধা জাতি, গোলাগুলির তাৎপর্য খুব ভাল বোঝে। এক নিমেষে ফাঁক হয়ে গেল ভিড়টা, স্যাঁৎ করে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল রানা। গুলি করেই সেফটি অন করে দিয়েছে ও, বেমক্কা ধাক্কা লেগে এখন গুলি বেরিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু চারদিকে মহা শোরগোল, গুলির আওয়াজ বেশিদূর পৌঁছায়নি। 'গুলি করলাম, করলাম গুলি,' বারবার হুমকি দিতে লাগল রানা। যারা ওর হাতে পিস্তল দেখল তারা আর বাধা হয়ে দাঁড়াল না। তবু ধস্তাধস্তি, ধাক্কাধাক্কি করে এগোতে হলো রানাকে। একবার পা আটকে গেল, মনে হলো ফাটা বাঁশের মধ্যে পড়েছে। টানা-হ্যাঁচড়া করতে পা বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু জুতোটা ছাড়া। সামনে সশস্ত্র গার্ডদের বেষ্টনী দেখে হাতের পিস্তলটা পকেটে ভরে ফেলল রানা। এতক্ষণ খেয়ালই করেনি এতটা এগিয়ে এসেছে। পকেট থেকে স্পেশাল পাসটা বের করল ও। মুঠোর মধ্যে নিয়ে, হাতটা বুকের সাথে চেপে রাখল, এটা হারালে স্টেশনে আর ঢুকতে হবে না।

পুলিস গার্ডরা ভিড়টাকে ঠেলে সরিয়ে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

'পথ ছাড়ুন, পুলিস! পথ ছাড়ুন, পুলিস!' হুংকার ছাড়তে ছাড়তে বেষ্টনী ভেদ করল রানা।

'হল্ট!'

একজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার হোলস্টার থেকে ওয়ালথার বের করল।

এঁকেবেঁকে তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল রানা, জানে পিঠে গুলি খাবার ঝুঁকি আছে।

'হল্ট। হল্ট!' আগের চেয়ে কর্কশ, কঠোর শোনাল অফিসারের গলা। 'তা না হলে গুলি করব!'

এতক্ষণে ভাগ্য একটু সহায়তা করল রানাকে। বেষ্টনীর ভেতর ফাঁকা জায়গায় একজন লোককে দেখে চিনতে পারল ও, টনি শুমাখারের এজেন্ট। ভাগ্যিস রানাকে চিনতে পারল সে। মুখের সামনে বুলহর্ন তুলে দ্রুত নির্দেশ দিল, 'থামুন, গুলি করবেন না! ভদ্রলোককে আসতে দিন…।'

তাকেও ঝড়ের বেগে পাশ কাটাল রানা। গেট দিয়ে স্টেশনে ঢোকার মুখে দেখল, এরই মধ্যে প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে সামিট এক্সপ্রেস, ধীরে ধীরে থামছে। আরও জোরে ছুটল রানা। বাকি জুতোটাও খসে গিয়েছে পা থেকে।

*

করিডর ধরে হাঁটছে লুসি ডিলাইলা, এই সময় মৃদু ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সামিট এক্সপ্রেস। হাতে ব্যাগ নিয়ে নিজের কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েছে সে। ভুলেও একবার জুলি ডায়ানার কমপার্টমেন্টের দিকে তাকাল না। কিন্তু করিডর ধরে তাকে যেতে দেখে, চিনতে না পারলেও, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল ডায়ানা। মেয়েটার কিছু কি চেনা চেনা লাগল? দেহের গড়ন, নাকি হাঁটার ভঙ্গি? অমন মাথা নিচু করে থামার মানে কি?

লিভাউ! ব্যায়ারিশার হোটেলের রিসেপশনে দেখেছিল মেয়েটাকে—হারবারের অনেক ওপর থেকে, টেরেসে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার দেখেছিল, হুস্টব্যানহফের দিকে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিল। লুসি ডিলাইলা!

ঝট্ করে দাঁড়িয়ে ছোঁ দিয়ে ওয়েলারটা তুলে নিল ডায়ানা। কমপার্টমেন্ট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। ট্রাউজার স্যুট পরা ডিলাইলাকে অনুসরণ করল।

প্ল্যাটফর্মে নেমে এল ডিলাইলা। কোচের পাশ ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করে কিছুদূর এগোল সে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাগটা পায়ের কাছে রেখে চামড়ার কাভারের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে হাতল মত কি যেন একটা একশো আশি ডিগ্রী ঘোরাল। সিধে হলো সে, দ্রুত হাঁটতে লাগল আবার। কোচের পাশে, প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকল ব্যাগটা।

রেস্টুরেন্ট কার থেকে প্ল্যাটফর্মে নামলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ জাস্টিন ফনটেইন, চারদিকে দ্রুত এমনভাবে তাকালেন যেন সন্দেহজনক কিছু দেখতে পাবেন বলে আশা করছেন। তারপর টিকেট ব্যারিয়ার পেরিয়ে স্টেশনের এক পাশে চলে গেলেন। ইতোমধ্যে চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার ট্রেন থেকে নেমে মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেছেন, তুমুল স্লোগানের মধ্যে লোকারণ্যের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন তিনি।

ডান হাতে ধরা ওয়েলারের বোতামটা চেপে ধরল ডায়ানা। আকস্মিক বিকট আওয়াজে নিজেরই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড় হলো তার। খুদে একটা ডিভাইস, কিন্তু পুলিস সাইরেনের মত একটানা আওয়াজটা যেন চারদিকে তেড়ে গেল। ফয়েলার সমর্থকদের সম্মিলিত উল্লাস-ধ্বনি এক নিমেষে চাপা পড়ে গেল।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়ালেন জাস্টিন ফনটেইন।

তাঁর পাশে উদয় হলেন টনি শুমাখার, হাতে একটা পিস্তল। তাঁকে অনুসরণ করে এলেন উইলিয়াম হেরিক।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকিয়ে ডায়ানাকে দেখল ডিলাইলা। চিনতে পারল।

আচমকা তীব্র নীল অত্যুজ্জ্বল আলোয় অন্ধ হয়ে গেল সবাই। চামড়া মোড়া ব্যাগ বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার। ওটার মেয়াদ পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ড। সামান্য এই সময়টুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল খুনী।

হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল, চ্যান্সেলরের দিকে লক্ষ্য স্থির করল ময়নিহান। ফাঁকা আওয়াজ করতে শুরু করল সে।

ময়নিহানের পিছনে, যেন আকাশ থেকে পড়ল, রানা। ওর হাতে কোল্ট পয়েন্ট ফোর-ফাইভ। বাঁটটা দু'হাতে ধরে মাজ্‌লটা ওপর দিকে তাক করল ও।

স্টেশনের পাশ থেকে আসল খুনী পকেট থেকে বের করল সাইলেন্সার ফিট করা ল্যুগার। ধীরে-সুস্থে, সময় নিয়ে, চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলারের দিকে লক্ষ্য স্থির করল সে। তারপর চাপ দিতে শুরু করল ট্রিগারে।

কোল্টের মাজ্‌ল্ নামিয়ে এনেই পরপর তিনটে গুলি করল রানা। একটাও জাস্টিন ফনটেইনের গায়ে লাগল না। বুলেটগুলো আশপাশে পড়ে ছিটকে গেল চারদিকে। স্টার্নবার্গার হফের দিকে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস চীফ।

ডায়ানার দিকে পিস্তল তাক করল ডিলাইলা, গুমাখার তাঁর পিস্তল তাক করলেন ডিলাইলার দিকে। একবার মাত্র গুলি করলেন গুমাখার। প্রচণ্ড ক্ষোভ মেশানো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল ডিলাইলার গলা থেকে, এক পা সামনে বাড়ল সে, হাত থেকে পড়ে গেল ঠাণ্ডা পিস্তল, সেটার ওপরই আছাড় খেল সে।

উইলিয়াম হেরিকের পিছনে দেখা গেল সোহেলকে। দু'জন এক-সাথে পিস্তল তুলল ময়নিহানের দিকে। দুই চোখের ওপরে দুটো ফুটো তৈরি হলো। ফাঁকা আওয়াজ করার পর ইউ-বানের দিকে পালাচ্ছিল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে না তাকালে গুলি খেত মাথার পিছনে।

পাশের স্টেশনে এসে জাস্টিন ফনটেইন দেখলেন, একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে দৌড়ালেন তিনি, জীবনে বোধহয় এত জোরে দৌড়াননি। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, অথচ একের পর এক কয়েকটা ছবি ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। সুন্দরী এক মহিলাকে দেখলেন, যাকে তিনি বিয়ে করেননি, কিন্তু যে তাঁর একমাত্র সন্তানের মা। ছেলেটার ছবি ভেসে উঠল চলন্ত ট্রেনের দরজায়, যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবেন। কিন্তু না, এখানে নয়, প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছেলেটা বোথামের হাতে বন্দী, তার মায়ের সাথে। মাত্র কিশোর, সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে—না জানি কি আছে তার ভাগ্যে!

কাঁচাপাকা ভুরু নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠলেন রাহাত খান। বিদায়, বন্ধু, বিড়বিড় করে বললেন জাস্টিন ফনটেইন। বন্ধুত্বের মর্যাদা আমি রাখতে পারলাম না। পারলে ক্ষমা করে দিয়ো। তোমার সাহায্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সব জানলে তুমি হয়তো বুঝবে নিজের কথা ভাবিনি আমি, ভেবেছি একমাত্র সন্তান আর তার মায়ের কথা। হ্যাঁ, কপালে যাই ঘটুক, বুঝব এ আমার পাপের শাস্তি।

চলন্ত ট্রেনের সাথে প্রায় ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলেন জাস্টিন ফনটেইন। একজন গার্ড চিৎকার করে উঠল। লাফ দিয়ে পাদানিতে উঠে পড়লেন তিনি, হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললেন দরজা। ঠিক এমনি সময়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল পিস্তলধারী পুলিস অফিসার।

কম্পার্টমেন্টের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন জাস্টিন ফনটেইন, প্রতি মুহূর্তে ট্রেনের গতি বাড়ছে। পরপর দু'বার গুলি করল অফিসার। দুটো বুলেটই জাস্টিন

ফনটেইনের পিঠ ফুটো করে ভেতরে ঢুকল।

খোলা দরজার কাছে পড়ে গেলেন জাস্টিন ফনটেইন। ঝাঁকি খেয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল পা দুটো। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে ট্রেন, এই সময় দোরগোড়া থেকে পাদানিতে, তারপর প্ল্যাটফর্মে গড়িয়ে পড়লেন ফনটেইন। তারপর আর নড়লেন না।

ছুটতে ছুটতে কাছে এসে দাঁড়াল অফিসার। ইতোমধ্যে মারা গেছেন ভদ্রলোক।

সতেরো

'প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। ব্রেগেঞ্জে তখন ফ্রেঞ্চ দখলদার বাহিনী রয়েছে। পূর্ব জার্মানীর সাহায্য নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া একজন ফ্রেঞ্চ লেফটেন্যান্টকে সরিয়ে, তার জায়গায় নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দেয়,' বলে ডান পাশে তাকাল রানা, কে যেন তার আস্তিন ধরে টান দিয়েছে।

জার্মান চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার। রানার দিকে একটা চুরুট বাড়িয়ে ধরেছেন তিনি।

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল রানা। 'আমি খাই না,' এক অর্থে কথাটা সত্যি, রানা সিগারেট খায়।

সামিট এক্সপ্রেসের রেস্টুরেন্ট কারে বসে আছেন ওঁরা সবাই। মিউনিক ছেড়ে এসেছে ট্রেন, ছুটে চলেছে সালজবার্গ আর ভিয়েনার দিকে। সম্মানিত, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রানাকে ঘিরে বসে আছেন— রাষ্ট্রপ্রধানদের সবাই, উইলিয়াম হেরিক, রাহাত খান, টনি শুমাখার, এবং সোহেল। বড় বেশি বিষণ্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে রাহাত খানকে।

'কিভাবে তারা কাজটা করল?' প্রশ্ন করলেন শুমাখার।

'খুন না করে এ-সব কাজ করা যায় না,' বলল রানা। 'তবে, সবারই একটা করে ডামি থাকে—লোকে যাকে ডাবল বলে। সিকিউরিটির স্বার্থে, আমি জানি, আপনারও একটা ডাবল আছে—যদিও আপনি তাকে কখনও ব্যবহার করেননি। ওদের একজন লোক ছিল—আমার ধারণা লোকটা আর্মেনিয়ান, সে দেখতে ছিল প্রায় হুবহু আসল জাস্টিন ফনটেইনের মত। তাদের লোকের সাথে চেহারায় মেলে এমন লোকের সন্ধানে ছিল তারা, এবং ফনটেইনের দুর্ভাগ্য সে তাদের চোখে ধরা পড়ে।'

'আরও ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ,' টনি শুমাখার অনুরোধ করলেন।

'এক ঢোক কনিয়্যাক, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন চ্যান্সেলর।

'ধন্যবাদ, মি. চ্যান্সেলর।' মাথা নাড়ল রানা, ভুলেও বসের দিকে তাকাল না। 'আসল ফনটেইন ছিল এতিম। ফ্রান্সে তাকে বিশেষ কেউ চিনত না। ডাইরেকশন

ডি লা সার্ভিল্যান্স দ্যু টেরিটোইরিতে যোগ দেয় সে, আউটফিটটার বৈশিষ্ট্যই ছিল কেউ কাউকে চিনবে না। এ-সব গল্প আপনাকে আর কি শোনাব, মি. শুমাখার, আমার চেয়ে ভাল জানেন আপনি। গুস্তার গুইলাউমি, চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্টের প্রধান উপদেষ্টা কে. জি. বি.-র এজেন্ট ছিলেন। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল বলেই না মি. ব্রান্টকে পদত্যাগ করতে হলো।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার। 'আর, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু জাস্টিন ফনটেইন যে ভুয়া, রুশ এজেন্ট, ব্যাপারটা আপনি ধরলেন কিভাবে?'

'সে এক করুণ ইতিহাস, মি. চ্যান্সেলর,' বলল রানা। 'আমার আগে জার্মানীতে একজন বাঙালী এজেন্টকে পাঠানো হয়েছিল, নাম বাবুল আখতার, তাকে খুন করা হয়। তার রেখে যাওয়া নোট বুকে ব্রেগেঞ্জের নাম ছিল। ব্রেগেঞ্জে গিয়ে লোকজনকে বাবুলের ফটো দেখাতে শুরু করি আমি। সূত্র পেয়ে একটা কবরস্থানে যাই…,' গোটা ব্যাপারটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা।

'বৃদ্ধা তাহলে জানতেন তাঁর ওপর অন্যায় করা হয়েছে?' টনি শুমাখারের প্রশ্ন।

ফিসফিস করে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কানে কানে কি যেন বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর দু'জনেই তাকালেন রানার দিকে।

'না,' বলল রানা। 'পূর্ব জার্মানীর এজেন্টরা নোরা অড্রিককে বোকা বানিয়ে রেখেছিল।'

'মোটেও বুদ্ধিমান নই আমরা,' ভারী গলায় বললেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট।

সবিনয় হেসে রানা বলল, 'সিকিউরিটি আউটফিট থাকলে তার ভেতর শত্রু এজেন্ট অনুপ্রবেশ করবেই, এ ঠেকাবার কোন উপায় নেই, স্যার।'

'এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত থাকা উচিত নয়,' প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম উঁচু গলায় কথা বললেন। 'কিন্তু শেষ কথা তাহলে কি দাঁড়াল? সব কিছুর জন্যে রাশিয়ানরা দায়ী?'

হেসে ফেলল রানা। 'না। আজ যা ঘটল তার জন্যে রাশিয়ানরা মোটেও দায়ী নয়। কারণ জাস্টিন ফনটেইন তাদের এজেন্ট হলেও, গত দুই কি তিন বছর হলো ফনটেইন তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।'

'তা কিভাবে সম্ভব?' প্রতিবাদ করল সোহেল। 'পরিচয় ফাঁস হবার ভয় ছিল না ফনটেইনের? কে. জি. বি.-ই বা কেন তাকে ছেড়ে দেবে?'

'এমন হতে পারে না, জাস্টিন ফনটেইন কে. জি. বি. সম্পর্কে এমন সব তথ্য জানতেন যে সেগুলো ফাঁস হয়ে গেলে রাশিয়ার মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সে-কথা ভেবেই হয়তো কে. জি. বি. ফনটেইনকে ঘাঁটায়নি, তাঁর ইচ্ছেটাকে মেনে নিয়েছে।'

শান্ত হলো সোহেল, বলল, 'হ্যাঁ, এদিকটা ভেবে দেখিনি।'

ফরাসী প্রেসিডেন্ট শিরদাঁড়া খাড়া করে বসলেন। 'একটু দুর্বোধ্য লাগছে, মি. রানা। আপনি বলছেন ফনটেইন রাশিয়ানদের হয়ে কাজ করছিলেন না। তাহলে

তিনি চ্যান্সেলরকে খুন করার চেষ্টা করলেন কেন?'

'এর জন্যে দায়ী বোথাম নামে এক ইহুদি,' বলল রানা। 'লোকটা যেভাবেই হোক জানতে পারে, ফনটেইন এক সময় রুশদের এজেন্ট ছিলেন।'

'তারমানে বোথাম ফনটেইনকে ব্ল্যাকমেইল করছিল?' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রমহিলার চোখ বড়বড় হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, আমাদের তাই ধারণা,' বলল রানা। 'ধারণা বলছি এই জন্যে যে, ব্যাপারটা এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ। এক সময় তো মনে হয়েছিল,' উইলিয়াম হেরিকের দিকে তাকাল রানা, 'আপনিই সেই লোক, মি. হেরিক। কারণ, বস্ যখন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করার জন্যে ফ্রেড ডোনারের কাছে গেলেন, পরদিনই ভদ্রলোককে খুন করা হলো···।'

'হেল, আই অ্যাম নট টেকিং দ্যাট···।' শুরু করলেন উইলিয়াম হেরিক।

'ইউ আর টেকিং দ্যাট—অ্যান্ড হোয়াট এভার এলস কামস,' মার্কিন প্রেসিডেন্ট শান্ত সুরে বললেন তাঁকে।

'কি যেন বলছিলাম? ফ্রেড ডোনার খুন হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁকে খুন করা হলো আমাদের দৃষ্টি অন্য দিকে সরানোর জন্যে। সন্দেহ করলাম, বোথামের কাজ। আপনাকে সন্দেহ করার আরও একটা কারণ ছিল, মি. হেরিক। পশ্চিম বার্লিন বেস থেকে দু'মাস আপনি গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন।' উইলিয়াম হেরিক যে লুসি ডিলাইলার সাথে প্রেম করতেন, সেটা উল্লেখ না করে কৌশলের পরিচয় দিল রানা।

'তুই-ও সোহেল,' বলল রানা, 'আমাদের জন্যে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলি। মিশর দূতাবাসে কাজ করার সময় ছ'হপ্তার ছুটি নিয়ে জর্দানে গিয়েছিলি, কিন্তু জর্দানে কেন গিয়েছিলি বা কোথায় উঠেছিলি, কিছুই কাউকে জানাসনি।'

'পিওরলি পার্সোনাল রিজন,' ফিক্ করে হেসে বলল সোহেল। 'তবে জর্দানে কোথায় ছিলাম তা বোধহয় আমি প্রমাণ করতে পারব—মেয়েটা এখনও চিঠি লেখে আমাকে।' বলেই জিভ কাটল সোহেল। রাহাত খানের উপস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল সে।

রেস্টুরেন্টের চারদিক থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল। শুধু রাহাত খান কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন সোহেলের দিকে। এমন ভাব দেখাল সোহেল, যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

'বাকি থাকলেন আপনি, মি. শুমাখার,' বলল রানা, তারপর বসের দিকে তাকাল। 'স্যার, আপনিই বলুন।'

'টনি ওয়াজ দি অবভিয়াস সাসপেক্ট,' শুরু করলেন রাহাত খান। 'দু'বছর পূর্ব জার্মানীতে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। অর্থাৎ, টু অবভিয়াস। ও যদি দলবদল করত, তাহলে নির্ঘাত একটা নাটক অভিনীত হওয়ার কথা—দু'বছরের মধ্যে বছর খানেক কাটলেই ইস্ট জার্মান সিক্রেট সার্ভিস ভান করত তারা টনির পরিচয় জেনে ফেলেছে, এবং টনিও দৌড় দেয়ার ভঙ্গিতে ফিরে আসত পশ্চিমে, যেন আরেকটু

হলে ধরা পড়ে যাচ্ছিল। শুধু তাহলেই তার ওপর বিশ্বাসটা পাকাপোক্ত হত। কিন্তু পুরোটা মেয়াদ ওখানে থাকল সে। এতে প্রমাণ হয় গা ঢাকা দিয়ে থাকতে ভারি দক্ষ সে।'

'কাজেই আমরা নজর দিলাম জাস্টিন ফনটেইনের ওপর,' বলল রানা। 'হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল ভদ্রলোক, সন্দেহের উর্ধ্বে বলেই মনে হলো। কিন্তু তারপরই আমরা জানতে পারলাম, চারজনের মধ্যে একমাত্র তাঁর অতীতই অস্পষ্ট। এবার আমাকে মাফ করতে হবে,' বলে লাল চোখ দুটো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে একবার ডলল রানা। 'আমার শরীরে আর কুলোচ্ছে না, একটু ঘুমাতে চাই। ভাবছি সালজবার্গে নেমে যাব...।'

'আমাকেও ওখানে নামতে হবে,' বললেন রাহাত খান।

'এরপর সিকিউরিটির দিকটা আমরাই সামলাতে পারব,' বলল সোহেল। 'ভিয়েনা পর্যন্ত আর কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।'

ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট হঠাৎ ইংরেজীতে প্রশ্ন করলেন, 'বাট হোয়াট অ্যাবাউট বোথাম?'

'তার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা যা করার রাহাত খান করবেন,' জানালেন টনি গুমাখার। 'তার একটা ব্যবস্থা এবার হবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

রাহাত খানের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, রানা ছাড়া কেউ তা দেখতে পেল না।

ম্যাক্স মরলকের সাথে শেষবার দেখা করার জন্যে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে ঢোকার মুখে প্রথম বিপদ সঙ্কেত পেল বোথাম। কথা ছিল সে আগে পৌঁছুবে, তারপর আসবে মরলক। হাত ঘড়ি দেখল বোথাম। সময়ের আগেই পৌঁছে গেছে মরলক। গ্যারেজের ভেতর দিকে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্সিডিজটা। আরও কয়েকটা গাড়ি রয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো খানিক দূরে। পরিবেশটা পছন্দ হলো না বোথামের।

একটা অর্ধ বৃত্ত রচনা করে মার্সিডিজের পাশে গাড়ি থামাল সে, গাড়ির মুখ থাকল দরজার দিকে। এক হাতে হুইল ধরে থাকল, আরেক হাতে পাশের সীট থেকে তুলে নিল সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। এঞ্জিন বন্ধ করার পর টের পেল, মার্সিডিজের স্টার্ট বন্ধ করেনি মরলক। 'আপনি আগে চলে এসেছেন,' গলা চড়িয়ে বলল বোথাম। 'ভুল করা আপনার একটা স্বভাব...।'

'খাঁটি কথা,' ধনকুবের মরলক ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'প্রথম ভুল করেছি তোমার মত দু'মুখো সাপের সাহায্য চেয়ে।' গাড়ির মুখ দরজার দিকে, অটোমেটিক গিয়ার এনগেজ করা আছে, হ্যান্ড-ব্রেক টেনে দেয়া হয়েছে বলে সামনের দিকে ছুটছে না মার্সিডিজ। ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার উইন্ডোটা খোলা, ডান হাতে একটা ওয়ালথার পিস্তল, আর বাঁ হাতে একটা গ্রেনেড ধরে আছে মরলক।

'কি বলতে চান?' শান্তসুরে জিজ্ঞেস করল বোথাম। যে লোক এখুনি মারা যাবে তার ওপর রাগ করে কি লাভ!

'আমাকে তুমি ধোঁকা দিয়েছ, সেই প্রথম থেকে, কিন্তু তোমার বা হেলমুট হ্যালারের উদ্দেশ্যও সফল হয়নি,' বলল মরলক। 'নাকি কি ঘটেছে এখনও তুমি জানো না?'

'কি ঘটেছে?'

'হেলমুট হ্যালার নির্বাচন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে,' বলল মরলক। 'কথাটা ঘুরিয়েও বলা যায়। লোকটা মারা যাওয়ায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছে না।'

বিষম খেলো বোথাম। 'হোয়াট! আমি বিশ্বাস করি না!'

'লাশটা নিজের চোখে দেখে তারপর এখানে এসেছি,' পরিতৃপ্তির হাসির সাথে বলল মরলক। 'তোমার জন্যে আরও একটা বিস্ময়কর খবর আছে, মি. ইহুদি। চ্যান্সেলর রুডি ফয়েলার বেঁচে গেছেন। তুমি যাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলে, জাস্টিন ফনটেইন, হি ইজ অলসো ডেড।'

জানালা দিয়ে মরলকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল বোথাম। লোকটা কি সত্যি কথা বলছে?

'প্রথম থেকেই তুমি আমার সাথে বেঈমানী করছিলে,' বলে চলেছে মরলক। 'ডেল্টাকে তুমি আর্মস সাপ্লাই দিলে, গুদামের ঠিকানা প্রতিবার আমি তোমাকে জানিয়েছি। শুধু তুমি জানতে, শুধু তুমি আর আমি।'

দু'জনই একসাথে তৎপর হয়ে উঠল। খোলা জানালা দিয়ে পিস্তল তুলেই গুলি করল বোথাম। দুপ, দুপ। এক ঝটকায় দরজা খুলে হাতের ওয়ালথারটা বোথামের দিকে তাক করতে যাচ্ছিল মরলক, কিন্তু দেরি করে ফেলল।

বুকে গুলি খেয়ে মার্সিডিজের বাইরে ঢলে পড়ল মরলক। বোথাম দেখল না, মরলকের হাত থেকে পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে তার গাড়ির নিচে চলে এল গ্রেনেডটা।

স্টুটগার্ট ফ্যাক্টরিতে তার বেতনভুক বিজ্ঞানীরা গোপনে তৈরি করছে গ্রেনেডটা। এতে কোন পিন নেই, টাইম ফিউজ নেই। ড্রপ খাবার পাঁচ সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হবে।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল বোথাম।

বিস্ফোরণের আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল সোহানা। কালো একটা ভাড়া করা অস্টিনে বসে আছে সে, হাতে একটা মেশিন-পিস্তল। বসের জরুরী মেসেজ পেয়ে ঘন্টা দুয়েক হলো প্লেনে করে মিউনিকে পৌঁচেছে সে। ঘন্টা দেড়েক দূর থেকে ম্যাক্স মরলকের প্রাসাদের ওপর নজর রাখার পর মার্সিডিজ এবং তার আরোহীকে দেখতে পায়। আগেই একজন ড্রাইভারের সাথে চুক্তি করা ছিল, সে-ই তাকে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে পৌঁছে দিয়ে গেছে। মোটা টাকা দেয়ায় সোহানার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে লোকটা। অস্টিন যখন গ্যারেজে ঢোকে, ড্রাইভার ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না—সীটের নিচে মাথা নিচু করে ছিল সোহানা। গ্যারেজে গাড়ি রেখে ড্রাইভার বেরিয়ে যায়, একবারও পিছন দিকে তাকায়নি।

বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সোহানা। যাক, ওদের ব্যাপারে তার নাক গলাতে হয়নি। নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করেছে। পিছনের সীট থেকে নেমে মরলকের লাশটা পরীক্ষা করল সে। বোথামকে পরীক্ষা করার সুযোগ নেই। তার গাড়িতে আগুন ধরে গেছে, বাতাসে মাংস পোড়ার গন্ধ। তাড়াতাড়ি অস্টিন নিয়ে বেরিয়ে এল সোহানা।

সালজবার্গ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন রাহাত খান, পাশে রানা আর ডায়ানা। তিন জোড়া চোখ সামিট এক্সপ্রেসের অপসৃয়মান পিছনটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'প্লেনে করে দেশে ফিরছি আমি,' বললেন রাহাত খান। 'পাঁচ দিন পর তোমাকে আমি ঢাকায় আশা করব।' ডায়ানার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলেন তিনি। তারপর আবার রানার দিকে ফিরলেন। 'যাই হোক, তোমাদের সাথে বেশ চমৎকার কাটল কটা দিন।···ভাল কথা, তোমাকে হয়তো একবার মস্কোয় যেতে হতে পারে।' কথা শেষ করে গেটের দিকে এগোলেন তিনি।

'তোমার বস্‌কে দেখলে কেন যেন আমার কলজের পানি শুকিয়ে যায়,' ফিসফিস করে বলল ডায়ানা। 'অথচ আমার বস্, তিনি আমাদের বন্ধুর মত, আমরা তাঁর সাথে সব রকম ঠাট্টা রসিকতা করতে পারি।'

'উনি আমাদের বন্ধুর চেয়েও বেশি,' বসের দিকে চোখ রেখে বলল রানা। 'আমিও ওঁকে ভয় পাই, ওঁর বিশ্বাসের আর ভালবাসার মর্যাদা রাখতে পারব কিনা এই ভেবে। সে তুমি বুঝবে না।'

'অত বুঝে কাজও নেই,' হাসতে হাসতে বলল ডায়ানা। 'তোমার বস্, তোমার বান্ধবী, তুমি, সবাই এক একটা দুর্বোধ্য চরিত্র। আমি শুধু তোমাকে বোঝার জন্যে সময় দিতে পারব।'

'বার্ন ফিরছ না? রিপোর্ট করার জন্যে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ···।'

'তাহলে আমাকে বুঝবে কিভাবে?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার মত আমিও দিন পাঁচ-সাত ছুটি পাব,' রানার হাত ধরে চাপ দিল ডায়ানা। 'ইচ্ছে করলে আমরা কোন পাহাড়ে বা জঙ্গলে তাঁবু ফেলে ক'টা দিন কাটাতে পারি।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' স্বীকার করল রানা। 'চমৎকার জমবে। রাজি।'

কিন্তু তার আগে আরেকটা কাজ সারতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। সোরা অড্রিককে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে ব্রেগেঞ্জে। 'তুমি তাহলে বার্নে চলে যাও, কাল আমি তোমার সাথে দেখা করব,' প্রস্তাব দিল ও। 'এয়ারপোর্টে দেখা হবে।'

'আবার কাল কেন?' অবাক হলো ডায়ানা।

কাল কেন, হয়তো কোনদিনই তোমার সাথে দেখা হবে না, ভাবল রানা। কখন কি হয় কেউ বলতে পারে? 'এখানে একটা কাজ আছে,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল রানা।

বলল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল ডায়ানা। খানিক পর বলল, 'ঠিক আছে, তাই। কোন্ ফ্লাইটে যাবে?'

ফ্লাইট নম্বর জেনে নিয়ে চলে গেল ডায়ানা।

প্ল্যাটফর্মে একা দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

একা এবং বিষণ্ণ।

(শেষ)